পঞ্জাবের সর্দ্দার উমরাও সিং মাজিথিয়া শীঘ্র সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিবেন, সংকল্প করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন শিখ মহিলা বিলাত গমন করেন নাই।

ব্যারিষ্টার-চূড়ামণি—স্যর এড্ওয়ার্ড ক্লার্ক এক্ষণে বিলাতের সকল ব্যারিষ্টার অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

ডাক্তারী পরীক্ষা—এ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল স্কুল হইতে [illegible] জন ছাত্র ছাত্রী শেষ পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে [illegible] জন ছাত্র এবং ৫ জন ছাত্রী। এই [illegible] ছাত্রীর মধ্যে রতিজান্ নেসা নাম্নী একটী মুসলমান ছাত্রী উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নূতন যন্ত্র—বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসন সাহেব এক অদ্ভুত যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারেরা রোগীর দেহের শিরা, পেশী, পাকস্থলী, হৃদ্‌ফুস, এমন কি তাহার মধ্যস্থিত শোণিতপ্রবাহের গতিবিধি পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন। রোগীর কোন্ স্থানে পীড়া হইয়াছে, এ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে জানা যাইবে।

নব বর্ষ।

নব জীবন।

কি হয়েছে, ভেঙ্গে গেছে ভাঙ্গা পোড়া প্রাণ?
না হয় পড়েছে খসি,
শিথিল পাষাণ-রাশি,
ছিঁড়েছে ধমনী শিরা রক্ত বহমান!
কি হয়েছে, ভেঙ্গে গেছে ভাঙ্গা পোড়া প্রাণ!

২

ভাঙ্গা প্রাণ ভেঙ্গে গেছে ক্ষতি কিবা তায়?
নিদাঘের ঝটিকায়,
জীর্ণ তরু ভেঙ্গে যায়,
শিথিল পাষাণ খসে অশনির ঘায়
ভাঙ্গা প্রাণ ভেঙ্গে গেলে কিবা আসে যায়!

৩

ভাঙ্গা প্রাণ ভেঙ্গে গেছে, তাহে কি বেদনা?
কালের তরঙ্গে হায়!
পুরাতন ভেসে যায়,
নূতন আসিছে, দিতে নূতন চেতনা,
গেছে গেছে ভাঙ্গা প্রাণ, তাহে কি বেদনা?

৪

ভাঙ্গা প্রাণ গেছে, সেটা বেশী কথা কিবা,
সেই পুরাতন মূলে
নূতন আপনা খুলে,
রবির নিকষ্ট আলো চাঁদিমার বিভা!
বরষার শ্যামাকাশে
শারদ জোছনা ভাসে,
নিশার স্নিগ্ধতা বুকে শোষে তপ্ত দিবা,
পুরাতন গেছে তায় বেশী কথা কিবা?

৫

ভাঙ্গা প্রাণ ভেঙ্গে গেছে—গেছে গেছে যাক্,
পিছনে আছে যে তার,

পরিচারিকারা স্থির থাকিতে পারিল না। "এত বড় স্পর্দ্ধা" বলিয়া দুই তিন জনে কলহকারিণীদ্বয়কে ধরিতে গেল।" এই সময়ে মহারাণী কলহকারিণীদ্বয়ের মধ্যে গিয়া, উভয়কেই বিনয় নম্রভাবে ও মধুর বচনে কহিলেন, "মা, যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকেই ঝাঁটা মার।" কলহকারিণীরা আর কোন কথা কহিল না। তাহারা মহারাণীকে আপনাদের মধ্যস্থ দেখিয়া, ঝাঁটা দূরে ফেলিয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল। মহারাণী শরৎ সুন্দরীর এইরূপ সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও স্নিগ্ধভাব ছিল। তাঁহার উদার ব্যবহার দেখিলে বোধ হইত যে, সন্তোষ-বিধায়িনী শান্তিই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া লোকের মঙ্গলের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

রাজমাতা ভিখারিণী।

প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে একদা শ্রীবৃন্দাবনের ধীর-সমীর নামক স্থানে কালিন্দীতীরবর্ত্তী কোন কুঞ্জে একটী বৃদ্ধা সেই কুঞ্জাধিপ ঠাকুরের সম্মুখবর্ত্তী দালানে উপবিষ্টা হইয়া একাগ্রচিত্তে ঠাকুর দর্শন করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আর একটী পরম সুন্দর প্রৌঢ় পুরুষ, তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। বৃদ্ধা পুরুষটীকে কহিলেন,—"বাবা হয় তুমি আমার কুটীরে গমন কর, না হয় আর একটুকু অপেক্ষা করিয়া ঠাকুর, ঠাকুর-বাটী, যমুনা-পুলিনাদি দেখিয়া বেড়াও,—আমি আরতি দর্শন না করিয়া যাইতে পারিব না।"

তখন প্রৌঢ় পুরুষ কহিলেন,—"আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, আমি একটুকু ইতস্ততঃ দেখিয়া বেড়াই"।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ধ্বনিত হইল। ঠাকুরদের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। বৃদ্ধা করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই নয়নে ধারা বহিল। আরতি শেষ হইলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন।

এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা ঠাকুরবাটী ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত আপন বাস-কুটীরে গমন করিলেন। এই বাস-কুটীর সেবাকুঞ্জের অন্তর্গত। বৃন্দাবন-যাত্রিগণ জ্ঞাত আছেন এবং অনেকে দর্শনও করিয়াছেন যে, ঐ সেবাকুঞ্জ নূতন সীতানাথের বাটীর নিকটবর্ত্তী —পূর্ব্বদিকস্থিত। যাঁহারা ব্যবসায়-সূত্রে বা ভোজনোদ্দেশে এই সেবা-কুঞ্জের দ্বারে, বা নিকটে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে ঐ সেবাকুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আখ্যায়িকা শ্রবণ করা যায়। যাহা

যাহা শুনিয়া ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয় আর্দ্র ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, এ স্থলে তাহার কিছুই উল্লেখ করিব না, যেহেতু, বামাবোধিনীর অনেক পাঠক পাঠিকা তাহা কল্পিত গল্প মনে করিতে পারেন।

বৃদ্ধার কুটীর এ দেশীয় তৃণ, বা পর্ণ-কুটীর নহে—একটী যৎসামান্য একতল ইষ্টকালয়। সে দেশে উহাকে "ভজন কুটীরই," বলিয়া থাকে;—এজন্য আমরাও তাহাকে কুটীর বলিলাম। গৃহের মধ্যে এক পার্শ্বে কয়েকখানি ইষ্টকের উপর কয়েকখানি তক্তা সজ্জিত, তদুপরি যৎ-সামান্য শয্যা। অন্য পার্শ্বে কয়েকটী ব্যবহার্য্য মৃৎ ও ধাতুপাত্র এবং একটী ক্ষুদ্র চুল্লী। বৃদ্ধা, প্রৌঢ় পুরুষকে সেই শয্যার বসিতে কহিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই একটী প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, তাহা এক পার্শ্বে রক্ষা করিলেন। মালতী, যূথিকা, গোলাপ, চাঁপা, বকুল প্রভৃতি বিবিধ কুসুমের কতই প্রসাদি মালা নিত্য নিত্য আনিয়া গৃহভিত্তিতে লম্বিত করিয়া-ছেন এবং সচন্দন চরণতুলসী কতই পুঁটুলি বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঐ সকল ফুল তুলসীর অধিকাংশই শুষ্ক;—কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব সুরভিতে সেই গৃহাভ্যন্তর "মোহ মোহ" করিতেছে। প্রৌঢ় পুরুষ কহিলেন, "মা, এত ফুলের গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?" বৃদ্ধা কহিলেন,—

"ঐ সকল মালা ও পুঁটুলি হইতে।"

"ও সকলইত শুষ্ক দেখিতেছি।"

"শুষ্ক হইলে কি হয়? ও যে প্রসাদী মালা"। প্রৌঢ় পুরুষ বৃদ্ধার এই হেতুবাদে কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন,—আমরাও আর সে আন্দোলন করিব না। বৃদ্ধা পুনরপি কহিলেন,—

"ও সব কথা এখন থাকুক,—তুমি কি নিমিত্ত আপনার কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া এত দূর দেশে আসিলে, এখন তাহাই বল।" বৃদ্ধার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রৌঢ় পুরুষ কহিলেন,—

"তোমাকে বাড়ী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলাম,—তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না—তোমাকে ঘরে লইয়া যাইবার উদ্দেশে দেওয়ানজী আসিলেন, তাঁহাকেও ফিরাইয়া দিলে, সেই জন্য আমি নিজে আসিলাম। যদি ১৫ দিনের মধ্যে তোমাকে দেশে লইয়া যাইতে না পারি, তোমার আর এক পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্র পৌত্রীগণ সকলেই আসিবেন। আমরা বর্ত্তমানে, তোমার এরূপ করা কি উচিত? তোমার কিসের অভাব? তুমি প্রতি বৎসর একবার করিয়া বৃন্দাবনে আসিও,—আমি তাহাতে কাতর হইব না। তোমার সেবা করিতে না পাইলে রাজার সংসারেও আমার সুখ নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না; বৃদ্ধার চরণে মস্তক রাখিয়া নীরবে রহিলেন,—অশ্রুপাতে তাঁহার চরণ অভিসিঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—

"বাবা, এখানে আমারত কোন দুঃখ নাই, আমি পরম সুখে আছি। তুমি কাঁদিও না, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার চিত্ত মলিন হইতে পারে। তাহা হইলে আমি অপরাধী হইব।" প্রৌঢ় কহিলেন,—

"আমার বাড়ীর অতিথিশালায় প্রতি দিন শত শত লোক আহার করে,—রোজ দুই মণ চাউল দুঃখীদিগকে দান,—২৫ টাকার পয়সা রোজ ভিক্ষা দিয়া থাকি,—সেই আমার মা হইয়া তুমি ভিক্ষা করিয়া খাও, এ দেখে কি আমি সহিতে পারি? তোমার আহারাদি, দানধ্যান, সৎকার্য্যাদির জন্য মাসে মাসে ৮০০ শত টাকা পাঠাই তুমি সমস্ত লুটাইয়া দিয়া আপনি ভিক্ষা কর। যদিই বাড়ী না যাও, ভিক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের এক এক জন নিশ্চয়ই তোমার কাছে থাকিব। এ ব্যবস্থা না শুনিলে আমরা সগোষ্ঠী এখানে আসিব, তোমার মত মাধুকরী করিয়া খাইব, দেশের বাড়ী ঘর বাড়ী ভূতে ও শৃগালে লুটিয়া খাইবে।"

(২)

জেলা পাবনার অন্তর্গত কোন গণ্ড গ্রামে কায়স্থজাতীয় এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করিতেন। প্রথমে তাঁহার একটী কন্যা সন্তান হয়। কন্যাটী তিন বৎসর বয়সের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর উপর্য্যুপরি চারিটী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী যখন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হইল, তখন গৃহিণীর তীর্থদর্শনের ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা কর্ত্তাবাবুকে জানাইলে তিনি কহিলেন,—

"গৃহিণী, তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটী এখনও দুই বৎসর অতিক্রম করে নাই;—উহাকে লইয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করায় অসুবিধা বোধ করিবে না কি?" গৃহিণী কহিলেন,—

"কোলের ছেলে কোলে থাকিবে, তাহাতে আবার অসুবিধা কি হইবে?" কর্ত্তা দেখিলেন তীর্থদর্শনে গৃহিণীর উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে। এজন্য আর কথা না বাড়াইয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ববঙ্গ রেলপথের কেবল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সুতরাং তাঁহার দেশত্যাগ করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিতে অনেক বিলম্ব হইল।

তাঁহার বাটী পদ্মার অদূরবর্ত্তী। বাটী ও উদ্যান অতি রমণীয় এবং ভদ্রলোকের মত। পদ্মার অত্যাচার ভিন্ন স্থানটী সর্ব্বসুখের আকর ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পদ্মার পাড় ভাঙ্গিয়া মধ্যে মধ্যে তন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণের সর্ব্বনাশ করিত। কালক্রমে সেই পদ্মা এই গৃহস্থের ভদ্রাসনের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি যখন তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—"আমরা ফিরিয়া আসিয়া হয়ত, এই গৃহাদি দেখিতে পাইব না।" বিধাতার চক্রে ঘটনাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

আমরা যে গৃহস্থের কথা বলিতেছি,

তাঁহার নাম পরমার্থ বসু, গৃহিণীর নাম শ্রীমতী, পুত্রচতুষ্টয়ের নাম জ্যেষ্ঠানুক্রমে গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, জনার্দ্দন ও মদন-গোপাল। কনিষ্ঠ পুত্রটী সাক্ষাৎ মদন-গোপাল—শ্যামবর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন। এজন্য তাহার প্রতি কর্ত্তার বড়ই মমতা; কেননা একে সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাহে পরম সুন্দর। সেই জন্য, নানাস্থানের জলবায়ু-প্রভাবে তাহার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া তীর্থ-যাত্রার প্রস্তাব হইবামাত্রই তিনি একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর মনোরঞ্জনানুরোধের নিকট সে আপত্তি টিকিল না।

যাত্রাকালে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়কে এবং বাটী, বাগানাদি, পরমাত্মীয় ও জ্ঞাতি ভ্রাতা পরমেশ্বর বসুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। কেননা সঙ্গে লইলে তাহাদের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইবে। গোবিন্দ ও পুণ্ডরীকাক্ষ, খুড়া ও খুড়ীমাতার যত্নে নির্ব্বিঘ্নে লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। পরমার্থ বাবু গৃহিণী, দুইটী পুত্র, একটী ভৃত্য ও একটী দাসী সমভিব্যাহারে প্রথমে শ্রীক্ষেত্র গমন করিয়া তথায় এক বৎসর অবস্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পই এরূপ ছিল, প্রধান প্রধান তীর্থ কয়টীতে এক এক বৎসর বাস করিবেন। কিন্তু আপন স্বভাবে জীব কোটি কোটি বাসনা করিলেও, ঘটনা ভগবদিচ্ছানুসারেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পরমার্থ বাবুর সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। যাহাহউক, তিনি শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাসাগর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, মির্জ্জাপুর, প্রয়াগ, হরিদ্বার, মথুরা প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন ও তীর্থবাসে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক তথায় এক বৎসরের অধিক কাল বাস করিলেন। অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগত হইবার কিছু পূর্ব্বে একদা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন শ্রীমতি, তোমার তীর্থদর্শনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে ত?" শ্রীমতী কহিলেন,—

"আপনার চরণপ্রসাদে কৃতার্থ হইলাম। ভাগ্যে যে এত ঘটিবে, আমি তাহা স্বপ্নেও জানি নাই।"

"তবে এখন চল, দেশে যাই।"

"আপনার যেমন অভিরুচি।" যখন দম্পতীর এইরূপ কথোপকথন হয়, তখন কনিষ্ঠ পুত্র মদনগোপাল নিকটে ছিল। সে তখন আট বৎসরের। সে কহিল,—"তোমরা দেশে যাইবে,—যাও; আমি কিন্তু যাইব না। আমি ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইব,—আর রাখালদিগের সহিত গোরু চরাইব।" পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া উভয়েই হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু উভয়েরই প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। এই ঘটনার তিন দিন পরেই দুই ঘণ্টা কালব্যাপী বিসূচিকা রোগে মদনগোপাল প্রাণত্যাগ করিল। পরমার্থ বাবু প্রিয় পুত্রের শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। পুত্রস্নেহ, পরমার্থের হৃদয়ে যত বল প্রকাশ করিত, শ্রীমতীর হৃদয়ে

তত করিতে পারিয়াছিস বলিয়া বোধ হয় না। কেননা তিনিই, "দৈবচক্রে মানুষের হাত নাই" ইত্যাদি বাক্যে পরমার্থকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দেশে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু দেখিলেন যে, যে গ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল, সেই গ্রামের উত্তর প্রান্তের কয়েকটী পরিত্যক্ত গৃহ, ২১ টী বিধ্বস্তপ্রায় উদ্যান এবং কয়েক খণ্ড কৃষিক্ষেত্র পদ্মার তীর-ভূমিতে বর্ত্তমান। অবশিষ্ট ভাগ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইল। কৃষিক্ষেত্রে কয়েকজন কৃষক কার্য্য করিতে ছিল; তন্মধ্যে দুই একটী লোককে পরমার্থ বাবু স্বগ্রামবাসী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওহে বাপু, তোমাদের বাড়ী কোথা?" তাহারা কহিল,—

"এই যে বসুজা দেখ্‌ছি,—আপনি পশ্চিম গিয়েছিলেন না? কবে দেশে আলেন?"

"আমি আজ ছয় বৎসরের পর দেশে আসিলাম,—কিন্তু আমাদের গ্রাম কোন্ দিকে কত দূর—বুঝিতে পারিতেছি না, আমি যেন সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

"মশয়, আপনি কিছুই ভোলেন নাই, ঠিক্ এয়েছেন,—কিন্তু মোগার গাঁ কি আর আছে?—এই পদ্মা আক্কুশী সব খেয়ে ফেলেছে। ঐ দেখুন, আমাদের ঘর বাড়ী বাগান পড়ে আছে,—আমরা পগারপুরে পলায়ন দিইছি। এই ভুঁই কখানার মায়া আজও ছাড়্‌তি পারিনি। আস্‌ছে বর্ষায় এ সবও লেবে। আহা! আপনার বাড়ী ঘর বাগান পুকুর যে কোথায় গিয়ে পড়েছে,—তার আর নিরেকরণই হয় না। আপনি কাছেড়ে ওঠেন,—মোগার গাঁয় চলুন।"

পরমার্থ বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—"হাঁরে, দুই ছেলে কোথায় গিয়াছে, তোরা কি বলিতে পারিস্?"

চাষারা কহিল,—"আপনার ছেলে পুলে পরিবার সবই আপনার সঙ্গে গিয়েল; —এইত মোরা জানি।" পরমার্থ বাবু আর কিছুই জানিতে শুনিতে চাহিলেন না; ভাবিলেন, তাঁহার মদনগোপাল ও বাড়ী ঘর যে পথে, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রও সেই পথে গিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী কথা তাঁহার শুনা ছিল, এখন তাহাই বারম্বার মনে করিয়া আপনার প্রতি শ্রীভগবানের দয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। কথাটী শ্রীমতীই তাঁহাকে মনে করিয়া দেন।

৩

যখন পদ্মানদী সর্ব্বগ্রাসিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া পরমার্থ বাবুর গ্রাম গ্রাস করিয়াছিল, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের বয়স যথাক্রমে সপ্তদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষ। গ্রামটীর নাম মনোহরপুর। পদ্মা মনোহরপুরের দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ উত্তরে অঙ্গ হেলাইয়া ঐ গ্রাম গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। পরমার্থ বাবু যে মাসে দেশে প্রত্যাগত হন, তাহার পূর্ব্ব আষাঢ়

মাসে ঐ ঘটনা হয়। যে দিন মনোহর পুরের মৃত্তিকা পদ্মাগর্ভে প্রথম প্রবেশ করে, সেই দিন হইতেই গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, খুল্লতাতের সহিত গ্রাম-ত্যাগের পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। খুল্লতাত পুরন্দর বাবু ঘোর বিষয়ী, তিনি গ্রাম পরিত্যাগের কথাটা বড় কাণে করেন না। কিন্তু যে দিন, তাঁহাদের বাড়ী ও বাগানের কিয়দংশ পদ্মার উদরসাৎ হইল, সেই দিন গ্রাম ত্যাগ করা স্থির করিলেন এবং ২।৪ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার সদর সব্‌ডিবিজনের অন্তর্গত কোন নিরাপদ স্থানে আসিয়া বাস করিলেন।

এই দৈবদুর্ঘটনায় গোবিন্দ ও পুণ্ডরীকাক্ষের অধ্যয়ন বন্ধ হইল। কিন্তু যাহা শিখিয়াছিল, তদ্দারা অনায়াসেই বিষয় কার্য্য চালাইতে পারেন। অথবা যাহার ভাগে ধন আছে, তাহার বিষয় কার্য্য শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? পৈতৃক যে কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা নষ্ট হইল এবং নগদ অর্থও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এখন বিষয় কার্য্যের অন্বেষণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। খুল্লতাত মহাশয়ের যত্নে গোবিন্দ, পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের একটী কনট্রাক্টরের নিকট ১০৲ দশ টাকা বেতনে কুলিখাটানর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে এক বৎসর মাত্র করিয়াই গোবিন্দ কনট্রাক্টরের অর্দ্ধেক লাভের অংশী হইলেন। ২।৩ বৎসর এইরূপ কার্য্য করিয়া গোবিন্দ প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন। এই অর্থলাভে গোবিন্দ বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইলেন। তিনি আপনার বৈষয়িক উন্নতি যথেষ্ট মনে করিলেও তাঁহার বিধাতা তখনও তৃপ্ত হন নাই। গোবিন্দের অংশী কনট্রাক্টর কোন দোষে সহসা তাড়িত হইলেন; সুতরাং গোবিন্দই সমস্ত লাভের একাধিকারী হইলেন। তিনি কিছুদিন এই কার্য্য করিয়া এক জন ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা উপস্বত্বের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং তাঁহার পৈতৃক গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যান আদি যেরূপ ছিল ও যাহা পদ্মার উদরসাৎ হয়, তদপেক্ষা বহুপরিমাণে উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত হইল। আমরা তাহার সবিশেষ স্থান সন্নিবেশ বলিব না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর রাজপথবাহী অনেকেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীবৃন্দাবনে কোন বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর সহিত যে প্রৌঢ়পুরুষের কথোপকথন শুনিয়াছেন, তিনি এই গোবিন্দ বাবু।

(ক্রমশঃ)

যমশিলা।

জড়ের নিভৃত অন্তরালে ঈশ্বর যত প্রকার শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, মানব বিজ্ঞানবলে তাহার কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে মাত্র। ঐ সমস্ত শক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শন করিয়া এক দিকে যেমন অনেক সময়ে অজ্ঞ মানব ভয়ে অভিভূত, বিস্ময়ে পরিপ্লুত ও বিবিধ কল্পনাজালে জড়ীভূত হইয়া পড়ে, অন্য দিকে আবার তাহাদিগের যথার্থ তথ্য অবগত হইয়া বিশ্বপতির অসীম জ্ঞানক্রিয়া, অপার বলক্রিয়া ও আশ্চর্য্য পালনী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানবান্ মানব কতই না বিমলানন্দ অনুভব করেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অন্তঃপাতী কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে সম্প্রতি এক প্রকার প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নাম "যমশিলা"। চলিত কথায় ইহাকে "মরণ পাথর" বলা যায়। কারণ কোন প্রাণী ইহার উপর আসিলে অথবা নিতান্ত সমীপবর্ত্তী হইলে, তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী। অনেক দিন হইল, একদল ইংরাজ সৈনিক মৃগয়ার্থ উক্ত প্রদেশে গমন করেন। মৃগয়া করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে একটী ছাগ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হয়। ঐ ছাগ সৈনিক দলকে নিতান্ত সমীপবর্ত্তী দেখিয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। সৈনিকদল উহার অনুসরণ করিতে থাকেন। কিয়ৎকাল অনুসরণের পর দেখা গেল, ছাগটী হঠাৎ চলৎশক্তিরহিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে জীবলীলা সংবরণ করিল। শিকারিগণ ছাগটীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, ইত্যবসরে গিরি-শৃঙ্গ হইতে কোন ব্যক্তি "অগ্রসর হইবেন না—অগ্রসর হইবেন না"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এই ব্যক্তি উক্ত স্থানের জনৈক আদিমনিবাসী। ইহার চীৎকারে সৈনিক দল চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই ব্যক্তি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করতঃ উঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিল, "আর যদি এক শত হস্ত অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই, মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে, আপনাদিগের মৃত্যু হইত। যে প্রস্তরের উপর ছাগ পতিত রহিয়াছে, উহার নাম যমশিলা। উহার উপর আগত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" উক্ত ব্যক্তি এবম্প্রকার দুর্ঘটনার কারণ কিছুই বলিতে পারিল না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উক্ত প্রস্তরে বহুল পরিমাণে তাড়িত সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সঞ্চিত শক্তির এরূপ বল যে, ইহার দ্বারা ক্ষণ-কালের মধ্যে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতে পারে। অন্ধকারময়ী রজনীতে উক্ত শিলা হইতে এক প্রকার শুভ্র জ্যোতিঃ বহির্গত হয়, তদ্দ্বারা সেই স্থান আলোক-

ভূবায় সমলঙ্কৃত হয়। ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, প্রখর সূর্য্যকিরণ উক্ত যম-শিলার উপর নিপতিত হইলে, ইহার সর্ব্ব-সংহারিণী শক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়। প্রাগুক্ত শিলার উপর সহস্র সহস্র প্রাণীর কঙ্কাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

গোপরিচর্য্যা।

গোশালা—গোশালা প্রস্তুত করিতে হইলে, গোরুর সংখ্যানুসারে গোয়ালঘর প্রস্তুত করিতে হয়। গোয়ালঘর আবাস-বাড়ীর নিকটে হইলে ভাল হয়। যে স্থানে ঘর বাঁধিতে হইবে, তাহা যেন চারি দিকের জমি অপেক্ষা উচ্চ হয়; কারণ নিম্ন স্থানে গৃহ প্রস্তুত করিলে, সে স্থানের মৃত্তিকা প্রায়ই আর্দ্র অর্থাৎ সেঁতা হয়। আর্দ্র স্থানে বাস করিলে গোরুদিগের পীড়া হইয়া থাকে।

রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পায়, গো-গৃহ এরূপ স্থানে হওয়া উচিত। কোন কোন মতে উত্তর কিম্বা পূর্ব্ব মুখ করিয়া গোয়ালঘর বাঁধা সুপরামর্শ। যে স্থানে দূষিত বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, এবং যে স্থানে বৃষ্টি পড়িলে, সহজে তাহা যেন গড়াইয়া দূরে চলিয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থানে ঘর তৈয়ার করা উচিত।

ঘরের দেওয়ালে বাতায়ন রাখিলে, ঐ বাতায়ন দ্বারা মেজের দূষিত বায়ু বাহির হইতে পারে, বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া পশ্বাদির স্বাস্থ্যের আনুকূল্য করিতে পারে। ঘরের মেজেতে টালি বসাইলে মূত্রাদিতে মৃত্তিকা আর্দ্র হইতে পারে না। গোরুগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলে মূত্রাদি সহজেই বাহির হইতে পারে। উহা বাহিরে আসিবার জন্য এরূপ ভাবে নর্দ্দমা করিয়া দেওয়া উচিত, মূত্রাদি যেন সহজেই সেই নর্দ্দমা দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারে। যদি টালি বসাইবার অসুবিধা হয়, তবে গোয়ালে তক্তা আঁটিয়া দিলেও চলিতে পারে। মাটির মেজে ভিজা হইলে ও তাহাতে গর্ত্ত হইলে শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

গোয়ালঘর হইতে যেন নিয়মিত-রূপে গোময় ও মূত্র বাহির করা হয়। গোয়ালঘরে এক পার্শ্বে অগ্নি রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত। গোয়ালে অল্প পরিমাণে ধোঁয়া দিলে মশা প্রভৃতি যন্ত্রণা-দায়ক কীট পতঙ্গ সকল নিবারিত হইতে পারে; আর শীতকালে আগুনে গৃহ গরম রাখিতে হয়।

গোয়ালে প্রত্যেক গোরু পৃথক্ পৃথক্ বাঁধিয়া রাখিবে। এরূপ বাঁধিয়া না রাখিলে পরস্পর গুঁতা গুঁতি ও ঠেলা ঠেলি করিতে পারে। গোয়ালের মধ্যে

বাছুরগুলিকে পৃথক্ একটী স্থানে রাখাই সুপরামর্শ।

গোয়ালঘর পরিষ্কার রাখাই গৃহস্থগণের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। ইহাতে বিমুখ হইলে পশুগুলি দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"পৃথক্‌কে দৈবকে রত্নসোপানশায়ী গা ন পারয়েৎ।
দুগ্ধং দধি চ গো মূত্রং গোময়ং পঞ্চগব্যকং ধ্রুবং॥"

সর্ব্বদা সন্তোষের সহিত গোরুকে বাস থাকিতে দিবে। তাড়না বা আক্রোশ করিবে না। গোময় বা গোমূত্রে কখনও ঘৃণা করিবে না। শুষ্ক ক্ষার দ্বারা সর্ব্বদা গোগৃহ পরিষ্কার করিবে। উচ্ছিষ্ট, মূত্র, বিষ্ঠা, কফ, কাশ বা অন্য কোনরূপ মল গোগৃহে পরিত্যাগ করিবে না। কুলটাকে, অশৌচ-যুক্ত কোন স্ত্রীলোককে, অথবা নীচ জাতিকে গোগৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। গোশালার নিকটে ক্রীড়া করিবে না। পিতা ও মাতার ন্যায় গোদিগকে প্রতিপালন করিবে। গাড়ী, ঘোড়া বা পাল্কি প্রভৃতি আরোহণ করিয়া গোরুর মধ্যে গমন করিবে না। যে ভূমিতে গোচারণ করা হয়, সেই ভূমি কর্ষণ করিবে না, গোরুর শরীরে হাত বুলাইয়া ও চুলকাইয়া দিবে। উহাদিগকে যথাশক্তি লবণ খাইতে দিবে ও মধ্যে মধ্যে স্নান করাইয়া দিবে। গোরুকে গ্রাস দান না করিয়া নিজে ভক্ষণ করিবে না। তৃষ্ণার্ত্ত গো জলপান করিতেছে, এমন সময় তাহাকে বাধা দিবে না। গাভীকে সম্ভবতঃ উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে দিবে না।

কথিত আছে বাটীতে একটী মাত্র গোরু থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের কখনও গর্ভদোষ হইতে পারে না, এবং সেই বাড়ীর মৃত্তিকা কোন রূপ দূষিত হইলে তাহাও ভাল হইয়া যায়। গোরুর অস্থি ও গলদেশের রজ্জু কখনও লঙ্ঘন করিবে না। রাত্রিতে গো-গৃহে দীপ দিবে। মনুষ্যমাত্রেরই গোদিগকে তৃণ জলাদি দ্বারা প্রতিপালন ও প্রাণের সহিত ভক্তি করা উচিত।

মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ দোহন করিবে না। গাভী সন্তান প্রসব করিলে প্রথম মাসদ্বয় ভালরূপে দোহন করিবে না, বৎসকে খাওয়াইবে। আষাঢ়ী আশ্বিনী ও পৌষী পূর্ণিমায় গোদোহন করিবে না, বাছুরকে খাইতে দিবে। যুগাদি, যুগান্ত ষড়শীতি, বিষুব সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন প্রভৃতির দিনে চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণে এবং পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী ও অষ্টমী তিথিতে গোরুর বিশেষ সেবা করিবে।

দেবলের মতে গো অষ্ট মাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্যে একটী; ইহাকে দর্শন, নমস্কার অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর মতে গোর বিষ্ঠা, মূত্র, ক্ষীর, ঘৃত, দধি ও রোচনা এই ছয়টী পদার্থ পরম পবিত্র। গোরু মরিলে গঙ্গাযোগে ফেলিয়া দিবে।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দধি চ রোচনং।
ষড়ঙ্গে মতমাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাং॥"

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রণশোথ, দূষিত ঘা, বিস্ফোটক প্রভৃতির ঔষধ।

১। ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় সৈন্ধব লবণ সহ ধুতুরার মূল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ বা তিল কিম্বা তুলসী পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দুষ্ট ব্রণ নষ্ট হয়।

২। কৃষ্ণকলি ফুলের পাতা, কচি কুলপাতা ও তিসি, কাঁচা দুগ্ধে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে ব্রণ পাকিয়া আপনি ফাটিয়া যায়।

৩। পায়রার মল গরম থাকিতে থাকিতে ব্রণ প্রভৃতিতে দিলে উহা বিদীর্ণ হয়।

৪। চারি পাঁচটা কেসুরের পাতা ও ২॥ টী গোলমরিচ এক সঙ্গে বাটিয়া আঙ্গুলে দিলে আঁসড়া বা আঙ্গুলহাড়া ভাল হয়।

৫। মধু ও কলিচুণ একত্রে মিশাইয়া কিম্বা ধুতুরার শিকড় ও মরিচ শিমপাতার রসে বাটিয়া অথবা নিশাদল বা সোরা ।০ আনা মাত্রায় এক ছটাক জলে দ্রব করিয়া ঐ জলে, বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া বসাইয়া দিলে জানুর উপরিভাগের স্ফোটক প্রভৃতি বসিয়া যায়।

৬। মানকচুর শিকড় ও ভুঁতে সম পরিমাণে গ্রহণ করতঃ বাটিয়া উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে অথবা হাপরমালির আঠা খড়িকা দ্বারা ক্ষতের মুখে লাগাইয়া দিলে আলি বা আরাম হয়।

৭। আয়াপানের পাতা বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে অথবা পক্ষীর পালক ভস্ম করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত শীঘ্র পুরিয়া যায়।

৮। জাতি ফুলের পাতা চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত, ক্লেদ ও দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

৯। করবীমূল বাটিয়া পারা-সংক্রান্ত দূষিত ক্ষতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

১০। পুঁই পাতায় গাওয়া ঘৃত মাখাইয়া তাহা ফোঁড়ার উপর লাগাইয়া রাখিলে, ফোঁড়া আপনা হইতেই গলিয়া যায়।

১১। ফোঁড়ার উপর কাঁটানটের বা বিল্বপত্রের পুল্টিস দিলে উহা আপনা হইতে ফাটিয়া যাইবে।

১২। ফোঁড়া বসাইতে হইলে বটের আঠা তাহার উপর দিয়া তাহাতে শিমুলের তুলা লাগাইয়া দিলে উহা বসিয়া যায়।

১৩। ঘর গৈথে বা ছোট টেপলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া, ওষ্ঠব্রণ, পুষ্ঠব্রণ প্রভৃতি সমুদায় ভাল হয়, অর্থাৎ এই প্রলেপের আশ্চর্য্য গুণ এই যে, কাঁচা অবস্থায় প্রলেপ দিলে বসিয়া যায় এবং পাকা অবস্থায় ব্যবহার করিলে পূয নির্গত হইয়া শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

১৪। বেলের কিম্বা বাদামের বিচি প্রেশ করিয়া ২।৩ দিন শুকাইবে, পরে এই

বিচি হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তের উপরিভাগের স্ফোটক বসিয়া যায়।

১৫। একটী পাতি কি কাগজী লেবুর মুখ কাটিয়া, ঐ মুখ উপর দিকে করিয়া, ঘুঁটের আগুনে খানিকক্ষণ বসাইবে। যখন লেবুর ভিতর বুজ বুজ শব্দ হইতে থাকিবে, তখন নামাইয়া লেবুর ভিতর খোল করিয়া সেই আঙ্গুলটী আঙ্গুলহাড়া পর্য্যন্ত লেবুর ভিতর গুঁজিয়া দিবে। এই প্রকার ২।৩ দিন করিলে আঙ্গুলহাড়া ভাল হয়।

রুষিয়ার প্রাকৃতিক বিবরণ।

রুষিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য। এসিয়ার উত্তরাংশের সমগ্র ভূভাগ ও ইউরোপের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ ইহার অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ৮৬ লক্ষ বর্গমাইল; সমস্ত পৃথিবীর স্থলভাগের এক-সপ্তমাংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিগত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লোক-গণনায় স্থির হয়, ইহার জনসংখ্যা ১১ কোটী ৩০ লক্ষ। পৃথিবীর মধ্যে রুষিয়াকে বিস্তারে দ্বিতীয় ও জনসংখ্যায় তৃতীয় স্থানীয় বলা যাইতে পারে। আশ্রিত মিত্ররাজ্য লইয়া সমগ্র বৃটিষ সাম্রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ১১৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৩৭ কোটী ৯০ লক্ষ—রুষিয়ার জনসংখ্যার তিন গুণেরও অধিক।

ইউরোপীয় রুষিয়া ও এসিয়াস্থিত রুষিয়া, রুষসাম্রাজ্যের এই দুইটি বিভাগ। ইউরোপীয় রুষিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

রুষিয়ার জলবায়ু সকল স্থানে সমান নহে। দক্ষিণাংশ যেমন সাধারণতঃ উষ্ণ, উত্তরাংশ সেইরূপ শীতল। রুষিয়ার হিমমণ্ডলস্থ ভূভাগে চিরহিমানী রাজত্ব করিতেছে। শীত ও গ্রীষ্ম, এই দুইটী প্রধান ঋতু। সমগ্র গ্রীষ্মকাল এক মেঘাচ্ছন্ন দিবাতে এবং সমস্ত শীতকাল এক মহারাত্রিতে পর্য্যবসিত। এই সুদীর্ঘ শীতরজনীর নিবিড় ধ্বান্তরাশি এক দিকে যেমন বিমল চন্দ্রমাকিরণে বিদূরিত হয়, অন্য দিকে আবার মেঘমালার গাত্রে প্রতিফলিত নভঃস্ফুরিত অপূর্ব্ব মেরু-জ্যোতির (Aurora Borealis) আলোকেও উক্ত চির-তুহিনাচ্ছন্ন স্থান আলোকিত হয়। উত্তর ও মধ্য প্রদেশে শীতকাল যেমন দীর্ঘকালস্থায়ী ও অতিশয় কষ্টদায়ক, গ্রীষ্মকালও তেমনি অল্পকালস্থায়ী ও অতিশয় গরম। অপর পক্ষে দক্ষিণ প্রদেশে গ্রীষ্মকাল যেমন দীর্ঘ, শীতকাল তেমনি অল্পকালস্থায়ী।

শীতকালে রাজপথে অনাবৃতমুখে কাহাকেও বাহির হইতে দেখা যায় না। তুষারপাতে নাসিকা নষ্ট হইবার ভয়ে পশুলোম দ্বারা তাহা বেশ করিয়া ঢাকিয়া ফেলে। কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি স্থানে

তুষার জমিয়া গেলে জীবন রক্ষা করা সুকঠিন। নাসিকায় তুষার জমিলে উহা শ্বেত বর্ণ ধারণ করে এবং শক্ত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ঐ সকল অঙ্গ একবারে অসাড় হইয়া পড়ে। পথে কোন ব্যক্তির নাসিকার ভাবান্তর দেখিলে, নিকটস্থ ব্যক্তিরা বলিয়া উঠে, "ছোট বাবা, ঐ তোমার নাক গেল।" অমনি সেই ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া একখণ্ড বরফ লইয়া তাহা নাসিকাতে ঘর্ষণ করিতে থাকে। পরে যখন দেখে ঘর্ষণ দ্বারা ঐ স্থান বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে, তখন আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। যখন পায়ে বরফ জমিয়া যায়, তখন যদ্যপি তাহাতে যষ্টির আঘাত করা যায়, তাহা হইলে মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায় শব্দ উত্থিত হয়। কখন কখন চক্ষুতে বরফ জমিয়া উহার দুইটী পাতা যুড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় পথিক নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। অতিশয় শীতে লোকের নিদ্রাকর্ষণ খুব প্রবল হয়। এবম্প্রকার নিদ্রা অনেকের পক্ষে মহানিদ্রাতেও পরিণত হয়। প্রতি-বৎসর এইরূপ অবস্থায় অনেকে জীব-লীলা সংবরণ করে। বৃষ্টিপাত অত্যল্প-মাত্র হয়। বিনা তুষারপাতে বৃষ্টিবর্ষণ অতীব বিরল। শীতকালে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবল হইলে এরূপ তুষারপাত হয় যে, রেলপথ বরফে একবারেই প্রোথিত হইয়া যায় এবং পশু পক্ষী সকল অকালে প্রাণ হারায়।

উত্তর মহাসাগরের উপকূলস্থ ভূভাগ বৎসরের অধিকাংশ সময় তুষারাচ্ছন্ন থাকে। বৃক্ষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এক প্রকার শৈবাল, ছোট চারাগাছ, এবং কয়েক প্রকার ফুলের গাছ নয়নগোচর হয় মাত্র। নিরতিশয় ক্লেশের মধ্যেও মানব-নয়নকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও সুখী করিবার জন্যই যেন বিধাতা এই সকল উদ্ভিদ্ ঐ স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উত্তর ও মধ্য রুষিয়ার অধিকাংশ স্থানই অরণ্য-সমাবৃত। কোন কোন বিভাগ এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপরাজিতে পরিবৃত যে, একটি কাঠবিড়াল আদৌ ভূমি স্পর্শ না করিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে ২,৪০০ শত মাইল পর্য্যন্ত দূরে উপনীত হইতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ষ্টেপস্‌নামক উদ্ভিজ্জবিহীন বালুকাময় প্রস্তর। দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্যবিভাগ বেশ উর্ব্বর। উত্তর প্রদেশে ছোলা, যব এবং প্রধানতঃ রাই নামক শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গম, এবং পশ্চিমাংশে পাট শণ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

রুষিয়াতে পশু পক্ষীর বহুলতাও নয়ন-গোচর হয়। উক্ত প্রদেশে বলগা হরিণ ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদিগের মধ্যে ভোজন, আচ্ছাদন ও যান এই ত্রিবিধ প্রয়োজন সাধন করে। দক্ষিণে গো, মেষ ও ঘোটক এবং দক্ষিণপূর্ব্ব প্রদেশে উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। খেঁকশিয়ালী শীত-কালে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, এবং বরফের সঙ্গে এমনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে যে,

বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দেখিতে বা ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উহার গাত্রের রং ধূসরবর্ণ হয়। ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘ এখানকার হিংস্র পশু। ভল্লুক সকল সচরাচর জঙ্গলে ও নেকড়ে বাঘ গ্রামের নিকটস্থ স্থানে অবস্থান করে। নেকড়ে সকল দলে দলে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। কুকুর তাহাদের অনুসরণ করিলে তাহারা দূরে পলাইয়া যায়। যখন দেখে কুকুর সকল গ্রাম হইতে অতিশয় দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, অমনি তাহারা ফিরিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে মারিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করে। রুষগণ পারাবতকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করে। উহাদিগকে ক্রয় করিয়া পালন করে এবং উহাদিগকে বধ করা পাপজনক মনে করে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক রকম পক্ষী রুষগণ পুষিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখে ও তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করে। মৎস্যও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধু সংগ্রহের জন্য অনেক স্থানে মধু-মাক্ষিকা সংরক্ষিত হয়। রুষগণ নিরতিশয় মধুপ্রিয়। ম, না, হা।

আয়ুর্ব্বেদমতে ধাত্রীবিদ্যা।

সাধারণ উপদেশ। গৃহে আসন্নপ্রসবা থাকিলে গৃহস্থগণের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রসবসময়ে যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে, পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রসূতি দুর্ব্বল কিম্বা পীড়িতা হইলে সুচিকিৎসকের সাহায্যে প্রসব করান ভাল। প্রসবকালে প্রসূতি যাহাতে কোন প্রকার ভয় প্রাপ্ত না হয়, এরূপ সাহসজনক কথা বলিতে হয়। আমাদের দেশে "জাওয়ানে" বসাইয়া প্রসব করান যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এজন্য শয়ন করাইয়া প্রসব করান ভাল। বিছানায় একখানি মোমজামা পাতিয়া দিলে শোণিতপাতে শয্যা ময়লা হইতে পায় না। প্রকৃত প্রসববেদনা উপস্থিত না হইলে প্রসূতিকে বেগ অর্থাৎ কোঁত দিতে চেষ্টা করান যে যারপরনাই বিপদের বিষয়, প্রত্যেক গৃহস্থের যেন তাহা মনে থাকে; অসময়ে বেগ দিলে বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়, অর্থাৎ উহা দ্বারা প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, সুতরাং বেগ দেওয়ার উপযুক্ত সময়ে আর বেগ দিতে সমর্থ হয়েন না। আর একটী অপকার এই হইয়া উঠে যে, ইহা দ্বারা অতিরিক্ত শোণিতপাতে প্রসূতির জীবন লইয়া শেষে টানাটানি উপস্থিত হয়। জরায়ুর মধ্যে সন্তান মাথা হেঁট করিয়া অবস্থিতি করে। অধিক বেগ দিলে কখন কখন সন্তানের

অবস্থিতি-থলি, বা কখন কখন সন্তান সরিয়া পড়িতে পারে, কখন কখন জরায়ু ছিঁড়িয়া মহা অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা।

প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতিকে প্রায় হাত পা ধুইতে যাইতে দেখা যায়। এজন্য তৎকালে সূতিকা-গৃহ হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে গমন করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ কখন কখন এমনও ঘটিতে দেখা যায়, হাত পা ধুইবার কালে বেগের সহিত সন্তানও ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দারা সন্তানের নানা-প্রকার অনিষ্ট---এমন কি কঠিন স্থানে পতিত হইয়া জীবননাশের আশঙ্কাও হইতে পারে।

কখন কখন দেখা যায়, প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটিলে কোন কোন অজ্ঞ ধাত্রী প্রসবদ্বারে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তান বাহির করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। এরূপ কার্য্য যারপরনাই অনিষ্টকর। যখন দেখা যাইবে, প্রসব হইতে বাস্তবিক বিলম্ব হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিও ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, তখন পাঁচন ও মুষ্টিযোগ লিখিত সুপ্রসবের কয়েকটী টোটকা ব্যবহার করা উচিত। যদি তাহাতেও প্রসব না হয়, তবে আর বিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়াই সুপরামর্শ।

যদি দেখা যায় যে, প্রসূতি বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন অথচ জরায়ুর মুখ খুলিতে বিলম্ব আছে, তবে বমি করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই সময় মুখের মধ্যে চুল গুঁজিয়া দিলে সহজে বমির উপক্রম হইবে। ডাক্তারি মতে টার্টর এমেটিক আধ রতি এক পোয়া জলের সহিত মিশাইয়া আধ ছটাক করিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান যাইতে পারে। ইহা দ্বারা জরায়ুর মুখ নরম হইয়া খুলিয়া আসিবে।

প্রসবের পর সন্তান ও প্রসূতির শুশ্রূষাই ধাত্রীর প্রধান কাজ। কি নিয়মে ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

নাড়ীচ্ছেদ-বিধি। সন্তান প্রসূত হইলে পর উক্ত সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ ও মুখ অল্প সৈন্ধব ও ঘৃতদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া অতি সাবধানতার সহিত নাভী-নাড়ী ছেদন করিবে। নাড়ীচ্ছেদন-কালে উক্ত নাড়ীর অষ্টাঙ্গুল পর্য্যন্ত সূত্র-দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বাঁশের নীল ভাগের চেয়াড়ি দ্বারা ছেদন করিবে, কারণ নাভিনাড়ী উক্তরূপে বন্ধনপূর্ব্বক ছেদন না করিলে অধিক রক্তপাত হইয়া শিশুর বিপদ্ ঘটাইতে পারে।

চরক বলেন যে, স্বর্ণ, রৌপ্য বা লৌহ নির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নাড়ী ছেদ করা কর্ত্তব্য।

সূতিকাচর্য্যা। সন্তান প্রসূত হইলে পর প্রসূতিকে অন্যূন এক মাস কাল পর্য্যন্ত স্বেদ ও অভ্যঙ্গ করাইবে; এবং স্নিগ্ধ, লঘুপাক ও অল্পপরিমিত অন্ন আহার করিতে দিবে। কারণ, এইরূপ-

ব্যবহার করিলে শরীরের দুষ্ট রক্ত সংশোধিত ও নিঃসারিত হয়, সুতরাং শরীরে আবদ্ধ হইতে পারে না।

আজ কাল স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে ও তৎপরিবর্ত্তে "হরির লুট" হইতেছে। একে এদেশের স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে হরির লুট অথাৎ স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যে কি অনিষ্টকর, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। হরির লুটের ছেলে অধিক। শই সর্দ্দি, কাশি ও সুতি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। ইহা দ্বারা সূতিকার ব্যয় কিছু লাঘব হয় এই মাত্র। প্রসবানন্তর যদি স্বেদ ও অভ্যঙ্গ ব্যবহার দ্বারা শরীরের দুষ্ট রক্ত সংশোধন ও উহা নিঃসারণ না করা যায়, তাহা হইলে উহা সংরুদ্ধ হওয়াতে ভবিষ্যতে প্রসূতিকে নানাবিধ পীড়া ভোগ করিতে হয়।

সূতিকাকাল। প্রসবদিন অবধি চতুর্মাস-ব্যাপক কালকেই সূতিকা-কাল কহে। ঐ চতুর্মাস পর্য্যন্ত প্রসূতির নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করা উচিত। চারি মাসের পর প্রসূতি বলযুক্তা, নিরুপদ্রবা ও পরিশুদ্ধা হইলে সূতিকা নিয়ম পরিত্যাগ করিতে পারেন।

সূতিকা-নিয়ম। সূতিকাবস্থায় অধিক পরিশ্রম, ক্রোধ, শীতসেবা ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক অনুচিত আহার ও অধিক উপবাস করা একান্ত অনুচিত। এই কালে সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া থাকা বিধেয়। এই সকল নিয়ম পালন না করিলে প্রসূতির রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; এবং ঐ রোগ প্রায় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে।

শিশুপালন-বিধি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিন দিবস কি চারি দিবস পরে প্রসূতির হৃদয়স্থ ধমনী বিস্তৃত হইলে স্তনদ্বয়ে স্তন্যদুগ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব ঐ তিন চারি দিন পর্য্যন্ত শিশুকে মধু ও ঘৃত পান করাইয়া রাখিবে। পরে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইলে, উহা যথোক্ত নিয়মে পান করাইবে।

সন্তানের স্পর্শন, দর্শন, স্মরণ ও ক্রোড়ে গ্রহণ হেতু পরিস্ফুট স্তন্যবাহিনী শিরামুখদ্বারা সর্ব্বদা দুগ্ধ প্রবাহিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ সন্তানের প্রতি প্রবল স্নেহই স্তন্যস্রাবের প্রধান হেতু।

অবাৎসল্য, শোক, ভয়, ক্রোধ, অধিক উপবাস ও গর্ভান্তর ধারণ হেতু স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধের স্বল্পতা হইয়া থাকে।

জননীর স্তনে দুগ্ধাভাব হইলে এবং ধাত্রীর অভাব হইলে স্তন্যপর্য্যাপ্তি পর্য্যন্ত শিশুকে গব্য বা ছাগ দুগ্ধ পান করাইবে।

স্তন্যপানবিধি। প্রথমতঃ স্তনদ্বয় জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ঈষৎ গালিয়া ফেলিবে। পরে শিশুকে ক্রোড়মধ্যে স্থাপন করিয়া স্তন্য পান করাইবে।

অস্রাবিত স্তন্যের দোষ। শিশুকে অস্রাবিত (গালিয়া না ফেলিয়া) স্তনদুগ্ধ পান করাইলে, শিশু বমি, কাশ ও শ্বাস

রোগে পীড়িত হইয়া থাকে, কারণ উহা শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

বিশুদ্ধ স্তন্যের লক্ষণ। যে স্তনদুগ্ধ জলে নিক্ষেপ করিলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, বিবর্ণ বা তন্তুযুক্ত হয় না, এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ পাতলা ও সুশীতল তাহাই বিশুদ্ধ।

দূষিত স্তন্যের লক্ষণ। বায়ু-দূষিত স্তন্য, কষায় রস ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসমান হয়; পিত্তদোষে স্তন্য অম্ল ও কটুরস হয়, এবং জলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে পীতবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়। কফদূষিত স্তন্য পিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়। দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ দূষিত স্তন্যে উভয়বিধ বা মিশ্রিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

মাতা বা ধাত্রী যদি শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, সর্ব্বদা ব্যাধিযুক্তা, অতিশয় উন্মত্তা, বা অতিশয় খর্ব্বাকার, অতিশয় স্থূলা বা অতি কৃশা, গর্ভিণী, জ্বরিণী, ও লম্বিতস্তনী, অজীর্ণভোজিনী, অহিত-সেবিনী, ক্ষুদ্র কার্য্যে আসক্তা, দুঃখিতা কিম্বা চঞ্চলা হন, তবে তাঁহার স্তনদুগ্ধ শিশুকে পান করান অকর্ত্তব্য; কারণ ঐ দুগ্ধ পান করিলে শিশু নানাবিধ রোগে পীড়িত হইতে পারে।

শিশুর লালন পালন। পরিষ্কার বিশুদ্ধ বায়ু, আবশ্যক মত উষ্ণতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ, পরিচ্ছদ, শয্যা ও দেহ, শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও দেহপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। অনিয়মিতরূপে অনুপযোগী আহার ও উপযোগী খাদ্য-দ্রব্যের অভাব শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অপকারক। দূষিত বায়ু ও বদ্ধগৃহ শিশুর যমস্বরূপ। ফলতঃ যে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রীতিমত প্রশস্ত নহে, ও যাহাতে বিশুদ্ধ পরিষ্কার বায়ু ও আলোকের গতি বিধি নাই, এরূপ গৃহ, গৃহের বাহিরে আবশ্যক মত পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া শিশুদিগকে ভ্রমণাদি করিতে দেওয়া, তাহাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান না করা, পাঠশালা বা পাঠে তাহাদের অধিক সময় ব্যয় করা, পরিমিত ব্যায়ামাদি না করা, অপরিমিত পান ভোজন করা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশুদের কালস্বরূপ হইয়া থাকে। ঔষধ অপেক্ষা শিশুর পথ্যাপথ্যেই মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বলা হইল, তাহা প্রতিপালন করিলে অনেক শিশু ও প্রসূতি অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

সেক্সপিয়ারের গল্প।

রমণী-প্রতিজ্ঞা।

বিনিশ নগরে সাইলক নামে এক অতি কঠোর কুসীদগ্রাহী ইহুদী বাস করিত। সে ব্যক্তি খ্রীষ্টান বণিকদিগকে ঋণ দান করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল।

নির্দ্দয়-হৃদয় সাইলক অযথাভাবে অধমর্ণ-দিগের অর্থ শোষণ করিত বলিয়া সাধু-ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করিতেন। বিনিশ নগরের বণিক্ আণ্টনি তাহাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিতেন, সাইলকও তাঁহাকে তদনুরূপ বিষ-নয়নে দেখিত। মহাত্মা আণ্টনি বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন, কদাপি কুশীদ গ্রহণ করিতেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত অর্থ পিপাসু ইহুদীর বিষম মনোবাদ না ঘটিবেই বা কেন? সাইলকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহার নির্দ্দয় ব্যবহার ও অন্যায় সুদ গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া আণ্টনি তাহাকে তিরস্কার করিতেন। ইহুদী বাহিক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সহ্য করিত বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিত।

আণ্টনির হৃদয় যেরূপ উন্নত, চরিত্রও সেইরূপ মহৎ। তাঁহার ন্যায় উপ-চিকীর্ষাবৃত্তি অতি অল্প লোকেরই মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিনিশ নগরের সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

বেসানিয় আণ্টনির হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন। উচ্চবংশ-সম্ভূত যুবক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধনসম্পত্তি না পাইলে পৈতৃক মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া যেমন সর্ব্বস্বান্ত ও বিপন্ন হয়, বেসানিয়েরও সেই দশা হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইলে আণ্টনি তাহা সংকুলান করিয়া থাকেন। বেসানিয় ও আণ্টনির ব্যবহার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা অভিন্ন-হৃদয় এবং তাঁহারা উভয়ে যেন একই ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী।

বেসানিয় একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যক্তির যুবতী কন্যাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। ঐ যুবতীও যে তাঁহাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন, তাহাও তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে পিতৃহীন হইয়া ঐ যুবতী সমুদায় পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বরী হইয়াছেন দেখিয়া, বেসানিয় তাঁহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনার অবস্থা উন্নত করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যবতী মহিলার বর হইতে হইলে যেরূপ সাজ সজ্জার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই; সুতরাং চির-প্রিয়চিকীর্ষু আণ্টনির নিকট উপস্থিত হইয়া তিন সহস্র মুদ্রা যাচ্ঞা করিলেন। আণ্টনির তৎকালে অর্থ না থাকাতে প্রিয় বন্ধুকে স্বয়ং অর্থ সাহায্য করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু অচিরেই পণ্যপূর্ণ জাহাজ আসিবার সম্ভাবনা থাকাতে তিনি ঐ সকল জাহাজ বন্ধক রাখিয়া সাইলকের নিকট অর্থ গ্রহণের মানস করিলেন।

আণ্টনি ও বেসানিয় দুইজনেই সাইলকের নিকট উপস্থিত হইলেন। আণ্টনি সাইলককে কহিলেন,—"সাইলক! যথেচ্ছ সুদ গ্রহণ করিয়া আমাকে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান কর। আমার সমুদ্রা-

গত জাহাজের পণ্য বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।" আণ্টনির এই কথা শুনিয়া সাইলক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "যদি একবার সুবিধা পাই, তাহা হইলে আমার বহুদিন পোষিত প্রতিহিংসা বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিব। আণ্টনি আমাদিগের ইহুদী জাতিকে ঘৃণা করে, কুশীদ না লইয়া ঋণ প্রদান করে, বণিক্‌দিগের নিকট আমার নিন্দাবাদ করে এবং আমার ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ কুশীদ বলিয়া ঘৃণা করে। আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আমি যদি তাহাকে ক্ষমা করি, তাহা হইলে আমাদিগের জাতিকে ধিক্।"

তাহাকে নিরুত্তরে চিন্তা করিতে দেখিয়া অর্থগ্রহণোৎসুক আণ্টনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "সাইলক! আমার কথা কি শুনিতে পাইয়াছ? আমাকে কি টাকা ধার দিবে?"

সাইলক। "মহাশয়! আপনি আমার অর্থের ও সুদ গ্রহণের কথা উত্থাপন করিয়া অনেক বার আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন; আমি, আমাদিগের জাতি-সুলভ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নীরবে সকলই সহ্য করিয়া আসিতেছি। আপনি আমাকে বিধর্ম্মী কুকুর বলিয়া ঘৃণা করেন। কুকুর বোধেই কত বার আমার পরিচ্ছদের উপর থূৎকার প্রদান করিয়াছেন এবং কতবারই আমাকে পদা-ঘাতে দূরীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এক্ষণে আমার সাহায্য আবশ্যক বোধ করিতেছেন কেন? কুকুর অর্থ কোথায় পাইবে? কুকুরের পক্ষে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করা কি কখন সম্ভবপর?

আণ্টনি। আমি এখনও তোমার অন্যায় ব্যবহারের জন্য তোমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আচ্ছা, তুমি আমাকে আবশ্যক অর্থ বন্ধুভাবে না দেও, শত্রুভাবে প্রদান কর। নির্দ্দিষ্ট দিবসে অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে তুমি আমাকে অসঙ্কোচে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে।

সাইলক। আপনি বিবাদ করেন কেন? আমি আপনার বন্ধু হইয়া আপনার ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা করি। দেখুন্ আপনি আমার প্রতি যে সকল লজ্জা-প্রদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তৎসমু-দায় বিস্মৃত হইয়া বিনা কুশীদে আপনাকে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি।

সাইলকের এই প্রকার সদয় ব্যবহার অবলোকন করিয়া আণ্টনি অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সাইলক সত্য সত্যই আণ্টনির ভালবাসা লাভে প্রয়াসী, এইরূপ ভাণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "আমি তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি, কিন্তু আদৌ কুশীদ গ্রহণ করিব না। আপনি কেবল আমার সহিত একবার কোন উকীলের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ কৌতুকজনক একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে আমি আপনার দেহের যে কোন স্থান

হইতে অর্দ্ধ সের মাংস কর্ত্তন করিতে পারিব।"

আণ্টনি। ভাল, তাহাই হইবে। আমি ঐরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতেছি এবং অতঃপর প্রচার করিব ইহুদীর শরীরে দয়া আছে।

বেসানিয় আণ্টনিকে এবম্প্রকার ভয়াবহ প্রতিজ্ঞাপত্রে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু অচিরেই জাহাজ সকল বহুমূল্য পণ্যপূর্ণ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে এই বিশ্বাসে আণ্টনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সাইলকও এই সময় বলিয়া উঠিল, "হা ঈশ্বর! খ্রীষ্টানদিগের মন কতই সন্দিগ্ধ! তাহারা নিজেই অপরের সহিত নির্দয় ব্যবহার করে বলিয়াই মনে করে অপরেও বুঝি তাহাদিগের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিবে। বেসানিয়! আমাকে বলুন দেখি, আমি মাংস লইয়া কি করিব? সজীব মনুষ্যশরীর হইতে অর্দ্ধসের মাংস লইয়া লাভ বা পুরুষত্ব কি হইবে? গো বা ছাগ মাংস হইলেও বা যাহাহউক। বন্ধুতা স্থাপন করিব বলিয়াই এইরূপ বলিলাম। যদি ইচ্ছা হয় এইরূপ করিতে পারেন, নচেৎ বিদায় গ্রহণ করুন।

সাইলক এইরূপ সদিচ্ছা ব্যক্ত করিল বটে, কিন্তু বেসানিয় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আণ্টনিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পুনর্ব্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু আণ্টনি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সাইলকের কথায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক কৌতুক বোধে উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বেসানিয়ের প্রণয়াস্পদা যুবতী বিনিসের নিকটবর্ত্তী বেলমণ্ট নামক স্থানে বাস করিতেন; তাঁহার নাম পোর্সিয়া। কি সৌন্দর্য্য, কি বুদ্ধিমত্তা, কি সাহস, কি দাম্পত্য-প্রণয়, কোন বিষয়েই রোমের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, মহাত্মা কেটোর দুহিতা ও ব্রুটাসের ভার্য্যা পোর্সিয়া অপেক্ষা তিনি ন্যূন ছিলেন না।

আণ্টনি সদয়ভাবে আত্মজীবন বন্ধক দিয়া, বেসানিয়কে অর্থ প্রদান করিলে পর তিনি গ্রাসিয়ানো নামক একজন সহচর ও কতকগুলি সুসজ্জিত অনুচর সহ বেলমণ্টে যাত্রা করিলেন। বেসানিয় অল্প দিনের মধ্যেই কৃতকার্য্য হইলেন; —পোর্সিয়া তাঁহাকে স্বামিরূপে বরণ করিলেন।

বেসানিয় পোর্সিয়ার নিকট আত্ম-রহস্য বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন আমার বিষয় বিভব কিছুই নাই; আমার শ্লাঘ্যের বিষয় যদি কিছু থাকে, তবে সে আমার বংশমর্য্যাদা,—আমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই মহানুভব ছিলেন।

বেসানিয়ের মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণসমূহে মুগ্ধ হইয়া, পতিসম্পত্তিস্পৃহা-হীনা অতুল ঐশ্বর্য্য-শালিনী পোর্সিয়া অতিমাত্র নম্র-ভাবে উত্তর করিলেন, "আমি যদি আরও সহস্র গুণে অধিক সুন্দরী হইতাম এবং আমার যদি আরও সহস্র গুণ অধিক অর্থ থাকিত, তাহা হইলেও আপনার

উপযুক্তা হইতাম কিনা সন্দেহ। আমি অশিক্ষিতা ও জ্ঞানহীনা বটে, কিন্তু এখনও আমার শিক্ষার সময় উত্তীর্ণ হয় নাই। অদ্য হইতে আপনার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিব। আমি এবং আমার যাবতীয় সম্পত্তি আপনারই। কল্য আমি এই গৃহের এবং আমার হৃদয়ের কর্ত্রী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনিই এই সকলের একমাত্র অধীশ্বর।"

তদনন্তর বেসানিয়কে প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গুরী প্রদানপূর্ব্বক পোর্সিয়া পুনর্ব্বার বিনীতভাবে কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয়ের সহিত আপনাকে মন প্রাণ সুখ সম্পত্তি সমুদায়ই অর্পণ করিলাম।"

পোর্সিয়া এবং বেসানিয়ের এইরূপ কথা বার্ত্তার সময় পোর্সিয়ার সহচরী নারিসা এবং বেসানিয়ের সহচর গ্রাসিয়ানা তথায় উপস্থিত ছিলেন। গ্রাসিয়ানা স্বীয় বন্ধু বেসানিয়ের এবং মহানুভবা পোর্সিয়ার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "আমিও এই সময়ে পরিণীত হইতে ইচ্ছা করি"।

বেসানিয়—আমি অন্তরের সহিত অনুরোধ করি, যদি উপযুক্ত কন্যা পাইয়া থাক, এখনি পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন কর।

গ্রাসিয়ানা—বরাঙ্গনা পোর্সিয়ার সহচরী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারিসাকে আমি অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছি। পোর্সিয়া আপনাকে বিবাহ করিলেই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

গ্রাসিয়ানার বাক্যের সত্যতা অবধারণার্থ পোর্সিয়া নারিসার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। নারিসা বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আপনার আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়।" পোর্সিয়া আনন্দিতমনে সম্মতিদান করিলে বেসানিয় বলিলেন "তোমাদের পরিণয়ে আমাদের পরিণয়-ভোজের আনন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে"।

(ক্রমশঃ)

মাদাগাস্কারের বীরাঙ্গনা।

কাফারাভাবি মাদাগাস্কার হইতে প্রস্থান করিলে পর অন্যান্য খ্রীষ্টান রমণীগণের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। এই সময় রাসালামানাম্নী জনৈক মহিলা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অদম্য ভাবে প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন এবং তদীয় অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া দলে দলে রমণীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। রাসালামা বিশেষ ভাবে সাধন ভজন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে একটী মহিলা-সমিতি গঠন করিলেন। তিনি স্বয়ং সেই সমিতির তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। সকলে একত্র হইয়া নির্জ্জন স্থানে কথা বার্ত্তা বলেন, প্রার্থনা করেন এবং

প্রচারে বহির্গত হন। এ সকল সংবাদ অচিরে রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা রাসালামা-প্রমুখ সমুদায় খ্রীষ্টান রমণীদিগকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাজপ্রেরিত পদাতি যাইয়া রাসালামাকে বলিল, "আপনার দলে কে কে আছে, তাঁহাদের নাম বলুন এবং আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।" রাসালামা সঙ্গিনীর লোকদিগের নাম বলিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমরা পরমেশ্বরের নাম করিয়া থাকি, কোনও অন্যায় কার্য্য করি নাই। সেই সকল নির্দ্দোষ লোকের নাম বলিয়া কেন তাঁহাদিগকে বিপদের মধ্যে ডাকিয়া আনিব? আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছি, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।" রাসালামা কারাগারে নীত হইলেন।

তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। রাজানুচরগণ বারংবার তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি সে সকল কথায় কর্ণপাতও করিলেন না—একমাত্র প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া দণ্ডের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিচারক অবিলম্বে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন।

দণ্ডের দিন রাসালামার মুখ কেহ মলিন দেখে নাই, তিনি শান্তভাবে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মৃত্যু নিকটে জানিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

বলিষ্ঠ সৈনিক সুতীক্ষ্ণ বড়শা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বড়শার শাণিত অগ্রভাগ সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই লৌহাস্ত্র রাসালামার দেহে প্রবিষ্ট হইবে, এই চিন্তা করিয়া তিনি কিছুমাত্রও ভীত হইলেন না। শান্তভাবে দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঘাতক নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। ঘাতকের সবল নিক্ষিপ্ত বড়শাঘাতে রাসালামার হৃৎপিণ্ড অস্ত্রবিদ্ধ হইল। সকলই ফুরাইল—জীবন যৌবন আকাঙ্ক্ষা সমুদয় চলিয়া গেল, কেবল রহিল অহেতুকী ভক্তি, সত্যানুরাগ, ও পবিত্রতা। সেই পবিত্র বিশ্বাসী আত্মার সহিত এই সকল স্বর্গীয় বস্তু অনন্তধামে গমন করিল। ধর্ম্ম চির সম্বল। যাঁহারা এইরূপ নিশ্চল ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা অবলীলাক্রমে প্রাণ দান করিতে সম্মত, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারা অসভ্য অশিক্ষিত হইলেও দেবতাস্থানীয়, তাঁহারাই জগতের বন্দনীয়।

এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীরাই মাদাগাস্কার দ্বীপে খ্রীষ্টান রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মার্থে আত্ম-বলিদান করেন।

[illegible] চিন্তা।

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত এবং জীবনের আশ্রয় কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

প্রাপ্যচাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥

অত্যুত্তম মানবজন্ম লাভ করিয়া ও ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে আপনার হিত না জানে, সে আত্মঘাতক হয়।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
স এব নিয়তো বন্ধুঃ স এব নিয়তো রিপুঃ॥

আত্মাদ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু, আত্মাই নিয়ত শত্রু।

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করং।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমং॥

যাহা দুস্তর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম এবং যাহা দুষ্কর, সে সমস্তই তপস্যা অর্থাৎ প্রাণপণ সাধনা দ্বারা সাধ্য, তপস্যাদ্বারা সকলই জয় করা যায়।

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

তরুগণও জীবন ধারণ করে, মৃগ পক্ষীও জীবন ধারণ করে; যাঁহার মন ব্রহ্মমননে জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবিত।

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥

একাকী নির্জ্জনে প্রতিদিন আপনার হিত চিন্তা করিবে। একাকী আত্মহিত চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

এক: প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং॥

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, একাকী স্বীয় দুষ্কৃতির ফলও ভোগ করিয়া থাকে।

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

পাপ করিয়া সন্তপ্ত হইলে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। "এরূপ কর্ম্ম আর করিব না" এই বলিয়া যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি পবিত্র হয়।

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি তাদৃশং লভতে ফলম্॥

কৃষক ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার বীজ বপন করে, সেই প্রকার ফল লাভ করে। মনুষ্য সুকৃত বা দুষ্কৃত যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

আত্মবিনাশের জন্য তিন প্রকার নরক-দ্বার—কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এই জন্য এই তিনকেই পরিত্যাগ করিবে।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

মোক্ষের দ্বারে চারিটী দ্বারপাল কথিত আছে, তাঁহারা শম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, বিচার বা তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, সন্তোষ অর্থাৎ সুখে দুঃখে সমভাব এবং সাধুসঙ্গ।

হেঁয়ালী।

চারি বর্ণে নাম মম বৃন্দাবনে বাস,
মধ্য দুই মিলে রক্ত কুসুম শোভন,
শেষ দুয়ে নারী কিম্বা হাতের ভূষণ,
কে আমি রমণী সদা ভজি শ্রীনিবাস?

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডের বার্ক-সায়ার-নিবাসী এক ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যা কুমারী ই দি ডিংওয়েল ২২ বৎসর বয়সে দৈব-ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি মহানিদ্রার পূর্ব্বে আদৌ নিদ্রা যান নাই। নিদ্রা আনিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। আশ্চর্য্য, ইহাঁর কখনও কোন পীড়া হয় নাই।

২। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আউদের মৃত নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা প্রিন্স জিহান কাদের পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বড় সদাশয় ছিলেন।

৩। এ বৎসর বঙ্গদেশে ইতিমধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় গ্রীষ্ম হইয়াছে, এক বিন্দু জল নাই। পল্লিগ্রাম ও আবাদ অঞ্চলে জলকষ্টের সীমা নাই। কুষ্টিয়া ও আসাম অঞ্চলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।

৪। নিম্নলিখিত রমণীগণ ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—শ্রীমতী লতিকমিলা, প্রমোদিনী সরকার, আনন্দানন্দিনী নন্দী, শশিমুখী বক্সী। শ্রীমতী লতিকমিলা দ্বিতীয়স্থানীয় হইয়াছেন।

৫। ব্রহ্ম দেশে গতবৎসর অপেক্ষা এবৎসর আফিমের আয় তিন লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে!!

৬। সম্প্রতি ময়মনসিংহে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থ রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ৩০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং ভাওয়ালের রাজা ১০০০ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

৭। কারাবাসীদের নিকট নীতি প্রচার করিবার জন্য ঝানসীর বাবু যদু নাথ চৌধুরী উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, ছোটলাট কেবল হিন্দু কয়েদীদের নিকট তাঁহাকে নীতি প্রচারের আদেশ দিয়াছেন।

৮। মিস্ জেন ইলাইনর চেস্ ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকদিগের দেশান্তরে বসবাসের প্রথম প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। সম্প্রতি ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ৩২ বার অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন এবং ৯ বার পৃথিবী পর্য্যটন করেন। লণ্ডনের বৈটকখানা-সমিতি সকলে ইনি জনহিতকর বিষয়ে উৎসাহের সহিত প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিতেন।

৯। মহীশূরের মধ্যমা রাজকুমারীর বিবাহের মহা আয়োজন হইতেছে, এতদুপলক্ষে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ৩০,০০০ লোককে উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়ান হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে কাপড় ও টাকা দেওয়া হইয়াছে।

১০। অমৃতসরের প্রদর্শনীতে ৭৬,৩১১টী গো মেষ এবং ৩৩,৮৪০টী অশ্ব বিক্রীত হইয়াছে।

১১। হাজারিবাগ হইতে কলিকাতা পশুশালায় একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র আনীত হইয়াছে। খান্দোয়ার রাজা ইহাকে ধৃত করেন।

১২। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মিসর দেশে ২৬ জন দাস দাসী দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে ১৫ জন স্ত্রীলোক।

১৩। বিদ্যুতের দ্বারা কলিকাতার ট্রামওয়ে গাড়ী চালাইবার প্রস্তাব হইতেছে।

*** বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

বামারচনা।

দেব-মাধুরী।

সংসার-আহ্বান ভুলে
প্রান্তরের শ্যামকোলে
তরুণ যোগিনী বালা ধেয়ানে মগন।
ভূমে রাশি ফোটা ফুল,
ঊর্দ্ধে হাসে তারাকুল,
চুম্বিছে শিশির-জল পুষ্পিত চরণ।
ছুটিছে কুসুম-বাস,
চূর্ণ কুন্তলের পাশ
এলায়ে পড়েছে বুকে, রক্তিম কপোলে;
কম্পিত হৃদয় খালি
দেবতার পানে ঢালি
উদ্দেশে কাতর বাণী, মাখা অশ্রুজলে!
সুদূর স্বরগ হ'তে,
পুষ্প-বৃষ্টি এ নিশীথে,
সলাজে সুরবালা নীরবে দাঁড়ায়ে;
সমীরে যেতেছে ঢালি
সুধাংশু-কিরণ-রাশি,
খেলিছে জোছনা হাসি, দেহ আলিঙ্গিয়ে।

এ মধু যামিনী ঘোরে
কেগো দেবি! যোড়করে
বিশ্বের অতীতে প্রাণ করিছ বরণ?
বাসনা, কামনা দূরে
বসি এ বিজন পুরে——
দেবের সঙ্গীত বয়ে, স্তম্ভিত ভুবন।
নলিনী-নিন্দিত মুখ
বিশ্বপ্রেমে ভরা বুক—
অস্ফুট, নীরব ওষ্ঠ পরিমল-ভরা;
দেব-ভাব জাগাইয়া
প্রাণ মন মোহনিয়া
বলো দেখি দেব-প্রেমে তুমি আত্মহারা।
নাই সংসারের জ্ঞান,

তোমার আরাধ্য প্রাণ,
অদূর মিলন-স্রোতে, এল তব কাছে;
বিস্মিত জগৎ-নেত্রে পরকাশি আছে।
বিশ্ব-দেবতার প্রিয়!
হিয়া মোর অতি হেয়
জীবন-সঙ্গীত-স্রোত, চির নির্ব্বাপিত;
কি মোহন-মন্ত্র-বলে
বিস্মৃত হৃদয় তলে
জাগালে স্বপন-স্মৃতি? প্রাণ বিমোহিত।

কুসুমকুমারী দাস।

বিরাগী।

"মৃত্যু অমৃত করে দান।"

রবীন্দ্রনাথ।

নিয়তির প্রবল বন্যায়,
ভাসিয়া এসেছি পারাপারে,
ফিরে যেতে সাধ নাই আর
কেন মিছা ডাকিছ আমারে?
ভাসিয়াছি যদি এ সাগরে
বেড়াব যাবৎ আছে প্রাণ;
ঘরে যেয়ে আর কি হবে
কেন কর ব্যাকুল আহ্বান?
শোন সখি, আমি এ সাগরে
আসিয়াছি মরিবার লাগি,
তুমি কেন সাথে সাথে মোর
হ'তে চাও বৃথা দুঃখভাগী?
নিরাশ হ'য়েছি আমি প্রাণে,
সাধ নাই আর বাঁচিবার,
মিছা কেন কর ডাকা ডাকি,
আমি ঘরে ফিরিব না আর?
থাকিত একটু যদি আশা
একটুকু ভরসা আমার,
আসিতাম তবে কি যৌবনে
পরিহরি সোনার সংসার?
খুঁজিয়াছি পাতি পাতি করি
নগর কানন সমুদায়,
একটী আশার কথা কেহ
কোন দিন কহেনি আমায়!
যার কাছে যখন গিয়েছি,
সেই মোরে ঠেলেছে চরণে!
আজ,—নিরাশ্রয় নিরখি আমারে
এইখানে এনেছে মরণে!
মরণের শান্তিময় কোলে
ঘুচাইব তাপিত কাঁদন,
সে আমারে ঠেলিবে না পায়—
ভুলিবে না জীবনে কখন!
যাও সখি, ফিরে যাও ঘরে,
করিও না আর ডাকা ডাকি;
আসিয়াছি জ্বলিয়া পুড়িয়া
প্রাণময় চিতানল মাখি!
দেখি এই সাগরের জলে
মিটে কিনা পিপাসা আমার,
দেখি এই মরণের কোলে
ঘুচে কিনা চির হাহাকার!
আমি সখি, আজন্ম কাঙ্গাল
যে সুখের—যে শান্তির তরে,
আজ আমি তারি অন্বেষণে
একবার ডুবিব সাগরে!
(সাগরের নাম রত্নাকর)

দেখিব করিয়া অন্বেষণ ;—
পাই কি না পাই তার মাঝে
সুখশান্তি অমূল্য রতন।
যদি পাই,—আবার আসিয়া
সে রতন বিলা'ব সবায় ;
তা'না হ'লে, আজ আমাদের
এ বিদায় অন্তিম বিদায়।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ্র জায়া।

বসন্তগীতি।

মৃদুল দখিনা বা'য় পরশিয়া যায় রে,
শিথিল পরাণ।
সুরভি কর্পূর-ধূলা কে যেন উড়ায় রে,
আবরি নয়ান।
তুষারে আবৃত ধরা, আজিত বিয়াছে ধরা ;
লুকাবে কি নানারন্ধে, অমর বাঞ্ছিত রে,
পারিজাত-ঘ্রাণ ;
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ওই—ওই শুনা যায় রে,
ত্রিদিবের গান।
ভুলেছিল মধু-সখা প্রাণ-মনোহরে,
মধুর সঙ্গীত।
কে জানিত মধু-কণ্ঠে ঝরিবে আবার রে,
মধুময় গীত ?
সুবিস্তৃত নীলাম্বরে তারকার থরে থরে
কে জানিত শশিশোভা
আবার—আবার রে, হ'বে সমুদিত ?
মোহন মূরতি শ্যাম কালিন্দী পুলিনে রে,
হ'বে উপনীত ?
আজি এ বসন্ত গীবে চলিয়া চলিয়া হের,
দেখি অনিবার,
কি যেন মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ নর নারী রে,
বিশাল সংসার।
প্রকৃতি মোহিনীবেশে, ওইত রয়েছে ব'সে !
ঘুচে গেছে প্রলয়ের ভীম গরজন রে,
যাতনা অপার ;
খুলেছে সুধার উৎস ভুবন ভরিয়া রে,
তৃপ্ত চারিধার !!

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী।

নব-বিবাহিত বিপত্নীকের প্রতি।

সে দিন একটী, এসে শ্মশানে রাখিয়া,
নব-বিকসিত নবি কুসুম রতন।
জ্বালায়ে আগুন তারে এলে পোড়াইয়া;
পুড়ে গেল ছাই হ'ল কমল আনন।
আজি তার প্রাণ গেছে, গেছে সেই দেহ,
গেছে তার সাধ আশা কল্পনা মমতা,
সাধিবে না পায়ে পড়ি, চাহিবে না স্নেহ,
কহিবে-না কাণে কাণে মরমের কথা।
তুমি যে মঙ্গল-গ্রন্থি বাঁধিয়া আবার
চলেছ বাসর ঘরে নব "বর" হ'য়ে,
চারি দিকে উছলিছে আনন্দ অপার,
গেল কি শ্মশান-স্মৃতি সেই স্রোতে ব'য়ে ?
এখনো নিবেনি তার চিতার অনল,
মুছিলে কেমনে তুমি শোক-অশ্রু জল ?

শ্রী—

No 377. June 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৭ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩—জুন, ১৮৯৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আয়ু-গণনা—একজন বড় ডাক্তার লিখিয়াছেন, আফ্রিকার লোক গড়ে ৮২ বৎসর, আমেরিকার লোক ৭৭ বৎসর, ইংলণ্ডের লোক ৭২ বৎসর, জর্ম্মণির লোক ৬৮ বৎসর, পর্টুগালের লোক ৫৮ বৎসর, মধ্য আসিয়ার মুসলমান ৫০ বৎসর, ফরাসী ৪৮ বৎসর এবং ভারতের লোক ৪৬ বৎসর জীবিত থাকে। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিক দিন বাঁচে এবং মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টান আরও অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। সধবা স্ত্রী অপেক্ষা বিধবা স্ত্রীর পরমায়ু গড়ে অধিক, কিন্তু পুরুষের মধ্যে অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত লোকে দীর্ঘজীবী হয়।

শিবজীর জন্মোৎসব—বোম্বের কোলাবা জেলার অন্তর্গত রায়গড় দুর্গে মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর শিবজীর জন্মোৎসব ২৫ই মে তারিখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনা, সাতারা, ধুলিয়া, কোলাপুর, চিকোলী প্রভৃতি স্থানেও মহারাষ্ট্রীয়েরা এই উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

দান—(১) কলিকাতা রিডিং রুমের উন্নতিকল্পে ফৌজদারী বালাখানার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এবং কতকগুলি বহুমূল্য পুস্তকও উপহার দিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের ধনাঢ্য খোজা সওদাগর সুব মহম্মদ জেইরাজভয় পিতৃহীন স্বজাতির বিবাহ বা তদ্রূপ কার্য্যের সাহায্যার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

ক্ষুদ্রপাদ রমণী—চিনের রাজপ্রতিনিধি লিহং চং স্বীয় সম্রাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়ার আনিয়াছেন। [illegible] বহির্বার

ছোট। সাধারণ ও অসাধারণ মানব চিনিব কি করিয়া?

বড়। সোজা আর [illegible]।

ছোট। বুঝিব কিসে?

বড়। ব্যবহারে।

ছোট। কি ব্যবহারে?

বড়। নিম্ন শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যের যে ব্যবহার তাহা স্বার্থ-প্রণোদিত; অতএব যাহারা স্বার্থের কাজ করে, তাহাদেরই মানুষের সাধারণ শ্রেণী বুঝিয়া লইবে। বুঝিলে তো?

ছোট। বুঝিলাম; তা ভাই! সাধারণ লোক স্বার্থপর হইয়া কি করে? আমার সব জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।

বড়। স্বার্থ মনুষ্য-হৃদয়ের একটা প্রবৃত্তি, বিশ্ব-বিধাতা মানবের আত্মরক্ষা, আত্মোন্নতি প্রভৃতি কর্তব্য কাজের জন্য এই প্রবৃত্তি মানবকে দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের অনেকেই তাহা বোঝে না, তাহারা এ প্রবৃত্তিকে সুশাসনে সংযত না করিয়া যথেচ্ছরূপে বৃদ্ধি করে। যাহারা স্বার্থকে ঐ রকম বাড়িতে দেয়, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হয়।—যাহারা কতকটা স্বার্থপর, তাহাদিগকেই "সাধারণ লোক" বলিব; আর যাহারা স্বার্থপরতার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ধর্ম্ম পুণ্য জ্ঞান সবই হারাইয়াছে, তাহারা "সাধারণ" সংজ্ঞার যোগ্য নহে; তাহারা "নরাধম বা নরপিশাচ" শব্দেরই উপযুক্ত। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা প্রথমতঃ জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপরীতাচরণ করে; অর্থাৎ জগতের হিতার্থে মনুষ্যসৃষ্টির কথা ভুলিয়া তাহাদেরই সুখসাধনার্থে জগতের সৃষ্টি, মনে করিয়া থাকে। এইখান থেকে তাহাদের পতন আরম্ভ হয়। তাহাদের অসংযমন অভ্যাস হইতে থাকে। তখন আত্মতৃপ্তির জন্য তাহারা চৌর্য্য, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি মহাপাতক সকল করিতে অভ্যস্ত হয়।

ছোট। ওঃ! আচ্ছা, সাধারণ মানবেরা কি করে?

বড়। সাধারণ মানবেরা কতকটা স্বার্থপর; কিন্তু যে নরাধমদিগের কথা বলিলাম, তাহাদিগের অপেক্ষা শত সহস্র গুণে শ্রেয়, সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর অধিকাংশ বিষয়াসক্ত নিজ পারিবারিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত। আহার, সঞ্চয় প্রভৃতি বাজেই ইহাদিগের জীবন কাটিয়া যায়। অনেকে (নিজের ক্ষতি না করিয়া) দুর্দ্দশাগ্রস্ত, কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিদিগের প্রতি কতকটা সদয় ব্যবহার করে। কেহ ভাল কাজে নিযুক্ত করিয়া দিলে, তাহাও সম্পাদন করে; ভাল হইতে ইহাদের অনেকেরই সাধ আছে। মোটের উপর, ইহারা সমাজের বা স্বদেশের উপকার করুক বা না করুক, জ্ঞানতঃ কোনও ক্ষতি করে না; স্বার্থপর হইলেও ইহারা একেবারে দয়াধর্ম্মশূন্য নহে। এই রকম লোকই জগতে এখন বেশী।

ছোট। অসাধারণ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি ভাই?

বড়। অসাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রথম

থাকে। কিন্তু পোষ মানাইতে পারিলে হাতী যেমন "নিরীহ ভদ্র স্বভাব" প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহারাও সেইরূপ মনুষ্যত্ব লাভের সহায় হয়। তবে "এ সকল প্রবৃত্তি ঈশ্বর অনর্থক দিয়াছেন" এমন ভাবনা মনে আনিও না।

ছোট। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে মোহ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতিকেই লোকে "নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি" বলে। এ সব মানুষের মনুষ্যত্বের সহায় কি করিয়া?

বড়। মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান তিনটী; শরীর, মন ও আত্মা। এই তিনটী যাহাতে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, তাহাকেই "মনুষ্যত্বের সহায়" বলে; অর্থাৎ ধর্ম্মানুসারে শরীর যাহাতে রক্ষা হয়, তাহা যেমন মনুষ্যত্বের সহায়, আত্মার যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাও সেইরূপ মনুষ্যত্বের সহায়। এখন দেখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শারীরিকী নিকৃষ্ট বৃত্তি; কিন্তু ভগবান্ যে সকল উপাদানে মানব-শরীর গঠন করিয়াছেন, তাহাতে আহার পানীয় ব্যতীত মানবের জীবন ধারণ করিবার সাধ্য নাই; সেই আহার পানীয় গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিই ক্ষুধা তৃষ্ণা। এখন বল দেখি, ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইলে মানুষ বাঁচিত কি করিয়া? তবে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য চুরি করিয়া খাইও না, কু-তৃষ্ণা খাইও না, পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মদের পান করিও না, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই গ্রহণ করিও। আর মোহ, হিংসা অহঙ্কারাদির কথা যে বলিতেছ, ধর্ম্মের শাসনে সংযত করিতে পারিলে উহা হইতে মানবের মহোপকার সাধিত হয়।

ছোট। মহোপকার?

বড়। মহোপকার! একে একে বলি; যাহাকে "মোহ" বলিলে সে প্রবৃত্তির কার্য্য মমতা অর্থাৎ "আমার আমার" জ্ঞান। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে আছে—

মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এতদন্যৎ মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

এখন এই বৃত্তি মানব-ধর্ম্মের অধীনে পরিচালিত করিলে তাহাকে "রিপু" বলে না, তাহার নাম হয় প্রীতি। প্রীতি-বৃত্তির অনুশীলন মানবের নৈতিক উন্নতির মূল। যাহাকে হিংসা বলিলে, তাহার কার্য্য পর-শ্রী-কাতরতা; এই বৃত্তি ধর্ম্মের শাসনে পরিচালিত হইলে হিংসাকে রিপু বলে না, তাহার নাম হয় আত্মোন্নতির ইচ্ছা; পরের আদর্শ লইয়া মানব নিজকে উন্নত করিতে চেষ্টা করে। আর যাহাকে "অহঙ্কার" বলিতেছ, ধর্ম্মানুমোদিত অবস্থায় তাহাকেও "রিপু" বলে না, "আত্মাদর" বলে। সমস্ত পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখা, মানবের আত্মাদরের প্রধান কার্য্য। যে আত্মাদর জানে, সে কখনও আপনাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে দেখিতে পারে না। আমি কয়টি মাত্র বলিলাম, তুমি সকল নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই রকম হিসাব করিয়া দেখ, সকলই বুঝিতে পারিবে। এখন বল

দেখি ভাই! ভগবানের প্রতি "মঙ্গলময় পিতা" বলিয়া বিশ্বাস হয় কি না? তাঁহার প্রদত্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল মনুষ্যত্ব লাভের সহায় কি না? তবে বিষ ঔষধে লাগে বলিয়া যদি কেহ অশোধিত বিষ খাইয়া মরে, তাহার মৃত্যুর জন্য চিকিৎসককে কেন গালি দাও?

ছোট। যথার্থ; ভাই। তাঁহার কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া, কুবুদ্ধি বশতঃ আমি অন্য পথে গিয়াছিলাম! এখন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

বড়। তাহা হইলে এখন মনে রাখিও, ভগবান্ সর্ব্বমঙ্গলময়। তাঁহার সৃষ্টিতে কোনও অমঙ্গল হইতে পারে না। মানব বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি রক্ষা করেন। নরজগৎ সুখময় নহে সত্য; কিন্তু অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করাই ভগবানের উদ্দেশ্য। মনুষ্য যে দিন ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার জন্য সকল কাজ করিবে, সে দিন নর-জগৎ দেব-জগৎ হইবে, নর মানব স্বর্গীয় দেবতা হইবে। তুমি পৃথিবীতে যাইতেছ, আশীর্ব্বাদ করি, বিশ্বপতির উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিও।

তাহাদের আর কথা হইল না; সহসা এক পবিত্র জ্যোতিঃস্রোতে বিশ্ব জগৎ ভাসিয়া গেল; আমি সভক্ত ভাবে চাহিয়া দেখি আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে—দিব্য জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—তারা সকল নিভ নিভ আলোর মত মিটি মিটি করিতেছে; আর আমি খোলা ছাদের উপরে, অত্যন্ত বিস্তৃত আকাশতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছি। তথাপি সেই স্বপ্ন আমার প্রাণে প্রাণে জাগিতেছে! কেন এ রকম হইল, পাঠিকা ভগিনি! তুমি কিছু বুঝিতে পার কি?

রাজমাতা ভিখারিণী।

(গত প্রকাশিতের পর)

পরমার্থ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র মদন-গোপাল বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করিল। তাহার দেহত্যাগ একটী অলৌকিক ঘটনারূপে শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। পরমার্থ ও শ্রীমতীর হৃদয়ে তাহা একটী অনুশীলনের বিষয় হইলেও প্রিয়পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁহারা কাতর হইলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহদ্বার ও পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবচক্রে তাহাও ঘটিল না। দেশে আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত কুলসম্পত্তির সহিত গৃহদ্বার পদ্মাগর্ভসাৎ হইয়াছে এবং জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের

কোন সন্ধানই পাইলেন না। তাহারাও গৃহদ্বারের সহিত পদ্মাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই সিদ্ধান্তবশে পরমার্থ বাবু যারপর নাই ম্রিয়মাণ হইলেন; এমন কি, শোকাতিশয্য বশতঃ তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পদ্মাবক্ষে ঝম্প প্রদান-পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিবেন, মধ্যে মধ্যে এ ভাবও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী মহাবিপদে পতিত হইয়া সর্ব্বাপদ-বিমর্দ্দন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। সেই জ্যোতিতে পরমার্থের নয়ন আকৃষ্ট হইল। শ্রীমতীর বদনের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী পরমার্থের করদ্বয় ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"নাথ, তোমার কি মনে নাই শ্রীভগবান্ আমাদিগকে কি বলিয়াছেন এবং এখনও বলিতেছেন? ঐ দেখ! তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য, জ্বলন্ত অক্ষরে মেঘের গায়ে লেখা রহিয়াছে।

'—যস্যাহমনুগৃহ্নামি, হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।'

তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন, তাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব শনৈঃ শনৈঃ হরণ করিতেছেন।" শ্রীমতীর এই কথা শুনিবামাত্র পরমার্থ বাবু আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বোধ হয়, তিনিও শ্রীমতীর ন্যায় মেঘের গায়ে সেই জ্বলন্ত অক্ষর দেখিতে পাইলেন। কেননা তাহার পরক্ষণেই পরমার্থ শান্ত হইলেন। তাঁহার মনের সকল বিকার দূর হইল। ভগবদ্ভাবে গদ গদ হইয়া "তুমিই আমার পরম বন্ধু" এই কথা বলিয়া শ্রীমতীর চরণ ধারণের উপক্রম করিলেন। শ্রীমতী তাঁহার হস্ত ধরিয়া আপন বক্ষে লইলেন। উভয়ে কিয়ৎকাল এইভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক কৃষকগণের সহিত পসারপুরে গমন করিলেন। তথায় একটী সামান্য বাটী ভাড়া লইয়া তৃতীয় পুত্র ও একটী পরিচারিকার সহিত দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তিন মাস অতীত হইতে না হইতেই পরমার্থ পীড়িত হইলেন। দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চতুর্থ দিনে পরমার্থ শ্রীমতীকে কহিলেন—

"শ্রীমতি! বিধাতা তোমাকে লইয়া কি লীলা করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন এবং তুমি জান। বোধ হয়, আমাকেও আর তোমার নিকট রাখিবেন না। এই দেখ! আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তোমাকে প্রবোধ দিয়া যাইবার মত কোন কথা আমি জানি না।" এই কথা বলিতে বলিতে পরমার্থ নীরব ও স্তিমিতনেত্র হইলেন। শ্রীমতী তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া দাসী ও পুত্রের সাহায্যে তাঁহাকে প্রাঙ্গণস্থ তুলসীমূলে শয়ন করাইয়া ভগবানের নাম শুনাইতে লাগিলেন। পরমার্থ-পথের সম্বল হরিনাম শুনিতে-শুনিতে পরমার্থ দেহ ছাড়িলেন। শ্রীমতী অবিচলিত-চিত্তে তৎকালোচিত কর্ত্তব্যাদি

সম্পাদন করিলেন। যতই সাংসারিক দুর্ঘটনা হইতেছে, শ্রীমতীর ভগবানের প্রতি নির্ভর ততই বাড়িতেছে—ততই হৃদয় সংসার-বিরাগী ও সবল হইতেছে। দাসী ও পুত্র পরমার্থের শোকে কাঁদিয়া আকুল; কিন্তু শ্রীমতী অব্যাকুলচিত্তে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

যে দিন পরমার্থের মৃত্যু জন্য অশৌচান্ত ও পিণ্ডদানাদি হইয়া গেল, তাহার পরদিনই শ্রীমতী দাসীকে কহিলেন,—

"ব্রজ, তুমি অনেক দিন আমাদিগের সেবা করিলে। তোমার চক্ষের উপরে আমার রাজ্যনাশ বনবাস সকলই হইয়া গেল। এখন তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই। তুমি যেমন আমার দাসী, আমিও তেমনি অন্যের দাসী হইব। জনার্দ্দন এখনও ছেলে মানুষ। চল, আমরা শান্তিপুর যাই। শান্তিপুর আমার গুরুপাঠ ও গঙ্গাতীর। সাধুমুখে শুনিয়াছি, সৎসঙ্গ, ভগবদ্ভক্তি ও গঙ্গাস্নান, এই তিনটী বড় ভাল কাজ। শান্তিপুরে এই তিনটী কার্য্যই হইবে এবং সেখানে দাসী-বৃত্তি করিয়া জনার্দ্দনকে মানুষ করিব। কি বল?"

শ্রীমতীর দাসীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে গৃহিণীর কথা শুনিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। শ্রীমতী সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণের পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্রজেশ্বরী কহিল,—

"মা, যে চক্ষে তোমাকে রাজরাণী দেখেছি, আবার সেই চক্ষে তোমাকে পরের দাসী দেখিব? তা আমার প্রাণে কখনই সহিবে না। অনেক কাল তোমার দাসীবৃত্তি করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়াছি। তাহা যতদিন আমার হাতে থাকিবে, ততদিন তোমাকে পরের দাসী হইতে দিব না। শান্তিপুরে যাইবে, চল।"

নিঃসম্পর্ক ভিন্নজাতীয় দাসীর মুখে এরূপ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সচরাচর নিরাশ্রয় রমণীহৃদয় যেরূপ আর্দ্র হয়, শ্রীমতীর বাহ্য ভঙ্গীতে সেরূপ ভাবের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না,—কেবল "দাসী লোক ভাল" মনে মনে এইরূপ কহিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"যদি এ অবস্থায় তোমার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করা পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হইবে।"

অনন্তর শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী ও জনার্দ্দনকে লইয়া শান্তিপুরে গমন করেন। তথায় গুরু গঙ্গা সেবা করিয়া কিছুকাল যাপন করিলেন। এক বৎসর হইতে না হইতেই দাসীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। তখনও দাসীর হস্তে যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তাহা অবশ্যই শ্রীমতীর হস্তগত হইল। শ্রীমতী তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও আত্মসাৎ করিলেন না। একটী আকবরী মোহর তিনি এ পর্য্যন্ত অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া ৩২৲ টাকা হইল। দাসীর পরিত্যক্ত অর্থ ও এই টাকা, সমস্ত ব্রজেশ্বরীর পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশে মহোৎসব ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে ব্যয় করিয়া

ফেলিলেন। এখন শ্রীমতী কপর্দ্দকশূন্য। এই অবস্থায় রাণাঘাটে আসিয়া কোন উকিলের বাসায় পাচিকার কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন এবং উকীল বাবুর সাহায্যে জনার্দ্দন স্কুলে পড়িতে লাগিল।

(৫)

গোবিন্দ ও পুণ্ডরীকাক্ষ, পিতৃব্য পরমেশ্বর বসুর সাহায্যে পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের কনট্রাক্টরের কার্য্য করিয়া বড়মানুষ হইয়াছেন, বড়মানুষের মত অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খুব রব দাপে কার্য্য চালাইতেছেন। জমীদারী ক্রয় করিয়াছেন, গাড়ী ঘোড়া রাখিয়াছেন, অসংখ্য দাস দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। বারমাসে তের পার্ব্বণ হইতেছে। বাটীতে নিত্য অতিথিসেবা ও ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। জমীদারীর স্থানে স্থানে পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নদীয়া ও ২৪ পরগণার প্রায় সকল আদালতেই গোবিন্দবাবুর নামে, বনামে, স্বপক্ষে, বিপক্ষে, অসংখ্য মোকদ্দমা চলিতেছে, মুন্‌সী, দেওয়ান, আমিন, কানুনগু, নায়েব, গোমস্তা, উকিল, মোক্তার, সাক্ষী, কারপরদাজ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ এবং অনুগত, আশ্রিত, মোসায়েব, বিদূষক, গায়ক, বাদক প্রভৃতি অনুচরগণ, সকলেই গোবিন্দ বাবুর অর্থ দুহাতে লুঠিতেছে, কোনরূপ উপাধি প্রাপ্তির নিস্ক্রয় স্বরূপ বহুল পরিমাণ অর্থ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবারও পরামর্শ চলিতেছে। কিন্তু গোবিন্দ বাবুর সংসার-তরঙ্গিণীর এক কূল এরূপ হইলেও, অন্য কূল ভাঙ্গিয়া শুষ্ক বালির চড়া পড়িতেছে। দুইটী অভাবের জ্বালা, নিয়তই তাঁহার মন পুড়াইত। মনের এই ভাব, মধ্যে মধ্যে একটি প্রচলিত গানের কিয়দংশ গুণ গুণ স্বরে গাইয়া প্রকাশ করিতেন।

"—বন পোড়ে সকলে দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে নারে।"

পিতার ব্যবস্থামতে জ্ঞাতি পিতৃব্য পরমেশ্বর বসুই বাল্যকাল হইতে গোবিন্দ বাবুর অভিভাবক হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপ কনট্রাক্টরী কার্য্যের সূত্রপাত, উক্ত পরমেশ্বর বসুই করিয়া দেন। এখনও তিনি স্ত্রী এবং বহুসংখ্যক পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, ভগ্নী ভাগিনেয়াদি লইয়া গোবিন্দের গৃহে রাজত্ব করিতেছেন। বলিতে গেলে, তিনি ও তাঁহার স্ত্রীই, এই রাজসংসারের কর্ত্তা ও গৃহিণী। গোবিন্দও তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই দেখেন। কিন্তু পরমেশ্বর বাবু যে ঘোর সংসারী ও স্বার্থপরবশ, আমরা পূর্ব্বে তাহার একটু আভাসমাত্র দিয়াছি। এই অধ্যায়ে তাঁহার সেই চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

গোবিন্দের যখন দ্বাদশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতামাতা তীর্থযাত্রা করেন। এখন সেই গোবিন্দের বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ। তের বৎসর পিতা

মাতাকে দেখেন নাই। বিশেষ এখন তাঁহার রাজার ঐশ্বর্য্য ও সোণার সংসার। পিতামাতা ইহা দেখিতেছেন না,—ইহা ভোগ করিতেছেন না,—ইহাতে কর্তৃত্ব করিতেছেন না; গোবিন্দের মনে বড় কষ্ট। এই তের বৎসরের মধ্যে প্রথম পাঁচ বৎসর নিয়মিতরূপে তাঁহাদের সংবাদ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বনিবাস মনোহরপুর ত্যাগ করা হইতে শেষ সাত বৎসর তাঁহাদের কোন সংবাদই পান নাই। তাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কি না, গোবিন্দের মনে মধ্যে মধ্যে সে সংশয়ও উপস্থিত হয়। তথাপি শেষ তিন বৎসর কাল তাঁহাদের অনুসন্ধান জন্য গোবিন্দ বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পরমেশ্বর বাবু ভ্রমেও কখন সে চেষ্টার সহায়তা করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহারা জীবিত নাই, ইহা বুঝাইয়া গোবিন্দকে পিতামাতার অনুসন্ধানে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। গোবিন্দ খুল্লতাতের এই দুরভিসন্ধি বুঝিয়াও কিছু বলিতেন না; কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, গোবিন্দের যে দুইটী অভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, পিতামাতার অভাব তাহার অন্যতর।

এত ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও গোবিন্দের প্রতিজ্ঞা ছিল, পিতামাতা গৃহে প্রত্যাগত না হইলে বিবাহ করিবেন না এবং কনিষ্ঠেরও বিবাহ দিবেন না। তথাপি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং বৈবাহিক বন্ধনের অনুকূলে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু খুল্লতাত, কি খুড়ী মাতা, একবারও সে অনুরোধ করিতেন না; বরং পরমেশ্বর বাবু গোবিন্দকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশে কর্ম্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেন,

"আমার গোবিন্দ ত তেমন অধার্ম্মিক ছেলে নয় যে, পিতামাতার অবর্ত্তমানে ও অমতে বিবাহ করিবে! বিশেষ বড় মানুষের বিবাহ, একটা আড়ম্বর মাত্র,—যখন হয়, করিলেই চলে। স্ত্রীর অভাবে তাহাদিগকে কোন কষ্টও অনুভব করিতে হয় না। তোমরা বৃথা কেন উহাকে জ্বালাতন কর?" গোবিন্দ খুড়ামহাশয়ের এ জাতীয় বাক্য শ্রবণে বড়ই বিরক্ত হইতেন। একটা স্পষ্টবাদী মোসাহেব খুড়া মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া কহিল,—

"আজ্ঞে, তাত বটেই,—বিশেষ পরের মেয়ে ঘরে আসিলে খুড়ীমার হাতে যে খোলা পড়িবে।" পরমেশ্বর এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন বটে;—কিন্তু সে ব্যক্তি গোবিন্দের বড় প্রিয়পাত্র বলিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। গোবিন্দ মোসাহেবের কথায় মনে মনে খুব খুসী হইলেও বাহিরে তাহাকে একটী "মোহন তাড়া" দিলেন। ফলে গোবিন্দবাবু পিতামাতার অবর্ত্তমানে বিবাহ না করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেও, যৌবন,

ধনসম্পত্তি, প্রভুত্বাদির উত্তেজনায়, যুবতী ভার্য্যার স্বামী ও পুত্র কন্যার পিতা রূপে সংসারী হইতে নিতান্তই অভিলাষী হইয়াছিলেন। সেই অভিলাষ পূর্ণ না হওয়া তাঁহার দ্বিতীয় অভাব। এই দুইটী অভাব বশতঃই যেন তাঁহার সংসার-নদীর এক কূল ভাঙ্গিতেছিল,—সোণার সংসারে সুখ ছিল না।

(২)

গোবিন্দবাবুর ধন জনের অভাব ছিল না। পিতামাতার অন্বেষণ জন্য চারি দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্য সকল চারি বৎসর নানা স্থানে নিয়ত সন্ধান করিয়া অবশেষে রাণাঘাটে কোন উকিলের পাচিকারূপে গোবিন্দ বাবুর মাতাকে প্রাপ্ত হইলেন।

গোবিন্দের মা বৃন্দাবনে কনিষ্ঠ পুত্র হারাইয়াছিলেন। দেশে আসিয়া স্বামী ও সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন। শান্তিপুরে প্রাণাধিকা কন্যাবং দাসী হারাইয়াছিলেন। রাণাঘাটে পরের পাচিকা হইয়া তৃতীয় পুত্র জনার্দ্দনকে কোন ব্যক্তির পোষ্য-পুত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন গোবিন্দবাবু, বসনাভরণবিহীনা বিধবা একাকিনী কাঙ্গালিনী জননী ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না। পিতামাতা দুই পুত্র ও দাস দাসী সহ আসিয়া গোবিন্দের এই ঐশ্বর্য্য দেখিবেন ও সাংসারিক সুখ ভোগ করিবেন, গোবিন্দের এইরূপ আশা ছিল; কিন্তু দুর্দ্দৈববশে তাহা ঘটিল না। মাতার মুখে, কনিষ্ঠের অকাল ও অলৌকিক মৃত্যু, তাহার ও সম্পত্তি বিয়োগের শোকে পিতার মৃত্যু, তৃতীয় ভ্রাতার অপরের পোষ্যপুত্রত্ব, জননীর বিবিধ দুঃখ ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সকলই দৈবদুর্ঘটনাসূচক, ইহা বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের মাতা, যখন সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহিণী ছিলেন, তখন তাঁহার যে ভাব; যখন দুঃখে পড়িয়া পরের বাড়ীতে পাচিকা হইয়াছিলেন, তখনও সেই ভাব। যখন প্রাণপ্রিয় মদনগোপাল ও প্রাণাধিক পতিকে হারাইয়াছিলেন এবং জনার্দ্দনকে, প্রতি-পালন ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য, পোষ্যপুত্ররূপে অপরের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন যে ভাব; যখন রাজ পুত্রের জননী হইয়া রাজসংসারে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখনও সেই ভাব।

অনন্তর গোবিন্দ ও পুণ্ডরীকের বিবাহ হইল। তাঁহারা সংগোত্র,-কুলীনপুত্র,—আবার বড় মানুষ কায়স্থ;—সুতরাং বিবাহ করিয়াও দুই ভ্রাতা বহুল অর্থ পাইলেন। বিবাহে যত দ্রব্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত বিক্রয় করিয়া যত অর্থ হইল, তাহা নগদ অর্থের সহিত একত্র করিয়া জননীকে, দানধ্যান ব্রত নিয়মাদির ব্যয় জন্য প্রদান করিলেন। তাহা নিতান্ত অল্প নহে, প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা। গোবিন্দের মাতা তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া, বৃন্দাবন হইতে একটী ভক্তিমান্ ও

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। ঐ ব্যাখ্যায় ছয় মাস সময় লাগিয়াছিল।

যেমন কমলদলের উপর অনাসক্ত জল পবনতাড়নে টলমল করে, টল টল করিতে করিতে পড়িয়া যায়, জলের কণামাত্রও দলে লাগিয়া থাকে না; শ্রীমতী, আপনার মনটীকে সেইভাবে রাখিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল গোবিন্দের সংসারে অবস্থান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল, গোবিন্দ-পুণ্ডরীকরূপ বিষয়াদিময় সংসার তাঁহাকে ছাড়ুক, বা তিনি সংসারকে ছাড়ুন, তাঁহাতে সংসার না লাগে, তিনি সংসারে না লাগেন; অর্থাৎ সংসারনাশে, বা ত্যাগে তাঁহার কোন দুঃখ না হয়।

যেমন শত সহস্র নদীর জল পতিত হইলেও পরিপূর্ণ অচল অটল সমুদ্রের সংক্ষোভ হয় না, সেইরূপ ভজনানন্দ ও বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ অন্তঃকরণ শত সহস্র বিষয় ভোগ করিয়াও ক্ষুব্ধ হয় না। বোধ হয়, ভগবান্ গোবিন্দ-জননীর জীবনে এই ভাব দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পাচিকার অবস্থা হইতে পুনরায় ভোগৈশ্বর্য্যময় সংসারে আনিয়াছিলেন। গোবিন্দের মা, যত দিন গোবিন্দের সংসারে ছিলেন, এক দিনের তরেও গোবিন্দের এক কপর্দ্দক ক্ষতি হয় নাই, বরং দিন দিন উন্নতিই হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে শ্রীমতীর চক্ষের উপর কত শুভাশুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোবিন্দ পুণ্ডরীকের কয়েকটী পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ২টীর মৃত্যু ও ২টীর বিবাহাদিও হইয়াছিল।

এই সময়ে শ্রীমতী পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার ও তথায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দের ইচ্ছা নয় যে, আর মাতাকে চক্ষুর অন্তর করেন। অনেক দুঃখ মা পাইয়াছেন, চিরকাল মাকে রাজরাণীর মত সুখে রাখিয়া সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অথচ সম্পূর্ণরূপে মাতৃমতের বিরোধীও হইতে পারিলেন না। কহিলেন, "মা, যত দিন তোমাকে পাই নাই, ততদিন রাজার ঐশ্বর্য্য পাইয়াও সুখী হইতে পারি নাই। আবার যদি তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাও, এ হেন সুখের সংসার আমার শ্মশান হইবে। যদি বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, যাও;—দর্শনাদি করিয়া ২।৩ মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে।" শ্রীমতী গোবিন্দের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন। কহিলেন,—

"বাবা, রাধারাণীর কৃপা না হইলে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ব্রজধামে জীবের স্থান হয় না। আমার কি সে ভাগ্য হইবে?" গোবিন্দ আর কোন কথা না বলিয়া শুভদিনে যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া এবং দাসদাসী ও পুণ্ডরীককে সঙ্গে দিয়া সজল নয়নে জননীকে বৃন্দাবন পাঠাইলেন।

গোবিন্দের জননী তিন মাসের পর বৃন্দাবন হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না। আসিবেন আসিবেন করিয়া ছয় মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি আসিলেন না। তাঁহাকে বাড়ী আনিবার জন্য কতই চেষ্টা হইল, কিছুতেই আসিলেন না। অবশেষে গোবিন্দ বাবু স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া জননীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছেন।

উদাসীনী ও ভিখারিণীর ভাবেই শ্রীমতীর জীবন গঠিত। তিনি সাংসারিক জীবন ঐ ভাবেই অতিবাহিত করিয়াছেন। ধন, জন ও ইন্দ্রিয়সুখে কখনই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। ভোগাপেক্ষা ত্যাগ ও বৈরাগ্যে তাঁহার অধিক সুখ ছিল। গোবিন্দ ভাবিয়াছিলেন, তিনি যে বলিয়াছেন রাজার সংসার ত্যাগ করিয়া গোষ্ঠী শুদ্ধ মাধুকরী ভিক্ষাশ্রয়ে জীবন কাটাইবেন, এই কথা শুনিয়া জননী ভীতা হইবেন এবং তাঁহার সঙ্গে দেশে যাইবেন। কিন্তু জননী তাঁহার সেই কথা শুনিয়া কহিলেন :—

"বাবা গোবিন্দ, আমার কি এত ভাগ্য হইবে, আমার গোষ্ঠী বৃন্দাবনে মাধুকরী করিবে, আমি তাই স্বচক্ষে দেখিব?" গোবিন্দ মাতার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছুই বলিলেন না। মনে মনে স্থির করিলেন, মা ত বাড়ী যাইবেন না, তবে যত দিন পারি, এইখানে থাকিয়া ইঁহার চরণ সেবা করি। তাঁহাকে অধিক দিন বৃন্দাবনে মাতৃসেবা করিতে হইল না। এক পক্ষ অতীত হইতে না হইতেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। শ্রীমতী পুত্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া "বাবা, তিন বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া আমার যে ভাগ্য হইল না, তুমি এক পক্ষে সে ভাগ্য লাভ করিলে? তবে তোমা হেন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমিও ধন্য হইয়াছি। তোমার মা বলিয়া রাধারাণী অবশ্যই আমাকে কৃপা করিবেন।" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দর্শকমাত্রেই শ্রীমতীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

কি চাই?

সবি তো দিয়েছ, বিভো!
ফিরে কি চাহিব আর?—
বুকে স্নেহ ভক্তি প্রীতি
চোখে স্নেহ অশ্রুধার!

সজন নগর গেহ
নীরব বিজন বন,
শুষ্ক মরুভূমি গেহ
জলধির গর্জন;

নিদাঘে আগুন দেছ,
বসন্তে অমৃত-বায়ু,
মরিতে মরণ দেছ,
বাঁচিতে দিয়েছ আয়ু;
বিরহ মিলন দেছ,
দেছ কান্না, দেছ হাসি,
জুড়াতে সকল জ্বালা
দেছ ভালবাসাবাসি!
ঘোর অমানিশা দেছ,
পুনঃ দেছ শশী রবি,
আমি কি চাহিব আর—
তুমি ত দিয়েছ সবি!
যা কিছু "অভাব" দেখি,
সব তাহা পুরিয়াছে,
তাই ভয় করে, তুমি
আরো কিছু দাও পাছে!
বোঝার উপর বোঝা
কে পারে বহিতে এত?—
অশক্ত, দুর্ব্বল হিয়া
সহিতে পারে না সে ত!
তবে এ অতৃপ্তি কেন?—
একটী যে আছে বাকি—
আমি চাই—তুমি আমি
মিশামিশি হ'য়ে থাকি!!
তাই যদি কর প্রভো!
জনমের তৃপ্তি পাব,
"এ দাও, ও দাও" বলি
নিতি নিতি নাহি চাব।

শ্রীমা।

কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ।

(১) কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি কি করিয়া হইল, আজ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমরা ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিয়াছি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। এক শ্রেণীর গুটিকতক বাঙ্গালা শব্দের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব মাত্র।

(২) বাঙ্গালা ব্যাকরণ যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গলার অধিকাংশ শব্দ যে সংস্কৃত হইতে লওয়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দের কোন পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর হয় নাই। কিন্তু যে সব শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহৃত, তাহাদের পক্ষে ওকথা খাটে না। অনেক সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ সহজ নহে। তাহারা যদি বাঙ্গালায় বহুল প্রচলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ লোকে কঠিন শব্দ উচ্চারণে অপারগ, এবং উহা উচ্চারণে যত সময় আবশ্যক, অনেক সময় লোকে তত সময় দিতে অনিচ্ছুক। কাজে কাজেই ঐ সব শব্দ যদি সর্ব্বদা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সহজ-উচ্চার্য্য করিয়া লওয়া দরকার। ধরুন, "হস্ত" একটি সংস্কৃত শব্দ। এ শব্দটী বাঙ্গালায় গৃহীত

হইয়াছে। ইহা একটী সদা ব্যবহার্য্য শব্দ। সাধু ভাষায় ইহা রূপান্তরিত হয় নাই, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যবহারের পক্ষে "হস্ত" বড় গুরুতর ব্যাপার। কাজেই উহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরা "হাত"-এ দাঁড় করাইয়াছি। এইরূপ আরও দুই চারিটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যথা "পঞ্চ"—পাঁচ, "সপ্ত"—"সাত", "ভট্ট"—"ভাট" "শঙ্খ"—"শাঁখ", "বংশ"—"বাঁশ", "পঙ্ক"—"পাঁক", ইত্যাদি।

(৩) যে কয়টী উদাহরণ দেওয়া গেল তাহাদিগের হইতে আমরা কি শিখিতে পারি, দেখা যাউক। প্রথমে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত শব্দগুলি অপেক্ষা বাঙ্গালা শব্দগুলি সহজ-উচ্চার্য্য। পাঠক পাঠিকারা প্রত্যেক গুচ্ছের দুইটী শব্দ পর পর উচ্চারণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন "হস্ত" "সপ্ত" বা "পঞ্চ" উচ্চারণ করা যত কষ্টকর বা সময়সাপেক্ষ, "হাত" "পাঁচ" "সাত" উচ্চারণ করা তত নয়। যে কয়টী শব্দের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদিগকে সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক হাতে যদি "হাতের" স্থলে "হস্ত" বা "পাঁচের" স্থলে "পঞ্চ" বলিতে হইত, তাহা হইলে কষ্টকর মানবজীবন অধিকতর কষ্টকর হইয়া উঠিত।

(৪) জগতের সকল বস্তুই কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মাধীন, অনেক সময় নিয়ম আমরা জানি না বটে, কিন্তু আমরা জানি না বলিয়া যে নিয়ম নাই এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। দৈনিক ব্যবহারের জন্য আমরা পূর্ব্বোক্ত যে কয়েকটী শব্দ ভাঙ্গিয়া লইয়াছি, তাহা কি আমরা নিজেদের ইচ্ছা মত ভাঙ্গিয়াছি? তাহা নয়। এরূপ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থান নাই। যে কয়টী শব্দের আলোচনা করা যাইতেছে, তাহারা প্রত্যেকেই ত্রিবর্ণাত্মক শব্দ, কিন্তু প্রথম ও শেষ বর্ণটী স্বরান্ত ও মধ্য বর্ণটী হসন্ত। উহাদের রূপান্তরিত বাঙ্গালা শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শেষোক্ত শব্দগুলিতে সংস্কৃত শব্দগুলির হসন্ত বর্ণটীর চিহ্নমাত্র নাই। তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে যেখানে প্রথম বর্ণের স্বর লঘু ছিল, তাহা গুরু হইয়াছে।

(৫) একটুকু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে আর একটী বিষয় লক্ষিত হইবে। যে সকল সংস্কৃত শব্দের মধ্যম বর্ণ অনুনাসিক, তাহাদের অনুনাসিক বর্ণের একবারে লোপ হয় নাই। উহার যত দূর সূক্ষ্ম সাধিত হইতে পারে তাহা হইয়াছে। প্রত্যেক অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইয়া শেষবর্ণ ছাড়িয়া পূর্ব্ববর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যথা—"পঞ্চ" "পাঁচ" "পঙ্ক" "পাঁক" "শঙ্খ" শাঁখ ইত্যাদি।

(৬) যেরূপ শব্দগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিচার্য্য, ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের সম্বন্ধে আরও দুই চারি কথা বলা যায়। যেখানে কোন সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা রূপান্তর একান্তিক অর্থে ব্যবহৃত হইবার আবশ্যক হইয়াছে,

সেখানেই বাঙ্গালা শব্দটী একাধিক রূপ ধারণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই চারিটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবেক। "সপ্ত" ও "অষ্ট" হইতে আমরা পাইয়াছি "সাত" "আট" ও "সাতা" ও "আটা" (তাসের)। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "সাতা" ও "আটা" "সাত" ও "আট" হইতে উৎপন্ন, "সপ্ত" ও "অষ্ট" হইতে নহে। এ স্থলে ইহা সত্য হইলেও, "বঙ্ক" "বাঁক" ও "বাঁকা," "শঙ্খ" "শাঁখ" ও "শাঁখা" এরূপ স্থলে উক্ত আপত্তি খাটে না। সংস্কৃত শব্দটী অকারান্ত হইলে তাহার বাঙ্গালা রূপান্তরটীও অকারান্ত হয়। কিন্তু এক শব্দ দ্বারা একাধিক বস্তু জানাইতে হইলে অর্থের পার্থক্য অনুসারে শব্দটীর আকারের কিঞ্চিৎ পার্থক্য স্থাপিত হইলে সুবিধা বই অসুবিধা নয়। সেই জন্য মূল শব্দটী অকারান্ত হইলে তাহার প্রথম রূপান্তরটী সচরাচর অকারান্ত হয়। দ্বিতীয় রূপান্তর আবশ্যক হইলে তাহাকে আকারান্ত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। "সচরাচর" বলিবার অর্থ পরে প্রকাশ্য।

(৭) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যদি সংস্কৃত শব্দের মধ্যম বর্ণটী অনুনাসিক হয়, তাহা হইলে তাহার বাঙ্গালা রূপান্তরের প্রথম বর্ণটী চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হয়। কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা "টঙ্ক" "টাকা"। পঞ্চম প্যারাতে যে নিয়মের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদনুসারে কথাটী "টাকা" না হইয়া "টাঁকা" হওয়া উচিত ছিল। কোন কোন জাতি আছেন যাঁহারা উপরি-উক্ত শব্দটীকে "টাকা" বলিয়া উচ্চারণ করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া "টাঁকা" বলিয়া উচ্চারণ করেন। কিন্তু সচরাচর আমরা "টাকা" বলি কেন? আমার বিবেচনায় যে কারণে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আপত্তি ও পণ্ডিত মহাশয়ের তাড়না সত্ত্বেও "কাচ" না বলিয়া "কাঁচ" বলি, সেই কারণেই "টাঁকা" না বলিয়া "টাকা" বলি। "কাচ" বলার চেয়ে "কাঁচ" বলা ও "টাঁকা" বলার চেয়ে "টাকা" বলা সহজ। আমার বোধ হয় "টাঁকা" অপেক্ষা "টাকা" সহজ উচ্চার্য্য বলিয়াই চন্দ্রবিন্দুর লোপ হইয়াছে। কিন্তু "টঙ্ক"র বাঙ্গালা "টাকা" হইলেও "টঙ্কশালার" বাঙ্গালা "টাঁকশাল"। সেই জন্য বোধ হয় "টঙ্ক"র "টাকা" হইবার আরও কিছু কারণ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় "টাঁকা" বলিয়া আর একটী কথা আছে; ইহার অর্থ "সিয়ানি" বা "সিলাই"। যে "টনুক" ধাতু হইতে "টঙ্ক" শব্দের উৎপত্তি, প্রকৃতিবাদ বলেন "টাঁকা" শব্দেরও সেই ধাতু হইতে উৎপত্তি। ধাতু একই হউক বা বিভিন্নই হউক, আমাদের ভাষায় "টাঁকা" শব্দের অস্তিত্বের অবশ্য কোন সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয় এই "টাঁকা" হইতে পৃথক্ করণাভিপ্রায় "টঙ্ক"শব্দজাত "টাকায়" চন্দ্রবিন্দু লোপের অন্যতর কারণ।

(৮) আর এক কথা উঠিতে পারে। যদি "পঙ্ক" হইতে "পাঁক," "মাংস"

হইতে "বাঘ," "পঞ্চ" হইতে "পাঁচ" হইল, তবে "মঞ্চ" হইতে "মাচা", "ষণ্ড" হইতে "ষাঁড়া", "টঙ্ক" হইতে "টাকা" ইত্যাদি হইল কিরূপে? আমার একটী কারণ অনুভূত হয়। "মাছ" ও "মাচের" মধ্যে প্রভেদ এত কম যে, ক্ষিপ্র উচ্চারণে উহা লক্ষিত না হইতে পারে, এবং সেই প্রভেদ লোপের আশঙ্কাই "মঞ্চ" হইতে "মাচার" উৎপত্তির কারণ। "বাঁট" ও "টাক" বলিয়া দুইটি বাঙ্গালা কথা আছে সকলেই জানেন। "বাঁটা" ও "টাকা"কে "বাঁট" ও "টাক" হইতে পৃথক্‌করণাভিপ্রায়ই উহাদের "বাঁটা" ও "টাকা" হইবার কারণ বলিয়া মনে হয়। পৃথক্‌করণেচ্ছা যে কতদূর বলবতী, তাহা উপরে উল্লেখ করা গিয়াছে; কিন্তু "কম্প" হইতে "কাঁপা" হইল কেন? উপরের যুক্তি এখানে খাটে না। "কম্প" হইতে উৎপন্ন "কাঁপ" শব্দের অস্তিত্বের বিষয় আমি অবগত নহি, এবং "কাঁপ" শব্দ থাকিলেও "কাঁপা" শব্দের কেন সৃষ্টি হইল তাহা বলিতে পারিলাম না। আশা করি পাঠক পাঠিকার মধ্যে কেহ না কেহ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

(৯) আর একটা কথা বলিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব। "ভঙ্গ" হইতে "ভাঙা" ও "রঙ্গ" হইতে "রাঙা" হইল কেন? চতুর্থ প্যারায় যে নিয়মের উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহারা সে নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহাদের হওয়া উচিত ছিল "ভাঁগ" ও "রাঁগ"। এরূপ না হইবার একমাত্র কারণ আমি দেখিতে পাই "ভাঁগ" ও "রাঁগ" উচ্চারণ করা বড় দুরূহ ব্যাপার। যদি এত কষ্ট করিতে হইবে, তবে "ভঙ্গ" ও "রঙ্গ"কে ভাঙ্গিবার দরকার কি? ইহারা হইতে পারিত "ভাগ" ও "রাগ", কিন্তু তাহা হইলে বর্ত্তমান "ভাগ" ও "রাগ" এর সঙ্গে উহারা মিশিয়া যাইত। কাজে কাজেই উহারা হইল "ভাঙ্‌" ও "রাঙ্‌" কিন্তু বাঙ্গলায় অন্য এক অর্থে "ভাঙ্‌" শব্দটি প্রচলিত আছে, ইহা মাদক দ্রব্য বিশেষ। সেই জন্য "ভঙ্গ" উৎপন্ন "ভাঙ্‌" ততটা প্রচলিত হইতে পারিল না, অনেক স্থলে "ভাঙার" আকার ধারণ করিল।

(১০) প্রবন্ধশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহা সব ঠিক্ না হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু আমার এই সব কথার অবতারণায় যদি যথার্থ তত্ত্বের আবিষ্কারে কিঞ্চিৎ সহায়তা করা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক।*

* এই প্রবন্ধের লেখক একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজী শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এরূপ গবেষণা এই প্রথম বলিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ইহাদ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের পথ পরিষ্কার হইবে। আমরা আশা করি "সাহিত্য পরিষদ" এ বিষয় আলোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

—বা, বো, স।

বর্ষাজ্ঞান।

খনার *বচন।

"আষাঢ়ে নবমী শুক্লে পক্ষা
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা।
যদি বর্ষে মুষলধারে,
মধ্য-সমুদ্রে বগা চরে।

* খনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন প্রসিদ্ধ বরাহাচার্য্যের পুত্রবধূ ও মিহিরাচার্য্যের পত্নী। ভূমণ্ডলে নারীজাতির মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিভাসম্পন্না ও বিদুষী রমণী ইহাঁর ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না।

প্রবাদ এইরূপ, খনা সিংহল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে মিহিরের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। মিহিরের জন্মের পর তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মিহিরের এক বৎসর পরমায়ু। তিনি স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে ইচ্ছা না করিয়া একটী তাম্র পাত্রে করিয়া মিহিরকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। দৈবক্রমে সেই পাত্রটী সিংহল দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হয়। কতিপয় রাক্ষসীর সহিত খনা স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ একটী পাত্রের মধ্যে সুন্দর বালকটীকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া আনিলেন। খনা পূর্ব্বেই রাক্ষসীদের নিকটে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জ্যোতিষে তাঁহার অত্যন্ত দক্ষতা জন্মিয়াছিল। তিনি আপনার বিদ্যাবলে গণিয়া দেখিলেন যে, এই বালকটীর পরমায়ু এক শত বৎসর, ইহার পিতা ভ্রমে পড়িয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাক্ষসীদের নিকটে ঐ বালকও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। পরে খনা তাঁহাকে বিবাহ করেন। বহু দিন পরে মিহির খনার মুখে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জন্মভূমি দেখিতে উৎসুক হইলেন। খনাও তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা আসিবার সময় জ্যোতিষের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই দেশে আনয়ন করেন। রাক্ষসীরা অনেক গোলযোগ করে, তাহাতে কতক পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা এই দেশে আসিয়া মিহিরের পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিচয় দেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি তখন আবার আপনার পুত্রের আয়ুর্গণনা করিতে আরম্ভ করেন। এবারেও গণনায় এক বৎসর মাত্রই পরমায়ু হয়। তখন খনা বলিলেন,—

"কিসের তিথি কিসের বার, জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন, পলকে জীবন বার দিন॥

খনার এইরূপ কথা শুনিয়া মিহিরের পিতার ভ্রান্তি দূর হইল। তিনি মিহির ও খনাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

এই প্রবাদটী কতদূর সত্য তাহা স্থির করিবার এক্ষণে কোন উপায় নাই, কিন্তু খনার বচন ও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় তিনি অল্প দিনের বঙ্গদেশের লোক। যাহা হউক, তাঁহার যে জ্যোতিষ-বচন প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত অনেকটা একরূপ। গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম ও সামান্য অসংখ্য বিভিন্ন প্রকৃতির জ্যোতির্গণনা, খনা সরল ও সুমধুর কবিতায় সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গের মধ্যে কুত্রাপি এরূপ গৃহ নাই যেখানে এক জন না এক জনের মুখে খনার বচনের একটী না একটীরও আবৃত্তি শ্রুত হয়।

যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা,
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে নিমি ঝিমি,
শস্যের ভার না সহে মেদিনী।
হেসে সূর্য্য বসেন পাটে,
চাষার গরু বিনায় হাটে।"

আষাঢ় মাসের শুক্লনবমী তিথিতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সে বৎসর বর্ষা অল্প হয় ও শস্য অল্প জন্মে। যদি ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সে বৎসর ভয়ঙ্কর বর্ষা ও শস্যহানি হয়। যদি নিমি ঝিমি অর্থাৎ মন্দ মন্দ বৃষ্টি হয়, সে বৎসর পরিমিত সুবৃষ্টিপাত হয় ও শস্য অতি প্রচুর উৎপন্ন হয়, এবং যদি ঐ দিন সূর্য্যাস্তকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে সে বৎসর নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ও শস্যাদি কিছুমাত্র জন্মে না।

"পৌষ গরমি বৈশাখ জাড়া,
প্রথম আষাঢ়ে ভ'রবে গাড়া।
খনা বলে শুন হে স্বামি,
শ্রাবণ ভাদর হবে না পানি।"

পৌষে গ্রীষ্ম ও বৈশাখে শীত বোধ হইলে, প্রথম আষাঢ়ে প্রবল বৃষ্টি হয় এবং শ্রাবণ ও ভাদ্রে বর্ষা হয় না।

"কি কর শ্বশুর লেখা জোখা,
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
চাষাকে বলগে বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।"

খনা শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, মেঘের আকৃতি দ্বারা বর্ষাজ্ঞান হইয়া থাকে। যদি কোদাল ও কুড়ুলের মত মেঘের আকৃতি হয় ও মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বাতাস বহিতে থাকে, তাহা হইলে হয় অদ্য না হয় আগামী কল্য বর্ষা হইবে। চাষা জলরক্ষার্থ আলি বাঁধুক।

"পূর্ব্বেতে উঠিল কাড়,
ডাঙ্গা ডোবা একাকার।"

পূর্ব্বদিকে কাড় অর্থাৎ রামধনু উদিত হইলে অতি শীঘ্র প্রচুর বৃষ্টি হয়।

"দূর সভা নিকট জল,
নিকট সভা রসাতল।"

চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে দূরপথ ঘেরিয়া যদি মণ্ডলাকার হয়, তবে শীঘ্র বৃষ্টি হয়, আর যদি নিকটে ঘেরিয়া ক্ষুদ্র মণ্ডল হয়, তবে অনাবৃষ্টি বুঝিবে।

"চাঁদের সভামধ্যে তারা,
বর্ষে পানি মুষলধারা।"

চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে যদি নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তবে শীঘ্র প্রবল বৃষ্টি হয়।

"পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা,
পূবের ধনু বর্ষে ঝরা।"

পশ্চিমদিকে রামধনুর উদয় হইলে বৃষ্টি হয় না, এবং পূর্ব্বদিকে রামধনুর উদয় হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়।

সহজ সামান্য ও সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় খনার বচনের বর্ষাজ্ঞান সম্বন্ধে যতদূর সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠিকাদিগের সুখবোধের নিমিত্ত প্রকটিত হইল, ভবিষ্যতে কৃষিজ্ঞান এবং বিবিধ জ্ঞান ও গণনা প্রকাশ করা যাইবে।

"প্রথম বছরে ঈশানে বয়,
বর্ষে হবে খনায় কয়।
আঁধার পরে চাঁদের কলা,
কতক কালা কতক ধলা।
উত্তরে উঁচু, দক্ষিণে কাত,
ধারায় ধারায় ধানের ধাত।
ধান চাল হবে সস্তা,
লোকে বলে মিটি কথা।"

যে বৎসর প্রথম শুক্ল পক্ষে চন্দ্রের কতক অংশ কৃষ্ণবর্ণ ও কতক অংশ শুভ্রবর্ণ দেখায়, আর ঐ চন্দ্র উত্তরাংশে উচ্চ ও দক্ষিণাংশে নিম্নবৎ দেখায়, সেই বৎসর সুবৃষ্টি ও সুফসল হইবে।

ভাদ্বরে মেঘে বিপরীত বয়,
সে দিন বড় বৃষ্টি হয়।

ভাদ্র মাসের কোনও দিন মেঘ করিয়া যদি বিপরীত বাতাস বহিতে থাকে, তবে সেই দিন নিশ্চয় প্রবল বৃষ্টি হইবে।

বেঙ ডাকে ঘন ঘন,
বৃষ্টি তবে শীঘ্র জেনো।

ঘন ঘন বেঙ ডাকিলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়।

চৈতে কুয়া ভাদরে বান,
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।
পোষের কুয়া বৈশাখের ফল,
য'দিন কুয়া ত'দিন জল।
শনির সাত, মঙ্গলের তিন,
আর সব দিনে দিন দিন।

চৈত্র মাসে কুয়াশা ও ভাদ্র মাসে বন্যা হইলে, সে বৎসর মহা মড়ক হয়। পৌষ মাসে যে কয় দিন কুয়াসা দৃষ্ট হয়, বৈশাখ মাসে ঠিক্ সেই কয় দিন বৃষ্টিপাত হইবে। যদি শনিবারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সপ্তাহ, মঙ্গলবারে হইলে তিন দিন মাত্র, এবং অন্যবারে হইলে সেই দিন কেবল বৃষ্টি হইয়া থাকে।

পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়,
সেই বৎসর বন্যা হয়।
বাদল বামুন বান,
দক্ষিণা পেলেই যান।

যদি সমগ্র আষাঢ় মাসে দক্ষিণাবায়ু প্রবহমাণ থাকে, তবে সেই বৎসর নিশ্চয় বন্যা হইবে। বাদল, বৃষ্টি ও বন্যা দক্ষিণা বাতাসে নিবারিত হয়, আর ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলেই নিরস্ত হন।

পাঁচ রবি মাসে পায়,
ঝরায় কিম্বা খরায় থায়।

এক মাসের মধ্যে পাঁচ দিন রবিবার হইলে সে বৎসরের মধ্যে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বশতঃ ফসল নষ্ট হইবে।

মধু মাসে প্রথম দিবসে হয় যে সে
বার।
রবি চোষে, মঙ্গলে বর্ষে, দুর্ভিক্ষ হয়
বুধবার।
সোম, শুক্র, গুরুবার, পৃথিবী না সয়
শস্যের ভার।
পাঁচ শনি পায় মীনে, শকুনি মহামাংস
না খায় ঘৃণে।

চৈত্রমাসের প্রথম দিবসে রবিবার হইলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গল হইলে সুবর্ষা, ও বুধ হইলে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে। সোম, শুক্র বা বৃহস্পতিবার হইলে অত্যন্ত

স্বচ্ছন্দ হয়। চৈত্র মাসে পাঁচ দিন শনিবার পড়িলে সে বৎসর নিশ্চয় মড়ক উপস্থিত হইবে।

চৈতে খর খর বৈশাখে ঝড় পাথর।
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে, তবে জান্‌বে বর্ষা বটে।

চৈত্রমাসে প্রবল শীত, বৈশাখমাসে অত্যন্ত ঝড় ও শিলাবৃষ্টি এবং জ্যৈষ্ঠমাসে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সে বৎসর অত্যন্ত বর্ষা হয়।

পূর্ব্বকালে আর্য্য ঋষিগণ গগনমণ্ডলের আকৃতি, বর্ণ ও মেঘের আকারাদি দর্শনে কোন সময়ে বৃষ্টি হইবে, কোন্ সময়ে অনাবৃষ্টি হইবে, কোন্ সময়ে ঝড় হইবে, তৎসমুদায় বলিয়া দিতে পারিতেন। মেঘের আকৃতি দর্শনে প্রথমতঃ যে বৃষ্টির সময় নিরূপণ করা যায়, ইহাকেই মেঘের গর্ভলক্ষণ কহে। গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ প্রভৃতি আর্য্য ঋষিরা যে প্রকার বর্ষার লক্ষণ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে ক্রমশঃ তল্লক্ষণাদি লিখিত হইবে।

(ক্রমশঃ।)

রত্ন।

(৩৭৩ সংখ্যা—৩০৫ পৃষ্ঠার পর।)

মুক্তা সকল মৃত্তিকা-লিপ্ত মৎস্যপুট মধ্যের মধ্যে রাখিয়া, উশীরমূলযুক্ত দুগ্ধে পাক, তৎপরে স্নিগ্ধ জলে প্রক্ষেপ, পরে সুধা অর্থাৎ চূর্ণদ্রবে পাক, তাহার পর পুনর্ব্বার কেবল জলে পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই মুক্তা সকল নির্ম্মল ও ঔজ্জ্বল্যযুক্ত হয়, এবং সদ্গুণ ও সুকান্তি ধারণ করে।

মুক্তার কৃত্রিমতা পরীক্ষা।

মুক্তা অত্যন্ত মূল্যবান্ ও আদরের বস্তু বলিয়া দুষ্ট লোকেরা তাহাতে কৃত্রিমতা করিয়া থাকে। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেব লিখিয়াছেন যে, সিংহল-দেশের কৌশলী মনুষ্যেরা অতি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাদিগের মন হরণ করিয়া থাকে। তাহারা কাচের ন্যায় শুভ্র বস্তুকে তৎশতাংশ সুবর্ণ যোগ দিয়া পারদমধ্যে রক্ষা করতঃ এক প্রকার মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে মুক্তা দেহভূষণমাত্র, তাহার ফলাফল কিছু নাই।

যুক্তিকল্পতরুকার বলেন, মুক্তায় যদি কৃত্রিমতা সন্দেহ হয়, তবে তাহার পরীক্ষার্থ এইরূপ প্রক্রিয়ায় আবশ্যক। যথা—

যস্মিন্ কৃত্রিমসন্দেহঃ ক্বচিদ্ভবতি মৌক্তিকে।
উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে।
ব্রীহিভির্ম্মর্দ্দনীয়ং বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতম্।
যত্তু ন যাতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্॥"

যদি কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়,

তবে তাহা জলে ও উক্ত সলবণ স্নেহে অর্থাৎ লবণাক্ত তৈল কিংবা ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে এক রাত্রি রাখিয়া দেখিবে। অথবা শুষ্ক বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে যদি বিবর্ণ না হয়, তবেই সে মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে।

সিংহলীয় শিল্পীরা যেমন নানা উপাদানে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে পারিত, তেমনি মুনিরাও তাহার নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে পারিতেন।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে কৃত্রিম মুক্তা পরীক্ষা সম্বন্ধে আর একটী বচন আছে, তাহা এই—

"ক্ষিপেৎ গোমূত্রভাণ্ডেতু লবণক্ষারসংযুতে।
স্বেদয়েদ্বহ্নিনা বাপি শুষ্কবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥"
হস্তে মৌক্তিকমাদায় ব্রীহিভিশ্চোপমর্দয়েৎ।
কৃত্রিমং ভঙ্গমায়াতি সহজঞ্চাতিদীপ্যতে॥

মুক্তা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম সন্দেহ হইলে তাহা লবণ ও ক্ষার সংযুক্ত গোমূত্রভাণ্ডে ফেলিয়া রাখিবেক, অথবা বহ্নিদ্বারা স্বেদ লাগাইবেক। অনন্তর শুষ্ক বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হস্ততলে রাখিয়া ধানের সহিত মর্দ্দন করিবে। যদি কৃত্রিম হয়, তবে ভাঙ্গিয়া যাইবে; আর যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না, প্রত্যুত নির্ম্মল দীপ্তিযুক্ত হইবে।

মুক্তার মূল্য নিরূপণ।

পূর্ব্বকালে ভার, তেজ, কান্তি এবং অন্যান্য গুণ অনুসারেই মুক্তার মূল্য অবধারণ করা হইত। এখন আর প্রায় সেরূপ প্রথা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে যেরূপ আকারের মুক্তা যে পরিমাণ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহা বৃহৎসংহিতার বচননিচয় আলোচনা করিলেই জানা যায়। তাহাতে লিখিত আছে—

"মাষকচতুষ্টয়ধৃতস্যৈকস্য শতাহতা ত্রিপঞ্চাশৎ।
কার্ষাপণা নিগদিতা মূল্যং তেজোগুণযুতস্য।

চারি-মাষক-পরিমিত অর্থাৎ বিশ রতি ওজনের মুক্তা যদি তেজ, সুতার ও সুবৃত্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত হয়, তবে তাহার মূল্য শতগুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ অর্থাৎ ৫৩,০০০ কার্ষাপণ বা কাহন। যুক্তিকল্পতরুর অন্য প্রমাণ এই—

"একস্য শুক্তিপ্রভবস্য শুদ্ধমুক্তামণেঃ শাণক-সম্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি কপর্দ্দকানি ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকানি পঞ্চ।"

শুক্তিজাত বিশুদ্ধ মুক্তামণি যদি শাণ অর্থাৎ চারি মাষা পরিমিত হয়, তবে তাহার একটীর মূল্য পাঁচ অধিক তিনশত সহস্র কপর্দ্দক। অপিচ,

"চতুঃসহস্রং লভতেঽস্য মূল্যম্।"

তাদৃশ গুণযুক্ত মুক্তা যদি তদপেক্ষা অর্দ্ধমাষ ন্যূন ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য চারি সহস্র কপর্দ্দক হইবে।

বৃহৎসংহিতার অন্য এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"মাষকদলহান্যাতো দ্বাত্রিংশৎ ত্রিংশতিস্ত্রয়োদশক।
অষ্টৌ শতানিচ শতত্রয়ং ত্রিপঞ্চাশতা সহিতম্।"

পূর্ব্বোক্ত চারি মাষা পরিমাণ হইতে যদি মাষকদল অর্থাৎ এক মাষার এক চতুর্থাংশ

হীন হয়, তবে অত্রুপ মাষাপরিমিত মুদ্রার মূল্য ৩২।২০১৩।৮০০।৩০০।৫৩ কার্ষাপণ। উক্ত গ্রন্থে মূল্যঘটিত বচন অনেক আছে।

পূর্ব্বকালে এইরূপ নিয়মে কপর্দ্দক অর্থাৎ কড়ির বিনিময়ে মুক্তাদি ক্রীত বিক্রীত হইত। স্বর্ণ রৌপ্য কি তাম্রাদি মুদ্রার বিনিময় সময়েও উল্লিখিত কার্ষাপণের নিয়ম ব্যতিক্রান্ত হইত না।

(ক্রমশঃ)

কাউণ্টেস্ এভিলিন।

বিশ্বসেবারূপ মহান্ ব্রতে যে সকল রমণী বর্ত্তমান সময়ে দীক্ষিতা, তাঁহাদের মধ্যে কাউণ্টেস্ এভিলিনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ওলন্দাজ ও জর্ম্মণ সংবাদ-পত্রাদিতে ইঁহার গুণকাহিনী অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ডেন্‌মার্ক দেশের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। ইঁহার পিতার নাম কেলগ্রেভ দি মেলম্যান্। জর্ম্মণি ও আমেরিকাতে ইঁহার প্রচুর বিষয় সম্পত্তি ছিল। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এভিলিন সম্রাট্ উইলিয়মের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন এবং সাম্রাজ্ঞী অগষ্টার সম্মানিতা সহচরীরূপে নিয়োজিতা হন। শৈশবকাল হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি এভিলিনের নিরতিশয় অনুরাগ ছিল। দীন দুঃখী অধঃ-পতিত নরনারীর জন্য অশ্রুপাত করা তাঁহার এক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত কেবল কারাদণ্ড দ্বারা অপরাধিগণের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে না, এভিলিন এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া গুরুজনের সহায়তায় কারাগার সকল পরিদর্শন করিয়া ধর্ম্মের দিকে যাহাতে হতভাগ্য কয়েদীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলের অনুতপ্ত কয়েদীগণ, বল্‌টিক সাগরের উপকূলবাসী ধীবর ও অসংখ্য পল্লীগ্রামবাসী এবং জর্ম্মণ সহরসমূহের নিকৃষ্টাংশে যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী বাস করে, তাহাদের মধ্যে এভিলিন স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করেন। এভিলিন দেখিলেন, একমাত্র পানদোষ এই হতভাগ্য লোক সকলকে অধঃপাতিত করিয়াছে; সুরাবিক্রেতা-গণের প্রলোভনে পড়িয়া ইহারা পতঙ্গের ন্যায় সুরারূপ অগ্নিতে আপনাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেছে। এভিলিন ইহাদিগকে এই বিপৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ইনি স্বস্থানে সমস্তদুর দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে ডাকাইয়া একস্থানে [illegible] [illegible] বিনামূল্যে কাফি ও [illegible] দিতে লাগিলেন এবং সেই [illegible] যাহাতে তাহাদিগের [illegible]

সংগঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী রমণী এইরূপ কৌশলে অনেক পতিতকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৭৪ সংখ্যা—৩৪১ পৃষ্ঠার পর)

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম-ব্যাবধানিক কম্পন-জনিত যে ধ্বনি, তাহাই মধুর বা সঙ্গীত ধ্বনি; আর উক্ত সময়ের মধ্যে অসমান কম্পন-জনিত যে ধ্বনি, তাহা কঠোর ধ্বনি। হেলম্‌হুলৎ, টিণ্ডেল প্রভৃতি শব্দবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যেক সেকণ্ডে ১৬টী কম্পন হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৮,০০০ পর্য্যন্ত কম্পন দ্বারা যে সকল ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের শ্রুতি-গোচর হয়; ইহার অল্প বা অধিক কম্পন দ্বারা যে শব্দ হয়, তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। পুরুষকণ্ঠে ১৯০ হইতে ৬৭৮ পর্য্যন্ত, এবং স্ত্রীকণ্ঠে ৫৭২ হইতে ১৬.০৬ পর্য্যন্ত কম্পন বাহির হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এক সেকণ্ডের মধ্যে ৩২টী সম-ব্যাবধানিক কম্পন দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই সাঙ্গীতিক শব্দ, কিন্তু ঐ শব্দকে ভিত্তি করিয়া সঙ্গীতের কোন কার্য্যই চলে না। এই কারণে উক্ত কম্পনগুলিকে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, ইত্যাদি সমষ্টি করিয়া সাঙ্গীতিক শব্দের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। ইউরোপীয় সঙ্গীতে যেরূপ নিম্ন ও উচ্চতর সুর ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে সেরূপ ব্যবহৃত হয় না। স্বভাবতঃ মনুষ্যকণ্ঠে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিন গ্রামের অতিরিক্ত সুর নির্গত হয় না। যদিও অতি কষ্টে কেহ সেরূপ সুর বাহির করে, তাহা শ্রুতিমধুর হয় না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা তিন গ্রামেরও অধিক সুর বাহির করা যায়। মনুষ্য-কণ্ঠে যে উদারা গ্রামের সর্ব্বনিম্ন সুর বাহির হয়, সেই প্রথম ষড়জ বা সা সুর ২২৫ কম্পনে উৎপন্ন হয়। সেই সুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে উচ্চে ৭টী সুর নিম্নলিখিত কম্পনে উৎপাদিত হয়। যথা—

উদারায় সা সুর ২৫৬ কম্পনে উৎপাদিত।

,,	ঋ	,,	২৮৮	,,	,,
,,	গ	,,	৩২০	,,	,,
,,	ম	,,	৩৪১	,,	,,
,,	প	,,	৩৮৪	,,	,,
,,	ধ	,,	৪২৬	,,	,,
,,	নি	,,	৪৮০	,,	,,
মুদারায়	সা	,,	৫১২	,,	,,

ইত্যাদি।

কম্পনের নিয়ম এই যে, যে-কোন সুর

[illegible]সংখ্যক কম্পনে উৎপন্ন হইবে, তাহার দ্বিগুণিত সংখ্যক কম্পনে তাহার উচ্চ গ্রামের সেই স্বরই উৎপন্ন হইবে। উপরি-উক্ত প্রণালীতে যত যত কম্পনে যে যে উচ্চ স্বর উৎপন্ন হইতেছে, তাহাকে দ্বিগুণিত করিলে মুদারা গ্রামের ঐ ঐ স্বর এবং চতুর্গুণ করিলে তারা গ্রামের ঐ ঐ স্বর উৎপন্ন হইবে। প্রত্যেক গ্রামে সাতটী করিয়া স্বর থাকে। ইহাদের সাঙ্কেতিক নাম, সা ঋ, গ ম, প, ধ নি। এই স্বরগুলি যেরূপ কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে, ইহার ব্যতিক্রম হইলে সঙ্গীতের কার্য্য কোন ক্রমেই চলিবে না। সেই নিমিত্ত, এই প্রণালীই বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বেগবান্ বর্ত্তুল যেমন কোন পদার্থে আহত হইলে সহসা প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, শব্দ অর্থাৎ বায়ুর কম্পনও সেইরূপ কোন পদার্থে প্রতিহত হইলে প্রতীপগামী হইয়া থাকে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ ভূগু বিদ্যমান থাকাতে, বায়ুর কম্পন তাহাতে প্রতিহত ও তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।

কোন গহ্বর কিম্বা গুম্বজাকৃতি মন্দিরের মধ্যে শব্দ করিলে, অকস্মাৎ তাহার যে অনুকরণ উদ্ভূত হইয়া শ্রুতিপুটে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। ধ্বনি সর্ব্বত্র সমান হয় না, স্থান ও কারণ ভেদে ইহার অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। কোন কোন প্রতিধ্বনিতে স্বরমাত্র প্রতিপন্ন করে, কোনগুলিতে দুই তিন শব্দ বা এক চরণ কবিতা পুনরুৎপন্ন করে, কোনওটাতে বা ঐ এক বা বহু শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে।

আহত পদার্থের দূরত্ব অনুসারে প্রতিধ্বনির আগমনের কালবিলম্ব হইয়া থাকে। শব্দ এক সেকেণ্ডের মধ্যে ১,১৪২ ফুট গমন করে, সুতরাং যদি উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধেক দূরে একটী পর্ব্বত থাকে, তাহা হইলে এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে যে কয়েকটি বর্ণ উচ্চারিত হয়, শ্রোতা তাহাই স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিতে পারেন; কারণ তৎপরে প্রতিধ্বনি আসিয়া বক্তার উচ্চারিত বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। আহত পদার্থের দূরত্ব প্রতিধ্বনি দ্বারা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যদি আমরা একটী নদীর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকি, এবং অপর পার্শ্বে একটী পর্ব্বত থাকে, তাহা হইলে প্রতিধ্বনির আগমনের কাল নিরূপণ করিয়া পর্ব্বতের দূরত্ব অর্থাৎ নদীর প্রস্থ অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে। যদি দুইটী পর্ব্বত কিম্বা দুইটী প্রাচীর সমান্তরাল থাকে, তাহা হইলে একটী শব্দে বারম্বার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। অবশেষে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত বায়ুর কম্পনসমূহ যখন ক্রমে মন্দগতি হয়, তখন আর শব্দের অনুভব হয় না। আহত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে পুষ্করিণী বা হ্রদ থাকিলে একটী পিস্তলধ্বনির অনূন ত্রিশ চল্লিশ বার প্রতিধ্বনি শুনা যাইতে পারে।

আলোকের জ্যোতিঃ তীব্রতর করিবার

নিমিত্ত অনেক সময় গঠন প্রভৃতি আলোকাবরণে এক এক খানি বর্ত্তুল-পৃষ্ঠ কাচ বা মসৃণ ধাতুফলক সন্নিবেশিত থাকে। আলোক যে নিয়মে প্রতিফলিত হয়, শব্দও সেই নিয়মানুসারে প্রতিধ্বনিত হয়, সুতরাং, বর্ত্তুলের কুব্জপৃষ্ঠ নিকটে থাকিলে সুন্দররূপ প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। কখন কখন জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী গিরিগুহাতে শব্দের এরূপ প্রতিফলন হয় যে, উহার অধিশ্রয়ে (Focus) কর্ণ লইয়া গেলে, বোধ হয় যেন লঙ্কাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই নিমিত্তই বৃত্তাকার গৃহের মধ্যস্থলে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

অর্ণবযানের পাইল বায়ুভরে স্ফীত হইলে উহা শব্দপ্রতিফলনের উপযোগী হইয়া থাকে। মেঘ দ্বারাও অনেক সময় শব্দের প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

কখন কখন প্রতারক লোকে শব্দের প্রতিফলনের নিয়ম অবগত হইয়া নানা প্রকার আপাত-বিস্ময়কর ব্যাপার সমাধান করিয়াছে। কোন স্থানে প্রশ্নকারেরা একটী গৃহে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রশ্ন করিত, এবং একটী গুপ্ত বর্ত্তুলপৃষ্ঠ ফলক দ্বারা ঐ সকল প্রশ্ন দূরস্থিত প্রতারকের নিকটে নীত হইত। সে ব্যক্তি তথা হইতে যে উত্তর প্রদান করিত, সেই উত্তর কেবল ঐ প্রশ্নকর্ত্তার নিকট আসিত, সুতরাং, সকলে ঐ সকল উত্তর দৈববাণী বলিয়া মনে করিতেন।

বৃত্তাভাস ক্ষেত্রের দুইটী অধিশ্রয় আছে। উহার অন্তর অধিশ্রয়ে আলোক, তাপ বা শব্দের উৎপত্তিস্থান হইলে, অপর অধিশ্রয়ে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং, এক অধিশ্রয়ে বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিলে অপর অধিশ্রয়ে তাহা প্রতিফলিত হয়। এমন কি, দুই জন দুই অধিশ্রয়ে অনায়াসে আস্তে আস্তে পরামর্শ করিতে পারে; তথাচ মধ্যবর্ত্তী লোক তাহার ছন্দাংশও জানিতে পারে না।

কোন কোন সেতুর উভয় পার্শ্বে কোলঙ্গা থাকে। ঐ পরস্পর-সম্মুখীন কোলঙ্গা দুইটী এরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যে, দুই জন দুইটী কোলঙ্গাতে বসিয়া অনায়াসে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। পথিকগণ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে কহিতে সেতুর উপর দিয়া চলিয়া যায়, অথচ তাহাদের কথাবার্ত্তা ঐ শব্দে ভঙ্গ হয় না এবং পথিকেরাও তাহাদের পরামর্শ শুনিতে পায় না।

নল দ্বারা শব্দ অধিক দূরে নীত হয়। ইহার কারণ এই যে, বায়ুর কম্পনসমূহ উহার পার্শ্বে বারম্বার প্রতিফলিত হয়, দূরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। এইরূপে অস্মদ্দেশে টেলিফোন্ অর্থাৎ নল দ্বারা দূরস্থ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহা হইয়া থাকে।

আনন্দোৎসর্গ।

গত ৩১এ বৈশাখ কোনও পিতামাতা তাঁহাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে পূর্ণ দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে পরমেশ্বরের সেবাকার্য্যে গঠিত হইবার জন্য তাঁহার চরণে উৎসর্গ করেন। এই বালকের নাম আনন্দকুমার, এই জন্য ইহার জীবনোৎসর্গ অনুষ্ঠানকে আমরা 'আনন্দোৎসর্গ' বলিলাম। প্রাচীন কালে অনেক জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল, ঈশ্বর বা ধর্ম্মোদ্দেশে পিতা মাতা কোনও সন্তানকে মানত করিতেন এবং সে সন্তান শৈশবাবস্থা হইতে কোনও ধর্ম্মাচার্য্যের অধীনে প্রতিপালিত, শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিত। এইরূপ এক একটী জীবন দ্বারা সময় সময় জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঘোর সাংসারিকতার যুগে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সন্তান কেবল স্বার্থ ও সংসারের সেবার জন্য আজন্ম শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতেছে এবং তাহার ফল যে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর হইতেছে কিরূপে বলা যায়? হাজারকরা এক একটী সন্তানকে সংসারের পথ হইতে সরাইয়া যদি দেবকার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতির অনেকটা আশা হয়। কিন্তু এই কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে পবিত্র আশ্রম চাই, পূতচরিত্র ধর্ম্মসাধকদিগের সংসর্গ ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মাচার্য্যের সহায়তা আবশ্যক। এ দেশে পূর্ব্বে সে সকল আয়োজন ছিল, এখন তাহার নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, ঈশ্বরকৃপায় দেশের লোকের মতি গতি ফিরিলে অবস্থানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও হইবে এবং সন্তানের চরিত্র আজন্ম ধর্ম্মভাবে গঠিত হইয়া অনেক পিতা মাতার অন্তরের বিশুদ্ধতম আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে।

৩১এ বৈশাখের অনুষ্ঠান একটী প্রারম্ভিক সূচনামাত্র বলিয়া তাহা অতি সংক্ষেপে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্তানের পরিজন ও আত্মীয় কতকগুলি একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ঈশ্বরের মহিমা গান করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং সন্তানের পিতা আপনার ও সহধর্ম্মিণীর অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচরণে সন্তানটীকে সমর্পণ করেন ও তাঁহাদের আশা-সিদ্ধির জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন। এই উপলক্ষে যে কবিতাটী রচিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

যাঁহার কৃপায় এই জীবন-প্রসূন
শোভিয়াছে মনোরম গৃহ-উপবনে,
সবে মিলে সমস্বরে গাহি তাঁর গুণ,
উৎসর্গ করি এ শিশু তাঁহার চরণে।
আনন্দ হইতে জন্ম হয়েছে তোমার,
আনন্দে জীবন সদা করিছ ধারণ,

আনন্দের জয় গাও আনন্দকুমার,
আনন্দের সঙ্গে চির হইবে মিলন।
মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর বন্ধুগণ,
সবে মিলে কর বিভু চরণ অর্চনা,
সিদ্ধিদাতা শিব সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন,
করুন পূরণ পিতা মাতার প্রার্থনা।
লও দেব তব ধনে চরণে তোমার,
পরশি চিহ্নিত কর আপনার বলি,
নহে শিশু সংসারের আমাদের আর,
তোমারি, তোমারি হোক, তোমারি কেবলি।

বুদ্ধদেবের উপদেশ।

১। পাপকারী ব্যক্তি ইহলোক এবং পরলোক, উভয় লোকেই শোক করে। সে শোক করে এবং তাহার কৃত কার্য্যের কুফল দর্শনে ক্লেশ ভোগ করে।

২। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই আনন্দ করেন। তাহার নিজের কার্য্যের পবিত্রতা দর্শনে তিনি আনন্দ ও উল্লাস করেন।

৩। প্রজ্ঞা সকল মনোবৃত্তির অগ্রণী। ইহা প্রধান মনোবৃত্তি ও আমাদের সমুদায় চিন্তার সমষ্টি। এক ব্যক্তি মন্দ অভিপ্রায়ে কথা কহিলে বা কার্য্য করিলে তাহার কুফল—ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। শকট টানিবার সময় শকটচক্র যেমন বলদের অনুগমন করে, ইহাও সেইরূপ।

৪। অসারতা অথবা পার্থিব প্রেম ও কাম-ভোগের অনুসরণ করিও না। যিনি উৎসাহী ও ধ্যানশীল, তিনি আনন্দ লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জন্মদিন রবিবারে পড়াতে উৎসবকার্য্য গত ২০এ মে বুধবারেই শেষ করা হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে উপাধি বিতরণাদি অন্যান্য বৎসরের ন্যায় হইয়াছে। মহারাণীর বয়স ৭৭ বৎসর পূর্ণ হইল, জগদীশ্বর তাঁহাকে চিরজীবিনী করুন্।

২। বিজয়নগরমের মহারাণী কোন স্বজনের বিবাহ দিতে মহারাজের সহিত কাশীধামে গিয়াছিলেন। তথায় নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৩। বিগত ১৫ই মে বড় লাট লর্ড এলগিন ৪৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন।

৪। আহমদাবাদে জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর, কন্যা উভয়েই জাতিতে বৈশ্য, কন্যার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর; উভয়েই বরদা রাজ্যের অধিবাসী।

৫। লণ্ডন নগরের যাদুঘরে ১৭,৫০,০০০ পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। যে সকল আলমারীতে তৎসমুদয় রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের দৈর্ঘ্য ৩৯ মাইল। লণ্ডনের সংবাদপত্র সকল যে সকল আলমারীতে আছে, তাহাদের দৈর্ঘ্য ৯৮৯ গজ। মফস্বলস্থ, উপনিবেশস্থ এবং অন্যান্য দেশের সংবাদপত্র সকল যে সমস্ত আলমারীতে আছে, তাহাদের দৈর্ঘ্য ২৯৬৫ গজ। এক বৎসর শুধু বিলাতী সংবাদপত্র যে সকল আলমারীতে রাখা হয়, তাহাদের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ১১১ গজ অথবা ১৬ বৎসরে ১ মাইল হয়।

৬। বিলাতে সাউদামটন নগরে এক ব্যক্তি এই বলিয়া স্ত্রীর নামে নালিস করিয়াছে যে, তাহার স্ত্রীর উপন্যাস লেখার এত বাই যে, একখানা লেখা শেষ হইবামাত্র আর একখানা লিখিতে আরম্ভ করে, —দিন রাত সকল সময় কেবলই উপন্যাস লেখা, অন্য কোনও কার্য্যে তাহার মনোযোগ নাই। এত উপন্যাস লেখে বটে, কিন্তু একখানাও ছাপিতে দেয় না। ইহাতে সে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া ১৫০ খান উপন্যাস আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, আরও ৫০ খানা তখনও বিছানার নীচে রহিয়াছে। এই উপন্যাস লেখিকাকে বিবাহ করিয়া তাহার বিবাহিত জীবনের কোনও সুখশান্তি হইতেছে না।

৭। পূর্ব্ব বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণ উপস্থিত হইলেই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আরোহীদিগকে মিষ্টান্ন ও জল দেওয়া হয়। এই ভয়ানক গ্রীষ্মাতিশয্যে আরোহিবৃন্দের ক্লান্তি অপনোদনার্থে জনৈক হিন্দু মহিলা এক মাস ধরিয়া প্রত্যহ এইরূপে দানশীলতার পরিচয় দিতেছেন।

৮। আফ্রিকার ট্রান্সবাল প্রদেশে এক ইংরাজ আপন খনিতে কাজ করিবার নিমিত্ত কয়েকটা বানর পুষিয়াছেন। ইহারা প্রায় মনুষ্যের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া থাকে। কাজের অনুপাতে ঠিক্ করা হইয়াছে, ২৪টা বানরে ৭টা মানুষের কাজ করে।

৯। গত ২২এ মে রুসীয় সম্রাট নিকোলাস সাম্রাজ্ঞী সহ মহা সমারোহে মস্কো নগরে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে।

বামারচনা।

শিশু।

(১)

অমরার ধন তুই, কেন এলি ধরাতে!
প্রফুল্ল কুসুম-কলি নিদাঘেতে শুকাতে!
অথবা সে ভুল নয়?
তুই শিশু নিরুপম,
আসিলি কি জগতের দুঃখ জ্বালা নিবাতে?

প্রচণ্ড মরুর বুকে শান্তি বারি ঢালিতে ?

(২)

বিলোল নয়ন-কোণে কত সুধা ক্ষরিছে !
অস্ফুট ভাষায় প্রাণি-প্রাণ-মন হরিছে।
সুচারু দু'খানি ঠোঁটে,
রক্ত জবা যেন ফোটে !
গোলাপী কপোলে মরি ; কি মাধুরী ঝরিছে !
বঙ্কিম গ্রীবায় আহা, কি সুষমা খেলিছে !

(৩)

দেখেছি কুসুম-বনে চারুসাজে সাজিয়া,
রাজিছে সে ফুলবালা প্রাণ মন মোহিয়া !
শুনেছি বসন্ত বা'য়,
চলিয়া চলিয়া তায়
অশ্রান্ত, মধুর রবে কত ডাক ডাকিয়া,
মোহিছে অনন্ত বিশ্ব, সে কোকিল, পাপিয়া !

(৪)

দেখেছি জলদ-খেলা নীল নভঃ-উরসে,
বিবশ যামিনী তায় কত শোভা প্রকাশে !
সুশান্ত চন্দ্রিমা, আর—
অগণিত তারাহার,
রঞ্জিয়া গগনতল রূপ-ছটা বিকাশে !
দেখিয়াছি ইন্দ্রধনু কত রঙ্গে বিভাসে !

(৫)

প্রশান্ত সাগরবুকে বীচিমালা নাচিয়া,
কত রঙ্গে ভঙ্গে-যায় দিগন্তরে ছুটিয়া ;
তটিনীর বাঁকা গায়,
ঢেউ গুলি খেলে যায় !—
নিঝর ঝরিছে জল ঝুলু ঝুলু ধ্বনিয়া !—
দেখেছি সুন্দর দৃশ্য আঁখি, মন ভরিয়া !

(৬)

দেখেছি অনন্ত বিশ্বে অন্তহীন সুষমা,
তোর ও-রূপের তবু নাহি মিলে উপমা।
সুধা-বিষ বিমিশ্রিত,
এ' জগত নিরমিত ;
তুইত অমিয়া শুধু,—সৌন্দর্য্যের প্রতিমা !
কি আছে জগতে হেন, দিতে তোর তুলনা ?

(৭)

কি জানি বিধাতা তোরে গড়েছেন কি দিয়ে
কতই সৌন্দর্য্য ওঠে ও-আননে ফুটিয়ে
মধুতে শরীর গড়া,
মধুতে হৃদয় ভরা,
মধুময় চরাচর,—তোর মুখ হেরিয়ে !
আপনা ভুলিয়ে গেছি তোর পানে চাহিয়ে !

(৮)

জ্যোছনার হাসি তুই তমোময়ী নিশিতে,
অথবা সুখের স্বপ্ন সুষুপ্তের আঁখিতে !
তুইত ত্রিদিব-মণি,
হতাশে আশ্বাস-বাণী !
আসিলি কি হেথা তাই সুধারাশি ছড়াতে,
থাক, বাছা বেঁচে থাক, মার কোল জুড়াতে।

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

বামাবোধিনীতে প্রকাশিত বৈশাখের হেঁয়ালির উত্তর।

এবারের হেঁয়ালিতে কেগো তুমি বামা ?
লুকায়েছ নাম তব, চিনিয়াছি তোমা।
বৃন্দাবনবাসী তুমি ভক্ত শ্রীনিবাস,
এই দুটী কথাতেই হয়েছে প্রকাশ।

বৃন্দাবনে বাস তব নাম "ব্রজবালা"
মধ্য দুইবর্ণে জবা শেষ দুয়ে বালা ।
চিনিয়াছি কি না এবে বল অতঃপর,
হেঁয়ালির "ব্রজবালা", হল প্রত্যুত্তর ।

শ্রীসরোজিনী রায় গুপ্তা ।

মানবজীবন ।

ওই যে গাহিছে পাখী আসন্ন সন্ধ্যায়,
কে জানে কোথায় ওর আবাস কুলায় !
কোথা হ'তে ভেসে এসে, কোথা যায় চলে,
নীরবে মিশিয়া যায় অনন্তের কোলে !
সামান্য হৃদয়ে ওর কি ভাব সঞ্চার,
কি ভাবিয়ে গান গেয়ে লুকায় আবার !
কিছুই না জানি, তবু, মানবজীবন
মনে হয় ওর মত নিশার স্বপন !
কোথা হ'তে ভেসে এসে পড়ে এ ভূতলে,
দুদিনের খেলা খেলি কোথা যায় চলে ;
রেখে যায় দাগ শুধু অপরের মনে,
চেয়ে থাকে তারা হায় ! তৃষিতনয়নে !
কেহবা ধার্ম্মিক হয় ধর্ম্মের প্রভায়,
পাপের আঁধারে ডুবি কেহ বা লুটায় ।
কাহার বা দয়া মায়া অস্থি মজ্জাগত,
হিংসা দ্বেষ কারো হৃদে উথলে সতত ।
নানা রূপে নর নারী সংসারের মাঝে,
ভাসিয়া বেড়ায় সবে নিজ নিজ কাজে ।
প্রবৃত্তির স্রোতে পড়ি কেহ ডুবে যায়,
ইন্দ্রিয়-সংযমী কেহ কত শান্তি পায় !
এইরূপে নেচে গেয়ে দিবস ফুরালে,
অজানিত দেশে যায় কর্ম্মস্রোতে চলে !
সে রাজ্যের কথা হায় জানে না ত কেহ ।
দেখি শুধু, যায় নর ত্যজি মর্ত্ত্য দেহ ।
সুখ কি অসুখ লভে কে বলিতে পারে ?
(সে যে,) সুখের অতীত রাজ্য অনন্ত
আঁধারে ।

শ্রীকুসুমকুমারী রায় ।

আক্ষেপ ।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গলে মাখা হয়ে,
কত কাল রব আর অসার জীবন বয়ে !
পাপপূর্ণ তাপা প্রাণ, ভারবহ হয় জ্ঞান,
প্রাণের উদ্দেশ্য যিনি, জীবনের ধ্রুব তারা,
যাহার পবিত্র কোলে, বিবেছি জগত চেলে,
তাঁর ভালবাসা ছিন্ন হয়ে আছি আধমরা ।
জগত দুষিত হোক, কুসুমে মরুক গন্ধ,
পবন নীরব হোক—শুষ্ক হোক সরোবর,
স্তব্ধ হোক গ্রহ তারা, মরুক অমিয় ধারা,
আমিও মিশাই তাহে পুনরপি ক্ষুদ্রনর ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস ।

No 378. July 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৮ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩০৩—জুলাই, ১৮৯৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হেয়ার বার্ষিকী সভা—গত ১লা জুন মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের ৫৪ বার্ষিক স্বর্গারোহণ-দিন স্মরণার্থ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার সমাধিস্তম্ভের নিকট প্রাতে এবং বিজ্ঞান-সভা-গৃহে অপরাহ্ণে বন্ধু সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

লেডি ইলিয়ট আশ্রম—কাম্বেল হাসপাতালে যে সকল ছাত্রী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের বাসের জন্য এই আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ছাত্রীদিগের অনেক সুবিধা হইবে।

শিল্পকৌশল—(১) কাঠ হইতে রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য লাঙ্কাসায়ারে এক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। (২) আম্রের আঁটি হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য বোম্বাইয়ের এরিয়ান কোম্পানী এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। (৩) দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কানপুরে এক চর্ম্ম মার্জ্জনের কল স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

যুদ্ধব্যয়—১৮৯৫ সালে ইংলণ্ডের স্থল ও জলযুদ্ধের সরঞ্জামী হিসাবে ৩০ কোটী টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। কে বলে সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত সমরস্পৃহার উপশম হইতেছে?

স্ত্রীগবর্ণর—আমাদের ছোট রাজকুমারী বিয়াট্রিসের স্বর্গীয় স্বামী ওয়াইট দ্বীপের গবর্ণর ছিলেন। রাজকুমারী সেই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ৩য় জর্জের নাতী বৌ ১৪ বৎসর কাল অতি সুখ্যাতির সহিত এই পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

বিদ্যাসাগর মেডাল—পিস এসোসিয়েসন প্রতিবর্ষে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ এক একটী মেডাল পুরস্কার দিয়া থাকেন। ১৮৯৫ সালের

মেডাল শ্রীমতী সুরবালা দেবীকে প্রদত্ত হইয়াছে।

জাপানে ভারতীয় শিক্ষা—জাপানে বৌদ্ধ পুরোহিতের সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার বাইস। তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা রীতিমত অনুশীলিত হইতেছে। কাগাটো নামক স্থানে পালী ভাষা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ—ইঁনি লণ্ডনের সেণ্ট জর্জ রোডে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি বার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ক্লাস খুলিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। অনেক বিলাতী পণ্ডিত লোকও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আইসেন।

নূতন ফ্যাসন—একজন আমেরিকান যুবতী আমাদের দেশী মল বাম পায়ে পরিয়া এক নূতন ফ্যাসন দেখাইতেছেন। তিনি পায়ে কাল রেশমী ষ্টকীং এবং জুতাও পরিয়া থাকেন !!

রাজানুগ্রহ—[illegible]পুরের মহারাজা অসৎস্বভাব ও রাজকার্য্যে অবহেলার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন, এখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার অনুমতি দিয়াছেন।

স্ত্রী-চরিত্র-শোধক কারাগৃহ—পঞ্জাবে অল্পবয়স্কা স্ত্রী-অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য একটী চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

বিধবা-বিবাহ—২৮শে মে পুনা সহরে একটী বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী ৺কৃষ্ণরাও গোলওয়েলকারের ভাগিনেয়ী, এবং পাত্র বি, এ উপাধিধারী হরিবল্লাল পারচুর।

বিদুষী রমণী—শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম এম্, এ, স্কটের "লেডি অব দি লেকের" নিজকৃত টিপ্পনী ছাপাইয়াছেন। এই মহিলাটী খৃষ্টিয়ান এবং তাঁহার স্বামীর (জে, এন সোম) সহিত এক বৎসরে বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হন, পরে দুই বিষয়ে এম, এ, উপাধি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালীর গৌরব—রাজা সার্ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পুত্র কুমার শ্যামা মোহন ঠাকুর পারস্যের সাহের রাজা পারস্যের কলিকাতায় ভাইস-কনসল নিযুক্ত হইয়াছেন।

যিশুর প্রকৃত ছবি—বোম্বাইয়ে যিশু-খ্রীষ্টের নাকি প্রকৃত প্রতিকৃতির কেবিনেট সাইজ ফটোগ্রাফ বিক্রয় হইতেছে। ঐ ফটোর নিম্নে এইরূপ লিখিত আছে—"আমাদের ত্রাণকর্ত্তার প্রকৃত চিত্র—যাহা টাইবিরিয়স সিজরের আদেশানুসারে একখণ্ড এমারল্ডের উপর খোদিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ইহা চিত্রিত হইয়াছে। ঐ এমারল্ডখানি তুরস্কের সম্রাট তাঁহার কনস্টাণ্টিনোপলের ধনাগার হইতে খ্রীষ্টানদের দ্বারা বন্দীকৃত স্বীয় ভ্রাতার উদ্ধারার্থ অষ্টম পোপকে দিয়াছিলেন।"

ঝটিকা—সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের মূলৌরি অঞ্চলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। সেণ্ট লুস নগরের নিকটেই ঝড় বেশী হইয়াছিল। অনেক

বড় বড় বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, অনেক বাড়ীর ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। বজর হিঁড়িয়া ষ্টীমার প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকগুলি জলমগ্নও হইয়াছে। কত লোক মরিয়াছে তাহার ঠিক্ সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। ৩ কোটি ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

বৃহৎ ব্যাপার—রুষ সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে ৫ লক্ষ গাড়ু ও ৬ লক্ষ গেলাস বিতরিত হইয়াছে। শত শত কয়েদী মুক্ত হইয়াছে। নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড ও ভোজের স্রোত চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় ভিড়ে পায়ের চাপে প্রায় ২০০০ লোক মরিয়াছে।

দেশীয় পত্র—পঞ্জাবে উর্দ্দু এবং হিন্দী ও গুরুমুখী ভাষায় ৩৬ খানি সংবাদপত্র আছে। গুজরাটে ১৩, কাটিবাড়ে ৭, বোম্বাইয়ে ৪৫, মান্দ্রাজে ২৯, রাজপুতানায় ৪, মধ্যভারত ও মধ্যদেশে ৩, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ২৭, বেহারে ৯, এবং তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক ৩১ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এ সকল স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয়। উড়িয়া ভাষায় ১১, এবং কচ্ছ ভাষায় ১ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মালব উপকূলের সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫ খানির অধিক নয়।

স্ত্রী-সেনাপতি—জর্ম্মণ সৈন্যদলে ৮ জন রমণী কর্ণেল আছেন। তাঁহারা নিয়মিত বেতন পান, কিন্তু কচিৎ তাঁহাদিগকে অসি হস্তে করিতে হয়। যথা—জর্ম্মণ-সাম্রাজ্ঞী, ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মণ সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিকের পত্নী, প্রুষিয়ার প্রিন্সেস্ ফ্রেডরিক চারলস্ রাণী রিজেণ্ট সোফিয়া, নেদারল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা, ডচেস অব কনট, ডচেস অব এডিনবরা এবং রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

জলে জল বাঁধে—যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বৎসরে ১৭ হাজার পাউণ্ড এবং তাঁহার পত্নী ১০ হাজার পাউণ্ড ভাতা পান। ইহা ব্যতীত কর্ণওয়াল, সণ্ড্রিং-হাম ও এবার্ডিন সায়ারের জমিদারীর আয় আছে। সৈনিক বিভাগ হইতেও কিছু কিছু প্রাপ্য আছে। কয়েক বৎসর হইল মিল্ড নামক এক ব্যক্তি উইল করিয়া তাঁহাকে প্রায় ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া গিয়াছে। বেরণ হার্স ১০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছেন বলিয়া আবার গুজব উঠিয়াছে। চিরং জীব রাজপুত্র!

জ্ঞান ও ভক্তি।

জ্ঞান ভক্তির বিচার ত জেমাতেন চির-কালই হইয়া আসিতেছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তি পরীক্ষা

করিবার জন্য শান্তিপুরে আসিয়া জ্ঞানের মহিমা প্রচার করেন। চৈতন্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর গমন করেন এবং ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলাতে তাঁহার ঘোরতর অপরাধ হইয়াছে, তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহার দণ্ড প্রদান করেন। অদ্বৈত প্রভুও আনন্দের সহিত সে দণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, তাহাতেও জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যে জ্ঞান ঈশ্বরের মহিমায় বিশ্বাস করিতে দেয় না, ঐশ্বরিক কার্য্যে দোষ প্রদর্শন করে, সম্ভব অসম্ভব বিচার করায়, ভগবানের প্রত্যক্ষ লীলাকে কাল্পনিক উপন্যাসরূপে প্রতীত করায়, তাদৃশ জ্ঞান ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইলে ভক্তি বিশুদ্ধা হইতে পারে না। যে জ্ঞান মানব-চরিত্র ও মানবীয় ক্ষমতাকে আদর্শ করিয়া ঐশ্বরিক তত্ত্ব বিচার করায়, ভক্তের পক্ষে তাদৃশ জ্ঞান সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। যে পরমেশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ভক্তের বিশ্বাস আছে, সেই পরমেশ্বর, মানুষের প্রতি দয়া করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অলৌকিক কার্য্য সাধনে অশক্ত, যে জ্ঞান মানুষকে এরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাও বর্জ্জনীয়। জ্ঞানের কেমন একটী মোহিনী শক্তি আছে, ভগবান্ হইতে ভক্তগণকে দূরবর্ত্তী করিয়া দিলেও, ভক্তগণ সেই জ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানকে পিতা, ও ভক্তিকে মাতাস্বরূপ কল্পনা করিয়া জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। এ কথায় ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগে। ভক্তিকে মাতা বলিয়া জ্ঞানকে যদি স্ত্রৈণ অর্থাৎ ভক্তিরূপিণী মাতার অধীন পিতা বলেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্রমতে মহাদেব জগৎপিতা ও ভগবতী জগন্মাতা হইলেও, মহাদেব ভগবতীভক্ত। এই মহাদেব মহাদেবীর সম্বন্ধই জ্ঞান ভক্তির সম্বন্ধবাচক। যে জ্ঞান ভক্তির অনুগত, যিনি সেই জ্ঞানে জ্ঞানী, তিনিই আমাদের পূজনীয়। যে জ্ঞান ভক্তিকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করে, সে জ্ঞানের অভাবে মূর্খ হইলে ক্ষতি নাই।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জীবের পাঁচটী পৃথক্ পৃথক বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। এক ইন্দ্রিয়ের অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর কোন আধিপত্য নাই। চক্ষু দ্বারা শব্দ শুনা যায় না এবং কর্ণ দ্বারা দর্শনক্রিয়া হয় না। সেইরূপ জিহ্বা কোন বস্তুর গন্ধ পায় না এবং নাসিকা দ্বারা রসন ক্রিয়া হয় না। তবে, এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য বা ব্যাঘাত না করে, এমন নহে। অনেকেই অনুভব করিয়াছেন যে, সময় বিশেষে কর্ণ নাসিকার, এবং নাসিকা জিহ্বার সাহায্য করিয়া থাকে। আবার যখন সর্দ্দি দ্বারা নাসিকা বদ্ধ হয়, তখন জিহ্বা খাদ্য বস্তুর সম্যক্ আস্বাদ পায় না। এক

ইন্দ্রিয়ে অন্য ইন্দ্রিয়ের আংশিক শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, এক ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। কিন্তু মন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সকলই অনুভব করিতে পারে। অথচ মনও একটী ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ভক্তি ইত্যাদি সকলেই এক একটী সাধনাঙ্গ হইলেও, ভক্তি ভিন্ন অন্যগুলি ভগবানের এক এক অংশ অনুভব করায় মাত্র; ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সগুণ ব্রহ্মত্ব কেবল ভক্তিই উপলব্ধি করায়। ভক্তি জীবকে যাহা দেয়, তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই জীবের তৃপ্তি নাই। জ্ঞানীর উপাস্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, যোগীর উপাস্য পরমাত্মা এবং ভক্তের ভগবান্। এই ভগবদ্‌ভাবের উপাসনা ব্যতিরেকে ভক্তের তৃপ্তি হয় না। যে ভক্ত ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, ইত্যাদিরূপে বুঝেন এবং অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তিনিও উপাসনাকালে ব্রহ্মের কর-চরণাদির অনুভব করিয়া থাকেন। নহিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, প্রাণের পিপাসা দূর হয় না। তিনি মুখে যাহাই বলুন, স্বভাবে তাঁহাকে এইরূপে সগুণের দিকে লইয়া যায়। যিনি জ্ঞানী ভক্ত, কার্য্যকালে তাঁহাকেও ভক্তিমান্ ভক্তের ভাব লইতে হয়। জ্ঞানী কেবল উপাসনাকালে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চিন্ময় করচরণাদির অনুভব করেন, ভক্ত শয়নে স্বপনে, গমনে-ভোজনে তাঁহার একটী অনাদি কাল হইতে চিন্ময় অপ্রাকৃত নিত্যরূপে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাসের বস্তু উভয়েরই এক। জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কেহই ভগবানের জড়াকার ও জড়ীয় লীলা স্বীকার করেন না। উভয়ের বিশ্বাসই বেদমূলক। যে বেদ ভগবানকে "অপাদপাণিঃ" বলিয়াছেন। আবার সেই বেদই, তাঁহাকে "সহস্রশীর্ষ-পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ—" ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্মের জড়াকারের নিষেধ ও অপ্রাকৃত আকারের স্থাপন সিদ্ধ হইয়াছে।

কোন কোন ভক্ত জ্ঞানিগণকে নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করেন; আবার কোন কোন জ্ঞানাভিমানী ভক্তগণকে স্থূলদর্শী জড়বাদী বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তটস্থভাবে বিচার করিতে গেলে, উভয়কেই ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়; কেননা উভয়েই এক পথের পথিক, কেবল কেহ একটু অগ্রে, কেহ একটু পশ্চাতে, এইমাত্র বিশেষ। মধ্যাহ্ন-কালের সূর্য্যকে প্রথমে রশ্মিময় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সেই প্রচণ্ড রশ্মি সহ্য করিয়া নয়নকে কিয়ৎকাল স্থিরভাবে রাখিতে পারিলে, সেই কিরণজালের মধ্যে স্পষ্টতর সূর্য্যমণ্ডল প্রত্যক্ষ হয়। নির্ব্বিশেষভাব এই রশ্মির সদৃশ। এই ভাব কাটিয়া গেলেই সগুণ ও সরূপ ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি হয়। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিমাত্রেই কাল সহকারে ভক্তের

পরম পদ পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যে সকল নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানের পথ বাহিয়া ভগবদ্ধামে যাইবেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা ভক্তমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইবেন। তখন তাঁহাদিগের সেই ভক্তি-ভাবিত জ্ঞান স্পর্শমণি হইয়া প্রতিদিন শতভার স্বর্ণ প্রসব করিবে। তখন তাঁহারা মানুষ কত শত দীন দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

যেমন অবস্থাবিশেষে বায়ু ঘনীভূত হইয়া দানার আকার ধারণ করে,—জল বরফ হয়, তেমনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম যে চিৎ পদার্থ, তাহারও ঘনাবস্থা আছে, তাহাকে "চিদ্‌ঘন" কহে। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। বেদাদি শাস্ত্রে ভগবানের যে নিত্যরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা ঐ চিদ্‌ঘন। এই চিদ্‌ঘন অতীন্দ্রিয় হইলেও ভক্তের দৃষ্টি-বহির্ভূত নহে। ভক্তিপ্রভাবে ভক্ত এমন চক্ষু প্রাপ্ত হন, যে তদ্দ্বারা ঐ চিদ্‌ঘনময় রূপ দেখিতে পান। বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই চক্ষু দিয়াছিলেন। ভক্তিশূন্য জ্ঞান অনায়াসে এ সকল কথা উড়াইয়া দিতে পারে, এবং নিশ্চয়ই দিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত বলিবেন, যে ভক্তি ভাব ও প্রেমরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের নিত্যরূপ ও নিত্যলীলার স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়া দেয়, জ্ঞানীর শুষ্ক ও নীরস তর্কে তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলেও সুখস্বপ্নের ন্যায় তাঁহার আদরণীয়। কেননা ভগবানের রূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে ভক্তের ভজন-পিপাসার শান্তি হয় না,—পরতত্ত্ব ছাড়িয়া কোন কথায় তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ, আমরা সে বিচার করিতে ভাল বাসি না, কেননা ভক্তের চক্ষে সকলই সমান। উভয়ের গতি কোন্ দিকে, আমরা কেবল তাহাই দেখাইবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলাম।

স্নেহাশীষ।

(৩১শে বৈশাখ—১৩০৩ সাল)

১

এস কোলে যাদুমণি!
নব বরষের স্মৃতি!
দেখে দেখে সোণামুখ
যাহি আনন্দের গীতি।

২

ছ'বছর ছেড়ে আজি
তিনে পা' দিয়েছ তাই!
কি দিব আশীষ-চিহ্ন?
এ মেসো ত' কিছু নাই!—

৩

আমাদের জগতের
সবি ধুলা মাটিময়,
তোরে তা' কেমনে দিব
তুই তো ধরার নয়!

৪

"সোণার পুতুল" বলি
নহ মরতের সোণা,
ভূতলের কিছুতে যে
নাহি হয় ও-তুলনা।

৫

অফুটন্ত পারিজাত
নন্দনে আনন্দ-নিধি—
মানবে করুণা করি
জগতে দেছেন বিধি!

৬

স্বরগ-বিহঙ্গ সম
চঞ্চল চরণে চলা;
আধ আধ কথা, সদা
মধুর "কাকলী" বলা!

৭

হাসিলে মাণিক পড়ে—
কাঁদিলে মুকুতা গলে,
ছুঁইলে—পরের বুকে
অমৃত-তুফান চলে!

৮

দূরে যায় পাপ তাপ,
নীচ সাধ নীচ আশা,
প্রাণে যেন জেগে উঠে
ত্রিদিবের ভালবাসা!

৯

কি আনন্দ, কি আরাম
বলিতে পারি না সে কি,
মাটীর মানব মোরা
তবুও স্বরগ দেখি!

১০

তোমারি বাতাস নিয়ে
এ দেশে বসন্ত আসে,
তোমারি আনন্দ মেখে
শরতে চাঁদিমা হাসে;

১১

তোমার ললিত গাথা
এ দেশে কবিতা, গীতি;
তোমারি সোহাগ, হাসি,
আমাদের স্নেহ, প্রীতি!

১২

বিধির স্নেহের দান,
মা বাপের পুণ্যবল
মূরতি ধরিয়া বুঝি
এসেছ এ ধরাতল!

১৩

এসেছ এসেছ যদি
চিরদিন কর আলো,
সংসার পরশে যেন,
ও শোভা না হয় কালো!

১৪

এমনি পবিত্র শুভ্র
এমনি আনন্দভরা,
এমনি মমতা-মাখা—
পরেরে আপন করা,

১৫

এমনি আরাম-ডালা,
এমনি সুখের ঠাঁই,—
প্রেমের ছবিটিরূপে
চিরজীবী হও ভাই;

১৬

জগৎ-জননী-বরে
ও পূত নলিন-গা'য়
ধরার মলিন বায়ু
যেন না লাগিতে পায়;

১৭

স্বরগ-কুসুম তুমি
স্বরগেরি হয়ে থেক,
পবিত্র জীবনখানি
দেবের চরণে রেখ;

১৮

স্বদেশ, স্বজাতি, আর
সারা জগতের হিতে,
তুমি যেন পার সদা
আপনা ঢালিয়া দিতে;

১৯

পূর্ণ হোক, তোমা হ'তে
স্বজনের শুভ আশ,
বিভু-পদে ভিক্ষা মাগি,
পুরুক এ অভিলাষ।

২০

ফুলমালা গেঁথে আজি,
কচি গলে দিতে চাই;
করিয়া "দুরন্তপণা"
ছিঁড়ে ফেলিও না ভাই!

অসভ্য জাতির বিবরণ।

পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটী অংশের নাম "শ্বেত মনুষ্যের সমাধিস্থান"। এ স্থানে অনেক ইউরোপীয়ের মৃত্যুঘটনাই এ নামের কারণ। এ অঞ্চলে অনেক নিগ্রো দৃষ্ট হয়, এ নিমিত্ত ইহাকে নিগ্রোগণের বাসভূমি বলাই সঙ্গত। দেশের মধ্যভাগ উচ্চ, কিন্তু তীর সকল স্বভাবতঃ নিম্ন এবং প্রশস্ত, নদী সকল জলাভূমির মধ্য দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই সকল জলাভূমি ইউরোপীয়গণের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। দাসব্যবসায় অনেক দিন হইতে এ অঞ্চলে প্রচলিত। ইউরোপীয়গণ কুলীর কাজ করাইবার নিমিত্ত নিগ্রোদিগকে আমেরিকা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। পণ্য-দাস সংগ্রহের জন্য নিগ্রোজাতি পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত। রাত্রিকালে হঠাৎ একটী গ্রাম আক্রান্ত হইত। যাহারা বাধা দিত, তাহারা নিহত হইত এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইত। ইংলণ্ডের কতিপয় সাধু ব্যক্তির যত্নে দাস-ব্যবসায় রহিত হইয়াছে এবং দুর্বৃত্ত লোকেরা যাহাতে চুরি করিয়া ক্রীতদাস লইয়া যাইতে না পারে, এজন্য যুদ্ধজাহাজ সকল তীরে স্থাপিত হইয়াছে।

আফ্রিকায় বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে। তথা হইতে দেড় কোটী টাকার নারিকেল তৈল প্রতি বৎসরে রপ্তানি হয়। নিগ্রো জাতি অনেক প্রকার আছে, এবং ইহাদের মধ্যে কম বা বেশী বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ইহাদের চর্ম্ম কাল, কেশ পশমের ন্যায়, শ্মশ্রু বিরল, মাথা লম্বা ও সরু, হনু উচ্চ, নিম্নের চোয়াল লম্বা, নাসিকা চাপা ও ঠোঁট পুরু। ইহারা স্বভাবতঃ বলবান্। ছোট ছেলেদের ন্যায় ইহারা কখনও নিষ্ঠুর ও কখন দয়াশীল হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নীল, লোহিত ও পীতবর্ণের ক্যালিকো কাপড় পরিধান করিয়া থাকে। সকলেই বড় বড় বুকজামা পরিয়া থাকে। আফ্রিকার কোন কোন অংশের অবিবাহিত স্ত্রীলোকগণ শরীরের উপরিভাগ অনাবৃত এবং বিবাহিত স্ত্রীলোকগণ বক্ষঃস্থল আবৃত রাখে। বিবাহিত স্ত্রীলোকগণ আরও তাহাদিগের সন্তান বহনের সুবিধার জন্য পশ্চাদ্‌ভাগে এক প্রকার কাপড়ের ঝুলি বাঁধিয়া থাকে। ইহারা কোমর বন্ধনের জন্য মালা বা দড়ি, এবং শরীরের শোভা বৃদ্ধির জন্য ইয়ার রিং, হার প্রভৃতি নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে। কেশজাল লম্বভাবে আঁচড়াইয়া থাকে এবং সম্মুখে মাঝখানে খাঁজ করিয়া উভয় পার্শ্বে শৃঙ্গের ন্যায় চূড়া করিয়া থাকে।

এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ নিরামিষভোজী, কিন্তু মাছ কিম্বা মাংস পাইলে তাহাও পরিত্যাগ করে না। ইহারা শস্য হইতে কাঁজী প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালের খাদ্য তৈয়ার করিয়া থাকে। ইহা বাজারে বিক্রয় করা হয় এবং ইহার আস্বাদ ঘোলের ন্যায়। পরিবারস্থ প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ জলপূর্ণ এক একটী কুমড়োর বাটী হস্তে লইয়া থাকে, এবং ইহাতে কাঁজী ঢালিয়া পান করে। কখনও ইহা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। তখন ইহা জেলীর ন্যায় কঠিন হয় এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁঠালপাতে মুড়িয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। এই খাদ্য সায়াহ্ন খাদ্যও হয়। ডিম্ব সিদ্ধ, ভাত এবং মৎস্য কিম্বা পক্ষীর ঝোল ইহাদের সৌখিন খাদ্য। মিঠা আলু, কুমড়া, শা, কলা, আনারস প্রভৃতি এ দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নিগ্রোরা মদ্য যথেচ্ছ পান করে। অনেকে নস্য লয়, কিন্তু তাহা নাকে না দিয়া জিহ্বাতে টিপিয়া দেয়।

উদাসীনের চিন্তা।

সুধাময়ীর বয়স প্রায় ষট্‌-পঞ্চাশৎ বৎসর। এ বয়সে একদিন তিনি দর্পণ লইয়া আপনার মুখ দেখিতেছেন। দেখিতে পাইলেন শ্যাম কেশদাম প্রায়ই শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দন্তগুলির অধিকাংশ খলিত হইয়া পড়িয়াছে—দুই চারিটি মাত্র স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান, তাহাদেরও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা নাই। চক্ষুর্দ্বয়

কৌতূহল। ললাটদেশ আকুঞ্চিত চর্ম্মাবৃত, ভ্রূযুগলের দুই চারি গাছি রোম শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। নয়নদ্বয়ের নিম্নপ্রান্তে গণ্ডদ্বয়ের চর্ম্ম লোল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার বদনমণ্ডলের সে লাবণ্য নাই, সে সৌষ্ঠব নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বার্দ্ধক্যের রাহু আসিয়া তাঁহার জীবনচন্দ্রমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি বুদ্ধিমতী ও বিদুষী। সম্মুখে দেয়ালের গায়ে তাঁহার যৌবনকালের একখানি ফটোগ্রাফ লম্বমান ছিল, দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িল; তৎক্ষণাৎ যৌবন-বিকসিত মুখমণ্ডলের সহিত বার্দ্ধক্যের তুণ্ডের তুলনা করিতে লাগিলেন। তুলনা করিয়া দেখিলেন, আকৃতির অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন: এ পরিবর্ত্তন কেন? যৌবনের সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী হয় না কেন? সৌন্দর্য্য-প্রিয় বিশ্বস্রষ্টা সৌন্দর্য্যের খনি যৌবনকালকে বার্দ্ধক্য রাহুর মুখে ফেলিয়া দিতেছেন কেন? মনে অনেক সমস্যার উদয় হয়, আবার মনেই তাহা এক প্রকার পূরণ হইয়া যায়। সুধাময়ী ভাবিয়াছিলেন তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর তিনি স্বয়ং করিতে সমর্থা হইবেন, কিন্তু কোন শেষ মীমাংসাতেই উপনীত হইতে পারিলেন না। তিনি যে স্থলে বাস করিতেন, সে স্থলের অনতিদূরে এক যোগী পুরুষের আশ্রম ছিল। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার নিকটে গিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া লইবেন; তাই তথায় গমন করিলেন। যথাযোগ্য অভিবাদনের পর তাঁহাকে একে একে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

সুধা। বাবা! জগতে কেবল পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, কেন এমন হয়?

যোগী। মা! পরিবর্ত্তন জগতেরই ধর্ম্ম। সুন্দর ফুলটী গাছে ফুটিয়া উঠিল, দুদিন পরে তাহার সৌন্দর্য্য কোথায় মিশাইয়া গেল! ঐ যে নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডল দেখিতেছ, যাহা স্থূল দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তাহাও চিরকাল থাকিবে না। দীর্ঘকাল থাকিতে পারে, কোটি বৎসর থাকিতে পারে, কিন্তু কালে ইহাও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তুমি আমি তাহা না দেখিতে পারি, মানবসৃষ্টি তখন না থাকিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টবস্তুমাত্রই কালের ক্রীড়নক, কালে উহার লয় হইবে। অনন্তজ্ঞানময় ভূতভবিষ্যদর্শী পরমাত্মার নিকট কিছুই চিরস্থায়ী থাকিবে না। ইহা একটী অমোঘ সত্য।

সুধা। বাবা! যে পরিবর্ত্তনের কথা মনে মনে ভাবিতেছিলাম তুমি তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে তাহার সাধারণত্ব প্রতিপাদন কল্লে মাত্র; কিন্তু পরিবর্ত্তন জগতের ধর্ম্ম হলেও উহা কেন ঘটিতেছে, তাহার উত্তরত পাইলাম না।

যোগী। ঈশ্বরের ইচ্ছাই ইহার কারণ। তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

সুধা। বাবা! তুমি আমার সন্দেহ

আরও বাড়াইয়া দিতেছ। আমরা ঈশ্বরকে ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় জ্ঞানময় এবং মঙ্গলময় বলিয়া জানি। তবে তাঁহার এরূপ স্বকৃত সৌন্দর্য্য বিনাশের ইচ্ছা হইতেছে কেন? কত শক্তি ব্যয় ক'রে সুন্দর বস্তুটী রচনা কল্লেন, আবার তাহা বিনাশের জন্য শক্তিক্ষয় কচ্চেন কেন? তুমি বলছ এ জ্ঞানময় ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত। নিরীশ্বরবাদী এতাদৃশ সৃষ্টি ও সংহার ক্রিয়া দেখিয়া কি উহা বালকের খেয়াল মনে কর্ত্তে পারে না? বালক যেমন খেয়ালে পুতুলটী গড়ে এবং খেয়ালে পুতুলটী ভাঙ্গে, কোনও উদ্দেশ্য থাকে না, বিশ্ব-রচনা ও ভঙ্গ করা কি তদ্রূপ খেয়ালের কার্য্য নয়?

যোগী। আমরা অন্য উপায়ে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ না জানতাম, কেবল কার্য্য কারণ বিচার ক'রে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণীত হ'ত, তা হলে নিরীশ্বরবাদীর সিদ্ধান্তই ঠিক হ'ত। জগতের দুই চারিটী কার্য্য দেখিয়া বিচার কল্লে জগৎ-রচয়িতার জ্ঞান প্রমাণিত না হইয়া বরং অজ্ঞান ও অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। তুমি যে সৌন্দর্য্যের কথা বলছ সে সৌন্দর্য্য কি? সৌন্দর্য্য পরিমাণ করিবার কি কোন সাধারণ ব্যবস্থা আছে? যাহা তোমার নিকট সুন্দর, তাহা অপরের নিকট সুন্দর নহে।

সুধা। ভাল, গোলাপ ফুলটি যে সুন্দর, সে বিষয়ে কি দুটী মত আছে? এমন কি কোন মানুষ আছে যে গোলাপকে কুৎসিত বল্‌বে?

যোগী। কোন কোন বিষয়ে মানব সকল একমত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যে মানব-মনের সহিত মত মিলাইয়া গোলাপকে সুন্দর বল্‌বেন, তার প্রমাণ কি?

সুধা। তিনি যে বল্‌বেন না, তার প্রমাণ কি কিছু আছে?

যোগী। বস্তুর গুণসমূহের সুশৃঙ্খল সমাবেশই সৌন্দর্য্যবোধের জনক। তুমি পাঁচটি বস্তু কিম্বা পাঁচটি ফুলের সুশৃঙ্খল সমাবেশ দেখিয়া গোলাপকে সুন্দর বলিতেছ, ঈশ্বর অনন্ত ভূত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের সহিত মিলাইয়া গোলাপের বিচার করিতেছেন, সুতরাং এক সময়ে গোলাপের অস্তিত্ব শোভাবৃদ্ধির কারণ হইলেও অন্য সময়ে তাহার অস্তিত্ব শৃঙ্খলার বাহিরে পড়ে বলিয়া শোভা নাশের কারণ হয়, এজন্য তাহার রক্ষা অপেক্ষা বিনাশ দ্বারাই সৌন্দর্য্য বজায় থাকিতেছে। তোমার দৃষ্টিশক্তি সীমা-বদ্ধ বলিয়া গোলাপের অস্তিত্বকে এক সময়ে শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করিতে পারিতেছ না।

সুধা। আপনি যাহা বলিলেন তদ্দ্বারা কেবল সম্ভাবনাই প্রমাণ হয়। কিন্তু ঈশ্বর যে গোলাপটীকে শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করিয়া তুলিয়া লইতেছেন, তাহার নিশ্চয়তা কি?

যোগী। আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ অন্য উপায়ে না জানিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়

করিয়া কিছু বলিতে পারিতাম না। ঈশ্বরকে জ্ঞানময় কর্ত্তারূপে জানি বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি যাহা শৃঙ্খলার বাহিরে পড়িতেছে, তাহাই তুলিয়া ফেলিতেছেন।

সুধা। আপনি বল্লেন ঈশ্বরের স্বরূপ অন্য উপায়ে জানিয়াছেন। সে উপায় কি ?

যোগী। সে উপায় আপ্ত বাক্য।

সুধা। ওমা! এ যে একটা ফারসী কথার মত বোধ হয়।

যোগী। তুমি কি এ কথা কখনও শুন নাই? হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সকল আপ্ত বাক্য সূত্রে প্রাপ্ত; এ কথা কি তুমি জান না?

সুধা। এমন কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আপনি ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

যোগী। ঈশ্বর ভক্তের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং কখন কখন জীবের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেন। ইহাই অবশেষে শাস্ত্রে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ এবং খ্রীষ্টানের বাইবেল এইরূপ আপ্ত বাক্য সূত্রে প্রাপ্ত।

সুধা। আপনি বল্লেন, ঈশ্বর ভক্তের নিকট আত্মস্বরূপ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রকাশ করেন, তবে অভক্তের উপায়? আর ভজনা কর্ত্তে কর্ত্তেই না ভক্ত হয়? সুতরাং ভক্তকে ভক্ত হইবার পূর্ব্বেই ভজনা কর্ত্তে হবে অথচ ভক্ত না হলে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ভজনার উপায় জানতে পারা না যায়, তাহা হলে ভজনা হবে কিরূপে?

যোগী। মানবের মনে তাহার অতি-রিক্ত কোন শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক; এবং সে শক্তির সন্তুষ্টির এবং অসন্তুষ্টির উপর তাহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, এ বিশ্বাসও স্বাভাবিক। বর্ত্তমান অসভ্য জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস আলো-চনা করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং যে শক্তির সন্তুষ্টির উপর মানবের মঙ্গল নির্ভর করে, সে শক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাও মানবমনে স্বতঃই উদিত হয়। প্রথমতঃ মানুষ যাহাতে নিজে সন্তুষ্ট হয়, তদ্দ্বারাই আপনার অতীত শক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকে। এ স্থলেই ভজনার সূত্রপাত। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে করিতে যাহার চিত্ত একটু পবিত্র ও উন্নত হয়, তাহাকেই ভক্ত আখ্যায়িকা প্রদত্ত হয়। প্রথম এতাদৃশ লোকের চিত্তেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিফলিত এবং ব্রহ্মবাণী শ্রুত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অধিকারের ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অভক্তগণ ইহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে, এবং ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। ক্রমে মানবসমাজ যতই উন্নত হয়, ততই জনসাধারণের মনে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত এবং ব্রহ্মবাণী শ্রুত হইয়া থাকে। এখন বুঝিলেত?

সুধা। আপনার নিকট আজ বহু-মূল্য ধন পাইলাম। আমার বহুদিনের

সন্দেহ দূর হইল। আমি সময় সময় আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ উপদেশ গ্রহণে জীবন সার্থক করিব।

যোগী। তুমি যখন সুবিধা পাইবে, তখনই আসিবে। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে পারিলে আমার বড় আনন্দ হয়, কিন্তু আমার নিকট বহু লোকে সংসারের কামনা লইয়া আসিয়া থাকে। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় সময় বৃথা নষ্ট হয়। তোমার মত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর সহিত আলাপে সময় সার্থক হয়।

অতঃপর দুর্গাগতি যোগি-প্রবরের চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এক দর্পণে মুখ দর্শন তাঁহার অমূল্য জ্ঞানলাভের সোপান হইল। সংসারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে, তাঁহারা উহা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যান। প্রত্যেক নরনারী যদি সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তাশীল ও সচেতন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনেক অমূল্য নিধি লাভ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানধনের কাছে আলেকজাণ্ডারের রাজ্যসম্পদও তুচ্ছ পদার্থ।

রুষীয় সম্রাটের রাজ্যাভিষেক।

রুষীয় মহারাজ্যের বিবরণ গত বৈশাখের বামাবোধিনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে এত বড় রাজ্য আর নাই। ইহা পুরাতন মহাদ্বীপের প্রায় অৰ্দ্ধাংশ। গত মাসে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এই মহারাজ্যের মহাসিংহাসনে সমারোহে অভিষিক্ত হন। ইহাঁর পিতামহ প্রথম নিকোলাস এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহীদিগের গূঢ় কৌশলে রাজপথে গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে যাইতে হত হন। ইহাঁর পিতা ২য় আলেকজাণ্ডার 'ভীম কান্ত' উভয়গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রজাদিগের অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় নিকোলাস একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষ। কয়েক বৎসর হইল ইনি যেরূপ সামান্য বেশে আসিয়া ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের স্মরণ আছে। ইহাঁর বিবাহের আয়োজন হইতে হইতে পিতার মৃত্যু হয়, এই জন্য বিনা আড়ম্বরে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এক বৎসরের পর তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে তিনি একটী সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে চীন সম্রাটের প্রার্থনা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে যেমন ভক্তি, বিনয় ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি আছে, ইহাতেও সেইরূপ। ভূপতিগণ রাজার রাজা বিশ্বরাজের চরণাশ্রিত হইয়া শাসনভার গ্রহণ করিলে প্রকৃত রাজধর্ম্ম

পালনের উপযুক্ত হন। রুষীয় সম্রাটের প্রার্থনার মর্ম্ম এই :—

"হে ঈশ্বর! তুমি স্বয়ং আমাকে তোমার এই লোকমণ্ডলীর শাসনকর্ত্তা ও বিচারকরূপে মনোনীত করিয়াছ। আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দাও। আমার গন্তব্য পথ তোমার আলোকে আলোকিত কর এবং অবলম্বিত গুরুতর পরিচর্য্যাব্রত কিরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেও, যেন মহাবিচার-দিনে তোমার নিকট দণ্ডার্হ না হই, আমার কার্য্যের উপযুক্ত হিসাব দিতে পারি।"

মস্কৌ মহানগরের যে ধর্ম্মমন্দিরে সম্রাটের অভিষেক হইয়াছে, তাহা ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চারি শত বৎসরের অধিক হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে এক বৃহৎ ঘণ্টা আছে, তাহা ওজনে ৮৮৭৸০ মণ, তাহার পরিধি ৪৬ ও উর্দ্ধাধঃপরিমাণ ১৪ হাত। ১৭৩৩ সালে যখন ইহা গঠিত হয়, শুনা যায় অনেক মহিলা আপনাপন অলঙ্কার খুলিয়া গলিত কাঁসায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে ঘণ্টাটী নানা ধাতুময় হইয়াছে। সম্রাটের অভিষেক-সময়ে ঘোর ঘটায় এই ঘণ্টাধ্বনি হইয়াছিল।।

সুখ ও দুঃখ।

এ সংসারে সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। জগতে প্রকৃত সুখী কে? সকলের হৃদয়ের অভ্যন্তরেই কোন না কোন দুঃখ আছে, কারণ প্রকৃত সুখ এ নশ্বর সংসারের নয়।

যদি কেহ কখন প্রকৃত সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবু তিনি বলিতে পারিবেন না যে, নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত মনে সেই সুখ উপভোগ করিয়াছেন, কেননা তখনও ভাবী দুঃখের আশঙ্কা তাঁহার সেই বিমল সুখকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাই বলি, সংসারে সুখ নামে কোন পদার্থ নাই।

আজ পতিগতপ্রাণা পত্নী পতির করুণ হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইতেছেন, কিন্তু তখনই কি তিনি প্রকৃত সুখী? ভাবী বিরহ চিন্তায়, বা যদি কখন এমন হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় সেই আশঙ্কায় তাঁহার সুখোদ্দীপ্ত হৃদয়কে মলিন করিতেছে।

আবার স্নেহময়ী জননী প্রাণের পুত্তলি শিশুর মুখকমল দর্শন করিয়া কত তৃপ্ত হইতেছেন, বার বার সেই মুখে অজস্র স্নেহমাখা চুম্বন বর্ষণ করিতেছেন, হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিতেছেন, কিন্তু তখনই কি তিনি প্রকৃত সুখী? না, কখনই নয়; তখনও সেই প্রাণাধিক ধনের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে! তাই বলি, সংসারে সুখ নাই, সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হইয়া

কেহ কখন সুখী হইতে পারে নাই, পারিবেও না।

অপরে হয়ত অনেক সময় ভাবে "অমুক কেমন সুখী!" কিন্তু বাস্তবিক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহারও অন্তর হইতে দুঃখ বাহির হইয়া পড়িবে।

তবে যাঁহারা সাংসারিক নহেন, শুধু পরমার্থ চিন্তাই যাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। সাংসারিক নিয়মে কখনই তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট ও মলিন করিতে পারিবে না। অনন্ত অচিন্ত্য ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাই তুচ্ছ সংসার তাঁহাদিগের করায়ত্ত, তাই এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থে তাঁহাদের সেই অটল অচল হৃদয়ের কোনই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না।

অন্য দিকে সুখ দুঃখ ভগবানের দান, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু কয়জন তাঁহার সমস্ত দান প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন? তিনি যাহা দান করেন, তাহাই অমূল্য। তবে আমরা অধম, তাই সেই সত্য সনাতনের স্নেহের দান প্রফুল্লমনে গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি যাহা করিতেছেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু সব সময়, সব অবস্থায় কয় জনে ধীরভাবে এ কথা ভাবিয়া থাকেন?

আমরা সুখ পাইলে, যিনি সেই সুখের প্রদাতা তাঁহাকে ভুলিয়া তুচ্ছ সুখে আত্মহারা হই, তাঁহার দত্ত ধনে ধনী হইয়া আবার তাঁহারই অবমাননা করি, তাই তিনি দুঃখ দেন। যখন বড় সুখে মত্ত হইয়া বিপথে যাই, তখনই দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে বাধা প্রদান করে। দুঃখের সময় সেই সর্ব্বদুঃখহারীকে মনে পড়ে, দুঃখে অকৃত্রিম ভক্তির সহিত আরাধ্য দেবতার—জগৎপাতা জগদীশ্বরের আরাধনা করি, তখন হৃদয় প্রকৃত নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইতে থাকে। কিন্তু সেই দুঃখ যদি আবার দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়, তবে পুনরায় তাঁহার আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপী আমরা তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই—বুঝি না বা বুঝিতে চাহি না যে, আমাদের বড় সুখের, বড় চাঞ্চল্যের পরিণাম ফল স্বরূপ এই অবশ্যম্ভাবী দুঃখ। ইহাতে তাঁহার কোনই অপরাধ নাই, অপরাধ আমাদেরই।

যিনি আমাদের সুখের জন্য এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর হৃদয়মুগ্ধকারী পত্র, পুষ্প, বিটপী, ব্রততী রচনা করিয়াছেন, ধরণী শস্যশ্যামলা ও নদ-নদীভূষিতা করিয়াছেন, বিনা কারণে আমাদিগকে দুঃখ দেওয়া কখনই তাঁহার অভিলষিত হইতে পারে না। আমরা তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রমপূর্ব্বক তাহার ফলস্বরূপ ক্লেশভোগ করি, আবার না বুঝিয়া সর্ব্বতাপহারী জগজ্জীবন দয়াময়কে দোষী করি, কি ভ্রান্তি!

কিন্তু ভ্রান্ত নয় কে? ভ্রান্তি মানবমাত্রেরই স্বভাব। বড় দুঃখে পড়িয়া যখন তাহার কূল কিনারা দেখিতে পাই

না, তখনইত বলি "দয়াময় এই কি তোমার দয়া ?" কিন্তু জানি না যে তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনও কাহাকে কষ্ট দেন না। তিনি বিচারক, সুবিচার তাঁহাকে করিতেই হইবে, তাই হাজার দয়ালু হইলেও সেই সময় আমাদের কষ্ট প্রশমন করিবার শক্তি তাঁহারও নাই। তবু সেই অবস্থার মধ্যেও তিনি আশা-বারি সিঞ্চনে আমাদের দগ্ধ মরু প্রাণকে সজীব, সুশীতল ও আশ্বাসিত করেন। আমরা মূঢ়, সেই ভূতভাবন জগৎপতির স্বভাব মাহাত্ম্য মানব চরিত্ররূপে ধারণা করিয়া আপনা আপনি ক্লেশ ভোগ করি।

অপরাধী সন্তানকে জনক জননীও ত কঠোর শাসন করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের অপেক্ষা বরং তাঁহারাই অধিক মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন। কে জানে বিশ্বজননীও আমাদিগকে নিয়মের অনুরোধে শাসন করিয়া সেইরূপ কষ্ট ভোগ করেন কি না? যাঁহার অসীম অনন্ত স্নেহের কণিকামাত্র পাইয়া সংসারের জনক জননী এত স্নেহময়, সেই প্রেম-পারাবারের হৃদয়ে আমাদের জন্য কত প্রেম রহিয়াছে, তাহা কি ক্ষুদ্র মনে আমরা ধারণা করিতে সক্ষম ?

তবে মাঝে মাঝে পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায় কেন ? এইত বিষম সমস্যা !! জানি না, কেন অনেক স্থলে তাঁহারা অত্যন্ত যাতনা পাইয়া থাকেন ; আবার পক্ষান্তরে জগৎবিখ্যাত মহাপাপীদিগকে নির্ব্বিরোধ সুখভোগ করিতে দেখা যায়, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে অদ্যাবধি কেহ পারে নাই।

কেন, কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ কি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা অল্পবুদ্ধি মানবে কি বুঝিবে ? তিনি যতটুকু বুঝিবার ক্ষমতা দেন, আমরা ততটুকু বুঝিতে পারি, কেন সব বুঝান না, তাহা তিনিই জানেন।

অনেক সময় অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিধাতা ধার্ম্মিক লোকদিগকে অযথা ক্লেশ দিয়া তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পরীক্ষা করেন, আবার পাপীদিগকে ইহ জন্মে সুখ দিয়া পর জন্মে কঠিনতর শাস্তির জন্য প্রস্তুত করেন। কেহ ইহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই, ইহা সত্য কি মিথ্যা কে বলিবে ? পরলোক আছে, কি না আছে, তাহাও কেহ জানে না, সমস্তই অনুমান। তবে কিনা এক বিষয়ে দেখা যায় যে, ধার্ম্মিকগণ হাজার কষ্টে পতিত হইলেও কর্ত্তব্যপালন, ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরে নির্ভর তাঁহাদিগের চিত্তে বিমল সুখ শান্তি আনয়ন করিয়া দেয়, কিছুতেই তাঁহারা কর্ত্তব্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। পাপীর অনুতাপ কি ভীষণ, তাহাও সকলেই জানেন। তাহারা ঘটনাক্রমে সাংসারিক সুখের অধিকারী হইলেও নানা কষ্ট যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের সে সুখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

এখন দেখা যাক্ সুখী কারা ? শুধু

ধার্ম্মিকেরাই যথার্থ সুখী, আর কেহই সুখী নয়। যাহাদের সুখ সদা সর্ব্বদা সন্দেহ-বাত্যায় দোদুল্যমান থাকে, তাঁহারা কখনই সুখী হইতে পারে না।

এখন সুখের কথা যাউক। দুঃখ কি? তাহা প্রাণিমাত্রেই অবগত আছে। তাহার হাত এড়াইবার ক্ষমতা কাহারই নাই। ললাট-লিখন—অদৃষ্টলিপির নাম করিয়া সকলেই দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, তবু তাহার তীব্রতা হইলেই হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। সন্তোষের সহিত ঈশ্বরের সব দান গ্রহণ করা কি সাধারণ লোকের কাজ? পতিশোক, পুত্রশোক, কে বিধাতার করুণার দান বলিয়া গ্রহণ করিবে? কে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? সমস্তই এইরূপ। আমরা মানব, যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগকে সুখী করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ। ঈশ্বরকেও সেইরূপ ভাবি; কারণ তাঁহার সামান্য আভাস লইয়াইত মানবের জন্ম, তাঁহার দত্ত জ্ঞানেই তাহারা জ্ঞানী। ইহাতে আমাদের বেশী কি দোষ? তবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার কার্য্য-কলাপ, তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছা, তাঁহার অবিচার সুবিচার বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সুখও যেমন ক্ষণস্থায়ী, দুঃখও সেইরূপ, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"—সুখ দুঃখ চক্রের মত পরিবর্ত্তিত হয়। তাই হতাশ না হইয়া এস আমরা ভ্রাতা ভগিনী সকলে বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার দান সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হই।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৭৬ সংখ্যা—১৫ পৃষ্ঠার পর)

গো-দুগ্ধ—কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ বায়ুনাশক ও অতিশয় উপকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্ত ও বায়ুনাশক। শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ কফকারক ও গুরুপাক। বালবৎসা বা বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধের গুণ ত্রিদোষনাশক। অনেক দিনের প্রসূতা গাভীর দুগ্ধের গুণ ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিকারক, ও অতিশয় বলকারী। ধবলীই হউক বা কৃষ্ণই হউক, যে গাভী ও তাহার বাছুরের বর্ণ এক, তাহার দুগ্ধ ভাল।

গো-দুগ্ধের গুণ—পথ্য, অত্যন্ত রুচি-কর, স্বাদু, স্নিগ্ধ ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। ইহা পিত্ত, ত্রিদোষ, হৃদ্রোগ, বিষ ও বিকারনাশক। আর ইহা পবিত্র, এবং কান্তি, প্রজ্ঞা, অঙ্গপুষ্টি ও বীর্য্য বৃদ্ধি-কর।

দুগ্ধ হইতে দধি, ঘোল, ছানা, ননীত,

ঘৃত ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রত্যূষকালের দুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভনামক-রোগজনক ও দুর্জর অর্থাৎ শীঘ্র জীর্ণ হয় না। এই কারণে সূর্য্য উদয়ের এক প্রহর পরে দুগ্ধ দোহন করিবে। ইহা পথ্য, দীপন, ও লঘু। গোদুগ্ধ-ফেণ খাইলে গ্রহণী রোগের প্রতীকার হয়, এবং মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্রে ঘর্ষণ করিলে শিরোরোগ নাশ হয়।

দধির গুণ—অতি পবিত্র, স্নিগ্ধ, বলকারী, মিষ্ট, অরুচি ও বাতজনিত পীড়ানাশক এবং মলগ্রাহী।

মাখন বা নবনীতের গুণ—ঠাণ্ডা; বর্ণ, বল, শুক্র, কফ, রুচি, কান্তি ও পুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকর; বাত, শূল, কাস, শ্রান্তি ও সর্ব্ব দোষনাশক।

ঘৃত—মেদ, বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, স্মৃতি ও কফকারী। বাত, পিত্ত, বিষ উন্মাদ, শোথ ও জ্বরনাশক।

গোমাংস—ইহার গুণ শ্বাস, কাশ, প্রতিশ্যায় (পীনাস রোগ), বিষম জ্বর, ক্ষয়রোগ ও বায়ু নাশক। ইহা শীত-প্রধান দেশে শ্রমজীবীদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। উষ্ণপ্রধান দেশে নিয়ত গোমাংস ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগাক্রান্ত হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহার মাংসভক্ষণ অতিশয় পাপজনক। কলিকালে মধুপর্কে গোবধ ও গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ। ইহার অনুষ্ঠানে পাপ হয়। শাস্ত্রে এইরূপ গোহত্যা নিষিদ্ধ ও গোদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন ও সম্মান প্রদর্শনের কথা লিখিত থাকাতেই, সাত্ত্বিক হিন্দুগণ গোহত্যার বিশেষ বিরোধী। গোহত্যা-কারী বিধর্ম্মীদিগের সহিত এইজন্যই বহু-দিন হইতে তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। "আইন-ই অকবরী ও মুন্তখব উৎবারিক" পাঠে জানা যায় যে, এই জন্যই প্রজারঞ্জক আকবর বাদশাহ গোহত্যা-প্রথা এককালে উঠাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দু-বিদ্বেষী আরঙ্গ-জেবের সময়ে এই প্রথা আবার বিশেষ-রূপে প্রচলিত হয়। পরে হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে যাহাতে হিন্দুর সমক্ষে কোন মতে গোহত্যা না করা হয়, তজ্জন্য দিল্লীশ্বর শাহ আলম এক নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গের নবাবগণও গো-হত্যা-নিবারণের জন্য যে কিরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা গোলাম হোসেন প্রণীত সিয়ারউলমুতাখিরীন্ নামক ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

গোমূত্র—ক্ষার, কটু, তিক্ত ও কষায় রস, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তি-কারক, মেধাজনক, পিত্তবৃদ্ধিকর; কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদরী, আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধ), নেত্ররোগ, খিলাসরোগ, বাত, বস্তিবেদনা, কাশ, শ্বাস, শোথ, কামলা, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। রজকেরা বলদের মূত্রে বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

গোময়—প্রজাপতির বরে গোমূত্র

ও গোময় পবিত্র হইয়াছে। গোময় দ্বারা দেবদেবীগণের অভিষেক করিবার বিধান আছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, গোগণ একদা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা আপনাকে সম্মান করিব, আপনি আমাদিগের মূত্রে ও পুরীষে বাস করুন। লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও তাহাদের প্রার্থনায় নিত্যই গোমূত্রে ও গোবরে অবস্থিতি করেন। গোময়ে জীবাণু সঞ্চিত হয় ও ইহা হইতে বৃশ্চিকাদি কীট উৎপন্ন হয়।

স্মৃতিমতে বন্ধ্যা, রোগপীড়িতা ও নব-প্রসূতা এবং যে গাভীর শরীর অতিশয় জীর্ণ তাহাদের গোময় গ্রহণ করিতে নাই।

প্রাতঃকালে গাভীর বিষ্ঠা জলে গুলিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে ছড়াইলে বায়ুর দোষ পরিহার হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অপরিষ্কার স্থান ও দ্রব্য সংস্কৃত হইয়া থাকে। এক বার একজন বিজ্ঞ ইংরেজ ডাক্তার জেলসমূহে অত্যন্ত মড়ক হইলে প্রাতঃকালে গোবর ছড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ওয়ালেস্ সাহেব বলেন যে, শুক্‌নো কেক্‌ড়ীর আগুন হইতে যে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, ঘুঁটের আগুন হইতে সেরূপ হয় না। রন্ধনকার্য্যে ঘুঁটের আগুন ব্যবহার করিলে ঘরে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা কম। আরও দেখা যায় যে, ঘুঁটের আগুনের আঁচ অনেকক্ষণ থাকে। উদরাময়-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রন্ধন ঘুঁটের আগুনে করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়। ধাতুর দ্রাবণ প্রায় ঘুঁটের আগুনে হইয়া থাকে। মেটে ঘর দুয়ার, দেয়াল পবিত্র রাখিবার জন্য আমরা প্রত্যহ গোময় লেপন করিয়া থাকি। বাটীর দূষিত বায়ু পরিহার জন্য আমরা প্রত্যহ গহপ্রাঙ্গণে গোবর ছড়া দিয়া থাকি। হিন্দুশাস্ত্রমতে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া কেহ যদি অশুচি হয়, তবে সে ব্যক্তি গোময় ভক্ষণ করিলেই পবিত্র হয়।

গোময় কৃষিক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ঘুঁটের আকারে জ্বালানি কাঠের কার্য্যও করিয়া থাকে।

গোময় ও গোমূত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহারে এবং গোজাতির প্রতি যত্নে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস করেন, এ কথাটি বড়ই সত্য। ভাবুক আর্য্য ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই গোবধ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আজ কালকার লোকে এই সত্যটী ঠিক্ বুঝিতে পারিলেই দেশে পূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিবে, আশা করা যায়। (ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩০১ সংখ্যা ৫৫ পৃষ্ঠার পর)

পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে দুই পারে দুই ব্যক্তি ডুবিয়া, একজন জলমধ্যে ঘণ্টাধ্বনি কিম্বা অন্য কোন শব্দে আঘাত করিল, আর একজন জলমধ্যে অধিক দূরে থাকিয়াও শুনিতে পায়, ইহার কারণ জলের স্থিতিস্থাপকতা। কঠিন ও তরল উভয় পদার্থই শব্দ বহন করিতে পারে। জল অপেক্ষা কঠিন পদার্থ শব্দ শীঘ্র বহন করে। আর বায়ু অপেক্ষা জলাদি তরল পদার্থে শব্দের গতি প্রায় চতুর্গুণ। অতএব, বায়ুতে ১, জলে ৪ এবং শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্য দিয়া ১৬ গুণ দ্রুত গমন করিয়া থাকে। বায়ু সর্বাপেক্ষা বিলম্বে শব্দ বহন করে। মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যুদ্ধকালে বিপক্ষদিগের গতিবিধি শীঘ্র শুনিতে পাইবেন বলিয়া, স্বীয় সেনাগণকে নিঃশব্দ হইতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং ভূমিতে কর্ণ পাতিয়া শুনিতেন।

শূন্যে শব্দ হইলে বায়ুর কম্পন চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। মসৃণ দেওয়াল অথবা সমপৃষ্ঠ জল কেবল একদিকের ব্যাপ্তি মাত্র নিবারণ করে, অথচ উহা দ্বারা শব্দ বহু দূরে নীত হয়। মসৃণ দেওয়ালের নিকটস্থ ব্যক্তিরা দূর হইতেও কথোপকথন করিতে পারে, এবং হ্রদের নিকট কুকুরের শব্দ কখন কখন সন্ধ্যাকালে পাঁচ মাইল অন্তরেও শুনা গিয়াছে। গোলাকার ঘরের দেওয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া দুইজনে পরস্পর দূরস্থিত হইয়া অতি আস্তে পরামর্শ করিতে পারে।

দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে শব্দ ভাল শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ প্রথমতঃ, দিবাভাগে অনেক গোলমাল হইতে থাকে, দ্বিতীয়তঃ, দিবাভাগে সূর্য্যতাপ দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সর্ব্বদা উপরে উঠিতেছে, এবং উহার অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিতেছে। রাত্রিকালে বায়ুস্তরের এরূপ পরিবর্তন হয় না। প্রায় সকল বায়ুস্তরেই একরূপ উত্তাপ ও একরূপ সান্দ্রতা (density) থাকে; সুতরাং একরূপ সান্দ্রতাযুক্ত পদার্থের মধ্য দিয়া আসাতে শব্দের অধিক হ্রাস হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল, তদ্দ্বারা পাঠিকাগণের মনে অবশ্যই এরূপ ভাবের উদয় হইবে যে, শব্দ ও আলোকের প্রতিফলন প্রভৃতির নিয়ম যখন একরূপই হইল, তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় দূরশ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে; ফলতঃ দূরশ্রবণের যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৃষ্টিবিজ্ঞান-শাস্ত্র-প্রসাদে যেমন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নূতন চক্ষু হইয়াছে, শব্দ-বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারাও তেমনই বধিরের কর্ণ

হইয়াছে বলিলেই হয়। ক্ষীণশ্রবণ ব্যক্তি-দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত এক প্রকার শিঙ্গার আবিষ্কার হইয়াছে, ঐ শিঙ্গার যে মুখে শব্দ প্রবেশ করে তাহা প্রশস্ত; যে মুখ কর্ণে সংলগ্ন করা হয়, সে মুখ সংকীর্ণ; পার্শ্বদেশ এরূপ বক্র যে, বায়ুর কম্পন সকল তদ্দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া কর্ণের নিকট আসিয়া অধিশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শব্দ সকল ঘনীভূত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শ্রবণ যন্ত্রের ন্যায় আবার কথন-যন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। দূরস্থিত ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার পক্ষে উহা বিলক্ষণ উপযোগী।

কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে কর বাঁকাইয়া ধরিলে এক-প্রকার শ্রবণ-যন্ত্রের কার্য্য হইয়া থাকে। শ্বাপদ জন্তুগণের কর্ণ সম্মুখদিকে কোর করা, এই নিমিত্ত তাহারা সম্মুখদেশ হইতে আগত শব্দ সুন্দররূপ শ্রবণ করিতে পারে। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের যে উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতে ঐরূপ হওয়াই আবশ্যক, কারণ পলায়মান পশুগণের সঞ্চার-ধ্বনি শ্রবণ করাই তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায়। এ দিকে শশক প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু উহাদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদের কর্ণ পশ্চা-দ্দিকে কোর করা। এরূপ হওয়াতে তাহারা ধারণকারী জন্তুর সঞ্চার অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিতে পারে।

প্রতিফলিত শব্দ সমুদায় এক অধিশ্রয়ে সংগ্রহ করিবার যে উপায় আছে, প্রাচীন-দিগের মধ্যে তাহা অবিদিত ছিল না। "ডায়নিসিয়সের কর্ণ" নামক সাইরা-কিউস নগরের কারাগারে যে যন্ত্রটী ছিল, তাহা অতিশয় কৌতুকাবহ। উক্ত কারাগারের অন্তশ্ছাদের এরূপ গঠন ছিল যে, সামান্য শব্দ করিলেও তাহা ঘনীভূত হইয়া একটী অধিশ্রয়ে সমবেত এবং একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ দ্বারা দূরে নীত হইত। ডায়নিসিয়স সেই সুড়ঙ্গের প্রান্তে বসিয়া বন্দীদিগের সমুদায় পরামর্শ শুনিতেন।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৭৬ সং—১৭পৃষ্ঠার পর)

ক্রিমি।

১। খেজুরপত্রের রস অথবা পালিতা (মাদার) পত্রের বা ঘেঁটু পত্রের (ভাঁট পাতার) রস কিম্বা চূণের জল ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করাইলে ক্রিমি রোগের শান্তি হয়।

২। উচ্ছেপাতার রস গরম জলে মিশাইয়া

পান করাইবে, তাহাতে ক্রিমি রোগের নিবৃত্তি হয়। শূন্যোদরে নিমপাতার রস মধুসহ সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

৩। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলা গুড়ি, হরীতকী এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, তক্রের সহিত বাটিয়া ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

৪। আনারসের কচি পাতার রস মিছরির গুঁড়ার সহিত সেবন করিলে, অথবা কিঞ্চিৎ সোমরাজের বীজ লবণের সহিত খাইলে ক্রিমি নিবারণ হইয়া থাকে।

৫। মূলতানি হিং, মুসব্বর, রেউচিনি, কাবাবচিনি, প্রত্যেকটী সমভাগ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া মসুর কলায়ের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ১টী বটী উষ্ণ জল সহ সেবন করিবে। ইহাতে ক্রিমি ও তদানুষঙ্গিক অজীর্ণ, উদারাময় ও তরল ভেদ নিবৃত্ত হয়।

৭। কাঞ্জি, নালিতাপাতার জল, চিরেতার জল, চুণের জল, মধুসহ বিড়ঙ্গ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

৭। শাঞ্চি শাকের পাতার রস দুই তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি সমুদায় মৃত ও পতিত হয়।

বাতবেদনা।

১। রসুন এক তোলা, খোরাসানি ১ তোলা, লাল ভেরেণ্ডার শিকড় ১ তোলা কাঁজী হুঁকার জলে বাটিয়া আর উষ্ণ করিয়া, অথবা কৃষ্ণ জীরা শিমুল, নাটার বীজের শস্য ও শুঁঠি সমভাগে লইয়া আদার রসে উত্তমরূপে বাটিয়া অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া বেদনা-স্থানে দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে, বাত-বেদনার শান্তি হয়।

২। কর্পূর ১ ভাগ, তার্পিণ তৈল ২ ভাগ, সর্ষপ তৈল ৪ ভাগ, একত্রে মিশাইয়া মালিশ করিলে, বা চূর্ণ ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া লেপ দিলে, অথবা বালুকার পুটলী উষ্ণ করিয়া সেঁক দিলে বাত বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

৩। দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বালা, শুঁঠ, দেবদারু, এই সকলের কাথ এরণ্ডতৈলের সহিত সেবনে আমবাত আরোগ্য হয়।

৪। বাতরোগগ্রস্তদিগের অত্যন্ত কামড়ানী-স্থানে মেটে তৈল বা কেরোসিন তৈল অথবা শুকের তৈল মাখাইয়া খানিকক্ষণ রৌদ্র লাগাইলে ঘর্ম্ম হইয়া আশু কামড়ানী নিবারিত হয়।

৫। ঘোলের সহিত কৌঁড়রা গুড় মিশাইয়া সেবন করিলে বাতের উপকার হয়।

৬। পায়ের গোড়ালি বা পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা হইলে গরম উনানের বা গরম ইটের উপর পা চাপিয়া ধরিলে ভাল হয়।

৭। বিছুটীর শিকড় কোমরে ধারণ করিলে কোমরের বাতে-ধরা আরোগ্য হয়।

৮। চুণ ও হরিদ্রা একত্র মিশাইয়া

ঈষদুষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিলে মচকান বেদনা আশু তিরোহিত হয়।

৯। সিমপাতার রস চূণের সহিত মিশাইয়া পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে গলবেদনা নিবারিত হয়।

১০। কৃষ্ণ ধুতুরার পাতা উনানের পোড়া মাটীর সহিত লবণ দিয়া বাটিয়া, ২।৩ বার উহা মালিস করিলে বাত ভাল হয়।

১১। বিছুটীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে গাত্রের আমবাত আরোগ্য হয়।

স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

যে নারী পতির প্রিয় হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারা ও সংযতচিত্তা, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করেন এবং পরলোকে অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন।

আমরা উপরে আদর্শ রমণীর লক্ষণ ও সৌভাগ্যসূচক যে প্রাচীন শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম, স্বর্গগতা অঘোরকামিনী রায়ের জীবনে ইহার সার্থকতা দর্শন করিয়াছি। এইজন্ত আনন্দের সহিত ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

অঘোরকামিনী বাঁকীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে বাতাশ্রয় করাতে ১৮ দিন পীড়া ভোগ করিয়া গত ২১শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার বিয়োগে কেবল ইঁহার আত্মীয়গণ নহেন, যাঁহারা ইঁহার বিষয় কিছু জানিতেন, তাঁহারা সকলেই মর্ম্মাহত হইয়া হাহাকার করিতেছেন।

১৮৫৪ সালে জেলা ২৪ পরগণার টাকী গ্রামের এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের ঘরে অঘোরকামিনীর জন্ম হয়। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন প্রকাশ বাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রকাশ বাবু ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরী কলেজে যখন বি, এ, পড়েন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে গৃহচ্যুত ও নিরুপায় অবস্থায় পতিত হন। এই সময় তাঁহার পত্নীর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর মাত্র। প্রকাশ বাবু ডাকবিভাগে একটী কার্য্য জুটাইয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। স্বামীর তখন আয় অল্প এবং তিনি নানা স্থানে বদলী হওয়াতে সাংসারিক সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন, কিন্তু পত্নী সেই অল্প বয়সে মিতব্যয়িতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষতা দ্বারা স্বামীর সকল অভাব পূরণ ও কিছু কিছু সংস্থান করিয়া দিতে লাগিলেন। পতি পত্নীর মধ্যে প্রেম গাঢ় হইতে লাগিল এবং পবিত্র আধ্যাত্মিক দাম্পত্যযোগে সংসারধর্ম্ম পালন করিলেন, উভয়েরই

মনে এই আশা প্রবল হইল। স্বামীর সাহায্যে স্ত্রী শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং গৃহকার্য্য করিয়া যে সময়ে অবকাশ পাইতেন, স্বামীর সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও স্বামীর বৈষয়িক কার্য্যের সহায়তায় তাহা ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সংসার বড় সুখের সংসার হইল।

১৮৮১ সালে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে কলিকাতায় স্বর্গীয় বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই ঘটনায় অঘোরকামিনীর জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত ও এক নূতন পথে ধাবিত হয়। কেশব বাবু অনেকটা মানবপ্রকৃতির জহরী ছিলেন। তিনি এই রমণীকে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁহার মধ্যে যে অতি উচ্চ দেব-ভাব লুকায়িত আছে, তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি ইঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "আমার জীবনের একটী বড় সাধ যে জগতের সম্মুখে আদর্শ রমণী-চরিত্র ধরিয়া দেখাই; তোমার মত মেয়েকে হাতে পাইলে সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি।" সাধুমুখের এই কথা অঘোরকামিনী ঈশ্বর-বাণী বলিয়া অনুভব করিলেন এবং ইহা তাঁহার হৃদয়ে অমোঘরূপে মুদ্রিত হইল। তিনি ক্রমাগত সেই কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন এবং কলিকাতা হইতে বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া অন্তরে তাহাঁরই কল্পনা করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইল, হৃদয় প্রশস্ত হইল এবং আত্মার মধ্যে পবিত্র উচ্চ আশা দিন দিন সঞ্চারিত হইতে লাগিল। এ সময় তাঁহার সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। তিনি স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, উভয়ে আর সাংসারিক ভাবে জীবন যাপন করিবেন না, উভয়ের মিলন আধ্যাত্মিক মিলন এবং এখন হইতে সেই ভাবে জীবনগঠনের জন্য উভয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিলেন। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা স্ত্রীর হস্তে দিতেন এবং স্ত্রী তাহা কেবল নিজের বা স্বামী ও সন্তানগণের সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ না করিয়া ঠিক্ ঈশ্বরের ইচ্ছানু-সারে ব্যয় করিতে চেষ্টা করিতেন। অঘোরকামিনী জানিতেন টাকা ঈশ্বরের পবিত্র গচ্ছিত ধন, বাজার হইতে কোনও জিনিস পত্র আসিলে তাহাও ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ না করিয়া ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার গৃহ একটী অতিথিশালার ন্যায় ছিল, নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন এবং গৃহিণী পরিতোষপূর্ব্বক অতিথিদিগের সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করিতেন। কত পিতৃহীন সন্তান ও নিরুপায় বিধবা তাঁহার গৃহে আশ্রয় লাভ করিতেন। তিনি সংসারকে যথার্থ ধর্ম্মের সংসার এবং গৃহকে সেবালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। দিনের মধ্যে পাঁচ বার ব্রহ্মোপাসনা হইত এবং সমস্ত দিন তথায় ঈশ্বরের নাম শ্রুত হইত। "যিনি

এই গৃহে একদিন বাস করিয়াছেন, তিনিই ইহার স্বর্গীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রকাশ বাবু নিজে অতি সরলপ্রকৃতি সাধু সদাশয় পুরুষ; তিনি দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা উৎসাহশীল এবং স্ত্রীকে তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিতেন। স্ত্রীও তাঁহার প্রিয় কার্য্যকে প্রাণের প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

বাঁকীপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, অঘোরকামিনী প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর ইচ্ছা হইল, বালিকাদের জন্য একটি "Boarding House" আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু সুন্দররূপে তাহা গঠন ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালন করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের মনোগত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না এই জন্য তিনি একটী অসমসাহসিক কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। বয়স্কা গৃহিণী, সন্তানগণের জননী—আপনার ঘর সংসার পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমনপূর্ব্বক বালিকার ন্যায় শিক্ষাকার্য্যে কি প্রবৃত্ত হইতে পারেন? এ দেশে কোনও রমণী এ পর্য্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন কি? অঘোরকামিনী বিশ্বাসের আলোকে চলিতে শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে "পারি না" এ কথা বিশ্বাসীর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেই হইবে, এই তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে গমন করিয়া কুমারী থোবরণের স্কুলের অধিবাসিনী ছাত্রী (boarder) হইলেন এবং বোর্ডিংএর বন্দোবস্ত কিরূপ এবং তাহার কার্য্য কিরূপে চালাইতে হয়, এ সকল তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করিলেন। কি জ্ঞানস্পৃহা কি ইচ্ছা শক্তি, কি দায়িত্ববোধ, কি পর-হিতার্থে ত্যাগস্বীকার! বিশ্বহিত-ব্রতধারিণী খ্রীষ্টীয় রমণীগণের সংসর্গে বিশ্বহিতসাধনের ইচ্ছা তাঁহার মনে আরও প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণরূপে সেই কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন।

বাঁকীপুরে প্রকাশ বাবুর স্থাপিত "বালিকাশ্রম" এ দেশের একটী প্রকৃষ্ট শুভ অনুষ্ঠান। ইহা তাঁহার সহধর্ম্মিণী অঘোরকামিনীর পুণ্যকীর্ত্তি। এখানে পিতৃমাতৃহীনা বা পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্না দূরদেশবাসিনী অনেকগুলি বালিকা আছে। অঘোরকামিনী এই আশ্রমগৃহকে আপনার গৃহ করিয়াছিলেন এবং বালিকাদিগকে কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জিত ধনের অনেক অংশ ইহাতে ব্যয়িত হইত। কোন্ ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট-পত্নী আপনার স্বামীর ধন আপনার সাজ সজ্জা ও আপনার সন্তানগণের সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ না করিয়া পরের ছেলেদের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে পারেন? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তিনি আপনার মেয়েদিগের জন্য সোনার বালা গড়াইতে দেন নাই, বলিতেন আশ্রমের বাছাদের

হাতে সোনার বালা না দিয়া নিজের মেয়েদের হাতে তাহা দেওয়া পাপ। কি আশ্চর্য্য দেবভাব!

পরোপকার-ব্রতে তিনি আপনার জীবনকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে যেখানে রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা, সেইখানেই তিনি উপস্থিত হইতেন এবং প্রাণপণে তাহার অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। পরের সেবা শুশ্রূষায় তিনি ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বোধ করিতেন না, প্রত্যুত তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি কার্য্য করিতে কখনও ক্লান্ত হইতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। এক সময় বাঁকীপুরের এক মুন্সেফ বদলী হইয়া যাইবেন, তাঁহার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা এবং একটী পুত্র মুমূর্ষু। অঘোরকামিনী আপনার ঘরসংসার ফেলিয়া সেই বিপন্ন রমণীর গৃহে আসিলেন, মাতার ন্যায় যত্নে দিন রাত্রি সমভাবে সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। আর এক সময় আঁতুড় ঘরে একটী গরিব স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। অঘোরকামিনী এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন এবং যতদিন স্ত্রীলোকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইল, ততদিন তাহার কাছছাড়া হইলেন না। বাঁকীপুরে যখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সকলে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মহোৎসাহের সহিত রোগীদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অনেককে বাঁচাইয়াছিলেন।

নরনারীর আত্মাকে সাংসারিকতা ও পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরের চরণে আনিবার জন্যও তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। কখন কখন তিনি পল্লীগ্রাম ভ্রমণ করিতে যাইতেন, গরিবদিগের কুটীরে গিয়া তাহাদের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেন, এবং ধর্ম্মোপদেশ ও সান্ত্বনা দান করিয়া তাহাদিগকে সুখী দেখিয়া আপনি সুখী হইতেন।

অঘোরকামিনী সংসারাসক্তিশূন্যা ধর্ম্মপ্রাণা বিশ্বসেবা-ব্রতপরায়ণা ছিলেন। এরূপ রমণীরত্ন যে ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবেন এবং পরলোকে তাঁহার পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ অনুপম সুখের অধিকারিণী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রেমময় পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার চির শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন এবং বঙ্গনারীদিগকে তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তের অনুগামিনী করুন।*

* এই জীবনীর অনেক বিবরণ "Unity and Minister" পত্র হইতে সংগৃহীত। বা, বো, স।

অদ্ভুত আখ্যায়িকা।

পূর্ব্ব অঞ্চলে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী একটী মনোহর কুঞ্জকুটীরে পিতা মাতার সঙ্গে একতারা-নাম্নী এক শান্তশীলা বালিকা বাস করিত। বালিকা দর্শনশাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইবে না। এই অল্প বয়সেই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বহুপরিমাণে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হয়। নিভৃত অরণ্যানীর বিকশিত পুষ্পরাজির সহ এই স্থির শান্তশীলা বালিকা চারিপাশে পবিত্র সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া থাকিত।

গোময়-জল ধৌত কুটীরখানি পবিত্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি। পরিষ্কার আঙ্গিনা, চারিপাশে নবদূর্ব্বার শ্যাম আস্তরণ। বালিকার স্বহস্ত নির্ম্মিত উদ্যানভূমী বিধৌত করিয়া পূর্ণ-সলিল আপনার ক্রীড়া করিতেছে। সেই পবিত্র ক্ষুদ্র কুঞ্জগৃহ পরিবেষ্টন করিয়া যমুনা পরিখারূপে সতত বহমানা। এই ক্ষুদ্র বালিকার উপযোগী ক্ষুদ্র কুঞ্জকুটীরে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু দ্রব্যাদি সুশৃঙ্খল ভাবে সুসজ্জিত আছে। সৎশিক্ষাপরায়ণা বালিকা স্বীয়গৃহের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য-কলাপ সমাপ্ত করিয়া দিনের অবশিষ্ট অংশ ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া অতিবাহিত করে। বালিকা একতার খেলাঘরে ক্ষুদ্র চাঁদোয়ার নীচে শালগ্রাম শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট বালিকা ছোট হাতে ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া ডালা ভরিয়া ফুল চয়ন করিয়া আনে। বালিকার ছোট আঁচলখানি শিশিরে ভিজিয়া যায়, ক্ষুদ্র কোমল আঙ্গুলগুলি ফুলরেণুতে মাখা মাখা হয়।

শিশু রবি কোলে করিয়া যখন উষা দেবী পূর্ব্বগগনে উদিত হয়, বালিকার প্রাণের সেতারটি পুলকে বাজে। সে বায়ু-চুম্বিত লহরীমালায় চূর্ণকুন্তল ছড়াইয়া তরঙ্গা-য়িত পদ্মবনের প্রান্তে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। ছোট ছোট পাখীদল কোলাহল করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়। সে আনন্দে পুষ্পসজ্জিত ডালা লইয়া পূজা করিতে বসে। সে পূজা দেখিলে বিলাস-বাসনা-বিহীন মানবের অন্তরেও বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভগবৎ-প্রেমানুরাগে যখন তাহার পদ্মনেত্র ছল ছল হয়, হাসির উপরে আঁখির জল গড়াইয়া পড়ে, তখন বনদেবতাও তাহাকে পূজা করিতে থাকে, কেননা তাহার শরীরের উপরে সদ্যোজাত শিশির সিঞ্চিত হয়। দক্ষিণা হাওয়ায় ছিন্নবৃন্ত কুসুমনিচয় প্রতিনিয়তই মাথার উপর পড়িতে থাকে। সেই সময় আবার নব-কোকিলাও কলকণ্ঠে কুহুধ্বনি ঢালিতে আরম্ভ করে।

বালিকার পিতা মাতা অদূরে উপবেশন করিয়া এই স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। সরলতা, ধৃতি, ক্ষমা ও নিষ্ঠা নামে একতার আরও চারিজন সখী আছে,

তাহারাও একতার সরলতায় অনুপ্রাণিত।

একতার বিষয়াভিলাষ নাই, ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা নাই, রূপের আকাঙ্ক্ষা বা যশের তৃষা বা বিলাসের স্পৃহা নাই, মান বা অভিমানের লেশমাত্র নাই। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কেবল ভগবৎস্নেহানুরাগের প্রবল আধিপত্য। তাঁহার সঙ্গিনীগণও সম্পূর্ণ তাঁহারই মতাবলম্বিনী।

একতা শয়নোপবেশনেও ভগবদনুগ্রহ বিস্মৃত হইত না। যদিও তাহার অবিদিত ছিল না যে, এই বাহ্য জগৎ সেই অনন্ত পুরুষের ছায়া মাত্র, আধ্যাত্মিক রাজ্যে আপনার আত্মাতেই পরমাত্মার প্রকৃত বিকাশস্থল, তথাপিও সৃষ্টির অনুধ্যানে স্রষ্টার কিঞ্চিৎ আভাস সন্দর্শন করিতে ভাল বাসিত। তাই বর্ষার সায়ংকালে ঘোর বেগবতী যমুনার কুলকুলধ্বনি, মৃদুল বাতাসে লতিকাদলের অলকদামে শিশির-শিকর-মিশ্রিত পরাগচূর্ণে অলঙ্কৃতা ভ্রমরার নিদ্রিত ছবি দেখিয়া শান্তি বোধ করিত। ক্ষুদ্র বালিকার সুখের দিনগুলি এই ভাবে ধীরে ধীরে গত হইল। পঞ্চদশ বৎসরের বালিকা এখন ষোড়শ বৎসরের পূর্ণ অবয়বা যুবতী। এখনও অবিবাহিতা, চারি পাশের সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবক দল তাঁহার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। একতা কিছুতেই পিতা মাতার অবাধ্য নহে। কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। তাহার কারণ এই চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় একতা একদিন নির্ম্মল যমুনা-সৈকতে উপবেশন করিয়া নীল যমুনা-ঊর্ম্মির অদ্ভুত পতন উত্থান নির্নিমেষনেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ভাব এবং কল্পনার মাঝখান দিয়া মনটা কখন স্বর্গে উঠিতেছিল, কখন পাতালে ডুবিতেছিল, কখন জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, কখন বা অণু হইতে অণু হইয়া ক্ষুদ্র মানবের পদতলে দলিত হইতেছিল, আবার বৃহৎ হইতে বৃহৎ হইয়া পরোপকারব্রতধারিণীরূপে ধর্ম্মজগতের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একটী সুমধুর গীতধ্বনি কর্ণগোচর হওয়াতে তাহার সে মোহ ভঙ্গ হইল। ভ্রমরা-ভর-স্পন্দিত পল্লব-মধ্যস্থিত বিকশিত গোলাপপুষ্পবৎ ঈষৎ বিচলিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। যাহা দেখিল তাহাতে সুখে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল, কি দেখিল? একখানি বজরার ছাদের উপর চেয়ারে বসিয়া এক জন তরুণবয়স্ক যুবক গান করিতেছেন। যুবককে কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমার বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। একতা সতৃষ্ণ লোচনে সেই অনুপম মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সুন্দর, এমন মধুর জিনিষ যে জগতে আছে, তাহা যেন সে এই প্রথম জানিতে পারিল। নৌকা তীর ঘেঁসিয়া চলিতেছিল, অতএব একতা ইহাও দেখিল যে, সেই যুবাপুরুষের চল চল নেত্রদ্বয় তাহার মতনই সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সঙ্গীতের এক একটী কথা এক একটী পবিত্র দেবতার মত স্ব-ইচ্ছায় বাহির হইয়া আকাশপথে উত্থিত হইতেছে। সর্ সর্ করিতে করিতে পালের নৌকা কোথায় চলিয়া গেল। গ্রীবা উত্তোলন করিয়া একতা সেই চঞ্চলগামী নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা আর দেখিতে পাইল না। কিন্তু সেই সঙ্গীতরব—

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী"—সুখের স্বপ্নের মত অনেকক্ষণ কাণে বাজিতেছিল। তাহার পর সরীসৃপের ন্যায় চঞ্চলগমনে সন্ধ্যাদেবীর সমাগম হইল। একতা উঠিল, তাহার নিস্তরঙ্গ মানস সরসে ঘোর চঞ্চলতার ঢেউ বহিল। সে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা পাইয়াছিল যে, "পতিভক্তি ভগবদ্‌ভক্তির প্রথম সোপান," অতএব এই চাঞ্চল্য ভাবকে মন হইতে বিদূরিত করিবার এবং চঞ্চল হৃদয়কে সংযত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না। মন যাহাকে চাহিবে, একতা তাহাকেই বিবাহ করিবে, এই তাহার স্থির সঙ্কল্প ছিল। আজ তাহার মন বিহঙ্গিনীর ন্যায় পাখা বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম-জগতের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পতি দেবতার অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সে রাত্রি একতা কেবল সেই মুখের সেই সঙ্গীত স্বপ্নে শুনিতে শুনিতে রজনী প্রভাত করিল। পর দিন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপের কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। নিত্যকর্ম্ম সমাধা হইলে প্রাণের অনির্দ্দিষ্ট আদেশে যমুনার সেই বালুকাময় তটদেশে গিয়া উপবেশন করিল। ক্ষণকাল পরে তেমনি লহরের উপর লহর তুলিতে তুলিতে বজরা আসিয়া পঁহুছিল।

একতা দেখিল সেই দেবকুমার তেমনি ভাবে বসিয়া গান করিতেছে।—"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী, আমায় দেও দুখ দেও তাপ সকলি সহিব অয়ি।" একতা প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ দেখিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ববৎ চারি চক্ষের মিলন হইল। দেখিতে দেখিতে নৌকা কোথায় চলিয়া গেল, একতা আর দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যা হইল দেখিয়া একতা ভগবান্‌কে প্রণাম ও সেই দেবপুত্র লাঞ্ছিত যুবককে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার হৃদয় আজ নূতন বলে বলীয়ান্। আজিও সে সারা রজনী সেই যুবককে স্বপ্নে দেখিল "যেন তিনি মানব নন—দেবতা। সেই দেবতার পূজার আয়োজন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল।" পরদিন অপরাহ্ণে হঠাৎ একটা এলোমেলো বাতাস উঠিল। একতা যমুনা সৈকতে উপবেশন করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া নৌকা আসিয়া পঁহুছিল।

প্রবল বাতাসে নৌকা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। মাঝিরা অনেক পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু নৌকা অল্প অগ্রসর হয় আবার দ্বিগুণবেগে পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া যায়। এমনি ভাবে নৌকা চলায় অনেক ব্যাঘাত হইল। এ বিলম্ব একতার

পক্ষে প্রীতিকর নয় কি? অনেকক্ষণ পরে নৌকা চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক হইয়া একতা যমুনালহরী অবলোকন করিতেছে, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেইখান দিয়া চলিয়া যায়। একতার সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল এবং ধীরকণ্ঠে কহিল, কে তুমি? রমণী সেই মহিমাময়ী একতার দেহবিকাশের পারিপাট্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, মনে মনে কহিল তুমিই বা কে? বুঝি বা সমস্ত দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবে! জানি না তুমি কাহার অঙ্কলক্ষ্মী। অয়ি কুটীরবাসিনি। তোমাকে দেশের সাম্রাজ্ঞী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকাশ্যে কহিল আমি রাজার দাসী। বলা বাহুল্য যে এ দেশে একজন রাজা আছেন। একতা কহিল, তুমি কোথা যাও? দাসী বলিল, আমাদের যুবরাজ প্রত্যহ এই খান দিয়া বজরায় জলপথে বেড়াইতে যান। আজ অসাবধানতা বশতঃ একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ ফেলিয়া গিয়াছেন, রাজমাতার অনুমতিক্রমে সেই বস্তুটি তাঁহাকে সমর্পণ করিতে যাইতেছি। হঠাৎ রাজপুত্রের কথা শুনিয়া একেবারে যুগপৎ হরিষ, বিষাদ, ভয়, লজ্জা একতার হৃদয়ে বহিয়া গেল। (সে জানিত যে দেশের রাজা ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের স্বজাতি)। একতা বাধ বাধ আওয়াজে বলিল, কি জিনিষ?

দাসী রাজপুত্রের জিনিষ, রাজমাতার অনুমতি ভুলিয়া গেল, নিতান্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা হইয়া নিজের অজ্ঞাতে ওড়নার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যের বাক্স বাহির করিয়া একতার হাতে দিল। চাবী বাক্সের সঙ্গে যুক্ত আছে। পবন শিহরিণী বাপীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একতা বাক্স খুলিল, খুলিবা মাত্র নির্ম্মাল্যের সুগন্ধে প্রাণ মাতিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র বাক্সে চন্দনচর্চ্চিত প্রসাদি পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার ভিতর একখানি ফটোগ্রাফ রহিয়াছে, তাহার নীচে নাম লেখা আছে "কুমার রাজসিংহ"। একতা দেখিল নিজ হৃদয়ে যাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এ মূর্ত্তি তাহারই—একতা আনত-আননে কহিল, ঝি! এই ছবিখানি আমাকে দিতে পার? দাসী কহিল, হাঁ পারি। একতা কহিল, আপনার জিনিষ ছাড়া হইয়া রাজপুত্র তোমায় ভৎর্সনা করিবেন না? হাঁ করিবেন বৈ কি, কিন্তু আমি তখন উত্তর দিব, বলিয়া দাসী বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! তাহার পরদিন হইতে একতা আর রাজপুত্রকে সে পথে দেখিতে পাইল না।

এই ভাবে বছর দুই চলিয়া গেল। সখীরা জিজ্ঞাসা করিল "দেবভক্তির প্রথম সোপান স্বামিভক্তি" ভুলে গেছ কি?

একতা নম্রমুখে উত্তর করিল, না ভুলি নাই।

সখীগণ কহিল, হৃদয়মন্দিরে দেবতা স্থাপন কবে হইবে?

একতা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, এ হৃদয় শূন্য নহে। সখীগণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল

"দেখিলাম যেন কোন দেবের কুমার"
অলক্ষ্যে পশিল আসি হৃদয়ে আমার"।
সঙ্গীতে একতা সখীদের প্রশ্ন পূরণ করিত।

প্রকাশ্যে মনোভাব ব্যক্ত করা একতার স্বভাবসিদ্ধ নয়। স্বামী পাইয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছে, বাহ্য জগতের অনিত্য সুখে তাহার আন্তরিক স্পৃহা ছিল না, তার পিতা মাতার অবাধ্যাতাচরণ করার কারণ এই। এই ভাবে দিন যাইতেছে, হঠাৎ এক দিন ভোর বেলায় ভীষণ হাহাকার রবে গ্রাম কম্পিত হইল; অচিরে সংবাদ আসিল, এ সংবাদ একতার কুটীরেও পহুছিল—"কুমার রাজসিংহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন"। এ সংবাদ শুনিয়া একতা ব্যতীত সে কুটিরে আর কাহারও কিছু হইল না।

বেলা ৭টার সময় কুমার রাজসিংহের চিতানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারি পাশে পিপীলিকাশ্রেণীবৎ লোক দণ্ডায়মান। গঙ্গা বারি কম্পিত করিয়া প্রভাতের বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছে। ওই পূর্ব্বাকাশে বালারুণ আজ অস্ফুট, ম্লান। এই বার এক ঝাপ্টা বাতাসে চিতার আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল, এমনি সময় স্বর্গের দেবীর মত একজন রমণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সেই স্থানের সহস্র সহস্র মানব সন্তানকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ করিয়া সেই রাজকুমারের প্রজ্বলিত চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। রমণীর শরীরে নববিবাহিতার সাজ—হৃদয়ে কুমার রাজসিংহের ছবি। এ অদ্ভুত রহস্য আর কেহ বুঝিল না, বুঝিল কেবল সেই দাসী।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী জুন মাসে ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বকালের ৬০ বর্ষ পূর্ণ হইবে। এতদুপলক্ষে একটী মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে।

২। খ্যাতনামা স্বর্ণকার বাবু শ্রীকৃষ্ণদাস ময়ুরভঞ্জ রাজার জন্য একছড়া হার প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার মূল্য বাইশ হাজার টাকা। ইহাতে আটচল্লিশ খানা হীরা বসান আছে।

৩। চীনমন্ত্রী লিহুং চাঙ্গের স্ত্রীর এক হাজার পরিচারিকা। পঞ্চাশ প্রকারে তাহার কেশবিন্যাস হয়। তাঁহার দুই-হাজার রকমের পোশাক আছে। চীনে এত বড় ধনী স্ত্রীলোক আর নাই, কিন্তু তথাপি তিনি স্বয়ং সংসারের হিসাব পত্র রাখিয়া থাকেন।

৪। এবার দার্জিলিঙে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, অনেক স্থলে পাহাড় ধসিয়া পড়িয়াছে। ঝড়ও অতি প্রবল হইয়াছে।

৫। এত দিন হিন্দুদিগের চিতাভস্ম

ধাপায় নিক্ষিপ্ত হইত। কলিকাতার নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাট হইতে চিতাভস্ম লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করা হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৬। মজঃফরপুরের উত্তরাংশে গণ্ডক নদীর উপরে একটি প্রকাণ্ড ভাসমান সেতু নির্ম্মিত হইতেছে।

৭। রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর দিয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ষ্টীম ট্রামওয়ে চলিবে।

বামারচনা।

খোকার হাসি।

আনিও না ও'রে নিকটে আমার,
ও বড় সময়-চোর;
হাসিতে খেলিতে, খেলিতে হাসিতে,
বেলা ব'য়ে যায় মোর!
কি জানি কি আছে ও চাঁদ বদনে
চাহিলে মোহিত হই,
আবেশে অবশ আকুলনয়নে
অনিমেষ চে'য়ে রই।
লহরে লহরে অমৃত সঞ্চরে—
তনু মন পুলকিত।
ছোট দু'টী হাতে কে'ড়ে নিয়া যায়
আমার উদাস চিত!
স্নেহ মমতার দারুণ নিগড়ে
বাঁধিয়াছে প্রাণ মোর,
ছয় মাস কাল না হইতে গত
এ হ'ল বিষম চোর।
প্রাণ চুরি করে, মন চুরি করে,
বিষাদ হরিয়া নেয়,
বিনিময়ে শুধু একটুকু হাসি
সুধা মে'খে ঢে'লে দেয়।

ও—একটী কণিকা হাসির লাগিয়া
ব্রহ্মাণ্ড ত্যজিতে পারি,
জগতের যত আনন্দ উল্লাস
চরণে লুটায় তারি।
হাঁরে! শিশু চোর! কেমন সাহসে
পরাণের ঘরে গিয়া,
প্রাণ চুরি কর হাসিতে হাসিতে
ছোট দুটী হাত দিয়া?
এ'বয়সে তুই যদি রে এমন!
কেমন হইবি পরে?
যত ভাবি তোর ভবিষ্য ভাবনা,
বিষাদে নয়ন ঝরে!
বুঝি এত হাসি, এত রঙ্গলীলা
র'বে না র'বে না তোর,
নয়নের কোণে শুকা'য়ে মরিবে
মোহের মোহন ঘোর।
এ' অমৃতরাশি ফুরাবে তোমার
তৃষায় জ্বলিবে প্রাণ,
সারাটী জীবন অবসান হবে
গাহিয়া খেদের গান!

শ্রীমতী শ।

No. 379. August, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৯ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৩—আগষ্ট, ১৮৯৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাদাগাস্কারের পরিণাম—কিছুদিন হইল ফরাসীরা মাদাগাস্কার দ্বীপ জয় করেন। ফরাসী (সেনেট) মহাসভার আদেশে ইহা একটী ফরাসী উপনিবেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

দান—ডাক্তার এস. কে. বর্ম্মন্ কলিকাতার দেশীয় মেডিকাল কলেজে (College of Physicians and Surgeons of Bengal) ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। অন্যান্য ধনাঢ্য দেশহিতৈষিগণেরও এই শুভ কার্য্যের সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

শ্যালিকা-বিবাহ—ইংলণ্ডের লর্ড সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে শ্যালিকা-বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইয়াছে। যুবরাজ ও রাজবংশের অনেকে ইহার প্রবল সপক্ষ।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক—অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ইংলণ্ডীয় বৈজ্ঞানিক সভা হইতে বিজ্ঞান-ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে একটী বৈজ্ঞানিক মহাসভা হইবে, জগদীশ বাবু তথায় উপস্থিত হইবার জন্য গত ২১এ জুলাই সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছেন।

নূতন রেলওয়ে—ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেল আছে। এখন ময়মনসিংহ হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত ইহা বিস্তারিত হইবে। রেলপথ ৪০ মাইল বাড়িবে।

ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক—১৮৯৬-৯৭ সালের পারিতোষিক রচনার মূল্য ৪০ টাকা। বিষয় "একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য", ইহার

উপগন্তা হয়েন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে. আদ্যা শক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যা শক্তি অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীবসৃষ্টি হয়, সেইরূপ মহাকাল সহযোগে আদ্যা শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণবেরা এই আদ্যা শক্তিকে রাধিকা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে যে, গোলোকে রাসমণ্ডলে রাধিকা একটী অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন; সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন। এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্য মহত্তত্ব। মহত্তত্বই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এ স্থলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমরা যে তমোগুণকে মহাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তিনিই বৈষ্ণবদিগের নবীন-নীরদ-দ্যুতি কৃষ্ণ, গোলোকে নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। রাসলীলার অর্থ গুণভেদে বহুরূপা শক্তি সহযোগে সৃষ্টি। গোলোকের অর্থ অসীম ব্রহ্মমণ্ডল।

অনন্তর প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সূক্ষ্ম ব্রহ্মা, সূক্ষ্ম বিষ্ণু ও সূক্ষ্ম মহেশ্বর বলিয়া থাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই তিনের যে সমষ্টি, তিনি পরম বিন্দু শব্দে অভিহিত হয়েন। এই বিন্দু বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দু শিবরূপ অর্থাৎ চিন্ময়, বীজ শক্তিরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্তির সমবায় স্বরূপ। ফলতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সত্বগুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময়, এবং রজোগুণ উভয়াত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি. নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্র শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই ত্রিবিধ শক্তিকে ইংরেজদের বাইবেল ধর্ম্মপুস্তকে (Father, Son and Holy Ghost) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা কহেন।

পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ মহত্তত্ত্বের কথা (ইংরাজিতে Doctrine of Trinity) উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিন্দু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজ মাত্র। এই ক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্বরূপে পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহ্নি স্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্র স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন।

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ

শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। মূল প্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেমন তদাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তদাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরা শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তিসমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন। শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কারণ শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক্ হয়েন না, উভয়ের পরস্পর-অধীনভাব সম্বন্ধ মূল প্রকৃতি হইতে জগতের চরম-সৃষ্টি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ, এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হইল, ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল ভূত রূপে পরিণত হয়। আপাততঃ বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূতের পরস্পর বিভেদক একটী সামান্য লক্ষণ বলা যাইতেছে। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু কহে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটী আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি

হইল, সেই সময়ে সেইরূপ নাদ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ুসৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তির এবং বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে তেজের সৃষ্টিসময়ে নাদ হইতে পাদেন্দ্রিয় ও তৈজস শক্তির এবং বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টিসময়ে, নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে পায়ুইন্দ্রিয় ও রসশক্তির এবং সাত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয়, ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টিসময়ে, নাদ হইতে জননেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তির এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের অবস্থা চতুষ্টয়ের ন্যায়, বাক্‌শক্তি ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতিরও তন্মাত্রাদিক্রমে অবস্থা চতুষ্টয় হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অসভ্য জাতির বিবরণ।

পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো মাতারা শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখে। ছেলে অত্যন্ত অস্থির হইলে মা দ্রুতগতিতে চলিয়া বেড়ায় ও তাহাতে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। মাতা শস্য চূর্ণ করে, মাথায় মোট বহিয়া লইয়া যায় এবং অন্যান্য সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, অথচ ছেলে যেমন পিঠে বাঁধা, সেইরূপই থাকে। সন্তানের বয়স দুই বৎসর হইলে সে আর মাতৃস্তন্য পান করে না। মা আপনার ছেলেটীর মুখমণ্ডলে যত্নপূর্ব্বক উল্কি অঙ্কিত করেন, তদ্দ্বারা সন্তান কোন্ বংশোৎপন্ন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন না কোন দেবতার নামে সন্তানের নামকরণ হইয়া থাকে। ইফা এক প্রধান দেবতা, অনেক স্থলে তাঁহার নামানুসারে নাম হয়। দশ বৎসরের ন্যূন বয়সে কোন সন্তান মরিলে জঙ্গলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করা হয়। দেশীয় লোকদিগের বিশ্বাস যে, যে ছেলে অল্প বয়সে মরে, তাহাকে পিশাচে ধরিয়া লোকান্তরে লইয়া যায়। কোন ছেলে রোগা হইলে ইহারা মনে করে, সহচর দুষ্ট ভূত ইহার আত্মার অপহরণ করিতেছে। এই ভূতদিগের তুষ্টিসাধনের জন্য বলি দেওয়া হয়, ভূতদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য সন্তানের গলায় ঔষধ বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার গায় কতকগুলি লোহার আংটি পরাইয়া দেওয়া হয়। চলিতে চলিতে আংটি সকল শব্দ করিতে থাকে, তখন তাহারা

মনে করে, সেই শব্দে ভূতেরা পলাইতেছে। দুরন্ত ছেলে মরিলে মা তাহার গায়ে একটী দাগ কাটিয়া দেয়, আর একটী সন্তান হইলে সেই দুরন্ত ছেলে ফিরিয়া আসিল কি না বুঝিতে পারে।

বালিকাদিগের কর্ণে ছিদ্র করা হয়। কোন কোন স্ত্রীলোক নাসিকায় ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ বা একটী পালক প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা মাথায় এক প্রকার কণ্ঠহার পরে এবং হাতে কাচ বা পিত্তলের বাজু পরিধান করে। ১৫।১৬ বৎসর হইলে কন্যাদিগের বিবাহকাল উপস্থিত হয়। বর কন্যার পিতা মাতা বা বন্ধুদিগকে বিবাহের পণ দিয়া থাকে। বালিকারা বা বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকেরা সরু সরু বিগনি করিয়া চুলের শোভা প্রকাশ করে। ইহাতে অনেক সময় ব্যয় হয়। বাটীতে ভাল করিয়া চুলের বিগনি না হইলে বাজারে গিয়া সেখানে কয়েক কড়া কড়ি দিলে ব্যবসায়ীরা সুন্দর করিয়া কেশবিন্যাস করিয়া দেয়। পুরুষেরা নাপিতের কাছে গিয়া ত্রিকোণ বা চৌকোণ, নানা আকারে মস্তক খেউরি করে; কখনও কখনও এককালে নেড়া হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার অনেক স্থানে কড়িই একমাত্র অর্থ। কুড়ি হাজার কড়ির মূল্য ৫৲ টাকা এবং এইরূপ কড়ির এক একটী মোট করিয়া অর্থসংখ্যা গণনা করা হয়। নিগ্রোরা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়। সূর্য্যাস্তের পর এই আমোদ আরম্ভ হইয়া থাকে। মাদল প্রধান বাদ্যযন্ত্র, তাহাদের নৃত্য অনেক প্রকার। কখনও কখনও এক ব্যক্তি দুইটী কাষ্ঠদণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া চলিয়া চলিয়া নৃত্য করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

পুরস্কার।

১

উপরে অনন্ত নীলাকাশ,
ভূতলে অনন্ত পারাবার,
তার মাঝে নীল জল ছুটিতেছে অবিরল,
নরের আশার সম,
সীমা নাহি তার!

২

তীরে, তরু-পত্র-রাজি-তলে
—জাগে মোর নীরব কুটীর,
প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যাবেলা মৃগশিশু করে খেলা,
চঞ্চলচরণ, চারু
চিত্রিত-শরীর!

৩

তেয়াগিয়া মানবের দেশ,
এই বিজনে আচরি সন্ন্যাস;
অশান্তিরে রাখি দূরে আসিয়াছি শান্তিপুরে,
এবে সদা কাণে শুনি
কালের নিশ্বাস!

৪

মানবের পরিচিত মুখ,
স্বার্থ-স্নেহ-জড়িত হৃদয়,
ক্রমে তা যেতেছি ভুলে, আজি পশুপাখি কুলে
ভাল বাসি—চাহি না এ
প্রীতি বিনিময়।

তবে,
একাকী, মা প্রকৃতির লীলা
দেখিতে কাহার মন লাগে ?—
তাই স্মরি লোকালয়!—কিন্তু সে যে বিষ ময়!
মুক্ত পাখী—ছিছি! কভু
বন্দি-দশা মাগে ?

৬

একদিন ভাসিলে চন্দ্রমা,
সাগরের সোণার তরঙ্গে,
হাসিল আকাশ ধরা, সহসা দিগন্তভরা
গীতি-সুধা কোথা হ'তে
শ্রবণেতে পশে!

৭

যেন সত্য পরীর সঙ্গীত!
শুনি হিয়া উঠিল শিহরি,
দেখিনু বিটপি-মূলে অদূর জলধিকূলে,
ছুটায় বালিকা এক
পীযূষ-লহরী!

৮

বিস্ময়-আনন্দে প্রাণ মম,
পূরিল! নিরখি তার মুখ,
ধীরে ধীরে পা' টিপিয়া, দাঁড়াইনু কাছে গিয়া,
পাছে তার গান ভাঙে—
ভয়ে কাঁপে বুক!

৯

উছলে বিশ্বাস সরলতা,
তার আঁখি-নীলপদ্ম দিয়া,
উন্নত আননে মেয়ে শূন্যপানে আছে চেয়ে,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যেন
রয়েছে জমিয়া!

১০

যতক্ষণ গাহিল বালিকা,
রুদ্ধশ্বাসে রহিনু কেবল,
প্রতি তান প্রতি লয়ে, প্রাণে যায় স্রোত ব'য়ে,
ধমনীর উষ্ণ রক্ত
হ'য়ে যায় জল!

১১

যখন ভাঙ্গিল তার গান,
ভুলে আমি আপনা তখন,
দু'হাতে সে মুখ ধরি, দেখিলাম- মরি! মরি!
সোণার ললাটে দিনু
একটী চুম্বন!

১২

সুধিলাম—কে গো তুই বাছা!
কোন্ মা'র সরবস্ব ধন ?
"মা, বাপ, ভগিনী ভাই, আমার কেহই নাই!
সংসারে আমার নাই আপনার জন!"
কহিল সে কচি মুখে,
সজল নয়ন!

১৩

সংসারে কেহই তোর নয়
—সংসার কি এতই নিঠুর ?
আছে বটে বঞ্চ তথা, হিংসা দ্বেষ কপটতা !
তোরেও বাসে না ভাল ?—
এত কি সে ক্রুর ?

১৪

তোর যদি কেহ নাহি হায় !
আমি তবে কেন বেঁচে র'ব ?—
আয় ! হৃদি পসারিয়া, রাখি তোরে লুকাইয়া,
কেউ নাই তোর যদি,
আমি তোরি হ'ব !

১৫

"সন্ন্যাস" থাকুক সিন্ধুজলে
তোরে নিয়ে হইব সংসারী,
তোরে বাছা ! বুকে নিলে, তপস্যার ফল
মিলে !
মূর্তিমতী মুক্তি, আহা !
তুই মা ! আমারি !

১৬

তোর তরে আনন্দে ফিরিব,
পরিত্যক্ত মানব-দুয়ার,
জীবনের সন্ধ্যাক্ষণে দেখি যদি চন্দ্রাননে
ভাসিছে সুধার হাসি
স্নেহ-প্রতিমার,
সে যে শত স্বর্গ-সুখ, ভাবিতে উথলে বুক।
অভিশপ্ত জীবনে সে
দেব-পুরস্কার !!

শ্রী মাঃ।

আব্বাসা।

যাঁহারা আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হারুণ আল্ রসেদের নাম অপরিচিত নহে। ইনি এক সময়ে বোগদাদের সিংহাসন সমলঙ্কৃত, এবং উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় স্বীয় সদ্গুণসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিলেন। আব্বাসা এই হারুণ আল-রসেদের সহোদরা। ইনি যে কেবল নিরতিশয় রূপবতী ছিলেন, এমন নহে; বিদ্যা ও বহুল সদ্গুণ ইঁহার স্বাভাবিক লাবণ্যকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হেতু তাঁহার সহোদর তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। হারুণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, স্বীয় ভগিনীর তদধিক কোন গুণশালী যুবকের সহিত বিবাহ দিবেন। কিন্তু তৎকালে সেরূপ সুপাত্রের অভাব নিবন্ধন, সহোদরার সমকক্ষ বিদ্যাকুশল তদীয় অমাত্য জিয়াফারের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেন। উদ্বাহকালে হারুণ জিয়াফারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই গুণবতী ভগিনী অদ্য হইতে তোমার ধর্ম্মপত্নী হইলেন, ইঁহার সদ্গুণ সকল যাহাতে

পীককুল তায়,
সুখে গান গায়,
বিমোহিত বিভুগুণে।
তাপেতে হয়েছে হের হের রে অধরা ধরা।
মরুত ব্যজন,
করে প্রতিক্ষণ,
জুড়াতে কায়া।
জলদ এখনি তুষিবে ধরণী স্নিগ্ধ বারি দানে।
জুড়াইতে কায়া,
ডাকে মার হিয়া,
ভকত সন্তানে।
যেখানে মা, ঠাঁওা হ'বে তথা, সন্তান নিশ্চয়।
না হ'লে বুঝিব,
বেদনা পাইব,
ভকত সে নয়।
পঁউছে হরষে মাও মাতৃ সন্নিধানে ভাই।
কর উৎসব,
মিলি ভাই সব,
ভিক্ষা তব ঠাঁই।

তিব্বতীয় জাতির মতে মানবের উৎপত্তি।

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিব্বৎ দেশের ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, অতি প্রাচীন কালে এই পৃথিবী জলগর্ভে নিহিত ছিল, ক্রমে উপরে উত্থিত হইল। এই পৃথিবী পাঁচটী দেশে বিভক্ত হইল। সেই পাঁচটী দেশের নাম ভারতবর্ষ, চীন, হুর (কাবুল, পারস্য ও তুর্কিস্থান ইহার অন্তর্নিবিষ্ট), মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত। ভারতবর্ষে দেবতারা বাস করিতেন। ইঁহাদের ভাষা সংস্কৃত; এই জন্য সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা নামে কথিত। চীনদেশ নাগ বা সর্প বংশের আবাসস্থান ছিল। "ড্রেগন" নামক নাগ ঐ সর্পকুলের রাজা ছিলেন। এই হেতু চীনসম্রাট্ অদ্যাপিও এই নাগরাজের পূজা করিয়া থাকেন এবং নাগরাজ-চিত্রিত বৈজয়ন্তী ধারণ করিয়া থাকেন। হুর-দেশে অসুরগণ বাস করিত। এই অসুর সকল সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয় দেবগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সুতরাং ইহাদের উৎপীড়নে দেবরাজ ইন্দ্র অনেক সময়ে শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারিতেন না। মঙ্গোলিয়া দেশে স্রীনপো নামক রাক্ষস-জাতি বাস করিত। ইহারা সর্ব্বপ্রকার মাংস আহার করিত, কোন শস্য কখনও স্পর্শ করিত না। তিব্বতদেশ বানর জাতি কর্তৃক আধিকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে, যখন মহাজল-প্লাবন অন্তর্হিত হইল, সমস্ত জলরাশি উপত্যকা হইতে সরিয়া নদনদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিল, তখন পৃথিবীতে তরু লতা দেখা দিল নিসর্গ সুন্দরী বিবিধ পাদপরাজিতে বিভূষিত হইয়া

মনোহর শোভা ধারণ করিল। মঞ্জুল কুঞ্জবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতত্রীকুলের সুশ্রাব্য সঙ্গীতে মধুর হইয়া উঠিল। অরণ্যে আরণ্য জন্তু দেখা দিল। একদা মঙ্গোলিয়া দেশ হইতে ব্রিন্‌পো-জাতীয়া এক সুরূপা রাক্ষসী আসিয়া তিব্বতদেশীয় চিঠাং উদ্যানে উপনীত হইলেন। এখানে এক বানরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাক্ষসী ঠাকুরাণী মর্কট মহাশয়ের দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু কপিবর তাঁহার প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইলেন না—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রিন্‌পো সুন্দরী সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বকর্ম্মবশে রাক্ষস-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার একান্ত বাসনা, আপনি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।" মর্কটদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য "চেনরিজিগের" শরণাপন্ন হইলেন। ইনি সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর। আকাশ হইতে প্রত্যাদেশ হইল;—"বৎস ইহার অভিলাষ পূর্ণ কর। ইনি তোমার পত্নী। তাহার দেবভাব ইহাঁর অন্তর্নিহিত জানিবে।" উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। মর্কটরাজ পত্নী লইয়া য়ারলা শাম্বু নামক এক তুষার-ধবল পর্ব্বতের কন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ব্রিন্‌পো সুন্দরী ছয় পুত্র প্রসব করিলেন। ছয় পুত্র আকার প্রকারে ছয় প্রকার হইল। ছয় সহোদরের মধ্যে কেহ কাহারও, এমন কি পিতা মাতারও সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু সকলেই পিতার ন্যায় লোমশ ও লাঙ্গুলবান্ হইয়াছিল, এবং জননীর রক্তকান্তি তাহাদিগের মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়াছিল। পুত্রগণ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। পিতা বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে চেঠাং উদ্যানে প্রেরণ করিলেন। সন্তানবৎসলা জননীও তাহাদিগের অনুগামিনী হইলেন। পিতার তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ও জননীর নিকট আপনাদিগের স্বেচ্ছাচারের যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়া বানরবৎসগণ মহানন্দে উদ্যানবিহারে দিন কাটাইতে লাগিল। ব্রিন্‌পো সুন্দরী পুত্রগণের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ লইয়া চেঠাং উদ্যানে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে বহু-সংখ্যক সন্তান সন্ততিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। চেঠাং উদ্যানের ফল মূল ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। আহার্য্যের অপ্রতুল ঘটিল। তখন পিতার কথা মনে পড়িল। সকলে জননীর সঙ্গে সেই গিরিকন্দরে উপনীত হইল। দেখিল পিতা ধ্যানমগ্ন। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পিতার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কি ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল, পিতঃ! আমরা অতিশয় ক্ষুধিত

হইয়াছি, আমাদের খাইবার কিছুই নাই, আপনি আমাদিগকে খাবার দিন। সন্তানগণের এবম্প্রকার অবস্থা জানিয়া মর্কটরাজ সর্ব্বশক্তিমান্ চেনরিজিগকে স্মরণ করিলেন। চেনরিজিগ পরম দয়ালু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে ছয় প্রকার শস্য পতিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ হইল, "বৎস, এই শস্য গ্রহণ কর এবং তোমার সন্তানগণকে দেও, তাহারা যত পারে আহার করুক এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বপন করুক।" এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইবে এবং তাহাতে যে প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ফসল জন্মিবে, তদ্দ্বারা তোমার সন্তানেরা জীবন ধারণ করিবে।" তাহারা তাহাই করিল। কালক্রমে, ঐ শস্য আহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের লাঙ্গুলের পরিমাণ হ্রাস ও দেহের লোম অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পরিশেষে আর লাঙ্গুল রহিল না। মর্কটরাজের এই ছয় সন্তান উত্তর কালে ছয় জাতীয় মনুষ্যের আদিপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এইরূপে মানবজাতির উৎপত্তি হইল। ক্রমে ক্রমে যখন সমস্ত পৃথিবী মানবজাতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন দেবগণ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন, এবং সুমেরু পর্ব্বতের শিখর-দেশস্থ উদ্যানকে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। হর-দেশের আদিম অধিবাসী অসুরগণ ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থান করিতে লাগিল। মঙ্গোলিয়ার রাক্ষসকুল মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে বাস করিতে লাগিল; চীনের নাগবংশ ভূগর্ভে এবং নদ নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিব্বতের মর্কটকুল হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। মানবজাতি মর্কটপিতা এবং মঙ্গোলিয়ার রাক্ষসী মাতা সিনপো হইতে সমুৎপন্ন হওয়ায়, আমিষ ও নিরামিষ এই উভয়বিধ খাদ্য ইহাদিগের আহার্য্যরূপে পরিগণিত হইল। তিব্বতবাসিগণ বানর হইতে সমুৎপন্ন, ইহা তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। পৃথিবীর অন্যান্য মানবজাতির তুলনায় বানরের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে বলিয়া আপনাদিগকে নিরতিশয় গৌরবান্বিত মনে করে। তিব্বতবাসিগণের মতে তিব্বতই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ এবং মানবজাতির জন্মস্থান; এবং মানবের আদিপিতা স্বর্গ হইতে প্রেরিত হইয়া তিব্বতদেশীয় চেঠাং উদ্যানে সর্ব্বপ্রথমে বাস করেন।

রমণীর আত্মদান।

আর্ম্মাণী দেশের একটী পর্ব্বতময় স্থানে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময় অভিনয় অভিনীত হইয়াছে। এমন সুন্দর, মহত্ত্বাবপূর্ণ, এমন প্রেমময় অমিয়ময় অভিনয় প্রাচীনকালে

এই ভারতে অভিনীত হইলেও বর্ত্তমান-কালে ইহা দুর্লভ এবং ইহার মহত্বে বর্ত্তমান সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে।

রমণীর আত্ম-উৎসর্গের জলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ অনেকবার দেখিয়াছে। পবিত্র প্রেমের পবিত্র ভাবে বিমোহিত হইয়া রমণী আপন প্রাণকে উৎসর্গ করিয়াছে, সতীত্বের মহান্ ভাবে মাতোয়ারা হইয়া হাসিতে হাসিতে আপন প্রাণকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী জন্মভূমিকে অসুরাকৃতি ঘোর শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণাঙ্গনে অসুরমর্দ্দিনীরূপে নৃত্য করিয়াছে তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু আজ যে আত্মদানের কথা, পাঠিকা ভগিনি! তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, তাহার প্রকৃতি বিভিন্ন ও তাহার গঠন বিস্ময়পূর্ণ, তাহার অদ্ভুত দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছি। প্রেম কি জানি না, পবিত্রতা কি জানি না, স্বর্গের অধিষ্ঠান কি জানি না, কিন্তু আজ এই আত্ম উৎসর্গের ভাবে বিভোর হইয়া বুঝিতেছি যে, ইহার মধ্যে প্রেম, পবিত্রতা ও স্বর্গ বিরাজমান। তাই আজ প্রেমহীন আমরা বিজাতি বিধর্ম্মী হইলেও সেই আর্য্যাণী নারীদিগকে দেবী-ভাবে স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজা করিতে বসিয়াছি। নয়নজলে তাঁহাদের শ্রীপদ অভিষিক্ত করিতেছি। ভক্তিহীন হৃদয় লইয়া ভয়ে ভয়ে পূজা করিতে যাইতেছি, কি জানি, যদি মলিন হস্তে তাঁহাদের পবিত্র দেহ মলিন হয়! কি জানি, যদি স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যের বায়ুতে বিশুষ্ক হয়!

বেশী দিনের কথা নহে, বিগত বর্ষের আগষ্ট মাসের একদিন প্রভাতে সংবাদ আসিল, তুর্কিরা অসুররূপে নগরে প্রবেশ করিতেছে। রমণীগণের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে। দলে দলে লাবণ্যময়ী ললনাকে ভোগের জন্য বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। গতকল্য রণক্ষেত্রে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই দেশের জন্য প্রাণ দান করিয়াছে। দেশমধ্যে অল্পবয়স্ক বালক ভিন্ন আর কেহই নাই; আর উপায় নাই; কেহই সাহায্যকারী নাই, রক্ষাকর্ত্তা নাই। শত্রুর ঘোর গর্জ্জন ভীষণ ভাবে আকাশকেও নিনাদিত করিতেছে। এক দিকে ঘোর গর্জ্জন, অন্য দিকে বিকট উল্লাসধ্বনি দেশকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। সেই প্রলয়শব্দে পিতৃহীনা, পুত্রহীনা ও পতিহীনার অশ্রু শুকাইল, বদনমণ্ডলে কি জানি কেন, এমন কি জ্যোতিঃ খুলিল, নয়নে এমন কি এক অগ্নিস্ত ভাব উদ্ভাসিত হইল, হৃদয়ে এমন এক বৈদ্যুতিক তেজ প্রবেশ করিল যে, রমণী স্তন্যপায়ী শিশুকে দূরে অপসারিত করিয়া দিল, সুন্দর কুন্তলরাজি কাটিয়া ক্ষীণ কটিকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল। অনিন্দ্যরূপিণী রমণী নৃমুণ্ডমালিনী অসুরমর্দ্দিনীর বেশে সজ্জিত হইল। শিশু সে ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। জগৎও সেই ভাবে স্তম্ভিত হইল। সকলের মুখে এক কথা; সকলের মনে এক ভাব।

কি! আমরা তুর্কির অপবিত্র হস্তে পবিত্র দেহ সমর্পণ করিব? তাহাদের বিলাসের পাত্রী হইব? উপরে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর, আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। ভয় কি! প্রত্যেক গৃহে এই উদ্দীপনা ভাববিদ্যুতের ন্যায় শক্তি দান করিতেছে। সেই তেজে রমণী নাচিয়া উঠিতেছে। কেহই বলিতেছে না, কেহই ডাকিতেছে না, অথচ উন্মুক্ত জলস্রোতের ন্যায় একে একে দলে দলে, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা এক অমিত তেজে উন্মত্তা হইয়া বহির্গত হইতেছে। রমণী শুনিয়াছে, তুর্কিরা আর্ম্মাণী রমণীমাত্রকেই আবদ্ধ করিতেছে, যুবতীর সতীত্ব প্রকাশ্যে নষ্ট করিতেছে, পশুদলের ন্যায় বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাই আজ রমণী পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, পতিশোক, পুত্রশোক তুচ্ছ করিয়াছে। তাই আজ দেবী দানবী হইয়াছে। অঙ্কশায়ী শিশু আজ আর কোমল ক্রোড়ে স্থাপিত নহে, দৃঢ়রূপে পৃষ্ঠদেশে বদ্ধ। তাই আজ হাস্যময় প্রেমময় শিশুর চারুমুখের পানে স্নেহ-দৃষ্টি নাই, স্নেহপূর্ণ চুম্বন নাই। শিশু নিস্তব্ধ, জননী উন্মত্তা। এ দেব-ভাব না আসুরিক? কুসুমকোমলা বিদ্যুৎবরণী নারী চক্ষে জলন্ত জ্যোতি, হৃদয়ে অমিত তেজ, হস্তে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নাচিতে নাচিতে বহির্গত হইল। আজ গৃহ সকল শূন্য, রাজপথে কেবল এই অসুরমর্দ্দিনী রূপিণী নারীরূপ। মধ্যে মধ্যে ভীষণ ঘোর গর্জ্জন। এ কোমল কণ্ঠের কোমল মৃদুমধুর শব্দ নহে। সমুদ্রগর্জ্জন বা ঘনঘটার ঘোর গর্জ্জনের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আকাশে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, আবার সেই প্রতিধ্বনি পার্ব্বত্য প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। কি ভীষণ ভাব! ভগিনি! কল্পনা-চক্ষু উন্মুক্ত কর। দেখ দেখ, অস্থির হইও না। ভয়ে মূর্চ্ছিত হইও না। আজি মহাতীর্থযাত্রীদিগের মহাযাত্রা দেখিয়া ধন্য হও, জন্ম সফল কর। যাত্রীদিগের পদধূলি কি চাও? তোমার কোমল অঙ্গে মর্দ্দন কর! মস্তকে গ্রহণ কর। তুমিও দেবী-প্রসাদলাভে দেবীরূপে পূজিত হইবে।

এ দিকে সম্মুখে মহাশত্রুর দল। তাহাদের ভীষণ গর্জ্জন, মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় অস্ত্রের ভয়াল গর্জ্জনের সহ মিশিয়া নগরকে—পল্লিকে আতঙ্কিত করিতেছে। এই ভীষণ ভাবের মধ্যে তেজস্বিনী বীরনারীদলের সংমিশ্রণ হইল। তুর্কিরা অলোকসামান্যা লাবণ্যময়ী নারী-রত্নমণ্ডলী দর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সম্মুখে যাহা পাইল পদদলিত করিতে করিতে অগ্রসর হইল। সর্দ্দারপত্নী রমণীদলের অগ্রণী হইলেন। তাঁহার ভৈরব গর্জ্জনে অনুপ্রাণিত হইয়া রমণীদল রণাঙ্গনে মরণভয় তুচ্ছ করিয়া করাল কালকবলে মিশিতে রণ আরম্ভ করিল। বিষম যুদ্ধ বাধিল। এ অসম যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে? এ যুদ্ধ অসম

হইলেও বিষম বোধ হইল। ধর্ম্ম ও সতীত্ব যেন মহাশক্তিরূপে রমণীদলকে মহাশক্তি প্রদান করিল। মধ্যে মধ্যে সর্দ্দারপত্নী ভীমভৈরব গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "ভগিনীগণ। যদি ধর্ম্ম, জাতি ও সতীত্ব রক্ষা করিতে চাও, তবে আইস, স্বর্গের দেবতারা আমাদিগকে শক্তি দিবেন। সেই মহাশক্তিতে বলবতী হইয়া আইস শত্রুবিনাশ করি, ভয় নাই। আমাদের পিতা নাই, পতি নাই, ভ্রাতা নাই, পুত্র নাই বন্ধু নাই, কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? ঈশ্বর আমাদের সহায়, তিনি আমাদের বল-বিধাতা। যদি যুদ্ধে প্রাণ যায় ভাল। নচেৎ ঐ নরপিশাচদিগের হস্তে আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়ান্ ধর্ম্ম, আমাদের প্রিয় সতীত্ব রক্ষা পাইবে না। তোমরা কি ঐ নরদৈত্যদিগের অঙ্কশায়িনী হইতে চাও? তোমরা কি যবন-ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে চাও? যদি চাও, পশ্চাতে সরিয়া যাও। আর সময় নাই।" এই উক্তিতে রমণীদল প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সম্মুখে পশ্চাতে দলে দলে রমণীগণ রণাঙ্গনে শয়ন করিতেছে, ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্রের ভীষণাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পতিত হইতেছে; কাহারও দৃক্পাত নাই, ভয় নাই, পশ্চাৎ অপসরণ নাই। পলায়ন কাহাকে বলে কেহ জানে না। দিবা অবসান হইল। অন্ধকার জগৎকে আচ্ছন্ন করিল। সমভাবে যুদ্ধ চলিল। নিশাবসানে রমণীদল আর স্থিরপদে দাঁড়াইতে পারিল না। হস্ত আর অস্ত্র ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাতঃ-সূর্য্যের নবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল যে, শত্রুমণ্ডলী ব্যূহবদ্ধ করতঃ বেষ্টন করিয়া আসিতেছে, নরমাংসলোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া আসিতেছে। প্রবল প্লাবন যেমন দেশ নগরকে ভাসাইয়া ক্রমে অগ্রসর হয়, শত্রুদল ক্রমেই সেইরূপ অগ্রসর হইতেছে। আর রক্ষা নাই, ধর্ম্ম, জাতি, সতীত্ব আর রক্ষা পাইল না। উপায় কি? সর্দ্দারপত্নী চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় চারি দিকেই শত্রুমণ্ডলী। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই দিকে ছুটিল। বাধা মানিল না; কে সে মহাশক্তিরূপিণী রমণীদিগকে বদ্ধ করে? পর্ব্বতের দিকে ছুটিল। শত্রু তখন দূরে।

এদিকে চাহিয়া দেখ। মুষ্টিমেয়াবশিষ্ট রমণীদল দ্রুতপদক্ষেপে শৈলশিখরে উঠিতে লাগিল। সর্দ্দারপত্নী সদ্যোজাত সন্তানকে দৃঢ়রূপে পৃষ্ঠদেশে পুনরায় আবদ্ধ করিয়া লইল। চারি দিকে চাহিয়া বলিল "প্রাণের ভগিনীগণ! ঐ দেখ, সম্মুখে শত্রুদল। আমরা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছি। ঐ দেখ আমাদের ভগিনীগণ রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তোমরা কি চাও; তোমরা কি ঐ নরপিশাচদিগের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিবে, না, স্বর্গের মাধুর্য্য ভোগ করিবে? তোমরা কি শত্রুর ধনরত্নের জ্যোতিতে আপন

আমাদের দেশের প্রাচীন মনু ধর্ম্মের দশ লক্ষণ বলিয়াছেন। তাহা এই—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয়দমন, বিবেক, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ ধর্ম্মের এই দশটী লক্ষণ।

(১) ধৈর্য্য—অর্থাৎ সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিয়া সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করা।

(২) ক্ষমা—লোকে নিন্দা, তাড়না, বা অত্যাচার করিলে সহ্য করিয়া তাহাদের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করা।

(৩) দম—প্রবৃত্তি সকলকে সুশাসিত রাখা।

(৪) অস্তেয়—অচৌর্য্য অর্থাৎ যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা হরণ বা কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ না করা।

(৫) শৌচ—শরীর, বাক্য ও মনকে সর্ব্বপ্রযত্নে পবিত্র রাখা।

(৬) ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ- অর্থাৎ শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলকে অবৈধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া শাসনে রাখা।

(৭) ধী—ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক, যাহাতে সৎ অসতের বিচার করিয়া অসৎ পরিহার-পূর্ব্বক সৎ গ্রহণ করা যায়।

(৮) বিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(৯) সত্য অর্থাৎ সত্য কথন, সত্য চিন্তন ও সত্য অনুষ্ঠান।

(১০) অক্রোধ অর্থাৎ সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া থাকা—শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান ও প্রতিকূল অবস্থায় রাগ বা বিরাগ প্রকাশ না করা।

খৃষ্টধর্ম্ম-গুরু ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের যে দশটী উপদেশ দিয়াছেন তাহা এইঃ—

(১) দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য।

(২) শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

(৩) সুশীলেরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

(৪) ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিরা ধন্য কারণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

(৫) দয়ালুরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দয়া লাভ করিবে।

(৬) নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

(৭) শান্তি সংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান নামে অভিহিত হইবে।

(৮) ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য।

(৯) তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন ও সমুদায় শক্তির সহিত ভালবাস।

(১০) তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর।

প্রাচীন ইহুদীদিগের মতে স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগের ধর্ম্মাচার্য্য মুসার নিকট প্রকাশিত হইয়া এই দশ আজ্ঞা প্রচার করেন :—

(১) আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর; আমার সম্মুখে অন্য কোন দেবতার পূজা করিও না।

(২) ঈশ্বরের কোনও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না।

(৩) তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নাম বৃথা লইও না।

(৪) বিশ্রাম-বারকে পবিত্র দিন বলিয়া মান্য করিবে।

(৫) তোমার পিতামাতাকে সম্মান কর যে, ঈশ্বরের প্রসাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে।

(৬) প্রাণিবধ করিও না।

(৭) ব্যভিচার করিও না।

(৮) চুরি করিও না।

(৯) প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

(১০) প্রতিবাসীর ধনসম্পত্তির প্রতি লোভ করিও না।

বুদ্ধের শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধদেবের দশ আজ্ঞা এই:—

(১) হত্যা করিও না, কিন্তু জীবের প্রতি স্নেহ কর।

(২) চুরি করিও না, দস্যুবৃত্তি করিও না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পরিশ্রমের ফল যাহাতে ভোগ করিতে পারে, তাহার সহায়তা কর।

(৩) অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং পবিত্র জীবন ধারণ কর।

(৪) মিথ্যা কহিও না, সত্যপরায়ণ হও। সদ্বিবেচনার সহিত সত্য কথা কহ, যাহা বলিবে, নির্ভয়ে ও সপ্রেম অন্তরে বলিবে।

(৫) কুৎসাবাদ সৃষ্টি করিও না, তাহা রটনাও করিও না। পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিও না, কিন্তু অন্যের ভাল দিক্ দেখিবে, তাহা হইলে তাহাদিগের শত্রুগণের সম্মুখে তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে।

(৬) শপথ করিও না, কিন্তু ভদ্রতা ও আত্মমর্য্যাদার সহিত কথা কও।

(৭) গাল গল্প করিয়া সময় কাটাইও না, কিন্তু হয় প্রয়োজন মত কথা কও, নয় মৌনী হইয়া থাক।

(৮) লোভ করিও না, হিংসা করিও না, কিন্তু অন্য লোকের সৌভাগ্যে আনন্দ কর।

(৯) হৃদয়কে ঈর্ষ্যার মলা হইতে পরিষ্কার কর এবং মনে ঘৃণা পোষণ করিও না—শত্রুদিগের প্রতিও ঘৃণা করিও না, সকল জীবকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন কর।

(১০) মনকে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত কর, এবং সত্য শিক্ষা করিতে ব্যগ্র হও—নতুবা নাস্তিকতা ও ভ্রান্তিতে পতিত হইবে। নাস্তিকতা ঔদাসীন্য আনয়ন করিবে এবং ভ্রান্তি অনন্ত জীবনের পথ হইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করিবে।

বুদ্ধের মতে শারীরিক পাপ ৩টী—হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার; বাচনিক ৪টী—মিথ্যা, কুৎসা, কটু ভাষণ, ও গল্প; মানসিক ৩টী—হিংসা, ঘৃণা, ভ্রান্তি। এই

দশ নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া দশবিধি পালন করিবে।

মুসলমানদিগকে হিন্দুরা ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁহাদিগেরও মূল ধর্ম্মোপদেশ সকল অতি পবিত্র ও সমাদরণীয়।

মুসলমান-শাস্ত্র-সঙ্কলিত দশবিধি।

১। ঈশ্বর এক, তাঁহা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই এবং তাঁহার অংশ বা সরিক নাই।

২। অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের উপাসনা কর, অবিশ্রান্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর।

৩। দান ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ। অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানব ঈশ্বরের গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, দানের সহায়তা ভিন্ন গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

৪। ঈশ্বর যেরূপ ন্যায়বান, সেইরূপ দয়ালু; অবিশ্বাসী ভিন্ন তাঁহার দয়াতে কেহ নিরাশ হয় না।

৫। রিপুর বশীভূত হইও না, কেননা রিপু সকল ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করে। যাহারা ঈশ্বরের পথভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে গমন করে, তাহারা অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

৬। পিতামাতার সেবা কর, বয়ো বৃদ্ধকে মান্য কর এবং কনিষ্ঠকে দয়া কর।

৭। অতিথি-সেবা একটী পরম ধর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্ম।

৮। পিতৃমাতৃহীন ও দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া করিবে।

৯। সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, সে ঘোর পাপে পতিত হয়। তোমরা যাহা কর, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা।

১০। প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ, অত্যাচার ও চুরি করিও না। স্বীয় ধন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে ব্যয় করিও না--সুরাপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

কুরু-মাতা।

যাহারা প্রতারণাপূর্ব্বক পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে বনবাসগমনে বাধ্য করিয়াছিল, জতুগৃহ-দাহ করিয়া যাহারা পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, কৃত্রিম দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া যাহারা পাণ্ডবকুলবধূ দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করিয়া অপমান ও নির্যাতনের একশেষ করিয়াছিল, পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার জন্য যাহারা ছল, বল, কৌশল ইত্যাদি সর্ব্ববিধ পাপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মাতাকেই "কুরু-মাতা" নামে উল্লেখ করা হইল। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি পাপমতি এক শত সন্তানের মাতা তিনি। মহাভারত-কার কুরুকুলের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,

তাহাতে গান্ধারীকে চোর ও দস্যু-মাতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে; কিন্তু গান্ধারীর চরিত্র সন্তানগণের অনুরূপ নহে, গান্ধারীর জীবন অতি মহত্ত্বপূর্ণ।

গান্ধারী পতিপরায়ণতা গুণে মহিলা-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। স্বামী অন্ধ, কিন্তু তিনি অন্ধ স্বামীর চক্ষুস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। স্বামীর সেবা ও স্বামীর চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। অপর দিকে সত্যানুরাগ এবং উদারতায় তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল।

পরীক্ষায় পতিত হইলেই হৃদয়ের প্রকৃত ভাব প্রকাশিত হয়। যখন কোনও প্রকার বিপদ বা পাপ প্রলোভন সম্মুখে থাকে না, সংসার বিবিধ কাম্য বস্তুতে পূর্ণ থাকে, গৃহ আনন্দভবনে পরিণত হয়, সেই অবস্থাতে অনেকেই সুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। কিন্তু যখন একে একে প্রাণপ্রিয় জনগণ এই জগৎ হইতে অদৃশ্য হয়, অথবা সংসারের বিষয় সম্পদ বিনষ্ট হয়, রাজভবন পর্ণকুটীরে পরিণত হয়, আশার তরু সমূলে ভগ্ন হইয়া যায়, তখন যিনি শান্তভাবে ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ধন্য। গান্ধারীর জীবন শেষোক্ত শ্রেণীর।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্য্যোধন প্রভৃতি এক শত ভ্রাতা পাণ্ডবের করাল হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। কুরুকুলের অন্যান্য বীরগণ অনন্ত কালশয্যায় শায়িত। কুরুগৃহ বিধবাগণের হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ। এই কুরু-শ্মশানে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-দগ্ধা গান্ধারী ব্যাসদেবের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার আংশিক অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভীম দুর্য্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করেন। সে সময়ের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে কোনও যোদ্ধাই নাভির নিম্নভাগে গদাঘাত করিতেন না। নাভির নিম্নদেশে গদাঘাত করা পাপ বলিয়া বিশ্বাস ছিল। ভীম পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন।

গান্ধারী ভীমের অন্যায় আচরণ দেখিয়া ক্রোধযুক্ত হন। এই অন্যায় যুদ্ধ নিবন্ধন পাণ্ডবদিগকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন। তখন ব্যাসদেব আসিয়া বলেন, "বৎসে! যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানে জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমস্ত জীবগণের হিত-সাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাক। তোমার বাক্য কোন ক্রমেই অন্যথা হয় না। মহামতি পাণ্ডবগণ ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতির জীবন সংহার করিয়া জয় লাভপূর্ব্বক তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা গুণ ছিল, অদ্য তুমি কি কারণে সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ? যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদয় স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে ক্রোধ সংবরণ কর।"

গান্ধারী কহিলেন, "হে ভগবন্ পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষ্যা নাই। আর তাহারা যে নিহত হন, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু আমি পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়াছি। কুন্তী যেরূপ পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন করেন, আমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমরাও সেইরূপ তাহাদিগকে রক্ষা করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ গর্ব্ববশতঃই সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মহামতি বৃকোদর যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুন অবলোকনপূর্ব্বক কেশবের সমক্ষেই তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, তাহার সেই অধর্ম্মই আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। আপনার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত রণস্থলে সাধুগণ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য?"

সত্যপ্রিয়া গান্ধারীর হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে এ স্থলে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কৌরবগণ পাপপথ অবলম্বন করিয়াছিল, পঞ্চ পাণ্ডব যে তাঁহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মানুমোদিতই হইয়াছে। যদিও তাঁহার পুত্রগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার প্রেমের হ্রাস হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, "কুন্তীর ন্যায় আমিও পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করিব।" কি উদার প্রেম! কুলহন্তা শত্রুর প্রতি এরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি দুর্লভ। পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের প্রতি গান্ধারীর আন্তরিক প্রেম। যাঁহারা ধর্ম্মকে জীবনের সার করিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রীতি যাঁহাদের হৃদয়ের ভূষণ, তাঁহারা এইরূপেই শত্রুদের গুণগান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিন্তু গান্ধারীর বিরক্তি ও ক্রোধ কাহার উপর? ভীম অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে হত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা। ন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করিলে এরূপ মনঃকষ্ট হইত না। বাস্তবিক সত্যগতপ্রাণ মানবমাত্রেই অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ক্রোধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, পাপ হইতে দূরে থাকিবার জন্য, অন্যায় নিবারণ করিবার জন্য পরমেশ্বর মানব হৃদয়ে যে বল প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তেজের আকারে প্রকাশিত হইয়া অন্যায়কারীকে শাসন করে। এই তেজ সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। গান্ধারীর হৃদয়ে একদিকে যেমন সত্যানুরাগ, উদার প্রেম এবং ন্যায়ান্যায়ের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি, অপর দিকে অন্যায়কারীর প্রতি সেইরূপ তীব্র ঘৃণা। বাস্তবিক তাঁহার হৃদয়ে সকল সাধু ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। গান্ধারীর পতিভক্তি, সত্যানুরাগ ও উদার প্রেম মহিলাগণের অনুকরণীয়।

ইতর প্রাণীর আয়ুষ্কাল।

নরা গজা বিশে শয়।
তার অর্দ্ধেক হয় হয়॥
বাইশ বলদা তেইশ ছাগলা।
তার অর্দ্ধেক বরা পাগলা॥

প্রাগুক্ত প্রবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, মনুষ্য এবং হস্তীর আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর, ঘোটকের ৬০ বৎসর, বলদের ২২, ছাগলের ২৩, এবং শূকরের ১১॥ সাড়ে এগার বৎসর মাত্র। বর্ত্তমান কালে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। তাঁহারা বলেন, ইতর প্রাণীর মধ্যে এক এক জাতীয় সকল জন্তু সমপরিমাণ জীবন লাভ করে, কেবল মনুষ্যের মধ্যে এই নিয়মের ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোন মনুষ্য ৩০, কেহ ৫০, কেহ ৮০, কেহ বা ১০০ বা ততোধিক বৎসর কাল জীবিত থাকে। ইতর প্রাণী সকল স্বাধীন বন্যাবস্থায় কি পরিমাণ আয়ুঃ লাভ করে, তাহা স্থির করা যায় না। তবে যাহাদিগকে পোষা যায়, বদ্ধাবস্থায় বাধা যায়, তাহাদিগের আয়ুষ্কাল এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। বন্যাবস্থায় উহাদিগের আয়ুষ্কালের সাম্য আছে কি না, তাহা অদ্যাপি কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ স্থির করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাদের মধ্যে শশক ও শূকরশাবক ৭ বৎসর, কাঠবিড়ালী ৮, বিড়াল ৯ হইতে ১০, কুকুর ১০ হইতে ১২, খেঁকশিয়ালী ১৪ হইতে ১৬, গরু ১৫ হইতে ১৮, ভল্লুক ও নেকড়েবাঘ ২০, শূকর ২৫, গর্দ্দভ ও ঘোটক ২৫ হইতে ৩০, সিংহ ৩০ হইতে ৪০, এবং উষ্ট্র ৪০ বৎসর কাল পরমায়ু লাভ করে। কিন্তু লণ্ডনের পশুশালায় একটি সিংহ ৭০ বৎসর কাল জীবিত ছিল, এরূপ শুনা যায়। হস্তী কতকাল জীবিত থাকে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যায় না। এতদ্দেশে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ধরিতে গেলে, হস্তীর আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর বলিতে হয়। কিন্তু পণ্ডিত আরিষ্টটল, বফন ও কুভিয়রের (Aristotle, Buffon and Cuvier) মতে হস্তীর আয়ুষ্কাল ২০০ দুই শত বৎসর। আবার কাহারও কাহারও মতে ৪।৫ শতাব্দী। পুরুদিগের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া মহাবীর আলেকজন্দর যে হস্তীকে সূর্য্যদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া অজক্ষ নাম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হস্তীটিকে নাকি এই ঘটনার ৩৫০ বৎসর কাল পরেও জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে একটি হরিণের নিরতিশয় দীর্ঘ জীবনের কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু আরিষ্টটল তাহাকে ভিত্তিশূন্য প্রবাদ বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। বফন বলেন, ৫।৬ বৎসর কাল হরিণের দৈহিক পূর্ণ বিকাশের সময়, এবং ইহার আয়ুষ্কাল ইহার সপ্তগুণ মাত্র

বৎসর। পণ্ডিত বফন (Buffon) শত-বর্ষেরও অধিক ইহার আয়ুষ্কাল স্থির করিয়াছেন। অপর কোন কোন গ্রন্থে রাজহংসের তিন শতাব্দী কাল জীবন ধারণের কথা পাঠ করা যায়। মিলারটন (Milerton) একটি সোয়ান পক্ষীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা নাকি ৩০৭ বৎসর জীবিত ছিল। প্রাগুক্ত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বৃহদায়তন জন্তুগণের মধ্যে, বিশেষতঃ পক্ষিজাতির মধ্যে দৈহিক আয়তনের দীর্ঘতা অনুসারে আয়ুষ্কালের দীর্ঘতা পরিমিত হইয়া থাকে। কীটরাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় উহাদের দৈহিক আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া জীবনও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কোন কীটের আয়ুষ্কাল ৭ হইতে ১২ ঘণ্টা মাত্র। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে উহাদের জীবনের যাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, কত কীট জন্মিতেছে কিছুক্ষণ ক্রীড়া কুর্দ্দনে কাটাইতেছে, আবার পরক্ষণে তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ প্রাণশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিলে ও অনুধ্যান করিলে, মানব-জীবনকে এক গভীর প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কি জানি, আমরা কে, কি জন্য আসিয়াছি, কি করিতেছি, কত কাল বাঁচিব, পরে কোথায় যাইব? কেবল যাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমরা অমর আত্মা, ঈশ্বরের কার্য্য করিতে তাঁহার সংসাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছি, তাঁহার কার্য্য করিতেছি; এখন তাঁহার আশ্রয়ে আছি, পরেও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব।

ড্রামণ্ড ক্যাসেল নামক জাহাজ-ডুবী উপলক্ষে।

(১৮৯০ সনের ১৬ই জুন মঙ্গলবার)

হায় হায় কি হইল—এ কি সর্ব্বনাশ!
মুহূর্ত্তে অর্ণবযান, অতলেতে অন্তর্ধান।
শত শত প্রাণ আজ পাইল বিনাশ!
কুমার কুমারী কত, চির জনমের মত,
অপার বারিধি-নীরে হইল মগন;
কত সতী পতি-হারা, নয়নে বহিছে ধারা,
অনাথিনী শূন্যময় হেরিছে ভুবন!
হয়ে পিতৃমাতৃহীন, কত শিশু দীন হীন,
কাঙ্গালের বেশে আজ করিছে ভ্রমণ;
কে চাহিবে মুখপানে, কেবা পরাণের টানে
সস্নেহে চিবুক ধরি, করিবে চুম্বন?
যখন আরোহি-দল জানিল আশার স্থল

নাহি আর—হবে আজ নিশ্চয় মরণ,
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ (কে বর্ণিবে সে বিষাদ?)
বিদারিছে যেন তায় মেদিনী গগন!
নীরবে বাষ্পীয় তরী—নিমগন, হরি হরি!
তব লীলা খেলা যত বুঝে উঠা ভার।
কে জানে কি অভিপ্রায়, ডুবাইলে নিরাশায়
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ি কত পরিবার!
কত আশা কত সুখ, আনন্দেতে ভরা বুক
আছিল যাদের, তারা কে জানিত হায়।
বিলয় পলক পরে চির জনমের তরে
পাইবে সাগরগর্ভে হ'য়ে নিরুপায়!
এ হ'তে অনিত্য ভবে, আর কি এমন সম্ভবে,
এই আছে এই নাই—এমনি চঞ্চল,
নিয়তির নির্দ্ধারণ, কে করিবে নিবারণ,
অলঙ্ঘ্য তাহার বিধি—শাসন প্রবল!
অচিন্ত্য অভাবনীয় ঘটনা অঘটনীয়
ঘটিতেছে অহর্নিশ—চক্ষের উপর,
তবুও চেতনাহীন চিরকাল—চিরদিন
বারেক না ভাবে মনে সকলি নশ্বর।
কে জানে কি সূত্রে কারে নিয়ে যায় ভবপারে,
আমরা অবোধ নর বুঝিতে কি পারি?
কেন এ পরীক্ষা আসে, কেনবা সমূলে নাশে?
অজ্ঞান বুঝি না তাই চক্ষে বহে বারি!!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

ব্রহ্মজ্ঞান।

(মহাভারত—মোক্ষধর্ম্ম হইতে)

"যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনং।
কামবন্ধাদ্ যদা মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
সংযোজ্য মনসাত্মানমীর্ষ্যামুৎসৃজ্য মোহিনীং।
ত্যক্ত্বা কামঞ্চ মোহঞ্চ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা শ্রাব্যে চ দৃশ্যে চ সর্ব্বভূতেষু চাপ্যয়ং।
সমো ভবতি নির্দ্বন্দ্বো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা স্তুতিং চ নিন্দাং চ সমত্বেনৈব পশ্যতি।
কাঞ্চনঞ্চায়সং চৈব সুখদুঃখে তথৈব চ।
শীতমুষ্ণং তথৈবার্থমনর্থং প্রিয়মপ্রিয়ং।
জীবিতং মরণং চৈব ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
প্রসার্য্যেহ যথাঙ্গানি কূর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ।
তথেন্দ্রিয়াণি মনসা সংযন্তব্যানি ভিক্ষুণা॥
তমঃপরিগতং বেশ্ম যথা দীপেন দৃশ্যতে।
তথা বুদ্ধিপ্রদীপেন শক্য আত্মা নিরীক্ষিতুং॥
জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্ব্বজন্তুষু তৎসমং।
স্বয়ং চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিতচেতসা॥"

মানব যখন কাহা হইতে ভয় পায় না, এবং যখন তাহাকে কেহই ভয় করে না, যখন তাহার কিছুতেই দ্বেষ ও কামনা থাকে না, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। যখন তাহার মন, বাক্য ও কার্য্য সর্ব্বজীবের প্রতি পাপ-ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। এ সংসারে কামনা-বন্ধন ছাড়া আর কোনও বন্ধন নাই; মানুষ যখন সেই কামনা-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। মোহকারিণী ঈর্ষ্যা এবং কাম ও মোহকে বিসর্জ্জন করিয়া মানব যখন মনকে পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিতে পারে, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। যখন

সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয়ে এবং সর্ব্বভূতেই তাহার সমজ্ঞান হয়, যখন দ্বন্দ্ববুদ্ধি তিরোহিত হয় (১), তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

যখন স্তুতি ও নিন্দা, লৌহ ও কাঞ্চন, সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ, অর্থ ও অনর্থ, প্রিয় ও অপ্রিয়, জীবন ও মরণ, এ সকলকে সে সমান জ্ঞান করে, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করে, ব্রহ্মভিক্ষু তেমনি ইন্দ্রিয় সকলকে সঙ্কুচিত করিবেন। যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ দীপালোকে প্রকাশিত হয়, পরমাত্মা সেইরূপ জ্ঞানালোকে প্রকাশিত হন। সেই পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মা সর্ব্বজীবে সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও সুসমাহিতচিত্ত মানব স্বয়ং তাঁহাকে নিজ আত্মার মধ্যেই দেখিতে পান।

অথগুমণ্ডলাকারং পূর্ণং জ্যোতির্ম্ময়ং হরিং।
একমেবাদ্বিতীয়ং তমাত্মন্যেব বিলোকয় ॥
আত্মন্যেব পরাত্মানং ভক্তিযোগেন পশ্যতঃ।
আত্মারামস্য নির্ব্বাণমাত্মন্যেব প্রতিষ্ঠিতং ॥

অথগুমণ্ডলাকার পূর্ণ সনাতন
জ্যোতির্ম্ময় অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ,
ত্রিভুবনে অন্য কোথা না পাইবে তাঁয়,
ভক্তিযোগে হের তাঁরে আপন আত্মায়।
ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া সেই জন,
আত্মমধ্যে পরমাত্মা করে দরশন,
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, নাহি বাহ্য জ্ঞান,
তাহার আত্মার মাঝে বিরাজে নির্ব্বাণ।

(কৃষ্ণভক্তি রসামৃতম্)

(১) মোক্ষধর্ম্মে 'সমজ্ঞান' বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে,

যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাস্যাপি হস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম ॥

যে আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দন মাখাইতেছে এবং যে আমার বাম হস্তে কুঠার হানিতেছে, তাহারা উভয়েই আমার নিকট সমান।

নূতন সংবাদ।

১। পারসী মহিলা কর্নিলিয়া সোরাবজী বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া বরদায় ওকালতী করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি পুনার এক খুনী বিচারে নৈপুণ্য-সহকারে ওকালতী করিয়া আসামিকে খালাষ দিয়াছেন। এখন হইতে পুনাতেই ব্যারিষ্টারি করিবেন।

২। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাসংখ্যা ৩৮ কোটি, কিন্তু চিনসম্রাটের ৪০ কোটি।

৩। সুপ্রসিদ্ধ ভূগোলপ্রণেতা বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন।

৪। থলসুনীর বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু হুগলীজেলার একটি পাকা রাস্তার জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। গ্রেটবৃটনের বাণিজ্য-জাহাজ-সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার, তন্মধ্যে ৮হাজার বাষ্পীয় পোত।

৬। আগামী পূজার সময় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার কোমার পিথারাম

বৃত্তি লইয়া স্বদেশে গমন করিবেন। ইনি সুবিচার ও অনেক গুলি সদ্‌গুণের জন্য এদেশীয় সাধারণের বিশেষ প্রিয় হইয়াছেন। ইহাঁর সম্মানার্থ স্থানে স্থানে সভা হইতেছে।

৭। ইটালীতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য শশিকুমার হেশ নামক আর এক জন বাঙ্গালী গিয়াছেন। রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ইহাঁর সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৮। বোম্বাইয়ের কুমারী মাণিক বাই দাদাভাই নৌরজি এবং কুমারী মাণিক আম্লোবাই পাণ্ডুরঙ্গ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, আর, সি, পি, উপাধি পাইয়াছেন।

৯। রুষীয়া সাইবিরিয়া দিয়া যে রেলপথ করিতেছেন, তাহা ৮ হাজার মাইলের অধিক দীর্ঘ হইবে। পৃথিবীতে এতাদৃশ বৃহৎ রেলওয়ে আর নাই। ইহা সম্পূর্ণ হইলে পূর্ব্ব মহাদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে ভ্রমণ করা যাইবে।

১০। বোম্বাইয়ে বন্যা হইয়া রেলপথ কয়েক দিন বন্ধ হইয়াছিল।

১১। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মহারাণী ভিক্টোরিয়া বাতরোগে মধ্যে মধ্যে ক্লেশ পাইয়া থাকেন।

১২। টম-খুড়ার কুটীর-প্রণেত্রী সুপ্রসিদ্ধ মিসেস বিচার ষ্টোর পরলোকগমন সংবাদে আমরা ব্যথিত হইলাম। আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা বিলোপের ইনি প্রধান সহায়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নদী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। নদীর পর্ব্বত হইতে উৎপত্তি হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত নাচানে সুরে সহজ পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শিশুদের জন্য এবং তাহাদের প্রীতিকর হইবে।

২। ক্ষীরের পুতুল—শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। এটী গল্পের ভাষায় লিখিত একটী সুন্দর উপকথা। ইহা পাঠে পাঠকপাঠিকারা পেট ভরিয়া আমোদ ভোগ করিতে পারিবেন।

৩। গৃহলক্ষ্মী, ২য় ভাগ—শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রায় প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে সুকৌশলে গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, এবং তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। গিরিজা বাবু অনেক দিন হইতে নৈপুণ্য সহকারে এইরূপ গ্রন্থ লিখিতেছেন। ইহা এদেশীয় রমণীদিগের যে বিশেষ উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৪। পদ্যকুসুম—শ্রীনগেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহা বালক বালিকাদের পাঠোপযোগী।

৫। শ্রীহরিদাস ঠাকুর—শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। হরিদাস বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একজন ভক্তচূড়ামণি। ইঁহার জীবন অটল বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, গভীর ভক্তি, স্বর্গীয় বিনয়, উদার প্রেম এবং অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার দ্বারা ধর্ম্মবীরদিগের দৃষ্টান্তের স্থল হইয়া আছে। এরূপ ভক্তের জীবনী ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে উপাদেয়। গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী ভক্তের চরিতাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া সাধারণের অধিকতর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার লেখনী হইতে আরও ভক্তচরিত বিনিঃসৃত হইয়া বাঙ্গালাতে একখানি সুন্দর "ভক্ত মালের" অভাব পূর্ণ করুক।

৬। সেক্সপিয়র, ১ম খণ্ড—শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত। সাধারণ সংস্করণ মূল্য ১৷০, রাজসংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা। কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

হারাণ বাবু সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত; তাঁহার "সেক্সপিয়র" অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে সেক্সপিয়রের আটখানি নাটক অনুবাদিত হইয়াছে। যথা—ওথেলো, মারচেণ্ট অব ভেনিস, রোমিও-জুলিয়েট, পেরিক্লিস, টুয়েলফথ নাইট, টাইমন, সিম্বলিন ও কিং লিয়র। ভাষা প্রাঞ্জল ও সরল, ভাব পরিস্ফুট। ইতিপূর্ব্বে দুই তিন খানি সেক্সপিয়রের গল্প পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ল্যাম্বকৃত সেক্সপিয়রের গল্পের অনুবাদ মাত্র। হারাণ বাবুর এ গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহা ল্যাম্বের আদর্শে রচিত হইলেও ইহাতে মূল সেক্সপিয়রের উৎকৃষ্ট অংশ সকল স্থান পাইয়াছে এবং সর্ব্ব প্রকারে পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সুন্দর কাগজে, সুন্দর অক্ষরে এবং ২০খানি সুন্দর চিত্রসহ মুদ্রিত হইয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় সেক্সপিয়রের সম্বন্ধে একটী সুন্দর সমালোচনা আছে। হারাণ বাবু দ্বারা সমস্ত সেক্সপিয়ার এইরূপ আকারে প্রকাশিত হইলে ইহা বঙ্গভাষায় মূল্যবান্ সম্পত্তি হইবে। বঙ্গীয় মহিলাগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইবেন।

৭। হিতকথা—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই পুস্তকখানিতে বালকবালিকাদিগের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং তাহা এদেশে সম্যক্ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধটী চিন্তাপূর্ণ এবং ইহার ভাষা প্রাঞ্জল। হিতকথা বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

আবাহন।

কে তুমি বেড়াও কেন,
গাহিয়া বিষাদ গান ?
কি আঘাতে বল ভাই
ভেঙেছে তোমার প্রাণ ? ১
"সুখ সুখ" ক'রে কেন
আকুল পিপাসী প্রায়,
হায় সখে বৃথা ভ্রমে
ঘুরিতেছ সাহারায় ? ২
কারে তুমি 'সুখ' বল
তাহারে কি চেন ভাই,
'সুখ' সে কেমন-ধারা ?
আমি তারে দেখি নাই। ৩
আমি জানি কথা ফুট
আকাশ-কুসুম-যোগ,
'সুখ' নামে এ জগতে
কিছুই নাহিক হায়। ৪
তাই তারে নাহি খুঁজি,
মিছা খুঁজে কি বা ফল ?
পরের কাঁদিতে আমি
ঢেকে রাখি অশ্রুজল। ৫
তুমি যারে 'সুখ' বল
সে নহে ত সুখ, ভাই !
কেঁদ না তাহার তরে
সে শুধু মোহের ছাই। ৬
তবে গো আকুল কেন
মোহ মদিরার তরে ?
কেন আর ছুটা ছুটি—
মিছা 'সুখ সুখ' ক'রে ? ৭
আমিও তোমার মত
সুখের কাঙাল ভাই,
আইস দুজনে মিলে
একপথে ছুটে যাই। ৮
আমিও জগতে একা
নিয়ত কাঁদিয়া মরি,
পাই না প্রাণের সখা
কাঁদিতে গো গলা ধরি। ৯
হও তুমি সখা মোর
করি আমি আবাহন,
এস গাই বিভু-গুণ
এক করি' দুটি মন। ১০
এ জগৎ দুদিনের
কেন ক্ষোভ তাপ তার ?
নিত্য সুখ যেথা এস
খুঁজে দেখি দু'জনায়। ১১
সংসারের মায়া মোহ
সব পায়ে দলি ভাই,
আইস অনন্ত দেশে
অনন্তে মিশিতে যাই। ১২
কেবল কাঁদিতে মোরা
আসিনি জগতে ভাই,
আছে জীবনের কাজ
তা কি কিছু মনে নাই ? ১৩
মিশায়ে প্রাণের ব্যথা
বিশাল জগৎ গায়,

পিতা মাতা ভ্রাতা হারা, জীবন্তে মৃতের পারা,
কাঙ্গাল দুয়ারে পড়ি ডাকে নিরন্তর,
দয়া কর, দয়া কর,—
উষাকালে এ অভাগা, লাঠি হাতে মাজা বাঁকা,
বাহির হয়েছে এবে রাত্রি দ্বিপ্রহর,
করঙ্ক লইয়া ওরে সকলের দ্বারে দ্বারে,
ফিরিলাম সারে [illegible] সার,—সার সার।
সাত ছেলে দুই মেয়ে, কবরে রয়েছে শুয়ে
সেই যে শ্মশান-ভূমি চক্ষের উপর,
সে সমাধি—সে শ্মশান, শুধু এ অন্ধের প্রাণ,
সে স্তুপ পরশ করি জুড়াই অন্তর।
পথাপথ নাহি জ্ঞান, ছটফট করে প্রাণ,
আসিয়াছি তবাশ্রয়ে দীনে দয়া কর,
যা আছে তা দাও খেতে, অন্ধে কিছু দাও শুতে,
আমারে আপনা কর ভুলি পরাপর।
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, ডাকিগো প্রাণের দায়,
ওই যে শুনিতে পাই হাসির লহর,
দ্বিতল দালান হতে. আসিছে বাহির পথে,
মার কেন? দ্বারবান্ আমি অন্ধ নর,
ওগো দয়া কর,—
চোর নই দস্যু নই, শপথ করিয়া কই,
এই দেখ কাঁপিতেছে ক্ষুধায় উদর,
দয়া কর, দয়া কর—
সারা দিন খাই নাই, তাই আসিয়াছি ভাই,
হাতাড়িয়া অতি কষ্টে হয়ে অগ্রসর।
দয়া কর, দয়া কর,
তুমিত খেয়েছ ভাই, খেয়ে দেয়ে তোল হাই
অন্যে অন্ন দিতে কেন এতই কাতর?
এ অনন্ত বিশ্বমাঝে, আমার কি কেহ আছে?
এ নিশীথে অন্ধজনে প্রসারিবে কর,
অথবা এ বসুন্ধরা, কেবলি আঁধারে ভরা,
যত জীবদল সব নিরেট পাথর!
না—না—না- না মিথ্যা কথা, এ বিশ্বের রচয়িতা
রয়েছেন তিনি অতি দয়ার সাগর:
তাঁর প্রেমে অবিরল, ভাসিছে অবনীতল,
সে স্নেহে কি বাঁচিবে না এই অন্ধ নর,—
একজন মহারাণী, শুনি সে কাতর বাণী,
রজত থালায় অন্ন করি ভরপুর
সঙ্গে এক দাসী লয়ে, বাহির হইল ধেয়ে,
যেখানে কাঙ্গাল আছে অতিদূর-দূর।
মধুস্বরে আশ্বাসিয়া, অন্ধে দিল খাওয়াইয়া,
খাওয়াইল কত মণ্ডা ক্ষীর ননী সর,
অঙ্গে আবরণ দিল, হিতাহিত জিজ্ঞাসিল,
বহিল অন্ধের নেত্রে আনন্দ-শিকর।
উদরেতে অন্ন গেল, শরীরে সামর্থ্য হলো,
ভাবিল এ ঈশ্বরের প্রেরিতা রমণী—
কহিল "কে প্রাণ দিলি, আয় দে মা পদ-ধূলি,
ধনীর কুমারী তুই আরো হ মা ধনী।
ধরিয়া অন্ধের হাত, কহিল এস হে তাত,
রাজার ঘরের আমি প্রধানা মহিষী,
ত্রিতলে গবাক্ষ দিয়ে, থাকি পথে তাকাইয়ে,
কাঙ্গাল গরীব আমি বড় ভালবাসি।
তদবধি রাজমাতা, অন্ধের হইল ত্রাতা,
নিজ ব্যয়ে করি এক মন্দির স্থাপন,
টাকা কড়ি লোক জন, কত দিল অগণন,
সচ্ছন্দে করিল অন্ধ জীবন যাপন।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসী।

[illegible]হিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৬ ৯৭ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবার-ভুক্ত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক-প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৬ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

এ, ক্রফ্‌ট,

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

কলিকাতা, ২০শে জুন ১৮৯৬।

No. 380. September, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৮০ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩০৩—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।	৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর চতুশ্চত্বারিংশ জন্মোৎসব।

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্।

যাহার শাসনে কালচক্র নিরন্তর
ঘুরিতেছে—অহোরাত্র-মাস সংবৎসর,
অমৃত জ্যোতির জ্যোতি, আয়ুর কারণ
জানিয়া নিয়ত তাঁরে পূজে দেবগণ।

মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের অপার কৃপায় বামাবোধিনী শতাব্দীর তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীর পথে অগ্রসর হইল, ইহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি-ভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করি। দেবতারা সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত পুরুষে যুক্ত হইয়া অমর হইয়াছেন এবং তাঁহাকে আয়ুর কারণ জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত-মনে নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন; তিনি আমাদিগকে তাঁহার সহিত যুক্ত করিয়া অমর দেব-জীবনের অধিকারী করুন।

বামাবোধিনী ৩৩ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া ঈশ্বরের করুণার দুইটী উজ্জ্বল সাক্ষ্যদানে সমর্থ,—একটী তাঁহার করুণাই ইহার আয়ুর কারণ; দ্বিতীয়, তাঁহার করুণাই স্ত্রীজাতির উন্নতির কারণ।

বামাবোধিনী যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন কখনও আশা করা যায় নাই যে, ইহা এত দীর্ঘজীবিনী হইবে। ইহার জীবন-পথে পদে পদে যেরূপ বিঘ্ন বিপত্তি, বিভীষিকা ও পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবানের শুভ ইচ্ছা ইহার পশ্চাতে না থাকিলে ইহা কোন্ কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইত! সেই বিঘ্নহারী বিপদকাণ্ডারী ইহার সকল বিঘ্ন দূর করিয়াছেন এবং ইহার যখন যে অভাব হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ করিয়াছেন। বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা নারীকুলের ও জনসমাজের যে কিছু

হিতসাধন হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক ও সহায় তিনি। *

বামাবোধিনীর জন্মকালে স্ত্রীজাতির অবস্থা যেরূপ ছিল এবং আজি যাহা হইয়াছে, তাহাতে মহদন্তর লক্ষিত হয়; ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে সাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা দূষণীয় বলিয়া সংস্কার ছিল এবং এই কুসংস্কার অপনোদন জন্য কত যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিতে হইত। আজি এ দেশ স্ত্রীবিদ্যালয়ে ছাইয়া গিয়াছে—এমন নগর ও গণ্ডগ্রাম নাই, যেখানে বালিকা-বিদ্যালয় নাই। এক কলিকাতা সহরে এদেশীয়া বয়স্কা মহিলাদের জন্য ৩টী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় মহিলা-বিদ্যালয় অনেকগুলি রহিয়াছে। মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা সকলে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেবল সাহিত্য দর্শনে নয়, ব্যবহার ও চিকিৎসা-শাস্ত্রেও স্ত্রীগণ পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন; বোম্বাইয়ের এক পারসী রমণী বারিষ্টারী (ওকালতী) করিতেছেন। এখন স্ত্রীলোকেরা শিক্ষাবিষয়ে পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না? সে প্রশ্ন নাই, কিন্তু তুল্যাবস্থায় পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না? এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-গ্রন্থকর্ত্রী, স্ত্রী-পত্রিকা-সম্পাদিকা বঙ্গ সাহিত্যে সুযশ লাভ করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও কেহ কেহ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষক ও ধর্ম্ম-প্রচারিকার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। দেশভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যেও রমণীরা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নহেন। কেবল বঙ্গদেশে নয়, পঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের সর্ব্ব প্রদেশেই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতিকর বিবিধ অনুষ্ঠান দর্শনে আমাদের আশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উন্নত স্ত্রী-চরিত্র বিকসিত হইয়া তাহার সৌরভে ভারতকে আমোদিত করিতেছে। এ সকলের মধ্যে ভগবৎ-শক্তি কার্য্য করিতেছে, কাহার সাধ্য তাঁহাকে প্রতিরোধ করে? এই দৈবশক্তি স্ত্রীজাতির উন্নতির সকল অন্তরায় চূর্ণ করিয়া ভারতবাসিনীদিগকে এক মহাশক্তিরূপে গঠন করিয়া পতিত সমাজের উদ্ধার সাধনের সহায়তা করিবে।

বামাবোধিনী স্ত্রীজাতির উন্নতির সাক্ষ্য দিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিতে পারেন যে, সভ্য ইউরোপীয় ও আমেরিক সমাজে স্ত্রীজাতি ক্রমশই অতি উচ্চপদে আরূঢ় হইতেছেন। তাঁহারা কেবল শিক্ষা-বিষয়ে ও গৃহকার্য্যের পারিপাট্যে আদর্শ-স্থল নহেন, সমাজের সর্ব্ব প্রকার হিত-সাধনে রমণী প্রধান সহায়। মহাসভা পার্লেমেণ্টের অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও রমণীর হস্ত সুস্পষ্ট দেখা যায়, সমাজের দুর্নীতি নিবারণ এবং বিশ্বসেবা-ব্রত অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র রমণী দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছেন। পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী যে রমণী, সেই রমণীর সহায়তা ভিন্ন সমাজসংগঠনকার্য্য কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ইহার শত শত প্রমাণ তাঁহারা

প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি, ভারতরমণীগণ সুশিক্ষা ও সদাচার দ্বারা যেমন গৃহের শ্রীস্বরূপা হইবেন, তেমনি সমাজের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে পুরুষদিগের সহকারিণী হইয়া তাঁহাদের জীবনের মহত্বের পরিচয় দিবেন। জগদীশ্বর বামাবোধিনীর অনেক আশা পূর্ণ করিয়াছেন, আরও যে নূতন নূতন আশা ইহার প্রাণে সঞ্চার করিতেছেন, তাহাও সফল করুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লক্ষদ্বীপ—ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমতি অনুসারে ইহা মালাবারের মঙ্গালোর আলি রাজাকে প্রত্যর্পিত হইবে।

কৃষ্ণার বন্যা—সম্প্রতি কৃষ্ণানদীর জলপ্লাবনে প্রায় একশত মাইল দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এই জল এত গভীর যে, তাহার উপর দিয়া বাষ্পীয় পোত যাতায়াত করিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা দেখা যায় নাই। অনেক লোক মারা গিয়াছে, রাজপুরুষদিগের যত্ন কর্ত্তক লোকের উদ্ধার হইয়াছে।

রুশ সম্রাটের ভ্রমণ—রুশিয়ার জার সস্ত্রীক ভায়েনা ও ইউরোপের অন্যান্য নগর দর্শন করিবেন।

বঙ্কিম স্মৃতিফণ্ড—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকার অধিক উঠিয়াছে।

জাপান সম্রাটের জীবনরক্ষা—সম্প্রতি জাপান-সম্রাট সৌভাগ্যবশে রেলওয়ে গাড়ীর ধাক্কা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

রাজকন্যা মডের বৃত্তি—ইনি বার্ষিক ৪০০০ হাজার পাউণ্ড এবং ইহাঁর স্বামী দশ বার হাজার পাউণ্ড ভাতা পাইয়াছেন।

সেতুভঙ্গ—জব্বলপুর ও ইতার্সীর মধ্যবর্ত্তী সেতু হঠাৎ ভগ্ন হওয়াতে বোম্বাইয়ে রেল গাড়ী যাওয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে। কলিকাতার গাড়ী সকল নাগপুর লাইন দিয়া বোম্বাই যাইতেছে।

ক্রীটে বিদ্রোহ—মুসলমানগণ ক্রীট-দ্বীপবাসী কতকগুলি খ্রীষ্টানকে হত্যা করাতে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীসবাসিগণ প্রাণপণে ইহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

গ্রীষ্মে মৃত্যু—আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরে এ বৎসর এত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে যে, ৫ দিনে ১২০ জন লোক সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়া মরিয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বোৎসব—ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব ৬০ বৎসর চলিয়াছে। অনেকের ইচ্ছা ছিল এই সেপ্টেম্বর মাসে এইজন্য উৎসব হয়; কিন্তু মহারাণী জানাইয়াছেন যে, ৬০ বৎসর পূর্ণ না হইলে এ উৎসব হইবে না। এখনি ইউরোপীয় সকল রাজার অপেক্ষা তিনি অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছেন।

অতএব এই সর্পকে বিনাশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের কোপ নাই, তবে কোপজনিত যাতনা কোথা হইতে হইবে? অতএব হে ব্যাধ! তুমি এই সর্পকে দয়াগুণে ক্ষমা করিয়া মোচন কর।" ব্যাধ কহিল, সুভগে! অরাতিবধ দ্বারা যে লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। যজ্ঞে বলিদান করিলে যেমন যজ্ঞকর্ত্তা ও পশু উভয়ের স্বর্গলাভ হয়, তদ্রূপ শত্রুবধ দ্বারা মনুষ্যের পরলোকে প্রশস্ত লাভ হইয়া থাকে। এই কুৎসিত অপকারী পন্নগের বিনাশে যে লাভ হইবে, তাহা কি শ্রেয়ঃ নহে? গৌতমী বলিলেন, "গৃহীত শত্রুকে বধ করিয়া কি প্রীতি হয় এবং প্রাপ্ত শত্রুকে মুক্ত না করিলে কি কামনা সিদ্ধ হয়? অতএব হে সৌম্য! কিজন্য আমি এই ভুজঙ্গকে ক্ষমা না করিব এবং কেনই বা ইহার মোচনার্থ যত্ন না করিব?" লুব্ধক বলিল, "হে গৌতমি! এই একজনের জীবন সংহার করিলে অনেকের জীবনরক্ষা হইবে, অনেকের প্রাণরক্ষার প্রতি উপেক্ষা করিয়া একজনের প্রাণরক্ষা করা উচিত নহে। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ অপরাধীকে ত্যাগ করেন, অতএব তুমি এই পাপাত্মা সরীসৃপকে হনন কর।" গৌতমী বলিলেন, "হে লুব্ধক! এই সর্পকে বিনাশ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না, এবং ইহাকে বধ করিলে অন্য কোন ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, অতএব হে ব্যাধ! এই জীবিত সর্পকে তুমি মোচন কর।" ইহা শুনিয়া ব্যাধ কহিল, দেবরাজ বৃত্র হনন করিয়া শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রুদ্র যজ্ঞনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ লাভ করিয়াছিলেন, মহাদেবও এইরূপে যজ্ঞভাগ পাইয়াছিলেন, অতএব তুমি দেবতাদিগের অনুকরণ করিয়া শীঘ্র এই সর্পকে সংহার কর, ইহাতে শঙ্কা করিও না।"

ব্যাধ এইরূপে ভুজঙ্গবধের জন্য নানা প্রেরোচনা-বাক্যে গৌতমীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সেই মহাপ্রাণা যখন পাপকর্ম্মে সম্মত হইলেন না, তখন সেই পাশপীড়িত সর্প কিঞ্চিৎ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে ব্যাধকে কহিল, "হে মূঢ় ব্যাধ! এই ঘটনাতে আমার দোষ কি? আমি পরাধীন, আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই। মৃত্যু আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই আজ্ঞায় এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি নিজ ইচ্ছায় অথবা ক্রোধপরবশ হইয়া দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশ জন্য মৃত্যুই অপরাধী।" ব্যাধ কহিল, "ভুজঙ্গ! যদিও তুমি অন্যের আদেশে এই পাপ কর্ম্ম করিয়া থাক, তথাপি তুমিও ইহার অন্যতর কারণ, এজন্য তুমিও দোষী। যেমন মৃন্ময় পাত্র নির্ম্মাণের জন্য দণ্ড ও চক্র কারণ, তুমিও সেইরূপ কারণ। আমি অপরাধীকেই হত্যা করিব, তুমি অপরাধী, যেহেতু তুমি স্বয়ং আপনাকে অন্যতর কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।" সর্প কহিল, লুব্ধ-

কারের দণ্ড ও চক্রের ন্যায় আমি পরবশ, সুতরাং আমাকে দোষী মনে করিতে পার না। আর যদিও আমাকে দোষী মনে কর, তবে কেবল আমি একা দোষী নহি। দণ্ড চক্রাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, সেইরূপ আমি, কাল ও মৃত্যু আমরা তিন জনেই পরস্পরে পরস্পরের প্রযোজক। সুতরাং আমাদের পরস্পরে পরস্পরের কার্য্য কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সকলকেই দোষী গণনা করিতে হইবে।" ব্যাধ কহিল, "যদি তুমি প্রধান কারণ না হও এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য না করিয়া থাক, তথাপি মৃত্যুর কারণ তুমি। সুতরাং তুমিই বধার্হ। অসৎকর্ম্ম করিয়াও যদি কর্ত্তা তাহাতে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে কেহই কারণ হইতে পারে না। অতএব তুমিই বধ্য, বৃথা কেন বহু বাক্যব্যয় করিতেছ?" সর্প বলিল, "কারণ বর্ত্তমান থাকুক আর না থাকুক, কার্য্যাভাবে ক্রিয়া হয় না, অতএব এই সমহেতু সত্ত্বে আমার কারণত্ব বিশেষ বিবেচনীয়। হে লুব্ধক! যদি আমি কারণ হই, তবে আমার যে প্রেরক, সেই এ জীবহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।" ব্যাধ বলিল, রে দুর্ব্বুদ্ধি বালঘাতী নৃশংস পন্নগাধম! তুই আমার বধ্য, কেন বৃথা বহুভাষণ করিতেছিস্।" ভুজঙ্গ কহিল, "ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া তাহার ফলভাগী হয় না, আমিও সেইরূপ এই পাপের ফলভাগী হইব না।"

সর্প ও ব্যাধের এই তর্ক বিতর্কের সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে ভুজঙ্গ! আমি কাল দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি, সুতরাং তুমি অথবা আমি এই শিশুর মৃত্যুর কারণ নহি। বায়ু যেমন মেঘকে চালিত করে, তদ্রূপ আমিও কাল দ্বারা চালিত। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া জীবসমূহ যে কর্ম্ম করে, তাহা কালের বশীভূত। স্থাবর জঙ্গম সকলেই কালের অধীন। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই কালময়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং ইহাদের বিকৃতি সমুদায় কালের অধীন। আদিত্য, চন্দ্রমা, বিষ্ণু, জল, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি আকাশ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি সমস্তেরই পুনঃ পুনঃ কালে সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। হে সর্প! তুমি এ সমস্ত জানিয়াও কেন আমাকে দোষী মনে করিতেছ? যদি আমি দোষী হই, তাহা হইলে তুমিও দোষী।" সর্প বলিল, তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা আমি বলি নাই, কিন্তু তোমার আজ্ঞাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি, ইহাই আমি বলিতেছি। কাল দোষী কি না, তাহা আমাদের পরীক্ষা করিবার অধিকার নাই। তোমার দোষ মোচন হইলে আমারও হইবে। মৃত্যুর দোষ না থাকিলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর সর্প অর্জ্জুনককে বলিল, "তুমি এখনত মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে, আমার কোন দোষ নাই। অতএব আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া ক্লেশ দেওয়া

কর্ত্তব্য নহে।” ব্যাধ কহিল, “হে ভুজঙ্গম! তোমার ও মৃত্যুর উভয়ের বাক্যই আমি শ্রবণ করিয়াছি, ইহাতে তুমি নির্দ্দোষী হইতেছ না। মৃত্যু এবং তুমি উভয়ই এই শিশুবিনাশের হেতুভূত। তোমাদের উভয়কেই আমি কারণ জ্ঞান করি। অকারণকে আমি কারণ বলিতেছি না। মৃত্যুকেও ধিক্! সে সাধুদিগের দুঃখকর ও দুরাত্মা। তুমিও পাপাত্মা এবং পাপকারী, তোমাকেও ধিক্! আমি তোমাকে বধ করিব।” মৃত্যু বলিল, “আমরা কালের আজ্ঞাবহ এবং তাঁহারি বশে কার্য্য করিয়া থাকি। সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে দোষী বলিতে পারিবে না।” ব্যাধ বলিল, “হে মৃত্যু! ও পন্নগ! যদি তোমরা উভয়েই কালের বশ, তবে আমার হর্ষ ও ক্রোধ কেন জন্মে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।”

মৃত্যু কহিল, “হে লুব্ধক! লোকে যে কোন কর্ম্ম করে, কালই তাহার প্রবর্ত্তক পূর্ব্বেই আমি তোমাকে এ বিষয় বলিয়াছি। আমরাও উভয়ে কালের বশবর্ত্তী ও তাহার আদিষ্ট কর্ম্মই সম্পন্ন করিয়া থাকি, অতএব আমাদিগকে কখন দোষী করিতে পার না।” এই ধর্ম্মসংশয় নিবারণার্থ কাল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্প, মৃত্যু, এবং ব্যাধকে বলিলেন, “ব্যাধ! আমি, মৃত্যু বা সর্প কেহই এই শিশু-নাশ বিষয়ে দোষী নহি এবং আমরা প্রয়োজকও নহি। এই শিশুর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই ইহার বিনাশসাধনের জন্য আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছে। অন্যে ইহার মৃত্যুর কারণ নহে। এ যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মই ইহার বিনাশের হেতু, আমরা সকলেই কর্ম্মের বশ। কর্ম্ম পুত্রবৎ লোককে উদ্ধার করে, কর্ম্ম সম্বন্ধেই পাপ পুণ্য লক্ষণ। কর্ম্ম সকল যেমন পরস্পরকে নিয়োগ করে, আমরাও সেইরূপ। কুম্ভকার মৃৎপিণ্ডকে যে যে রূপ দিতে ইচ্ছা করে, মৃৎপিণ্ড সেই সেই রূপ ধারণ করে। আত্মকৃত কর্ম্মও সেইরূপ মনুষ্যকে কর্ম্মানুযায়ী ফল বিধান করে। যেমন ছায়া এবং আতপের পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ, সেইরূপ আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম এবং কর্ত্তার পরস্পর সম্বন্ধ। অতএব আমি, মৃত্যু, সর্প, তুমি এবং বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, কেহই এই শিশুর মৃত্যুর কারণ নহে, শিশু নিজেই ইহার কারণ।”

গৌতমী বলিলেন “মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারাই গতিলাভ করে। কাল কিম্বা ভুজঙ্গ অথবা মৃত্যু কেহই কারণ নহে, স্বকর্ম্মের ফলে এই বালক কালক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমিও এরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, যদ্দারা আমার পুত্র মৃত হইল। অতএব কাল ও মৃত্যু তোমরা গমন কর এবং অর্জ্জুনক তুমি সর্পকে মুক্ত কর।”

অনন্তর কাল ও মৃত্যু প্রস্থান করিল, অর্জ্জুনক সংশয়হীন হইল এবং গৌতমীও বিশোকা হইলেন।

উদাসীনের চিন্তা।

বিনোদিনী এক শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের পত্নী। তাঁহার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। অল্প প্রতিভাবলে তথায় বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন। সুতরাং বিনোদিনীর আর্থিক কোন অভাব নাই। নগরপ্রান্তে এক বিরাট অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। একাধিক দাসদাসী কাজ করিতেছে। আহার্য্য ও পানীয় যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা পাইতেছেন। বাটীতে এক সুন্দর উদ্যান, তথায় নানাবিধ ফল ফুলের গাছ রহিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা হইলে তথায় ভ্রমণ করিয়া চক্ষু জুড়াইতে পারেন। সুখ সুবিধার এত আয়োজন থাকা সত্বেও তাঁহার মনে সুখ নাই। তাঁহার স্বামীর প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রকৃতির আদৌ মিল নাই। তাই প্রায়ই দুই প্রকৃতির সংঘর্ষণ হইয়া থাকে। স্বামী ঘোর বিষয়ী, সংসারাসক্ত, বিবেকবিহীন, অর্থগৃধ্নু। সংসারে যে কোন উপায়ে হউক অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনী বলিয়া পরিচিত হওয়া এবং [illegible] তাঁহার সুখ সুবিধা সম্ভোগ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পত্নীর প্রকৃতি তাহার বিপরীত। তাঁহাকে "উদাসীনী" "যোগিনী" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেও তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটু ভাব ছিল, যে জন্য তিনি সাংসারিক কোন বিষয়েই খুব লিপ্ত হইতে পারিতেন না; তাই ধর্ম্ম কথা শুনিলে, এবং সাধুসঙ্গ করিলে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন স্বামীর সহিত একটী সাংসারিক বিষয় লইয়া একটু মতান্তর হইয়াছে। পুরুষের মন কার্য্য-কালে নিয়োজিত হইলেও সে অপমানিত ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, কাজের ভিড়ে পড়িলে তাহা সহজেই প্রশমিত হয়; তাই বিনোদিনীর স্বামী হাইকোর্টে যাইয়াই ঝগড়ার কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু মহিলাদের মন সহজে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে না, একবার উত্তেজিত হইলে তাহা প্রশমিত হইতে হইতে বহুক্ষণ চলিয়া যায়। প্রেমাস্পদ স্বামীর সহিত সামান্য মনান্তর হইলে চোখের জলেও তাহার নিবৃত্তি হয় না। তাই বিনোদিনী স্বামীর হাইকোর্টে গমনের পর উপাধানের উপর মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে তাহা সিক্ত করিতেছেন। সে দিন কিছু আহার নাই। এক একবার দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে পড়িতেছে, আর নির্ব্বাপিত শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। মনে মনে কখন অদৃষ্টকে, কখন পিতা মাতার অদূর-দর্শিতাকে, কখন বিবাহ-পদ্ধতিকে দোষী করিতেছেন। এমন সময় "রাম নাম সত্য হায়" ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বাল্যকালে হিন্দুস্থানে বাস

করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুস্থানিগণ শ্মশানে শব বহিয়া লইয়া যাইবার সময় যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা জানিতেন। এজন্য "রাম নাম সত্য হায়" ধ্বনি শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। যদিও মহিলাদিগের আন্দোলিত মনে সহজে অন্য কোন চিন্তা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, তথাপি এই গম্ভীর ধ্বনি বিনোদিনীর মনে এক চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "যাহার শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সে গেল কোথায়? ছেলেবেলা শুনেছিলাম 'যেমন জলবিম্ব জলে উদয় জল হয়ে পুনঃ মিশায় জলে', এ কি সত্য সত্যই তাই? আত্মা কি জলবিম্বের মত অদৃশ্য অন্ধকার হ'তে উঠিয়া কিছুকাল থাকে, তার পর আবার অন্ধকারে মিশাইয়া যায়?" প্রশ্ন উঠিল, কিন্তু তাহার কোন মীমাংসাই হইতেছে না। স্বামীর সহিত যে মনোবাদ হইয়াছিল, সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। এখন সংশয় আন্দোলন অসহ্য হইয়া উঠিল। ঈদৃশাবস্থায় পত্নীর স্বাভাবিক গতি স্বামীর দিকে হয়, কিন্তু বিনোদিনীর স্বামী এ সকল বিষয়ের বড় ধার ধারেন না। আত্মা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তাঁহার বড় আসে যায় না। যথোপযুক্ত অর্থাগম হইলেই তাঁহার আর কোন অশান্তি থাকে না। বিনোদিনী স্বামীর সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন, কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ প্রশ্ন সকলের সদুত্তর পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার স্বামীর একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও কোন অংশে তাঁহার স্বামী অপেক্ষা অল্প প্রতিভাশালী ছিলেন না। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মতি ছিল, এ কথা স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভবানী বাবু। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া এক সন্ন্যাসীর নিকট যাতায়াত করিতেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপদেশ তাঁহার জীবনে এক যুগপ্রলয় আনিয়া দেয়। এমন সময় তাঁহার সংসার সাগরের একমাত্র তরণী মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়। মাতৃহারা হইলে তাঁহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার আর কেহ ছিল না। তিনি সুখদুঃখময় সংসারের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গৃহত্যাগের পরও অনেক বার বিনোদিনীর বাড়ীতে আইয়া তাঁহার স্বামীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। বিনোদিনীর স্বামীর প্রস্তরসদৃশ হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ পড়িলেও অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা পাইত না। বিনোদিনীর স্বামী রক্ষণশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অন্তঃপুরে তাঁহার বন্ধুদিগের কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল ভবানী বাবুর সন্ন্যাস তাঁহার রক্ষণশীলতাকে উল্টাইয়াছিল। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মবিহীন হইলেও স্ত্রী ধার্ম্মিকা হন, এটা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করিতেন; সুতরাং সন্ন্যাসী ভবানী বাবুর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। বিনোদিনী

ভবানী বাবুকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিবেন স্থির করিলেন। তাই লোক পাঠাইয়া ভবানী বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভবানী বাবুর আসিতে একটু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে তাঁহার স্বামী আসিয়া পঁহুছিলেন। স্ত্রীর চোখ ছুটি আর আরক্তবর্ণ নাই, নয়নজলে আর অঞ্চল সিক্ত হইতেছে না, দেখিয়া তিনি একটু আশস্ত হইলেন। তৎপরে ভবানী বাবু আসিলে বিনোদিনী শব-বহনের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বিনোদিনীর স্বামী এ সকল আলোচনা ভাল না বাসিলেও বন্ধু ভবানী বাবুর খাতিরে তথায় বসিলেন।

বিনোদিনী—দেখুন মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় থাকে?

বি-স্বামী—My wife is a stark fool; she asks you a sheer non-sense. Is there anything in us called soul? The body is all in all and when body perishes nothing remains.

বিনোদিনীকে গালি দেওয়া হইল বলিয়াই ইংরেজী উক্তি। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বস্থলে রক্ষণশীল হইলেও এ স্থলে ষোল আনা সাহেব। মাতৃভাষার বড় ধার ধারেন না। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "আমার স্ত্রী ভাহা মূর্খ, সে তোমাকে একটা অর্থশূন্য কথা জিজ্ঞাসা কচ্চে? আমাদের মধ্যে আত্মা নামে কি কোন পদার্থ আছে? শরীরই সর্ব্বেসর্ব্বা; যখন শরীর বিনষ্ট হয়, তখন আর কিছুই থাকে না।"

ভবানী—আপনি বাঙ্গলায় কথা বল্‌বেন, আপনার স্ত্রীত ইংরেজী বুঝেন না।

বি-স্বামী—Nasty Bengalee. I cannot express my thought well in Bengalee. However, I shall try. "ছাই বাঙ্গলা ভাষা, আমি বাঙ্গলায় আমার মনের ভাব ভাল ব্যক্ত কৰ্ত্তে পারি না, যাহা হউক চেষ্টা কর্ব্ব।"

ভবানী বাবু। বিনোদিনীর প্রতি—আপনি ধর্ম্মরাজ্যের একটা জটিল প্রশ্ন তুলেছেন। বাক্যেতে ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত। উত্তর দিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, 'কোথায়' কথাটী স্থানবাচক। মৃত্যুর পর আত্মা কোন স্থানে যায় ইহা কি আপনার প্রশ্ন?

বিনোদিনী—হাঁ তাই-ই আমার প্রশ্ন।

বি-স্বামী—দেখ ভাই, আমি যা বলেছি রাইট কি না? এর মত বোকা দুনিয়ায় কি আর দুটী আছে? আরে আত্মা থাকিলেও ওটা কি বলের মত গড়াইয়া এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে? স্থূল বস্তুরই গতি হয়। সাই-কলজিতে পড়েছি আত্মা সূক্ষ্ম বস্তু? চৈতন্য উহার ধর্ম্ম, উহার স্থানাধার নাই। তবে তার গতি কিরূপ সম্ভবপর?

ভবানী বাবু—তোমার পুঁথিগত বিদ্যা। ইনি আরত সাইকলজি পড়েন নাই।

তবে এঁর দোষ কি? তুমি এঁকে মিছে গাল দিচ্ছ।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিনোদিনীর একটু চৈতন্য হইল এবং বলিলেন— নাই ত, আত্মার সম্বন্ধে আমার ঐ প্রশ্নটা করা ঠিক হয় নি।

বি-স্বামী—আত্মা যদি চৈতন্যময় বস্তু হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আর চৈতন্য থাকে না, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার বিনাশই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। অগ্নির ধর্ম্ম তেজ। তেজ নাই অথচ অগ্নি আছে, এ কথা কিরূপ।

ভবানী বাবু—চৈতন্য সম্বন্ধে আগে কি বুঝায়, তাহা জানা কর্ত্তব্য। তৎপরে মৃত্যুর পর উহা থাকে কি না, ঠিক করা যাবে।

বি-স্বামী—চৈতন্য বলতে বুঝি self-consciousness—আবার একটা ইংরেজী কথা আসিল। ভাই! এর বাঙ্গলা কি?

ভবানী বাবু—আত্মজ্ঞান।

বি-স্বামী—আত্মজ্ঞান বিষয়জ্ঞানের সহিত জড়িত। মৃত্যুর পর যখন ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় হয়, তখন বিষয়জ্ঞানও আর থাকে না। একটা পাতের এক পৃষ্ঠা বাদ দিলাম, অন্য পৃষ্ঠা থাকতে পারে কি? বিষয়জ্ঞান না থাকলে আত্মজ্ঞান অসম্ভব।

ভবানী বাবু—বিষয়জ্ঞানের সহিত আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু আত্ম-অস্তিত্ব বিষয়-জ্ঞান-নিরপেক্ষ। গভীর নিদ্রার সময় বিষয়জ্ঞান লুপ্ত হয়। আত্মজ্ঞানও তখন বিকশিত অবস্থায় থাকে না। তার জন্য কি বলতে হবে যে, আত্মাও তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়? আত্মা বিনষ্ট হইলে জাগরিতাবস্থায় তাহার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। উহাকে পুনর্জ্জন্ম বলতে হবে? এইরূপ প্রত্যেক দিন নিদ্রাকালেই মরি এবং জাগরিতাবস্থায় বেঁচে উঠি। পুনর্জ্জন্ম হলে পূর্ব্বস্মৃতিই বা কিরূপে সম্ভবপর? আবার তুমি বলছ যে একবার মরলেই সকলের অবসান, স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হবে। তবেত নিদ্রাকালে আত্মা মরে না, এ কথাই সিদ্ধান্ত কর্ত্তে হয়।

বি-স্বামী—তোমার কথা মেনে নিলেও মৃত্যুর পর যদি পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠে তাহলে স্বীকার কর্ত্তে পারি যে, মৃত্যু কেবল সুষুপ্তি মাত্র। আত্মার মরণ নাই।

ভবানী বাবু—জেগে উঠে না যে তাহার প্রমাণ কোথায়?

বি-স্বামী—প্রমাণের ভার তোমার উপর। আমি এ কথা অস্বীকার করি।

ভবানী বাবু—আত্মা আর শরীর দুই পৃথক্ বস্তু কিনা? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে শরীরের বিনাশের সঙ্গে আত্মার অবশ্য-মরণ স্বীকার করিতে কেহ বাধ্য নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে নিদ্রার বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, শরীরের সহিত আত্মার নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও আত্মা উহা হইতে স্বতন্ত্র। যোগিগণের ইহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য; কারণ তাঁহারা আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া অনুভব করিতে পারেন।

জীবনের বিশ্বাসী সুহৃদ্,
তোমা সম কে তাদের আর?
স্নেহে পিতা, যত্নে ভাই, উপদেশে গুরু —তাই,
তোমার সে স্নেহ-ঋণ
অশোধ্য—অপার! ৭

আজি তুমি রয়েছ যেখানে,
স্তুতি-নিন্দা-অতীত সে স্থান,
তবে এ মরত ধামে, মোরা ও পবিত্র নামে
আত্মতৃপ্তি আশে করি,
তব লীলা গান! ৮

কিন্তু—

ভাষার শকতি নাহি কভু,
প্রকাশিবে, সেই তব গুণ,
যেন মনে সাধ করি, কনক মূরতি গড়ি,
জননীর কোলে দেখি
সোণার বেথুন! ৯

হায় রে, দরিদ্র দীন মোরা!
সে সাধ পূরাতে নাহি পারি,
তবে আজি তোমা স্মরি, প্রীতির তর্পণ করি,
হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে
আর অশ্রুবারি! ১০

তুমি দেব! কর আশীর্বাদ
ভারতনিবাসী সবাকার,
হোক্ লাভ মনুষ্যত্ব, শিখুক তোমার তত্ত্ব,
তব সেই "আত্ম-দান"
যেন হয় সার!
ওই স্বর্গপুরী থেকে তৃপ্ত হও দেখে দেখে
এ ভারত, প্রাণে অনুপ্রাণিত তোমার! ১১

লেখিকা —বঙ্গবাসিনী।

মৎস্য।

মৎস্য মনুষ্যের আহারীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নিকট ইহা অধিকতর উপাদেয় ও প্রয়োজনীয়। অন্যান্য জাতি মৎস্যের সঙ্গে মাংস আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালীদের উভয় মৎস্য মাংসের কার্য্য মৎস্য দ্বারা হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ধান্যের আবাদ আমাদের কাছে যত প্রয়োজনীয়, গো-জাতি প্রতিপালন যত প্রয়োজনীয়, মৎস্য-দিগের রক্ষণাবেক্ষণও প্রায় তদ্রূপ। বিশেষতঃ এই আহারীয় পদার্থ সংগ্রহ করিতে কেবল ধরিবার যত্ন ব্যতীত আর কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

আমাদের দেশে পুষ্করিণীতে মৎস্য পোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু মাছ ছাড়িবার পূর্ব্বে সম্বন্ধে অনেকে কয়েকটী অবিবেচনার কার্য্য করেন। প্রায় সকল মৎস্যই রাক্ষস, বিশেষতঃ কয়েক প্রকার মৎস্য আছে, তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই।

এই সমুদায় মাছ পুকুরে থাকিলে অন্যান্য মৎস্যের সেখানে থাকা দুষ্কর হয়। মৎস্যের মধ্যে গজাড় ও বোয়াইল মৎস্যের ন্যায় পেটুক আর কেহ নাই। যে পুকুরে গজাড় আছে, সেখানে আর কোন মীন-বংশের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বোয়াইল মাছ এরূপ ক্ষুধার্ত্ত ও পেটুক যে, যে

পুকুরে ঢোঁড়া সাপ থাকে, সেখানে লোকে বোয়াইল মাছ ছাড়িয়া দেয়। বোয়াইল মাছ এত বৃহৎ হয় যে, কথিত আছে যে, উহারা মনুষ্য পর্য্যন্ত ধরিয়া আহার করে। গজাড় মাছ জলে এত দ্রুতবেগে গমন করে যে, তীরের গতির সহিত উহার গতির তুলনা করা যাইতে পারে। উহারা এরূপ উগ্র যে, কখন কখন মনুষ্যকেও আক্রমণ করে। বন্য পশুর মধ্যে যেমন ব্যাঘ্র, দেশীয় মৎস্যের মধ্যে সেইরূপ গজাড়।

অনেকে সাধ করিয়া পুঁটি মাছ ও ফলুই মাছ এক পুকুরে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, পুঁটি মাছের যম ফলুই। ফলুইও অত্যন্ত উগ্র। উহারা জলের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসা বাঁধিয়া ডিম্ব প্রসব করে; উহার নিকট যে কোন মৎস্য যায়, তাহাকে আক্রমণ করে। এমন কি মনুষ্যকেও আক্রমণ করিতে ভয় করে না। চিতল মাছ ফলুইয়ের বড় ভাই। কিন্তু অনেকে না বুঝিয়া পুকুরে চিতল মাছ ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

পুষ্করিণীতে মৌরলা মাছ অতি সত্বর পরিবর্দ্ধিত হয়; কিন্তু ল্যাঠা, শোইল, চেঙ ইহাদের পরম শত্রু, অথচ এমন পুকুর নাই যেখানে ইহারা সকলে একত্র বাস না করে। গজাড়ের ছোট ভাই চেঙ্গ আর শোইল। ইহার মধ্যে এক জাতি চেঙ্গ এরূপ লোভী ও নির্লজ্জ যে,

বড়শীতে মুখ ছিঁড়িয়া গেলেও পুনরায় বড়শী ধরে। ইহাদিগকে সচরাচর গেছো চেঙ্গ বা তেলো চেঙ্গ বলে।

পুষ্করিণীতে সকল মৎস্যেরই ডিম্ব হয়, কিন্তু ছানা হয় না। ল্যাঠা, পুঁটি, মৌরলা ফলুই, বেলে, চেলা ও কখন কখন শোইল মৎস্য ব্যতীত আর কোন মৎস্যের ছানা হয় না। বৃষ্টি হইলে যে পুষ্করিণীতে স্রোত না যায়, সেখানে মৌরলা চেলা ব্যতীত প্রায় আর কোন মৎস্যের বংশবৃদ্ধি হয় না।

নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া সেখানে রোহিত প্রভৃতি মৎস্য ছাড়িয়া দিলে আপনা আপনি চিঙ্গিড়ী মৎস্যের সৃষ্টি হয়। ইহাই ঐ সমুদায় মৎস্যের আহার। অত-এব রোহিত প্রভৃতির আহারের নিমিত্ত অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্য ছাড়িয়া দিবার প্রয়ো-জন হয় না। এক পুষ্করিণীতে বড় মৎ-স্যের মধ্যে রোহিত, কাতলা, মৃগেল, কাল বৌউস, বাটা, এবং ছোট মৎস্যের মধ্যে মৌরলা, চেলা, পুঁটি, ও বেলে পোষা যাইতে পারে। যদি পুকুরে ল্যাঠা মাছ থাকে, তবে তাহারা রোহিতের পোনা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। যদি চিতল মাছ পুষিবার ইচ্ছা থাকে, পৃথক্ পুকুরে ছাড়িয়া দিলে হইতে পারে, তবে ল্যাঠা, শোইল গজাড় প্রভৃতি মৎস্য এরূপ আস্বাদশূন্য যে, তাহাদিগকে পুষিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশে মৎস্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কোন কোন মৎস্য লুপ্তপ্রায়। ভেলদা, বাটক প্রভৃতি মৎস্য আর এইক্ষণে পাওয়া যায় না। এইরূপ সকল মৎস্যই কমিয়াছে। হঠাৎ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া উঠা যায় না। ক্রমে দেশ উচ্চ হইতেছে; ইহা যে একটি কারণ তাহার সন্দেহ নাই। আর এক কারণ অযত্ন। ক্রমে যে দেশ উচ্চ হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার যো নাই। যেমন স্থলভাগ বৃদ্ধি হইতেছে, অমনি পুষ্করিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে হইতে পারে। এই ক্ষণে যেরূপ লোকের মতি গতি হইতেছে, তাহাতে পুষ্করিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, যে সকল পুরাতন পুকুর মজিয়া গিয়াছে, তাহাদের পঙ্কোদ্ধারই হইতেছে না।

মৎস্যের প্রতি আমাদের কিরূপ অযত্ন, তাহা দেখাইতেছি। মৎস্যের ছানা নষ্ট করিতে এদেশীয়দের কিছুমাত্র মমতা নাই। যে সমুদায় মৎস্যের পোনা ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমণ করে, তাহারা এরূপ অসহায় ও উপায়হীন যে অনায়াসে তাহাদিগকে ধরা যায়। কিন্তু এ সকল মাছ ধরাতে বিশেষ লাভ নাই, কারণ উহারা আস্বাদশূন্য; প্রবাদই আছে "মাছের মা, শাকের ছা" ভাল। কিন্তু তবু রাশি রাশি খয়রার ছানা, গজাড় শোইল ও ল্যাঠার ছানা, পুঁটি, মৌরলা ও চেলার ছানা ধরা হইয়া থাকে। অনেক মৎস্য আবার তাহাদিগের ছানাদি ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় বা ডিম্ব প্রসব করিয়া উহা রক্ষণা-বেক্ষণ করে। এই সময়ে তাহারা অনায়াসে ধৃত হয়। এই সমুদায় মাছ

পরা পড়িলে তাহাদিগের ছানাগুলি অসহায় হয় এবং তাহারা অতি সত্বর অন্যান্য মাছ কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয়।

শীতপ্রধান দেশে মাছ যেরূপ অনায়াসে অনেক কাল রাখা যায়, আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষে তাহা পারা যায় না; উহা অবিলম্বে পচিয়া উঠে। ইলিশ মৎস্য লোনা করিয়া দুই এক মাস রাখা যায়। কোন কোন মাছ শুটকী করিয়া কিছু কাল রাখা যায় বটে, কিন্তু উহা [illegible] আহার করেন না। কোন দেশে মৎস্যকে কিছু কাল জলে জীবিত রাখা যায়। ইলিশ মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণজীবী। ইহারা [illegible] কড়, এ [illegible] নাকে মাছ; কিন্তু জিয়াইয়া [illegible] মৎস্য এরূপ নিস্তেজ হইয়া যায় যে উহা খাওয়া না খাওয়া তুল্য হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত অধিক পরিমাণে মৎস্য ধরা পড়িলে অনেক নষ্ট হইয়া যায়।

যখন জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ভারি বৃষ্টি হয়, তখন জল স্রোত বহিয়া অনেক মৎস্য জলাশয় বা পুকুর হইতে উঠিতে থাকে, আবার কার্ত্তিক মাসে উহারা এক পসলা ভারি বৃষ্টি পাইয়া প্রত্যাগমন করে। প্রত্যাগমনের সময় অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে এ দেশে মাছ খাইতে নিষেধ আছে। প্রায় সকল মৎস্যই উঠিয়া ও নামিয়া থাকে। এই কালে ইহারা অনায়াসে ধৃত হয়, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে ধৃত হওয়ায় লোকে রাশি রাশি মৎস্য আহার করিয়া পীড়িত হয় ও অবিশেষে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এ দেশের লোকদের স্বভাব, মৎস্য দেখিলে প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক ধরিতেই হইবে।

এইরূপে আষাঢ় মাসে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মৎস্য গভীর জল দিয়া সমুদ্র হইতে নদীতে প্রবেশ করে ও স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করিতে থাকে। এরূপ গমনের উদ্দেশ্য ডিম প্রসব করা। তখন অসংখ্য পরিমাণে মৎস্য ধৃত হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ মৎস্য লোনা করিয়া রাখা যায়। কার্ত্তিক মাসে ভারি এক পসলা বৃষ্টি হইলে রোহিত, মৃগেল ও [illegible] স্রোতের বিপরীত দিকে একেবারে দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গমন করিতে থাকে। এইরূপে এত মৎস্য গমন করিতে থাকে যে, নদীর মধ্য দিয়া যদিও তাহারা স্থিরভাবে যায়, তথাপি নদীর তীর হইতে তাহাদিগের গমনের শব্দ শুনা যায়। তখন তাহারা একেবারে অজ্ঞান হয়—মনুষ্যকে পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ভয় করে না, যে কোন বাধা সম্মুখে পড়ে, তাহা অতিক্রম করিবার নিমিত্ত লম্ফ দিতে থাকে। সে শোভা দেখিতে অতি অপূর্ব্ব। তখন যে কত মৎস্য ধরা পড়ে, তাহা অগণনীয়। এই সময়ে ক্ষুদ্র মৎস্যের আস্বাদ মাত্র নাই। যখন এইরূপ মৎস্য ধৃত হইতে থাকে, তখন ধীবরেরা উহা বিক্রয় করিতে না পারিয়া শতশত মৎস্য বিতরণ করিতে থাকে, ও গন্ধের ভয়ে এই মৎস্য গাড়ী বোঝাই করিয়া লোকে দূরে নিক্ষেপ করে।

কোন কোন প্রাজ্ঞ কৃষক ইহা দ্বারা ভূমিতে সার দেয়।

পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে জেলেরা বড় বড় জাল দিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। ইহাতে তাহারা এত মৎস্য পায় যে ক্রেতা মিলে না। ইলিশ মৎস্য লোনা করিয়া ফেলে, কিন্তু অন্যান্য মৎস্য বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে (কখন কখন রাশি রাশি মৎস্য এইরূপে উদ্বৃত্ত হয়), তাহা ফেলিয়া দেয়। এইরূপে বৎসর বৎসর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মৎস্য ধৃত হওয়াতে অস্মদ্দেশে মৎস্যকুল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে ও অনেক মৎস্য পূর্ব্বাপেক্ষা আস্বাদহীন হইতেছে। পূর্ব্বে ইলিশ মৎস্যের যেরূপ আস্বাদ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই।

বঙ্গবাসিগণ যে সকল মৎস্য আহার করেন, তাহা সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; যথা—সমুদ্রের মৎস্য, নদীর মৎস্য ও পুকুরের মৎস্য।

সমুদ্রের মৎস্য—ভেটকী, পারসে, খড়েল।

নদীর মৎস্য—বোয়াল, পাপ্‌তা, পাঙ্গাস, বাঁই, পাপ্‌তা টেংরা, পাপ্‌তা বাচা, চৈতল, ফলুই, ইলসা, ফাঁসা, চেলা, খয়রা, খরসুলা, তপস্যা, ভোলা, রোহিত, কাতলা, কালবোশ, মৃগেল, গলদা চিঙ্গড়ী, ইত্যাদি।

পুষ্করিণীর মৎস্য—মাগুর, সিঙ্গি, চেলা, পুঁটী, বাটা, কই, খলসে, চাঁদা, বেলে, বাইন, পাঁকাল, চিঙ্গড়ী, ইত্যাদি।

পদ্মা, চন্দনা, মধুমতী এবং কুমার নদীতে বৎসর বৎসর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে।

মৎস্য ধরিবার উপায়—যথা—হাতে ধরা, ছিপ সুতা, হাতসুতা, বড়শী, বরশা, পোলো, হোঁচা, খাদন, বাণ, আরিন্দে, চারো, খাভানী, টুবা, দোয়ার, লোচনে, ঘুনশী, পারনা, চাই, নই, ঝাঁপী, বান্ধ, জাল, মহাজাল, কোণাজাল, বেড়াজাল, ছাঁদীজাল, দোড়া ছাঁদী, খেপলা জাল, বাওড়া জাল, ভেশালজাল, নর্ম্মজাল, সাঙ্গা-জাল, থোড়কা-জাল, চাকজাল, চাপজাল, হোঁচাজাল, পোতাজাল ইত্যাদি।

পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীন।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৭৮ সংখ্যা—৮৭ পৃষ্ঠার পর)

চা, পথ্য ও মুখড়া প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

চা।

আজ কাল আমাদিগের দেশে সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে চা'র বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। চা-পানের কয়েকটী গুণ আছে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি

কৌটা চারি আনা মাত্র। নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে ইহার তিক্ত ও অজীর্ণ পদার্থ সকল যত্নপূর্ব্বক বিভিন্ন করা হয়। ইহা লঘুপাক এবং এরারুট, সাগুদানা, ও বার্লি পাউডার অপেক্ষা থাইতে সুস্বাদ ও পুষ্টিকর। যে যে পীড়ায় চিকিৎসকেরা এরারুট, সাগুদানা ও বার্লি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সেই সেই পীড়ায় ইহার উপকারিতা কোন প্রকারে ন্যূন নহে। বিশেষতঃ উদরাময়, রক্তামাশয়, ও অজীর্ণ রোগে ইহা একমাত্র পথ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা শরীরের সুস্থতা ও কান্তি লাভের নিমিত্ত ইহা গরম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ও তাহাতে কিঞ্চিৎ উত্তম চিনি বা মিশ্রী প্রক্ষেপ করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। অনেক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিম ও অপরাপর ভদ্রলোকেরা ইহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া অনেক প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ব্যবহারের নিয়ম।

একটী মৃন্ময় বা কলাই-করা লৌহ পাত্রে অর্দ্ধসের পানীয় জলের সহিত অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে কদলীচূর্ণ ১৫ মিনিট কাল মৃদু জ্বালে সুসিদ্ধ করিয়া অবশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া সেবনীয়। যাঁহাদের পীড়ায় দুগ্ধ নিষিদ্ধ, তাঁহারা কেবল পানীয় জলে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ লেবুর রস দিয়া সদাম্লযুক্ত করিয়া লন।

মাংসের যুষ।

ইহা ছাগ, মেষ, কপোত, কুক্কুট কিম্বা তিত্তিরী প্রভৃতির মাংসে প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে।০ পোয়া বা ততোধিক মাংস অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১।০ বা ১৷।০ ঘণ্টা কাল দেড় সের বা আবশ্যক মত জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহাতে অল্প লবণ, হরিদ্রা, অকুট্টিত ধনা দিয়া আচ্ছাদিত পাত্রে, মৃদু অগ্নি সন্তাপে ফুটাইবে। অর্দ্ধসের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া একটী মৃত্তিকা, পাথর বা কাঁচপাত্রে ঝোল ও অপর একটী পাত্রে মাংস রাখিবে, তৎপরে মাংস চটকাইয়া ক্বাথ বাহির করিবে, এবং সেই ক্বাথ ঝোল সহ মিশাইবে। খানিক পরে সরু স্থাকড়া দিয়া ভাসমান চর্ব্বি উঠাইয়া লইবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক কড়ি প্রমাণ বা আবশ্যক মত ঘৃত, খান দুই তেজপাত, অল্প মৌরি সহ সম্বরিয়া গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। সামান্যতঃ যুষ ৬।৭ ঘণ্টা উত্তম থাকে। তৎপরে উহার আবশ্যক হইলে নূতন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়।

মানমণ্ড।

সচরাচর দুইভাগ শুষ্ক মানের গুঁড়া ও এক ভাগ চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্য ১৯ গুণ জলে পাক করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কিম্বা অপর কোন প্রয়োজন হইলে তিন ভাগ মানচূর্ণ ও এক ভাগ চাউলের গুঁড়া দেওয়া যায়।

সূজির রুটী।

আবশ্যক মত সুজি এক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে অর্দ্ধ কোয়াটার কাল উত্তম রূপে মাখিয়া একটী পিণ্ডাকার ডেলা করিবে। অনন্তর একটী পাত্রে জল অগ্নিতে চড়াইবে। যখন জল ফুটিবে, তখন সেই সুজির ডেলাটী তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। এক কোয়াটার কাল সিদ্ধ হইলে নামাইয়া সেই ডেলাটী উত্তম রূপে চট্‌কাইয়া খুব পাতলা এবং ছোট ছোট রুটী করিবে। রুটীগুলি যাহাতে বেশ ফুলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ঘুষ্‌ড়া প্রস্তুত প্রণালী।

ক্ষেত পাপ্‌ড়া, শিউলী পাতা, গুলঞ্চ, এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলে থেঁতো করিবে। পরে উহা একখানি কলাপাতে বা পান-পত্রে বান্ধিয়া চাটুতে সেঁকিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে নিংড়াইয়া ইহা হইতে প্রয়োজন মত রস বাহির করিয়া লইবে। ইহাকেই ঘুষ্‌ড়া কহে। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত উহারই রসে ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

জেনোবিয়া।

সিরিয়া দেশ যে সকল রমণীরত্ন প্রসব করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেপ্টিমিয়া জেনোবিয়া তন্মধ্যে একজন। ইনি স্বীয় রূপলাবণ্য, মধুর কণ্ঠস্বর, বিবিধ মানসিক সদ্‌গুণ, নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা দ্বারা যে কেবল সমসাময়িক গুণগ্রাহী জনসমাজ কর্ত্তৃক সংপূজিতা হইয়াছিলেন, এমন নহে; পরন্তু স্বীয় অতুল শৌর্য্যবীর্য্য, স্ত্রীজনোচিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারিতার জন্য তদানীন্তন ও তদ্দেশীয় রমণীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। গিবন ইহাঁর বিষয় লিখিতে গিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন, "Her manly understanding was strengthened and adorned by study." জেনোবিয়া স্বভাবতই পুরুষোচিত বিবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন। তথাপি ইনি যে পুরুষের ন্যায় তীক্ষ্ণ মেধা, অটল প্রতিভা ও অবিচলিত বিচারশক্তির সম্যক্ অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিবিধ শাস্ত্র ও বিবিধ ভাষা অনুশীলনের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহত্ত্বের বীজ নর নারী উভয়ের মধ্যেই সমভাবে নিহিত আছে। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, অনুশীলনের তারতম্যানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। জেনোবিয়া তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ইহাঁর পুরুষোচিত ধীশক্তি অনুশীলন দ্বারা সুদৃঢ় এবং সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। জেনোবিয়া লাটিন, গ্রীক, সিরিয় ও মিশরদেশীয় ভাষাতে সুপণ্ডিতা ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে "মিশরের ইতিহাস" ইহাঁর অক্ষয়

কীর্ত্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতীত ইনি পূর্ব্ব মহাদেশের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। অধিকন্তু হোমার ও প্লেটোর সাহিত্যগত সৌন্দর্য্যের তুলনা করিয়া জেনোবিয়া স্বীয় গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

জেনোবিয়া পামীরা নামক প্রদেশের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন। ইনি ওডেনেটাস্ নামধেয় জনৈক সারাসেন যুবকের পাণিগ্রহণ করেন। এই ওডেনেটাস্ তৎকালীন স্বশক্তি-সমুত্থিত যুবকবৃন্দের অগ্রণী বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। সকল শক্তির সম্যক্ পরিচালনা দ্বারা ইনি সামান্য অবস্থা হইতে পরিশেষে রাজপদে সমাসীন হন। ওডেনেটাস যে সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, তদীয় রাজ্ঞী জেনোবিয়া তাহার সাহায্যার্থ জন্য পতির অনুগামিনী হইতেন। এইরূপে অনেক সময়ে জেনোবিয়া বহুসংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়িকারূপে যুদ্ধক্ষেত্রে কখন পদব্রজে, কখন অশ্বপৃষ্ঠে, অরাতিদলের সম্মুখীনা হইয়া, বিপুল পরাক্রমে শত্রু সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, জয়োল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে পতির বিজয়-বৈজয়ন্তী ধারণ করিয়াছেন এবং বীরাঙ্গনা বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিতা হইয়াছেন। ওডেনেটাস্ এইরূপে স্বীয় পত্নীর শৌর্য্যবীর্য্য ও অতুল রণকৌশলের সহায়তায় বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

মেয়োনিয়াস্ নামে ওডেনেটাসের একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। ওডেনেটাস্ এই জিঘাংসা-পরায়ণ দুরাত্মা ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক ২৬৩ শালে স্বীয় পুত্র হেরডের সহিত অতর্কিত ভাবে নিহত হন। মেয়োনিয়াস্ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া তদীয় সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু জেনোবিয়া ইহাকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন এবং অচিরে ইহার প্রাণদণ্ড করিয়া প্রিয়পতি ও পুত্রের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর, জেনোবিয়া পাঁচ বৎসর কাল পামীরা ও অপরাপর প্রাচ্য প্রদেশসমূহ শান্তি, সুবিচার ও সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করেন। তদ্ব্যতীত ইনি স্বীয় ভুজবলে ক্যাপাডোসিয়া, বিথিনীয়া ও মিশর দেশ জয় করেন এবং স্বীয় শাসনাধীনে রাখিয়া কয়েক বৎসর শান্তির সহিত রাজত্ব করেন। প্রাচ্য দেশের অধীশ্বরী বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিতা হন।

তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বীয় সৈন্যদলের মধ্যে পুত্রগণকে রাখিয়া রণকৌশল স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। এইরূপে তিনি কয়েক বৎসর পুত্রগণের শিক্ষায় ও স্বরাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভাগ্যচক্র শনৈঃ শনৈঃ নিম্নগামী হইতে লাগিল। চিরকাল কখনও কাহারও সমান যায় না। এ সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। ঈশ্বরের

এই অখণ্ড শাসনচক্র যখন কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, তখন রাজ্ঞী জেনোবিয়া তাহা কিরূপে পারিবেন? অবশেষে তাঁহাকেও ইহার অধীন হইতে হইল। চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী অপরের অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাও সমীপবর্ত্তী হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

অরিলিয়ান রোমের সম্রাট্ হইলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বীরাঙ্গনা রাজ্ঞী জেনোবিয়ার উপর নিপতিত হইল। সিরিয়া দেশের সামান্য একটি অবলা অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ও বীর্যাকৌশলে বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াছেন, বহুসংখ্যক রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তত্তৎ স্থলে স্বীয় শাসন-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন, আবার অন্যান্য দেশ জয় করিবার আকাঙ্ক্ষায় সৈন্যদল সংগঠন ও পুত্রগণকে প্রস্তুত করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া উদ্ধত রোম-সম্রাট্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অয়ি জেনোবিয়ে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ;—অচিরেই তব গর্ব্ব চুম্বিবে ধরণী ;—এই বলিয়া তখনই সমর ঘোষণা করিলেন। অরিলিয়ানের অগণিত বাহিনী দলে দলে আসিয়ার অভিমুখে ধাবমান হইল। আন্টিয়ক নামক স্থানের উপকণ্ঠে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল। অতর্কিত আক্রমণে জেনোবিয়ার সেনাপতি জারদাস পরাস্ত হইলেন। জেনোবিয়া এমিসা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অরিলিয়ান তাঁহার অনুসরণ করাতে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার জেনোবিয়া স্বয়ং সৈন্যদলের অধিনেত্রীরূপে দণ্ডায়মানা হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর এবারও রোম-সম্রাট্ জয় লাভ করিলেন। রাজ্ঞী জেনোবিয়া তখন অবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া স্বীয় রাজধানী পামীরাতে উপনীত হইলেন। কিন্তু অরিলিয়ান তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। বীরাঙ্গনা জেনোবিয়া এরূপ কৌশলে স্বীয় রাজধানী রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন যে, অরিলিয়ান বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও কিছুতেই তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। রোম সম্রাট্ যখন দেখিলেন, জয়ের আশা সুদূরপরাহত, তখন তিনি রাজ্ঞী জেনোবিয়ার নিকট একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে এই কথার উল্লেখ ছিল যে, যদি রাজ্ঞী জেনোবিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়া পামীরা নগর ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে রোম সম্রাট্ তাঁহাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃতা করিবেন। কিন্তু এই তেজস্বিনী রমণী সম্রাটের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, রাজ্ঞী জেনোবিয়া পৃথিবীর তাবৎ ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করেন।

বীরাঙ্গনা জেনোবিয়া কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিলেন না। শত্রু সৈন্যদল বহুকাল নগর অবরোধ করিয়া রহিল।

স্ত্রীলোকদিগের নির্দ্দোষ আমোদ।

"ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" বেদবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আনন্দ-শক্তি হইতে সৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছে। বিধাতা আপনার মহিমাতে স্বয়ং বিরাজিত ছিলেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন—আমোদ চাহিলেন। তাহার উপায় সৃষ্টি ও জীবকে তাঁহার ভূমানন্দের বিন্দুমাত্র উপভোগ করান। একাকী আনন্দময় হইয়া থাকা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সঙ্গী লইয়া আমোদ করিতে চাহিলেন। আনন্দ হইতে,—বিধাতার আমোদাভিলাষ হইতে সৃষ্ট হইয়া জীব আনন্দে স্থিতি করিতে লাগিল এবং আনন্দস্বরূপের অনন্ত ক্রোড়ে প্রলয়-কালে বিশ্রাম লাভ করিবে। সৃষ্টির সহিত নিখিলময় এই নাদ হইল, "আমোদ কর। আপনার ও পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন কর।" ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষ প্রকৃতির প্রাণে আনন্দাভিলাষের বীজ নিহিত করিলেন। সৃষ্টির মূলে এই উদ্দেশ্য, জীবের প্রাণে এই নিত্য পিপাসা, আমাদের জীবনের এই লক্ষ্য।

জীব সকল আনন্দের অন্বেষণে স্বভাব-দত্ত প্রবৃত্তির প্রভাবে ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। তাহাদের চিৎ-শক্তির সহিত আনন্দ শক্তির ঘন সম্বন্ধ। জীব চিৎ-শক্তির বলে আনন্দ লাভের নানা কৃত্রিম উপায় সৃজন ও উদ্ভাবন করিতে লাগিল। আনন্দ-শক্তির স্ফূর্ত্তি ও চিৎ-শক্তির বিকাশের জন্য আমোদের প্রয়োজন হইল। ইহারই বিমল কিরণে ও স্নিগ্ধ উত্তাপে জীবের শক্তিসমূহ অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইতে লাগিল। ইহারই শীতল ছায়া তলে আনন্দ-ক্রোড়যাত্রী জীব আরাম করিতে লাগিল, এবং আনন্দ-স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ-ময়ের গুণগান ও যশঃকীর্ত্তনে ভুবন পূর্ণ করিতে লাগিল। হিরণ্ময় রাজ্য হইতে যে আমোদস্রোত প্রবাহিত হইল, তাহাতে জীব অবগাহন করিয়া তৃপ্তি ও মুক্তি লাভ করিতে লাগিল। যাহাতে স্রষ্টার পবিত্র উদ্দেশ্য সফল হয়, সেইরূপ বিমল আনন্দ-প্রদ উপায় অবলম্বন করিলে নির্দ্দোষ আমোদ ভোগ হয়। যাহার মূলে পবিত্রতা ও মঙ্গল ভাব নাই সে সদোষ, সেরূপ আমোদে কদাচই স্রষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

নির্দ্দোষ আমোদে তৃপ্তি আছে, স্ফূর্ত্তি আছে, আত্মপ্রসাদ আছে। সদোষ আমোদে তৃপ্তিতে অতৃপ্তি, স্ফূর্ত্তিতে অব-সাদ, এবং আত্মপ্রশংসার মধ্যে আত্ম-গ্লানি। নির্দ্দোষ আমোদের দৃষ্টি উপস্থিত ও ভবিষ্যৎ কালের দিকে। দুষ্ট আমোদের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই বদ্ধ থাকে। নির্দ্দোষ আমোদ স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই দেখে। সদোষ আমোদ পরার্থ ত দেখেই না, নিজ স্বার্থও প্রকৃত-রূপে দেখিতে পায় না। নির্দ্দোষ আমোদের

প্রারম্ভে আনন্দ, মধ্যে আনন্দ এবং শেষেও আনন্দ। সদোষ আমোদের উদ্দেশ্য আনন্দ, মধ্যে কাহারও আনন্দ ও কাহারও নিরানন্দ, এবং শেষ নিরানন্দ। নির্দ্দোষ আনন্দ ঊর্দ্ধগামী; উহার গতি মুক্তির দিকে। সদোষ আমোদ অধোগামী, উহার প্রবণতা নরকের দিকে। নির্দ্দোষ আমোদ সুখপ্রদ, স্বাস্থ্যপ্রদ মলয়-মারুত হিল্লোল। সদোষ আমোদ আবদ্ধ স্থানের বিষাক্ত বাষ্পযুক্ত শীতল বায়ু।

মানব কেবল মাত্র দেহ, বা আত্মা নহে। নরনারীর দেহ ও আত্মা উভয়ই আছে। এই হেতু আমোদও দৈহিক ও আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকের মধ্যে মানসিক, ও অধ্যাত্ম দুই উপবিভাগ রহিয়াছে। অন্তরিন্দ্রিয়গণের সুখলালসা পরিতৃপ্তির যে সমুদায় উপায় আছে, সুবিধার জন্য তাহাদিগকে আমরা কেবল এই দুই মানসিক ও অধ্যাত্ম শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। এই আমোদসমূহ মানবের দেহ, মন ও আত্মার পুষ্টি ও উন্নতি সাধন করে। নরনারীর সাবতীয় কার্য্যের মূলে এই আনন্দলিপ্সা, আমোদ-প্রিয়তা। অবকাশ সময়ে যে সমুদায় আনন্দজনক কার্য্য করা যায়, তাহাই আমোদ।

ঐ যে বালিকা ছাদোপরি নৃত্য করিতে করিতে ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত মধুর হাস্য করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরাজ্য হইতে বিষাদতিমির তিরোহিত করিতেছে, উহার হৃদয়ে কিসের বাসনা জাগিয়া রহিয়াছে? আমোদের।

ঐ যে যুবতী প্রফুল্লবদনে স্বামীর সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে, কোন্ শক্তির প্রেরণায়? আনন্দশক্তির।

ঐ যে যুবক বাহ্য জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, প্রকোষ্ঠ প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া নিয়ত কঠোর ও গভীর বিষয়সমূহ পাঠ ও চিন্তা করিতেছে, কিসের উদ্দেশে? আনন্দ, আমোদ।

ঐ যে রমণী নিরন্তর সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শিশু সন্তানগুলির জীবনগঠনের জন্য এখন হইতেই এত যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, উহার মূল উদ্দেশ্য কি? এক দিব্য, অপূর্ব্ব আমোদের জন্য। এই আমোদেরই জন্য সাধুগণ সর্ব্ব ত্যাগী হইতেছেন, এবং নারীগণ সুখ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়াও নীরবে সংসার-পথে বীরের ন্যায় চলিয়া যাইতেছেন।

আনন্দ ও আমোদ পৃথক্ করিবার যো নাই। আনন্দ হইতেই আমোদ এবং আমোদ হইতেই আনন্দ।

নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য এবং অনৈক্য উভয়ই আছে। অতএব উভয়েরই পক্ষে সাধারণ স্থল, সাধারণ আমোদ আছে; এবং নারীগণের মধ্যেই যে সকলেরই প্রকৃতির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহাও নহে; অতএব পৃথক্ পৃথক্ আমোদ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বভাব ও রুচির উপযোগী।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নারীগণের নির্দ্দোষ আমোদ। ইহাতে যে সমুদায় আনন্দ লাভের কৃত্রিম উপায়ের আলোচনা করা

যাইবে, তাহা একবারেই যে পুরুষগণের অধিকার-বহির্ভূত, তাহা নহে। ইহাতে যে সমুদায় আমোদের উল্লেখ করা যাইবে, তাহা এক শ্রেণীতে আবদ্ধ বলিয়াই যে অন্য শ্রেণীর সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই, এমন নহে। ব্যায়াম যে কেবল দৈহিক আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি বিধান করে, এরূপ নহে। এমন অনেক দৈহিক আমোদ আছে, যাহার কিছু পরিমাণে অপ্রাকৃতিকত্ব আছে।

আমোদের শক্তি জীবনের প্রত্যেক বিভাগে অনুভূত হয়। এক জনের আমোদসুখ অন্যের দেহে,প্রাণে সংক্রামিত হয়। অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যা নব বধূর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লজ্জারক্তিম কপোলে ও পবিত্র ওষ্ঠে যে আনন্দ বিজলী ক্রীড়া করে, তাহার আভা সমাজকে আলোকিত করে। আমোদ একাকী ভোগ করিলেও, অন্যে তাহার ঘ্রাণেই মুগ্ধ হয়। সুখের সহানুভূতি কাহার হৃদয়ে নাই? যাহার অংশী নাই, তাহার আমোদ অপূর্ণ। অংশিগণ সুখের ভাগ লইয়াও সুখাংক বহুগুণ বর্দ্ধিত করে।

বিশুদ্ধ আমোদই উন্নতির মূল। কে বা নিজ শক্তির পরিচালনা করিত, যদি তাহা হইতে আনন্দ প্রসূত না হইত? এই আনন্দ না থাকিলে নিউটনের প্রতিভা মুকুলেই বিনষ্ট হইত, এবং কোন কবিই প্রসব করিত না। বিমল আনন্দই সকল প্রতিভার লক্ষ্য। এই আমোদার্থেই বুদ্ধি প্রতিভা প্রভৃতি সমুদায় মানবীয় বৃত্তির পরিচালনা হইয়া থাকে। ইহারই গুণে চঞ্চলা চপলা স্থিরা সৌদামিনীরূপে বৈদ্যুতিক দীপের মধ্যে বাস করিতেছে; নচেৎ বিজ্ঞানানুশীলন নীরস হইলে, কে তাহার চর্চ্চা করিত? নির্দ্দোষ আমোদ সমাজকে সয়তানের অধিকার হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহারই পবিত্র হিল্লোলে সমাজের সুখ উৎস ছুটিয়াছে। ইহা বর্ব্বরতা, নীচতা, জঘন্যতা দূর করিয়াছে, কারণ এইসমুদায় ক্রমশঃ ত্যাগ না করিলে পবিত্র আমোদের প্রকৃত অধিকারই লাভ করা যায় না। ইহা যুগপৎ সুখ ও পবিত্রতা আনয়ন করে। ইহা একাধারে প্রেয় ও শ্রেয়।

(ক্রমশঃ)

বংশ।

বংশ বা বাঁশ পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থের একটী অত্যাবশ্যক বস্তু। কি গৃহনির্ম্মাণ, কি গার্হস্থ্য দ্রব্য প্রস্তুতীকরণ, কি রন্ধন, কি লিখন, নানা প্রকারে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁশের খুঁটি ও বাখারী প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ। কুলো, চুপ্‌ড়ী, ধুচনি, ঝুড়ী, ফুলের সাজী, প্রভৃতি

গৃহসামগ্রী বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত হয়। বাঁশের কঞ্চিতে বেড়া বাঁধে ও কলম প্রস্তুত করে, এবং খোলা পোড়াইয়া ভূষায় কালী হয়। বাঁশের পাতা, শিকড়, কাষ্ঠ ও কঞ্চি সকলই জ্বালানী কাষ্ঠের কার্য্য করে। চীন ও ব্রহ্মদেশে বাঁশ অতি সুন্দর ও বৃহদাকার। তত্রত্য অধিবাসীগণ ইহা দ্বারা ইজি চেয়ার প্রভৃতি বসিবার আসন ও নানা প্রকার মনোহর শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করে। চীনবাসীরা বাঁশের দ্বারা যে কত প্রকার গার্হস্থ্য দ্রব্য নির্ম্মাণ করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। উহারা ইহা দ্বারা যোদ্ধার ঢাল ও শিরস্ত্রাণ, নৌকা, মানদণ্ড, পাদুকা, ছত্র, সম্মার্জ্জনী, নৌকার পাইল, বর্ষাকালীন দেহাবরণ, ভেলা, পুষ্পাধার, আসন, বাক্স, কাগজ, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাঁশের সূক্ষ্ম সূত্রে সৌখীন শিল্পজাত হয়। আমাদের দেশে বাঁশ ডোম জাতির প্রধান উপজীবিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বংশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। কোনও কোনও উদ্ভিদ্‌বেত্তা পণ্ডিতের মতে বংশ তৃণের পূর্ণ বিকাশ মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে একগাছি দূর্ব্বা ও একটী বাঁশের গঠন ও বর্দ্ধন-প্রণালী একই রূপ। এতদ্দেশে নানা প্রকার বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জাওলা, তলদা, ভাল্কো, বাঁশিনী, বেড়ু প্রভৃতি বাঁশ প্রধান। পার্ব্বতীয় প্রদেশে কীচকনামক এক প্রকার বাঁশ জন্মে। তাহার গাত্র ছিদ্র হয়, এবং তাহাতে বায়ুযোগে বংশীবৎ শব্দ হইয়া থাকে।* কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কীচকবংশ এতদ্দেশীয় তলদা বাঁশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমার এক বন্ধু একদা কোনও পার্ব্বতীয় প্রদেশে ভ্রমণকালে এই কীচকবংশ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে ইহার যতটুকু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা বোধ হয় তলদা ও কীচকে অনেক পার্থক্য আছে। যত প্রকার বাঁশ আছে, তন্মধ্যে ভাল্কো সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ও শক্ত এবং তলদা সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা ও ভঙ্গপ্রবণ। জাওলা ও বাঁশিনী বাঁশে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমেরিকার অন্তর্গত গ্রীষ্মপ্রধান স্থান সমূহে এবং আসিয়ার মধ্যস্থ ভারতবর্ষ, চীন, ও পূর্ব্বোপদ্বীপের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মিয়া থাকে। দোআঁস ও বালুময় মৃত্তিকাতে বাঁশ ভালরূপ জন্মে। বর্ষার প্রারম্ভে বাঁশের "কোঁড়া" বাহির হইয়া থাকে। এই সময়ে বাঁশ রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্ক বাঁশের পক্ষে

---

* "স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ
কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈঃ
উদ্গীয়মানং বন-দেবতাভিঃ ॥"

রঘু ২য় সর্গ, ১২শ শ্লোক।

"শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ।"

মেঘদূতম্, পূর্ব্বমেঘ ৫৬ শ্লোক।

উৎকৃষ্ট সার। বাঁশবাগান মধ্যে মধ্যে পোড়াইয়া দিলে ইহার বৃদ্ধি হয়। রীতিমত বাঁশ প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশিষ্টরূপ লাভবান্ হইতে পারা যায়। চারি পাঁচ শত ঝাড় বাঁশ রোপণ করিলে বৎসরে চারি পাঁচ শত টাকার অধিক লাভ করা যাইতে পারে। এক এক ঝাড়ে দেড় শতের অধিক বাঁশ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যখন নূতন কোঁড়া বাহির হয়, তখন গবাদি পশু যাহাতে ঐ সকল খাইয়া ভাঙ্গিয়া নষ্ট না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাঁশের কচি কোঁড়া অনেকে গেঁড়ের ন্যায় তরকারীতে খাইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ কিছুই পাইট করিতে হয় না। যদি কোন গৃহস্থ বাটীর নিকট বাঁশের বাগান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে খনার মতে বাটীর পূর্ব্বাংশে রোপণ বিধেয়। খনা একটি প্রবচনে বলিয়াছেন যে,

"পূবে বাঁশ পশ্চিমে হাঁস,
উত্তরে কলা দক্ষিণে মেলা।"

অর্থাৎ বাটীর পূর্ব্বাংশে বাঁশ বাগান, পশ্চিমে পুষ্করিণী, উত্তরে কলাবাগান এবং দক্ষিণ দিক্ একবারেই খোলা থাকিবে। বাঁশ কিছু দিন জলে পচাইলে খুব শক্ত হয় এবং উহাতে পোকা ধরে না। এই জন্য বোধ হয়, এ দেশে খনার এই প্রবচনটি চলিয়া আসিতেছে,

"বাঁশ যদি পেকে পড়ে জলে।
কি করতে পারে তারে আর শালে ?"

শ্রীম।

ক্ষুদ্র বটফল।

বট বৃক্ষ অতি বিশাল। কিন্তু ইহার ফলগুলি অতি ক্ষুদ্র। বৃহৎ বৃক্ষের নিকট সকলে বৃহৎ ফলের কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু বিধাতা সে কামনা সকল সময়ে, সকল স্থলে, পূর্ণ করেন নাই। ইহা দেখিয়া কত নির্ব্বোধ ব্যক্তি, তাঁহাকে নির্ব্বিবেকী বলিয়া কত সময়ে তিরস্কার করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি যে মঙ্গলময়, নির্ব্বোধের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কেন ? একদা এক পথিক নিদাঘের মধ্যাহ্নসময়ে পথ চলিতে চলিতে স্বেদসিক্তদেহে এক বিশাল বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। পান্থ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছে, ইত্যবসরে তাহার মনোমধ্যে এবম্প্রকার প্রশ্ন সমুদিত হইল। পান্থ স্বগত বলিতে লাগিল, "আহা, কি বিশাল বটবৃক্ষ, ইহার সুশীতল ছায়া কেমন শান্তি-প্রদ ! এমন উপকারী অতিথি পরায়ণ বৃক্ষ উদ্ভিদরাজ্যে অতীব বিরল, কিন্তু ইহার ফলগুলি যারপর নাই ক্ষুদ্র। যেমন বৃক্ষ, ঈশ্বর যদি তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেন, তাহা হইলে ইহার গুণের যথোচিত পুরস্কার করা হইত।

এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ফল বিধান করিয়া বিধাতা সুবিচার করেন নাই।" এমন সময়ে একটি ফল টুপ্ করিয়া তাহার মস্তকের উপরে পড়িয়া গেল। তখনি সেই ব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "মহান্ ঈশ্বর, এবার আমি বুঝিয়াছি," তুমি বটফলকে কেন এত ক্ষুদ্র করিয়াছ! তুমি যদি আমার মত মূর্খের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে, তাহা হইলে আমার শেষ নিঃশ্বাস এখানেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত—আমাকে আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইত না। অতএব প্রভো, বুঝিলাম, তুমি মঙ্গলময়। তুমি যা কর, তাই ভাল। তোমার মঙ্গল বিধান বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, তোমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছি। দয়াময়, আমার দুষ্কৃতি ক্ষমা কর। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর! তোমার প্রিয় মানবসন্তান প্রখর তপনতাপে তাপিত হইয়া ইহার তলদেশে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া তুমি এবম্প্রকার সুবিধান করিয়াছ। লীলারসময় হরি, তোমার লীলা কে বুঝিবে?"

নূতন সংবাদ।

১। ঝান্‌ঝিবারের সুলতানের মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্য লইয়া মহা গোলযোগ।

২। রায় ভগবান দাস কলিকাতার একটী হাঁসপাতালের জন্য ৪ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ টাকায় ভূমিক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণ হইবে, অবশিষ্ট টাকার সুদে হাঁসপাতালের কার্য্য চলিবে।

৩। বহরমপুরে একটী মেয়ে-হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ কুমার আশুতোষ রায়ের সম্পত্তি হইতে ৫০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইবে।

৪। মিশরের খেদিব ও পারস্যের নূতন সাহ ইউরোপ ভ্রমণের মানস করিয়াছেন।

৫। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সার্ আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট সঙ্কট পীড়ার আক্রান্ত। ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকটা আরোগ্য হইয়াছেন। ডাঃ মার্টিন সাহেব সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য করিতেছেন।

৬। প্রধান বিচারপতি সার্ কোমার পিথারামকে বিদায় দিবার জন্য বেথুন কলেজে মহিলাদিগের এক সভা হইয়াছে।

৭। রাজা সার্ শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কুমার প্রমোদকুমার ঠাকুর পারস্যের ভাইস-কন্সল পদের নিয়োগপত্র পাইয়াছেন।

৮। জাপানে ভারি অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ভূমিকম্পেও কোন কোন স্থান সমুদ্রগর্ভসাৎ হইতেছে।

৯। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিকের নিকটস্থ পঞ্চবটীতে "সিংহস্থ" যোগ উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। লক্ষাবত সন্ন্যাসিগণ মিউনিসিপালিটীর

নিকট আবেদন করিয়া গোদাবরী-সেতুর কর-দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

১০। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নবাব আবদুল গণির মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। ইনি ঢাকার অনেক হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

১১। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাকনেল সাহেবের মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

শুশ্রূষা প্রণালী—শ্রীক্ষীব ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষাতে অনেক সময় রোগী আরোগ্য হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর ঘরে শুশ্রূষার দোষে অনেক সময় রোগীর রোগবৃদ্ধি বা মৃত্যু হইয়া থাকে। এই অভাব পূরণের জন্য এই পুস্তক খানি। গ্রন্থকার একজন বহুদর্শী চিকিৎসক এবং নাড়ী দেখা হইতে ঔষধ খাওয়ান, ও পথ্য তৈয়ার করা পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে একরূপ পুস্তক থাকা আবশ্যক।

কল্লোলিনী—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, মূল্য ১৷৹ টাকা। মৃণালিনীর কবিত্ব বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এই কবিত্ব গ্রীষ্মসরিতের ন্যায় ক্ষণ-প্রবাহ নহে, কিন্তু অক্ষয় উৎসের ন্যায় ইহা অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতেছে। প্রতিধ্বনির পর নির্ঝরিণী, নির্ঝরিণীর পর কল্লোলিনী দেখা দিয়াছে। লেখিকার সরস ভাবময়ী লেখনী হইতে আরও কবিতা স্রোত ক্ষরিত হইবে, আমরা আশা-নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছি। কল্লোলিনীর অনেক গুলি কবিতা অতি সরল, ধর্ম্মভাবোদ্দীপক ও হৃদয়মুগ্ধকর।

বামারচনা।

ধুতুরাফুল।

ওরেরে ধুতুরা বড় ভালবাসি তোরে।
শুভ্র ওই পুত বেশ, মোর কাছে লাগে বেশ,
ইচ্ছা হয় ওই রূপ দেখি প্রাণভোরে।
পশ্চিম গগনে ভানু, যখন লুকান তনু,

আঁধারেতে হয় ধরা মগ্ন ধীরে ধীরে;
বিহগ বিহগী সাথে, পশে যবে কুলায়েতে,
না গায় মধুর গীতি হরষের ভরে;
সাধিল উপবনে, অলি গুণ্ গুণ্ স্বরে

উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু পান করে,
মিটায়ে পিয়াস তার, লয়ে হরষের ভার,
থামাইয়ে গুঞ্জরণ ফিরে যায় ঘরে;
নীরবে তারকাগুলি, চাহে দূরে আঁখি মেলি,
সাঁঝের বাতাস বহে বয় ধীরে ধীরে;
এমনি প্রশান্ত কালে, সান্ধ্য গগনের তলে,
উঠিস্ ফুটিয়া তুই বল কার তরে?
যার তরে হোক্ আমি ভালবাসি তোরে।
বড় ভালবাসি তোরে ও ধুতুরাফুল।
শুভ্র রূপ নিরমল কোথা তুই পেলি বল?
ও দেখে যে হয় মোর পরাণ আকুল।
সন্ধ্যাকালে নিরজনে, ফুট কেন নিজ মনে,
প্রভাতে ফুটিতে কি গো হয়ে গেছে ভুল?
উষায় মোহন হাসি, মধুর ললিত বাঁশি,
অরুণের নব রাগ অমূল্য অতুল,
বিহগের গীত ধারা, চঞ্চল পাগল পারা,
মলয় পবন, যাহে পরাণ আকুল,
এ সব কি ভাল তুমি বাসনারে ফুল?
ওরেরে ধুতুরা তোরে বড় ভালবাসি।
সমীরের সঙ্গে মিলে, হরষেতে হেলে দুলে,
হাস্ না কখন তুমি পাল-ভরা হাসি।
সুধীর প্রকৃতি তোর, কিসে যেন প্রাণ মোর
বিলাসবাসনা ত্যজি হয়েছো উদাসী।
বলরে কুসুম গুনি, নিরজনে একাকিনী,
কি ধ্যানে মগন তুমি, আছ দিবানিশি,
গোপনে নীরবে কারে সঁপিয়াছ আপনারে,
কে ধ্যেয় দেবতা তোর বল সরকাশি?
না না ব'লে কাজ নাই, থাক্ তা লুকান ভাই,
অন্তরের গুপ্ত কথা সবি সর্ব্বনাশী।
মিশাও চরণে তাঁর আপন পরাণ ছার,
ডুবে যাও তাঁর ধ্যানে একা হেথা বসি।
মধুলোভী, স্বার্থপর, উন্মত্ত সে মধুকর,
ও গভীর তপ তব ভাঙ্গিবে না আসি।
পবিত্র শ্বেতবসনা, বিলাসভূষণহীনা,
ধুতুরা যোগিনী মেষে সদা বনবাসী,
তাই সব পরিহরি, তোমারে মস্তকে ধরি,
উমেশ শ্মশানবাসী, পাগল সন্ন্যাসী।
আমিও তোমারে ফুল বড় ভালবাসি।

বনলতা দেবী।

ফুল।

কে তুই লো বনি না হাসিনি
এ বিপিনে আছিস্ ফুটিয়া;
তুই কি অমর-বিমোহিনী,
মরতে রহিস্ লুকাইয়া?
পবিত্রতা, পাপাসুর ভয়ে,
বুঝি হেথা পত্রের ভিতরে,
আপনারে লুকাতে প্রয়াস,
সাধু যথা আপনা আবরে।
কে সুধায় আদরে পারতা,
মধু লোভে গুঞ্জরে আপনি;
ধর্ম্ম-ফুল ফুটিলে হৃদয়ে,
ছুটে তথা আসে শত প্রাণী;
সাধকের যেমন সাধন,
আর তুই আদরের ধন।

শ্রীকুমুদিনী বসু।
লহরী রচয়িত্রী

ভ্রম-সংশোধন—১২৯ পৃষ্ঠা বামাবোধিনীর 'চতুশ্চত্বারিংশ জন্মোৎসব' স্থলে চতুস্ত্রিংশ জন্মোৎসব হইবে।

অনাথবন্ধু-সমিতি—গত ৪ঠা আশ্বিন ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে এই সভার প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু কালী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ও রোহিণীকুমার বশাক বক্তৃতা করেন। এই দাতব্য-সভা হইতে অনাথ বিধবাদিগকে অন্ন বস্ত্র দান এবং দরিদ্র কয়েকটী বালকের শিক্ষা বিধানের সাহায্য করা হইয়াছে। এরূপ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যদান আবশ্যক।

প্রাচীন প্রণয়-লিপি—মিসরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার প্রণয়ী ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে পত্র লেখেন, তাহা ইষ্টকে খোদিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। ব্রিটিষ মিউসিয়মে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

আনি বেসান্টের পুনরাগমন—ইনি মান্দ্রাজের থিওজফিষ্ট মহাসভায় যোগ দিবার জন্য আসিতেছেন। বোম্বাই, কাশী এবং পঞ্জাবও ভ্রমণ করিবেন।

শতায়ু—এক জন জর্ম্মাণ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, জর্ম্মণির ৫॥০ কোটী লোকের মধ্যে ৭৮ জন মাত্র লোক শতায়ু। ফ্রান্সে শতায়ুর সংখ্যা ২১৩, ইংলণ্ডে ১৪৬, আয়র্লণ্ডে ৫৭৮, স্কটলণ্ডে ৪৬, ডেন্মার্কে ২, বেলজিয়মে ৫, সুইডেনে ১০, নরওয়েতে ২৩, স্পেনে ৪০১ জন মাত্র। সুইজর্লণ্ডে শতায়ু এক ব্যক্তিও নাই।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—সার কোমার পিথারামের পদে মাক্লিন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আগামী নবেম্বরে বিলাত হইতে আসিবেন। সার পিথারাম স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।

নাগরিক লোকসংখ্যা—লণ্ডনের লোকসংখ্যা ৪২ লক্ষ, পারিসের ২০ লক্ষ, কলিকাতার ৮ লক্ষ।

ধনী পুস্তক বিক্রেতা—ম্যাক্লিন কোম্পানির বিখ্যাত ম্যাক্লিনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নগদ প্রায় ১ লক্ষ, ৮০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ২ কোটীর অধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

কবিগীতের সৃষ্টিবিবরণ।

যখন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গীয় সিংহা-সনে আসীন, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নব-দ্বীপের অধীশ্বর। তাঁহার সময় সুখের সময়, শান্তির সময়, তাই এই সময়ে বিলাসিতা বিশেষরূপে আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া-ছিল; সেই বিলাসিতার বিশেষ আধি-পত্যের ফল আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। এই সময়ে আমরা ভারতচন্দ্র

রায় গুণাকার কেন, নানা লোক প্রণীত বিদ্যাসুন্দর দেখিতে পাই। সমাজের রাজা হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই এই বিদ্যাসুন্দরে সমান আনন্দ, সমান-তৃপ্তি,—সমান প্রীতি। রাজা বিদ্যাসুন্দরের প্রশংসা করিতেছেন, প্রজাসাধারণ প্রশংসা করিতেছেন; সুতরাং ভারতচন্দ্র রায় (১), রাম প্রসাদ সেন (২), প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি চারিজন দ্বারা উপর্য্যুপরি চারি খানি বিদ্যাসুন্দর (৩) সংরচিত হইয়াছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে বঙ্গভাষায় প্রেমের গীতি স্থান লাভ করিয়াছে; তদবধি অন্যান্য কাব্য সুদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গীতিকাব্যের আদর বাড়িয়াছে, গীতি-কাব্য কাব্য-সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

(১)। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া গ্রামে বাঙ্গলা ১১১৯ সালে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। ইনি ১১৬৭ সালে ৪৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

(২) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে ১১২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামরাম সেন ও পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য।

(৩) বিদ্যাসুন্দর ১২শ শতাব্দীতে চারিবার বাঙ্গালা ভাষায় ও এক বার উর্দ্দুতে লিখিত হয়। বাঙ্গালায় প্রথম লেখা নিমতানিবাসী ভগবতী দাসের পুত্র কৃষ্ণরাম দাসের, দ্বিতীয় রামপ্রসাদের, তৃতীয় ভারতচন্দ্রের; চতুর্থ, পূর্ব্ববাঙ্গালার কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর (সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ; ২য় সংখ্যা)।

ভারতচন্দ্রের সময়ে আর দুই চারি জন কবি বর্ত্তমান ছিলেন; যথা, কৃষ্ণরাম দাস, ভবানী-বিষয়ক গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ সেন, প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী, "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ও "দুর্গামঙ্গল"-রচয়িতা বঙ্কচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে রচিত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই ১১৬৪ সালে বঙ্গদেশে এক ভয়ানক রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সময়েই বঙ্গীয় রাজলক্ষ্মী নিতান্ত নিগৃহীতা হইয়া মুসলমান-অঙ্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজবিপ্লব নিবারণ করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিতে ইংরেজের অনেক দিন লাগিয়াছিল। কিন্তু সম্যক্ শান্তি স্থাপিত না হইতে হইতে ১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর উপস্থিত হইল।

বঙ্গের এইরূপ উপপ্লবের সময় জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব, সুতরাং এ সময়ে আমরা কোন উৎকৃষ্ট কবি দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশ কথঞ্চিৎ অরাজকতা ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে, তথায় একপ্রকার নূতন কবি উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রকৃত কবিগান ও কবিওয়ালা বিদ্যমান থাকার কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায়

না। কেহ কেহ বলেন, ইহার পূর্ব্বে বোধ হয়, বহুলোকে একত্র হইয়া বৈঠক করিয়া কবির ন্যায় কোন এক রকম গান করিতেন, যেহেতু উত্তরকালবর্ত্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোকে দাঁড়াকবি বলিতেন।

কবির আসরে (রঙ্গভূমে) প্রথমতঃ ভবানী বিষয়, পরে সখীসংবাদ, তারপর বিরহ, এবং সর্ব্বশেষে লহর প্রভৃতি গাইবার নিয়ম।

কবির দুই দল থাকে—একদল গান গাহিয়া থামিলে, অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে। গীতের সেই উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া সভাসদেরা কাহার জয় বা কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। এখন কবিগান আর তেমন শুনা যায় না। ক্রমে কবির অনুকরণে আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়।

কবিগীতির সৃষ্টিকর্ত্তা রাসু নৃসিংহ (৪), জাতিতে কায়স্থ; লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, জাতিতে তন্তুবায়; ও গোঁজলা গুঁই।

একদা হরুঠাকুর (৫) কোন একটী কবির দলে রঘুনাথ দাসের রচিত গান স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করেন। তাহাতে রাজা বাহাদুর প্রীত হইয়া হরুঠাকুরকে পারিতোষিক দেন ও স্বয়ং দল করিতে আদেশ করেন; এবং সেই দলের ব্যয় ও ঠাকুরের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ঠাকুর স্বরচিত নব নব সংগীত দ্বারা অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় প্রদানে রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। হরুঠাকুর বচনা অভ্যাসকালে কবিওয়ালা রঘুনাথ দাস তন্তুবায়ের নিকট হইতে গীতগুলি সংশোধিত করিয়া লইতেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ বৈরাগী (৬), ভবানী চরণ বণিক্ (৭), ভীমদাস মালাকার প্রভৃতি কতিপয় কবিগান-গায়কেরা হরুঠাকুরের প্রতিপক্ষে দল করিলেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী স্বয়ং গান রচনা করিতে পারিতেন না। গোর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর নিত্যানন্দের

---

(৪) হরুঠাকুর ও রামবসুর পূর্ব্বে যে সকল কবির দল ছিল, তন্মধ্যে রাসু ও নৃসিংহের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহারা জাতিতে কায়স্থ, ফরাসডাঙ্গার সন্নিকটে বাস করিতেন। অন্যূন ৯৪ বৎসর হইল ইহাঁদের মৃত্যু হইয়াছে।

(৫) বাঙ্গালা ১১৫৫ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় হরুঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কালী চন্দ্র দীর্ঘাড়ি। হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গান রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনি ঠাকুর উপাধিতে খ্যাত। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

(৬) চন্দননগর নিত্যানন্দের জন্মস্থান। ইনি ১১৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২০ সালে দেহত্যাগ করেন।

(৭) ভবানীচরণ বণিকের বাসস্থান কলিকাতা যোড়াসাঁকো। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। তৎকালে রঙ্গভূমিতে বা আসরে একদলের কৃত প্রশ্নের উত্তর অন্যদলের প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল না। প্রতিপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বেই উত্তর প্রস্তুত করা হইত। রামবসু (৮) আসরে উত্তর রচনা করিয়া গান করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন।

রাজা নবকৃষ্ণ পরলোক গমন করিলে, হরুঠাকুর বিষাদ-কাতরতা প্রযুক্ত কবির দল পরিত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কিছু দিন নিজ নিজ দল রাখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন। পরে হরুঠাকুরের আদেশানুসারে তাঁহার শিষ্য নীলুঠাকুর, রাম প্রসাদ ঠাকুর (৯) ও ভোলানাথ ময়রা দল করিলেন। নীলু ও রাম প্রসাদ চক্রবর্ত্তী দুই সহোদরের একটী দল, আর ভোলানাথ ময়রার একটী দল। এই দুইটী দল ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ওস্তাদী দল বলিয়া পরিগণিত হইল। নীলু রামপ্রসাদ রঙ্গভূমে অন্যের রচিত গান গাইতেন। ভোলানাথ ময়রার দলে রামসুন্দর রায় গান রচনা করিতেন।

এই সময়ে মোহন সরকার, লক্ষীনারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটুনি, রামসুন্দর স্বর্ণকার, আন্তনি ফিরিঙ্গি (১০), গুরো-ডুম্বো, সৃষ্টিধর ছুতার প্রভৃতি কবির দল করিয়া সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গদাধর মুখোপাধ্যায়, মোহন চাঁদ বসু (১১), রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য্য রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১২), রামসুন্দর রায়, গোরক্ষনাথ যোগী, মহেশ কাণা (১৩), ছাতু রায়, প্রভৃতি এই সকল দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে রামবসুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (ক্রমশঃ)

---

(৮) রাম বসু সালিখানিবাসী জয় নারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১১৮৫।৮৬ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৩৫।৩৬ সালে লোকান্তরিত হন। হরুঠাকুর ভিন্ন ইনি অন্যান্য কবিওয়ালাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৯) কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট নীলু রামপ্রসাদের বাটী ছিল। নীলু কনিষ্ঠ ও রাম প্রসাদ জ্যেষ্ঠ। নীলু ৬০ বৎসর বয়সে ও রামপ্রসাদ ৮০।৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

(১০) আন্টুনি ফিরিঙ্গি ফরাসডাঙ্গার একজন নীলকরের পুত্র। তিনি যৌবনকালে প্রথমতঃ ডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সঙ্গেপ পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(১১) মোহনচাঁদ বসু, জয়নারায়ণ বসুর পুত্র ও দেওয়ান রাম চরণ বসুর পৌত্র। ইঁহার নিবাস কলিকাতা বাগবাজার।

(১২) রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান কলিকাতা যোড়াসাঁকো। ইনি যাত্রার দল করিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার দলে পুঁটীনাম্নী একটী স্ত্রীলোক দোয়ার ছিল।

(১৩) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের নিকটবর্ত্তী মহেশ্বরপুর নামক গ্রামে কায়স্থকুলে মহেশ চন্দ্র ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। কাণা বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে মহেশ কাণা বলিত।

মেরী লুইসা হুয়েটলি।

ডাক্তার রিচার্ড হুয়েটলি এবং তদীয় পত্নী এলিজেবেথ্ দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই আদর্শ দম্পতীর যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মেরী লুইসা এই ধার্ম্মিক দম্পতীর গৃহে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত হ্যালেসওয়ার্থ নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মেরীর জন্মের পরবর্ত্তী বৎসরেই রিচার্ড "সেণ্ট্ এলবান হলের" অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন এবং সপরিবারে অক্সফোর্ডে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু ১৮৩১ সালে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের (আর্চ বিশপের) পদ পাইয়া ডবলিন নগরে গমন করেন। এই স্থানে হুয়েটলি পরিবার বহু বর্ষ কাল অবস্থিতি করেন। ডাঃ রিচার্ডের চারিটী কন্যা ও একটী পুত্র। মেরী তাঁহাদিগের তৃতীয় সন্তান। কিছু কাল পরে ডাঃ রিচার্ড নানা কারণে নগরে বাস করা অসুবিধাজনক মনে করিয়া, সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে, একটী নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া সপরিবারে বাস করেন। এই স্থান হইতে তিনি প্রতিদিন ডবলিনে আসিয়া আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেন।

রিচার্ড ও এলিজেবেথ্ যখন উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"ভগবানের কৃপায় যদি আমরা সন্তান সন্ততি লাভ করি, তবে তাহারা যাহা না বুঝিবে, তাহা কখনই জোর করিয়া শিখাইব না এবং আদর্শ শিক্ষা দান করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।" বড়ই সুখের বিষয়, তাঁহারা আমরণ সেই প্রতিজ্ঞা যথাযথ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনেক পিতা মাতাকে দেখিয়াছি, তাঁহারা তোতা পাখীর ন্যায় বালক বালিকাদিগকে কতকগুলি বাক্য কণ্ঠস্থ, অসময়ে রাশি রাশি পুস্তক অধীত এবং ধর্ম্মের কতকগুলি ভাবহীন রীতি নীতি অভ্যস্ত করাইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। অসময়ে সুকুমার শিশুদের উপর গুরুভার চাপাইয়া দেওয়ায়, তাহাদের যে কি বিষম ক্ষতি হয়, তাহা অতি অল্প জনক জননীই ভাবিয়া দেখেন। যাহার উপর যে বোঝাটী দিতে হইবে, তাহার তদুপযুক্ত শক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক, এই কথাটা তাঁহারা একবার বিবেচনাও করেন না। সেই জন্য আমাদের দেশের বালক বালিকার স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি এবং মেধাশক্তি অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। হুয়েটলি দম্পতী সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যে পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েরা ঈশ্বরের স্বরূপ, ধর্ম্মের স্থূল স্থূল তত্ত্ব এবং পাপ পুণ্যের ফলাফল বুঝিতে না পারিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা পুত্র কন্যাদিগকে উপাসনা-স্থানে বসিতে অনুমতি করিতেন না।

অধিকন্তু কোন প্রকার উত্তেজক ও দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তক, উপন্যাস, নাটক পড়িতে দিতেন না। শৈশবকালে মেরী ইতিহাস ও ভ্রমণকাহিনী পড়িতেই সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ভ্রমণ-বিষয়ক কোন গ্রন্থ পাইলে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া পাঠ করিতে বসিতেন। পড়া শুনা এবং ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ মেরীর বাল্য-জীবনেই উন্মেষিত হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। একবার যাহা পাঠ করিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। শৈশবে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করায় তাহার পরবর্ত্তী জীবনে অনেক উপকার হইয়াছিল।

সন্তানেরা যখন একটুকু বড় হইয়া সংসারের ভাল মন্দ বিচার করিতে সক্ষম হইল, তখন ডাঃ রিচার্ড এবং তদীয় সুশীলা পত্নী তাহাদিগকে মোটামোটি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এলিজেবেথ্ সময় এবং সুবিধা পাইলেই দুহিতাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ দরিদ্র-পল্লীতে যাইতেন এবং দীন দরিদ্রের মধ্যে পরিচ্ছদ, খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী দুহিতাদিগের দ্বারা বিতরণ করাইয়া দিতেন। খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন সহরের দরিদ্র-দের মধ্যেও এই প্রকার কার্য্য করিতেন। দীন দরিদ্রের দুঃখমোচন করিবার প্রবৃত্তি, মেরী এবং তাঁহার অন্যান্য সাহোদরা গণ, মায়ের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪৯ সালে মেরীর একমাত্র ভ্রাতার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়াতে ডাক্তারগণ জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য পরামর্শ দেন। তদনুসারে পীড়িত ভ্রাতার সহিত মেরীকেও যাইতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মেরী নাইচ পাইচা, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি অনেকগুলি স্থান দর্শন করিতে সক্ষম হন। এই পরিভ্রমণের সময় তিনি চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনেও যথেষ্ট উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুদূর মিশরদেশে যে জীবনতরু ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল, তাহার বীজ এই ভ্রমণকালে অঙ্কুরিত হয়। যখন তাঁহারা পুনর্ব্বার ডবলিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সমগ্র আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষানল জ্বলিয়া উঠে। দুর্ভিক্ষের সময় মেরী আপন জননী এবং ভগিনীগণ-সহ দরিদ্রদিগের জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। সেই সময় অন্নবস্ত্র বিতরণে তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই বিব্রত থাকিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিজের আহার নিদ্রার সময় ছিল না। যখনই একটুকু সুযোগ পাইতেন, নাকে মুখে দুই চারি গ্রাস অন্ন গুঁজিয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিতেন। এই দুঃসময়ে, অনাথ বালক বালিকাদের জন্য দুইটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যাহাতে উচিতরূপ শিক্ষাকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জননী

তাঁহাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অবশেষে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া ১৮৫৬ সালে মিশরাভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ তাঁহারা আলেকজাণ্ড্রিয়াতে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে কাইরো নগরে যান। এই কাইরোতেই দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। ১৮৫৭ সালের বসন্তকালে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং তুরস্কের অন্যান্য অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণকালেও তিনি গরীব ইহুদিদিগের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই. যাঁহার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত প্রেমে অনুপ্রাণিত, তিনি কি সামান্য রোগের অনুরোধে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন ? কিছু কাল এই প্রকার পরিভ্রমণের পর যখন তাঁহার শরীর একটুকু ভাল হইল, তখন পুনর্ব্বার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৬০ সালে পিতামাতা এবং ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায় মেরী যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের শোকে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য পুনর্ব্বার নষ্ট হইয়া গেল। চিকিৎসক পুনঃ মিশরদেশে যাইবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া মেরীর প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—"কাইরোতে যাইয়া সেই অন্ধবিশ্বাসী মুসলমান নর নারীদিগের নিকট প্রভুর সুসমাচার প্রচারিব। তাঁহাদের নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হইব"। এইরূপ চিন্তা করিতে পারিয়া তাঁহার শোকাকুল প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল। প্রাণ স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। আজ কালকার মিশরের সহিত তখনকার মিশরের তুলনা করাই যায় না। সে সময় তথায় লৌহবর্ত্ম ছিল না, সুয়েজ খাল কাটা হয় নাই; পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক কেবল মাত্র উঁকি মারিতে উঠিয়াছিল। তথায় যে কয়জন [illegible] ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইয়ুরোপীয় ছিলেন, তাঁহাদের বিশেষ আধিপত্য ছিল না। স্বদেশবাসী নর-নারীগণ সে সময় "খ্রীষ্টান্" শব্দ শুনিলে [illegible] ঘৃণা এবং বিরক্তি প্রকাশ করিত। সেই সময় কোন খ্রীষ্টীয় মিশনও তথায় ছিল না। যদিও আমেরিকার প্রেসবিটেরিয়ান দলের দুই এক জন প্রচারক তথায় ছিলেন, তথাপি তাঁহারা আশানুরূপ কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তথায় বালক-বালিকাদের জন্য কোন প্রকার স্কুল পাঠশালা ছিল না। এমন কি, অনেক লোকে লেখা পড়ার আবশ্যকতাই বোধ করিত না।

এই দুঃসময়ে মেরী কাইরোতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মিশরবাসীদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি ক্লেশানুভব করিয়াই স্থির

রহিলেন না। প্রথমতঃ স্ত্রীলোক এবং বালিকাদের জন্য একটী স্কুল সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই গুরুতর বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না বলিয়া প্রবাসী ইংরেজগণ তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন। তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। মেরী অপর লোকেরও সাহায্য না পাইয়া নিজের ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন, এবং সেই উদ্‌বৃত্ত অর্থের দ্বারা সঙ্গী সাথীর সাহায্যে একখানি ঘর প্রস্তুত করিলেন। সেই ঘরখানি যদিও বিশেষ সুন্দর হয় নাই, তথাপি তাহাতেই তিনি প্রসন্নচিত্তে বাস করিয়া স্কুলের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

মেরী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বুঝিলেন, আরবী ভাষা না শিখিলে অধিবাসীদের মধ্যে কার্য্য করা অসম্ভব। তজ্জন্য তিনি সিরিয়ানিবাসী জনৈক স্ত্রীলোকের কাছে ঐ ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সে অতি কষ্টে ইংরাজী পড়িতে পারিত। বুদ্ধিমতী মেরী ইহার নিকটেই কথঞ্চিৎ আরবীভাষা শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এবার তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অভিভাবকদিগকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে যাহারা তাঁহার কথা না বুঝিয়া কাছে ঘেঁসিত না, এবার তাহারা মেরীকে আপনার লোক বলিয়া বুঝিয়া লইল। কয়েক দিনের মধ্যেই দশ পনরটী বালিকা স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। সেই কুসংস্কারের দিনে বিদেশীয় রমণীর শিক্ষাধীনে দশ-পনরটী গোঁড়া মুসলমান বালিকা পাওয়া কতদূর শক্ত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক ছাত্রীসংখ্যার অল্পতায় মেরী বিন্দুমাত্রও হতাশ না হইয়া প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার গ্রীষ্ম আসিয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে তিনি আবার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে ছাত্রীদিগকে একদিন কোন উদ্যানে এক প্রীতিভোজ দেন। ভোজনান্তে ছাত্রীরা যখন শুনিল, তাহাদের প্রিয়তমা শিক্ষয়িত্রী দেশে যাইতেছেন, তখন তাহারা আর না কাঁদিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। একটী অপেক্ষাকৃত বড় বালিকা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিল --"তোমাকে যেমন ভালবাসি, এমন আর কাহাকেও নহে। হায়! তোমাকে আমরা আর কবে দেখিব"! কঠিন শাসনে ইংরেজগণ যেখানে কিছুই করিতে পারেন নাই, মেরী স্বর্গীয় প্রেমের বলে সেখানে লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

দেবহূতি ও কপিল।

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি কর্দ্দম নবটী কন্যা উৎপাদন করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিতে মনন করিলে তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা প্রিয়ম্বদা মনুকন্যা দেবহূতি অতি কাতরবচনে স্বামীকে বলিলেন—"প্রভো! আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি বনে যাইতেছেন, আমি অশরণা, আমাকে অভয় প্রদান করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্ততঃ আমার এই বালিকা কন্যাগণের মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ দয়া করুন।" পতিব্রতা এবং পতির নিতান্ত অনুরক্তা ভার্য্যার এতাদৃশ কাতরোক্তি, মহাত্মভব কর্দ্দম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আরও কিছু দিন গৃহে থাকিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে দেবহূতি একটী পুত্ররত্ন প্রসব করেন, ইনিই জগদ্বিখ্যাত সাংখ্যকার মহামতি কপিল। এই পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতা উভয়ে আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মানিয়াছিলেন, বাস্তবিক দেবহূতি এমন পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়া পুত্রবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছিলেন। এই পুত্রের জন্মের কিছু-দিন পরে কর্দ্দম,—মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনুসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, ও অথর্ব্বকে শান্তি নাম্নী কন্যা দান করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন।

ভাগবতে মহাত্মা কপিল ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দেবহূতি ধর্ম্মজ্ঞ মনুর কন্যা, মহর্ষি কর্দ্দমের সহ-ধর্ম্মিণী, মহামতি কপিলের মাতা, সুতরাং ইনি যে বিশেষরূপে ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন, এ বিষয় বলা বাহুল্য। আজ ভারতে মনু নাই—কর্দ্দম নাই—কপিল নাই—তাই দেবহূতির মত ধর্ম্মজ্ঞ রমণী নাই। আজ ভারতে যেমন পিতা, যেমন পতি, ও যেমন পুত্র আছেন, আমরাও তেমনি কন্যা, তেমনি স্ত্রী ও তেমনি মাতা হইয়া আছি। যিনি যাহাই বলুন, স্ত্রীগণ আবহমান কাল পুরুষের হা[illegible] কলের পুতুল, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ না হইতে পারে এবং তাঁহারা যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে পুরুষের হাতে কলের পুতুলের ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছেন না, বা হইবেন না, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। যে কালে ও যে দেশে রমণীগণ যতই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হউন, আর যে দেশে ও যে কালে রমণীগণের যতই অবনতি হউক, সে কেবল পুরুষগণের অনুগ্রহ ও অননুগ্রহের ফল মাত্র; প্রমাণ, যে কালে ও যে দেশে পুরুষগণের যে পরিমাণে উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে, রমণীগণও সেই পরি-মাণে উন্নতি ও অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ কথা যদি কেহ স্বীকার না করেন, তবে অধিক কথার প্রয়োজন নাই, তিনি এক-বার পূর্ব্বকালের এবং আধুনিক ভারত রমণী ও পুরুষগণের এবং ইংলণ্ডীয় রমণী ও

পুরুষগণের বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখুন। অবশ্য অন্যান্য দেশের বিষয় অন্বেষণ করিলেও এ প্রথার ব্যভিচার খুব কম দেখিতে পাইবেন এবং যত আলোচনা করিবেন, ইহা ততই যেন প্রকৃতির অমোঘ শাসনের ন্যায় বোধ হইবে। যাহা হউক, এক দিন এই ধর্ম্মানুরাগিণী সৌভাগ্য-শালিনী ও পুণ্যবতী রমণী দেবহূতি প্রিয় পুত্র কপিলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "বৎস! তুমি অন্য কেহ নও, স্বয়ং নারায়ণ, তাই তোমাকে বলিতেছি, আমি বিষয়-সম্ভোগ-লালসায় শান্তি হারাইয়া ইন্দ্রিয় উপভোগ আর বিহার-জনিত মোহান্ধকারে ডুবিয়াছিলাম, হে প্রিয় পুত্র। তোমার অনুগ্রহে আমি জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার দেহে যে 'অহং' বুদ্ধি আছে, তুমিই ইহা সংযোগ করিয়াছ। হে শরণাগতের পরিত্রাণকারী আশ্রিতের সংসার-সঙ্কট ভয়হারিন! তুমি আমার এই মোহপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদ কি প্রকারে হয়, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।" মহামতি কপিল জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষ-চিত্তে হাস্যপ্রফুল্ল-বদনে বলিলেন—"মা! আমি যাহা বলিতেছি 'আত্মনিষ্ঠা' যোগের প্রধান সহায়, সেই যোগ যে আচরণ করে, সেই মোক্ষ লাভ করে এবং সুখ দুঃখে হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু এই যোগ-সাধন চিত্তসংযমন ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। মাতঃ! মনই একমাত্র বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়ে চিত্তের যে আসক্তি থাকে, তাহাই জীবের বন্ধন; ভক্তিরসে ডুবিয়া একমাত্র ঈশ্বরে লীন থাকাকেই জ্ঞানিগণ মুক্তি বলিয়াছেন, ক্রোধ, লোভ মোহাদিই হৃদয়ের মলা, এই হৃদয়মালিন্যই সাধনার প্রতিবাদী। 'এই আমি, ইহা আমার' এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই বন্ধনের হেতুভূত। মাগো! জ্ঞান দ্বারা এই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর সুখ দুঃখে লিপ্ত থাকিতে হয় না. সর্ব্বঘটে যাহার সমান ভাব, পৃথক্ ভাব যাহার না থাকে, তাহাকেই মুক্ত-চিত্ত বলে। বিষয়ে বিরাগ ও জ্ঞানের সহিত ভক্তি সম্মিলিত হইলে, আত্মা যে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ইহা স্পষ্টরূপে স্বপ্ন ... অনুভব করা যায়। 'ভেদশূন্য জ্যোতির্ম্ময়, কিছুতেই লিপ্ত না হইয়া উদাসীনরূপে অবস্থান করিতেছেন'। আত্মার স্বরূপ এইরূপ যিনি নিশ্চয় জানিয়াছেন, প্রকৃতি তাঁহার নিকট ক্ষীণ-বলা।"

দেবহূতির প্রতি কপিলের এই উপদেশ অতি উপাদেয়, সার ও অমূল্য জিনিষ। অদ্য তাহার কিয়দংশ পাঠিকা ভগিনী-দিগকে উপহার দিলাম। বারান্তরে তাঁহার মাতার প্রতি এই যোগ-উপদেশগুলি সমস্ত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশ অতি সুন্দর। শ্রীকু, রা।

উদাসীনের চিন্তা।

অদ্য দিন ভবানী বাবু বিনোদিনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। বিনোদিনী ভবানী বাবুর আগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং পূর্ব্ব দিনের পৃষ্ট আত্মার বিষয়ে প্রসঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন।

বিনোদিনী—আপনি ও দিন বল্‌লেন যে, আত্মার বিষয়ে যোগিগণেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। যোগী ভিন্ন অন্য কেহ কি আত্মার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না? আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন কি যুক্তিলব্ধ জ্ঞান নাই?

ভবানী বাবু—যুক্তিলব্ধ জ্ঞান তত বিশ্বাস্য নয়। আজ যুক্তি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কাল সেই যুক্তির মধ্য হইতে একটী দোষ বাহির হ'য়ে পড়্‌ল, সুতরাং সত্যকে অসত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত কর্ত্তে হল।

বিনোদিনী—আপনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক, প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ধ্রুব; তথাপি আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তির কথাগুলিও শুন্‌তে চাই।

ভবানী বাবু—বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যাহা আছে, তাহার বিনাশ নাই, রূপান্তর হয় মাত্র; কিন্তু রূপান্তরের সহিত বস্তুর লয় হয় না। যেমন তেজ একটী শক্তি। উহা রূপান্তরিত হইয়া গতিতে পরিণত হয়, কিন্তু নষ্ট হইতে পারে না। সেইরূপ আত্মার ধর্ম্ম ইচ্ছা, ইহা একটী শক্তি বিশেষ। ইহা রূপান্তরিত হ'তে পারে, কিন্তু বিনষ্ট হ'তে পারে না। মৃত্যুকালে দেহনাশের সহিত যদি আত্মার বিনাশ মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইচ্ছা-শক্তির বিনাশ হইল ইহা মানিয়া লইতে হইবে।

বিনোদিনী—ইচ্ছাকে শক্তি বল্‌ব কেন? একটা গুণ বলি। ফুলটার সঙ্গে সঙ্গে যেমন গন্ধটার বিনাশ, দেহটার সঙ্গে সঙ্গে তেমন ইচ্ছার বিনাশ, ইহা বলিলে ক্ষতি কি?

ভবানী বাবু—গন্ধটার বিনাশ এ কথার অর্থ কি? গন্ধ-জ্ঞানের প্রধান সহায় নাসিকা। ফুলের যে অবস্থা থাকিলে নাসিকার স্নায়ুসূত্র বিকসিত হয় এবং গন্ধের জ্ঞান জন্মে, সে অবস্থা অন্তর্হিত হইল, তাই বলিয়া কি যে শক্তি নাসিকার স্নায়ুসূত্রের উপর কাজ করিতেছিল, তাহারও লয় হইল? আগুনে হাত দিলে দাহযন্ত্রণা হইবে। হাত দেওয়াটা অবস্থা, দাহ-যন্ত্রণা জন্মাইবার কারণ অগ্নির তেজ। হাত না দিলে দাহযন্ত্রণা জন্মিবে না, তাই ব'লে কি তেজ নাই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। শক্তি অবস্থার অধীন হইয়া ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। যে শক্তি যে অবস্থায় যে ক্রিয়া করিবে, তাহা বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট, সে অবস্থার অভাব হইলে সে ক্রিয়া হইবে না। এইরূপ ইচ্ছা-শক্তি দেহ

অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে, সুতরাং দেহের বিনাশ হইলে অবস্থার তিরোধান হয় মাত্র, শক্তি যেমন তেমনই রহিল।

বিনোদিনী—আপনার কথা মানিয়া লইলাম। দেহের অবসানের সহিত ইচ্ছার লয় হইবে না স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করিব কেন? এক শক্তি বিভিন্ন দেহ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিতেছে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেহ, ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ... স্বীকার না করিলে ক্ষতি কি?

ভবানী বাবু—আপনি বেদান্তের মত বলিতেছেন। এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন বিভিন্ন জলকুণ্ডে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, একই পরমাত্মা তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহে ক্রিয়া করিতেছেন বলিয়া ভিন্ন দেখায় ইহা বেদান্তের মত।

বিনোদিনী—আমি বেদান্ত বেদান্ত বুঝি না, আমি উহা পড়ি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝি, তাহাই বলিলাম।

ভবানী-বাবু—যদি একই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন পাত্র অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিতেছেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সেরূপ জ্ঞান নাই কেন? আমরা একজনকে অন্য জন হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেছি, এবং তাই সংসারের সম্বন্ধ সকল স্বীকার করি। আমরা জানি যে, একজনের ইচ্ছা অন্য ব্যক্তির ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং মৃত্যুর পরও এই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে।

বিনোদিনী—আপনি যাহা বলিলেন তাহা ঠিক। বর্ত্তমান জীবনে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি, এবং এই জ্ঞান স্বাভাবিক, তাই পাপ পুণ্যের বোধ আছে। যদি এক পরমাত্মা সকল মানবের ক্রিয়ার কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ব থাকে না এবং পাপ পুণ্য বোধ চলিয়া যায়। মৃত্যুর পর আত্মা থাকিবে এ কথা বুঝিলাম। এখন আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আত্মাসমূহের পার্থিব সম্বন্ধ মৃত্যুর পর থাকবে কি না?

ভবানী বাবু—সে বিষয়ে নিশ্চয়তার সহিত কিছু বলা যায় না, তবে না থাকারই সম্ভাবনা অধিক। এ জগতেই দেখিতে পাইবে যে, ধার্ম্মিকদিগের পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচে যায়। যীশুখৃষ্ট একদিন বলেছিলেন 'কে আমার মা, কে আমার ভাই? যাহারা স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করেন, তাহারাই আমার মা, তাঁহারাই আমার ভাই'। মহাত্মা বুদ্ধদেব তাঁহার পিতৃদেবের কোন কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন "আমার বংশে সকলেই ভিক্ষা করিয়াছেন।" তাঁহার শিষ্যবর্গ পার্থিব আত্মীয়দিগের হইতে তাঁহার অধিকতর অন্তরঙ্গ ছিলেন। ভক্ত চৈতন্য দেবের শিষ্যদিগের সহিত সম্বন্ধও পার্থিব সম্বন্ধ অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল। সুতরাং মৃত্যুর পর সকলের পার্থিব সম্বন্ধ একই ভাবে না থাকিতে পারে। তবে মহাপুরুষদিগের

পক্ষে যেরূপ, সর্ব্বসাধারণের সেরূপ হ'বে কি না তাহা জানি না।

বিনোদিনী—আপনার সহিত আলাপ করিয়া বড় উপকৃত হইলাম। আপনি প্রকৃত পক্ষে আমার ধর্ম্মবন্ধু। আপনার সংস্রবে আসিলেই যেন আমি আত্মাকে উন্নত মনে করি। সাধুসংসর্গের এই গুণ। শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

শনি।

গ্রহদিগের মধ্যে বৃহস্পতির যেমন সুখ্যাতি, শনির তেমনি অখ্যাতি। বৃহস্পতি মল্লিকা ফুলের মত আকাশে ফুটিয়া উঠে, গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে শুক্র ব্যতীত সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, এবং সর্ব্বদা প্রকাশিত বলিয়া সুপরিচিত; কাজেই বৃহস্পতির এত খ্যাতি। আর শনি অতি দূরস্থ, জ্যোতির্ব্বিৎ ভিন্ন সহসা অন্য কাহার নয়নপথবর্ত্তী হয় না, তাহাতে আবার তাহার অতিবৃহৎ আয়তন উপগ্রহের আলোকে নীল ছায়ারূপে কচিৎ দৃষ্ট হয়; এই সকল কারণে এই অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল বৃহৎবিগ্রহধারী গ্রহ লোকের ভয়ের পাত্র। শনির দৃষ্টির ভয়ে হিন্দুজাতি কম্পিত। কিন্তু আর্য্য জ্যোতির্ব্বিৎদিগের অসামান্য জ্ঞানের নিকটে শনির তত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। পৌরাণিক স্তোত্রে শনির যে বর্ণনা আছে, তাহা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের নির্দ্ধারণের অননুরূপ নহে। স্তোত্রে উক্ত আছে—

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়াঃ গর্ভসম্ভূতং বন্দে দেবং শনৈশ্চরং।"

অপিচ,—

"নমস্তে কোটরাক্ষায় দুর্নিরীক্ষায় বৈ নমঃ।"

পুনরপি—

"নমোমন্দগতে তুভ্যং নিস্ত্রিংশায় নমোনমঃ"

আধুনিক বর্ণনার সহিত যে এ বর্ণনার ঐক্য আছে, তাহা দেখাইতেছি। এমন কি অল্পশক্তি দূরবীক্ষণে শনির যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, স্তোত্রমধ্যে তাহারও উল্লেখ আছে। স্তোত্রে শনিকে "ইন্দ্রনীলদ্যুতি" বলা হইয়াছে।

বহু উপগ্রহবেষ্টিত শনির মূর্ত্তি প্রভুশক্তি এবং সৌন্দর্য্যপূর্ণ বলিয়া বঙ্গ-কবিকুলগুরু শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন :—

"কেবা মন্দগ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি শনি মহামতি।

ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার; সুকটি দেশে পর গ্রহপতি
হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে
সুনীল গগনপথে ধীরে তব গতি।"

যিনি ক্ষমতাসম্পন্ন দেখিয়া মেঘনাদকে শ্রেষ্ঠ নায়ক কল্পনা করিয়াছিলেন, এ বর্ণনা তাঁহারই প্রশস্ত হৃদয়ের অনুরূপ বটে।

সৌরজগতে যত গ্রহ আছে, তাহার মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার পরেই শনি। যদিও শনির আয়তন বৃহস্পতির এক-তৃতীয়াংশের কম, কিন্তু অন্যান্য ছয়টি গ্রহ একত্রে করিলেও শনির আয়তনের এক তৃতীয়াংশ হয় না। আমাদের গণনায় ২৯ বৎসর ৬ মাসে সূর্য্যের চারি দিকে শনির একবার আবর্ত্তন অর্থাৎ শনিলোকে আমাদের ২৯৷৷০ বৎসরে এক বৎসর হয়। এত দীর্ঘ সময়ে সূর্য্যের চারিদিকে তাহার একবার পরিবেষ্টন, অন্তরীক্ষে তাহার গতি অতি মৃদু বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের নিকট গণিত হয়। এই শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ হইতেই আর্য্যগণ শনৈশ্চর নাম দিয়াছিলেন। রাবণের দরজায় একটী চন্দ্র বাঁধা ছিল, আমাদের দরজায়ও তাই। কোন কোন গ্রহের দরজায় দুটি, তিনটি, উর্দ্ধ সংখ্যা চারিটী পর্য্যন্ত চন্দ্র বাঁধা আছে, কিন্তু মাইকেলের গ্রহ মণির দ্বারে বহু চন্দ্র প্রদীপ্ত। মাইকেলের কবিতা রচনার সময় অটির অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। শনির চারি দিক্ বেষ্টিয়া দুইটি অঙ্গুরীয়। এই অঙ্গুরীয়ের ব্যাস পরিমাণ এক লক্ষ মাইল।

অত্যন্ত প্রখরশক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ ব্যতীত শনিগ্রহের আকৃতি প্রভৃতি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও জানা অসাধ্য। শনি সত্য সত্যই কোটরাক্ষ এবং দুর্নিরীক্ষ্য। একেত শনি দুর্নিরীক্ষ্য, তাহাতে আবার তাহার গতি শনৈঃ শনৈঃ বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের পক্ষে শনির তত্ত্ব আবিষ্কার কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বহুদিন পরে শনি একবার নিকটবর্ত্তী হইলে দূরবীক্ষণ দ্বারা তত্ত্ব লওয়ার সুবিধা হয়। যাহা একবার দেখা গেল, তাহার স্বরূপ ভাল করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা বহু বর্ষ পরে মিলিয়া থাকে। এই জন্য আজিও শনির তত্ত্ব নির্দ্ধারণ সুকঠিন। শনির চারি দিকে বেড়িয়া যে অঙ্গুরীয় দেখা যায়, ১৬১২ সালে গালিলিও সেই অঙ্গুরীয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত দেখিয়াছিলেন।

ছুই জোনস্ ১৮৫৫ সালের মার্চ্চ এবং এপ্রিলে এই অঙ্গুরীয় দুইটি অতিদীর্ঘ এবং অল্পপরিসর দেখিয়াছিলেন। আবার মে মাসে দেখিলেন যে, অঙ্গুরীয় দুইটী সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে। অক্টোবর মাসে সে দুটি আবার দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সে বারে পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতি হইতে ভিন্নরূপ প্রতীত হইয়াছিল। সূর্য্যের চারি দিক্ বেষ্টনের সময় এক এক দিক্ এক এক সময় আলোকিত হয়, তাহাতে পৃথিবী হইতে দেখিতে গেলে

কখনও সুবিধা, কখনও অসুবিধা হয় বলিয়া শনির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। যে সময় সূর্য্যের আলোকে বিপরীত পৃষ্ঠ আলোকিত হয়, এবং দৃষ্ট ভাগে আলোক পড়ে না, তখনই শনিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হয়।

১৮৭৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি এবং ১লা মার্চ্চ এই সুবিধা ঘটিয়াছিল। ১৯০৭ সালের পূর্ব্বে এরূপ সুবিধা আর ঘটিবে না। যাঁহাদের জন্ম ১৮৭৮ সালের ১লা মার্চ্চ কিম্বা ফেব্রুয়ারি তাঁহারা মিলাইয়া দেখিবেন, শনির দৃষ্টিতে তাঁহাদের উপকার হইয়াছে না অপকার ঘটিয়াছে।

অঙ্গুরীয়দ্বয়ের প্রকৃতি এবং স্বরূপ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ আদৃত সুপ্রসিদ্ধ ক্লার্ক মেক্সুয়েলের মত কি, তাহাই কথঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। তিনি বলেন যে এই যে অঙ্গুরীয় আকৃতি বেষ্টন, ইহা দুইটী অগণ্য উপগ্রহ মালা। উপগ্রহগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং ঘন বিন্যস্ত; সেই জন্য সে গুলি স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইতে পারে না। আটটী চন্দ্রে যাঁহার মুকুট আলোকিত, অগণ্য হীরক চন্দ্র-হারে তাঁহার কটিতট সুশোভিত; দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও তিনি সুন্দর। এই সুন্দর ইন্দ্রনীলদ্যুতি মহাগ্রহকে ভয় করিবে কেন? যাহাতে ইহাঁর সুন্দর মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পারি, বরং তাহার জন্য চেষ্টা করা ভাল।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

অম্লপিত্ত।

১। এক তোলা আমলকীর রস এক তোলা মধুর সহিত; কুল খড়ি ‌/০ আনা জলের সহিত, অথবা সন্ধ্যার সময় সুপক্ক লেবুর রস চিনির সহিত মিশাইয়া কিম্বা ঘর্ষিত শ্বেত চন্দন ও টাটকা মাখন প্রত্যেক ।।০ তোলা একত্রে মিশাইয়া প্রাতে সেবন করিলে, কিম্বা এক ঘণ্টা অন্তর আমলকীর রস সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

২। বাসক ছাল, শুলফ, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, পটোলপত্র—সমুদায়ের পরিমাণ মিলিত দুই তোলা। এই ২ তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জল দিয়া মৃদু পাকে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া এক বা দুই বার সেবন করিলে ২।৪ দিনে অম্লপিত্ত রোগের শান্তি হয়।

৩। ভোজনকালে নিম ও তেজপাতা একসঙ্গে বাটিয়া আহার করিলে অম্লপিত্ত [illegible] হয়।

৪। কুরচির মূল ও লেবু লবণের সহিত থালি পেটে প্রাতে খাইলে অথবা

ভোজনকালে কেশুরিয়া বাটিয়া খাইলে অম্লপিত্ত ভাল হয়।

শিরোরোগ।

১। ধুতুরার পাতার রস নাকে মাখিলে শিরঃপীড়া যায়।

২। নারিকেল তৈলে কর্পূর মিশাইয়া আগুনে ফুটাইয়া সেই তৈল কিছুদিন [illegible] মর্দ্দিলে অথবা নারিকেল শাঁসের [illegible] একসঙ্গে সেবন করিয়া মাথায় দিলে উকুণ মরিয়া যায়।

৩। লবণ ও আমকচু [illegible] বাটিয়া [illegible] সেই [illegible] প্রলেপ দিলে [illegible]।

৪। যে পাশে মাথা ধরে, সেই পাশের [illegible] দিলে [illegible] আরাম হয়।

৫। [illegible] সহিত কিছু গোলা মাটী লইয়া গোবরের ভিতরে পুরিয়া পোড়াইবে। পরে সেই মাটীর সহিত দুধ মিশাইয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে শিরঃশূল আরাম হয়।

৬। আমানির সহিত আলকুশির মূল বেদনাস্থানে [illegible] করিলেও শিরঃশূল ভাল হয়।

৭। শ্বেত চন্দন জলের সহিত ঘসিয়া অথবা কুড় ভীমরাজের রসে বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে মস্তকবেদনা সারিয়া যায়।

৮। কুলপাতার পৃষ্ঠভাগে কলিচুণ লাগাইয়া কপালের উভয়পার্শ্বস্থ শিরায় বসাইয়া দিলে মাথাধরা ভাল হয়।

৯। শুঁট বাটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য লইলে নানা রোগোৎপন্ন শিরঃপীড়ার নিবৃত্তি হয়।

১০। চাকুন্দের বীজ কাঁজের রসে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে [illegible] দিনের মধ্যেই আধ-কপালে বেদনা নিবারিত হয়।

১১। [illegible] বা চিনির জল ও [illegible] নস্য [illegible] করিলে আধ কপালে আরোগ্য হয়।

১২। [illegible] বাটিয়া মাথায় প্রলেপ [illegible] গাছের পাতা মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা গরম ও জ্বালা নিবারণ হয়।

মূর্চ্ছা।

[illegible] তৈল [illegible] সহ সিদ্ধ করিয়া মাত্রে [illegible] করিলে প্রবল মূর্চ্ছা রোগ নষ্ট হয়।

গুল্ম।

শুষ্ক রসুন [illegible] বর্জ্জিত অর্দ্ধ সের, মাটি সের দুগ্ধ ও ঘোল সের জলে পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে, প্রত্যহ তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিলে বাতগুল্ম আরোগ্য হয়।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যবানী এই সমুদয় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া প্রাতঃকালে চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে সমস্ত প্রকার গুল্মের নিবৃত্তি হয়।

দধি হরীতকী, গুল্ম ও প্লীহা রোগের একটী মহৌষধ।

নারীপূজা।

নারী জগতের পূজ্যা। প্রায় সকল সভ্য সমাজেই নারীপূজা কোন না কোন আকারে প্রচলিত আছে।

নরনারীর উভয়ের কর্ত্তব্যের মধ্যে—জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্য উভয়ই লক্ষিত হয়। পুরুষ মানবজাতির মস্তিষ্ক; নারী উহার হৃদয়। মস্তিষ্ক চিন্তা করে ও হস্ত কার্য্য করে, কিন্তু হৃদয় চালিত করে। সেই জন্য হৃদয়ের স্থান উচ্চ। সেই জন্য হৃদয়রূপিণী নারী সকলের পূজ্যা।

নারী পুরুষের প্রধান সহায়। সংসার-ক্ষেত্রে, ধর্ম্মজীবনে, এমন সহায় আর নাই। তাই পুরুষ, সভ্য মানব, নারীর পূজা করিয়া থাকে। যতদিন সভ্যসমাজে দয়া, প্রেম, ত্যাগশীলতা, বৈরাগ্য প্রভৃতির আদর থাকিবে, ততদিন নারী জগতের পূজা পাইবেন।

সকল সভ্য সমাজেই নারীর প্রতি অত্যাচার ভয়ানক স্বার্থের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ তিনি ভক্তি পাইবার উপযুক্ত; তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ ও স্তন্য আমাদিগকে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,—মানুষকে মানুষ করিয়াছে। অতএব তাঁর প্রতি অভক্তি মহাপাপ। তুমি কোন কারণবশতঃ আমার গাত্রে বল-প্রয়োগ কর, তত দোষ নাই; কিন্তু নারীর গাত্রে হস্ত উত্তোলন করা ভয়ানক কাপুরুষের কার্য্য।

ইউরোপের সভ্যজাতিরা নারীপূজা করিতে ক্রমেই শিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে কুণ্ঠিত। এই বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুভাব কেমন উচ্চ ও সুন্দর! ইউরোপের ভাবটা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অথচ ঐ ভক্তি ইউরোপীয় লোকের স্বাভাবিক। ঐ ভক্তি আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। তাহার নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ আছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় "মাতৃবৎ পরদারেষু" কে শিক্ষা দিয়াছে? কেবল তাহাই নহে; জননী তো "স্বর্গাদপি গরীয়সী," নিজস্ত্রী ভিন্ন অসম্পর্কীয়া অন্য স্ত্রীলোকও "মাতৃবৎ," নিজের কন্যা "অতি যত্নতঃ রক্ষণীয়া ও পালনীয়া"। নিজস্ত্রীর প্রতি সদা সশ্রদ্ধ ও সযত্ন ব্যবহার করিবে, এই অনুশাসন আছে। "মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)। তাহা ছাড়া প্রত্যেক নারীকে গৌরী জানিয়া দেবতার মত তাহার পূজা করিবার বিধি আছে।

এই সমুদায় অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, জননী, ভগিনী, দুহিতা, স্ত্রী ও সাধারণ নারীর প্রতি অযথা আচরণ করিলে মানুষ

মহাপাতকী হয়, মানব যে কেবল সামাজিক অশিষ্টাচার দোষে দুষ্ট হয়, তাহা নহে, ধর্ম্ম অংশে পতিত হয়। আমার বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের নারীভক্তি কোন দেশে কোন কালে প্রচারিত হয় নাই।

নারী সংসারে সহায়, ধর্ম্মে সহায়। গৃহিণীই গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্রী। যেখানে তাঁহার অনাদর, সেখানে লক্ষ্মী, ধর্ম্ম ও মঙ্গল বাস করেন না। নিজপত্নী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সহায়। অসম্পর্কীয়া নারী দর্শন করিলেও মনে মনে "মাতৃবৎ" এইরূপ চিন্তা ও ভক্তি করিয়া মনে মনে তাঁহার পবিত্র চরণে প্রণাম করিবে ইহাই বিধি, মহাদেবের অনুশাসন। ক্রমে ২।৪ বৎসরে দেখিবে নারী দেখিলেই স্বতঃই মনে মাতৃবৎ ভাব উদিত হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এতদপেক্ষা উচ্চ নারীভক্তি বা পবিত্র ও মধুর সাধন আর নাই। ইহা মহৎ শিক্ষা,— মহাজনের মহাপ্রাণের মহাদেবের শিক্ষা। মহাদেব ভার্য্যাকে শিরে ও বক্ষে ধারণ করিতেন, ইহাই কিম্বদন্তী আছে। বৃদ্ধ কৈলাসপতি মহাদেবের কাছেই নারীভক্ত মানুষ নতশির হইতে পারেন। এত বড় মেধাবী যোগেশ্বর ভার্য্যাকে শিরে ও হৃদয়ে স্থান দিযাছিলেন, কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে নহে। মহাদেবের কথা অনেকে মিথ্যা কাহিনী পূর্ণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু এই কাহিনীর ভাব অতি উচ্চ ও জ্ঞানপ্রদ। কে বলিবে যে ইহার মূলে কোন সত্য নাই? আমরা অবলার সম্মানরক্ষক মাথা-পাগলা (নাইট-এরাণ্ট) নারীভক্তদের চরণে বসিয়া নারী-পূজা শিক্ষা না করিয়া যেন ধর্ম্মজগতের শিখরদেশে সমাসীন নিত্যযোগে মগ্ন প্রাচীন মহাদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া নারীভক্তি শিক্ষা করি।

মেহগনি বৃক্ষ।

শিবপুরের কোম্পানির উদ্যানে ও চানকের গবর্ণমেণ্ট উপবনে অনেকগুলি বৃহৎ মেহগনি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উহা এতদ্দেশীয় বৃক্ষ নহে। মধ্য আমেরিকা ও আণ্টিলী দ্বীপপুঞ্জ মেহগনির জন্মস্থান। মেহগনি কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্স প্রভৃতি গার্হস্থ দ্রব্যজাত এক্ষণে একটী সমধিক আদরণীয় পণ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় মেহগনি বৃক্ষ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। মেহগনি বৃক্ষ অতিশয় মূল্যবান্। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে জ্যামেকা দ্বীপ হইতে লণ্ডনে ৫২১, ৩০০ ফিট্ মেহগনি কাষ্ঠ আমদানী হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কিঞ্চিদূন ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের সাড়ে এগার লক্ষ মণ মেহগনি কাষ্ঠ আমদানী হয়।

বাজারে দুই প্রকার মেহগনীর নাম শুনা যায়। একটী স্পেনীয় মেহগনি, অপরটী হণ্ডুরাস্ মেহগনি। প্রথমটী অতিশয় মূল্যবান্, সথার ও অপেক্ষাকৃত ভারি। ইহা যত পালিশ করা যায় তত সুন্দর হয়। হণ্ডুরাস্ মেহগনির অপর একটী নাম বে-উড্। প্রথমোক্ত মেহগনিতে যেমন বর্ণ-বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়, শেষোক্ত কাষ্ঠে তেমন দেখা যায় না। হণ্ডুরাস মেহগনি সাধারণতঃ "একরঙা"।

এই দুই প্রকার মেহগনি ছাড়া কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা অন্য বহুপ্রকার মেহগনির নাম করিয়া থাকে। কিন্তু কোনটী এই দুই জাতীয় মেহগনির সমকক্ষ নহে।

স্পেনীয় মেহগনি প্রায়শঃ সানডোমিঙ্গো দ্বীপ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কুবা হইতেও বহুল পরিমাণে এই কাষ্ঠ আনীত হয়। আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ মেহগনি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

এতদ্দেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্ট এই মেহগনি কাষ্ঠের আবাদে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে ভারতের প্রায় সকল স্থানে এই বৃক্ষ রোপণের চেষ্টা হইতেছে।

জাহাজ নির্ম্মাণে যে সকল কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, সেই সকলের মধ্যে ওক প্রথম এবং মেহগনি দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

সার্ ওয়াল্টার র‍্যালের অর্ণবযানে জনৈক সূত্রধর কর্ম্ম করিত, মেহগনি কাষ্ঠ যে দেখিতে অতি সুন্দর, তাহা ছাড়া ইহা অতিশয় শক্ত ও সুদীর্ঘকালস্থায়ী ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে এই সূত্রধর সর্ব্বপ্রথমে তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করে। সেই সময় হইতে এই কাষ্ঠের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে ডাক্তার গিবন্স্ সর্ব্বপ্রথমে এই কাষ্ঠে কতকগুলি গৃহসজ্জা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই কাষ্ঠ ইহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। ওলাসটন নামধেয় জনৈক সূত্রধর ডাক্তার গিবন্সের আদেশ অনুসারে উক্ত দ্রব্যজাত প্রস্তুত করে। বর্ত্তমানকালে এই মেহগনি কাষ্ঠের বিশেষরূপ আদর দেখা যায়।

মেহগনি বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশিষ্টরূপ লাভবান্ হওয়া যায়। দমদমার কোন এক উদ্যানে একটী প্রকাণ্ড মেহগনি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। একদা কয়েক জন কাষ্ঠব্যবসায়ী এক হাজার টাকা মূল্য দিয়া উক্ত বৃক্ষটি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু উদ্যানস্বামী বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হন নাই। একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই এই মূল্যবান্ মেহগনি বৃক্ষের আবাদ করিতে পারেন। এই বৃক্ষ প্রস্তুত জন্ত ব্যয় যৎসামান্ত মাত্র।

শ্রীম।

প্যান্থিয়া। *

বিষাদের ছায়ামাখা জগতের গায় ;
নীরব কুলায়ে পাখী, নীরব সমীর,
প্রলয়-বারিদ-ব্যাপ্ত যেন নভস্থল
নাশিতে সংসার, করে অগ্নি বরিষণ !
ফুলদল-পরিমল, ভ্রমর গুঞ্জন,
কোকিল কাকলি যেন চির অন্তর্হিত।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, শোক উর্ম্মিমালী
ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে প্রলয়-পয়োধি
সম করিছে গর্জ্জন ! কেন পাপ প্রাণ
নেহারি বীভৎস রাশি এখনও জাগ্রত ?
কোথা নাথ প্যান্থিয়া জীবন, কাঁদে দাসী
পথ-হারা, জীবন আলোক ভ্রমি, হেরি
অন্ধকার চারি দিক্। উচিত কি তব
চির পলায়ন ফেলি মোরে একাকিনী ?
কিন্তু কোথা যাবে তুমি ? পারে কি শশাঙ্ক
ম্লানাঙ্ক যদ্যপি, তবু ত্যজিতে অম্বর ?
হৃদাকাশে রাকা শশী তুমি অভাগীর,
নিষ্কলঙ্ক, নিরমল, ক্ষয়বৃদ্ধিহীন।
একি দৃশ্য হেরে, নাথ, একি কথা শুনি ;
"প্যান্থিয়া-জীবন আজি অনন্ত জীবনে
মিশিয়াছে, নাহি আর এ মর জগতে।"

* খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ পারস্যপতি সাইরসের (Cyrus) সহিত এসিরিয়াবাসীগণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না পবিত্রহৃদয়া প্যান্থিয়ানাম্নী এক যুবতী, তাঁহার স্বামী এব্রাডেটিসের অজ্ঞাতসারে বন্দিনী হইয়া পারস্যে আনীত হন। সচ্চিন্ত উদার-হৃদয় নৃপতি ঐ অসহায়া রমণীর প্রতি কোনও অত্যাচার করা দূরে থাকুক, যাহাতে বিশিষ্ট সম্মান ও সতর্কতার সহিত তাঁহাকে রক্ষা করা হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। সাইরসের এই অপার্থিব অমায়িকতায় প্রেমপ্রবণা, কৃতজ্ঞহৃদয়া প্যান্থিয়া স্বীয় ভর্ত্তার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাঁহাকে উক্ত নৃপতির নিকট আসিবার জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। সাইরস সমাগত সৈনিকপ্রবর এব্রাডেটিসকে স্বীয় সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া উক্ত দম্পতীযুগলকে স্বসন্নিধানে সংস্থাপিত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে উপকারীর প্রত্যুপকার করিবার অবসর আসিল। সাইরস বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এব্রাডেটিস শত্রুকুল সমুৎসারণ জন্য সুসজ্জিত হইলেন। বীরাঙ্গনা প্যান্থিয়া বিদায়-কালে তাঁহার জীবিত-সর্ব্বস্বকে কহিলেন—'নাথ, সাইরসকৃত উপকার স্মরণ কর, ঈশ্বর-কৃপায় প্রত্যুপকার করিবার আমাদিগের এই অবসর, তুচ্ছ জীবনের প্রতি মমতা করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না ; যদি আমাদিগের ইহজীবন যায়, আমরা অনন্ত জীবন লাভ করিব। নাথ, জানিও আমরা অবিচ্ছিন্ন। প্রেমময়ীর এই গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত বাক্য বীর-হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন এবং শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। অসামান্য সাহসিকতায় ও অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যে শত্রুদল নির্ম্মূলপ্রায় করিয়া, অবসাদে বীর-হৃদয় ভূতলশায়ী হইল। রণমুক্ত, উন্মাদিনী, পতি-বিয়োগ-বিধুরা পাগলিনী প্যান্থিয়া সমরাঙ্গনে পরলোকগত পতি-পদ চুম্বন করিলেন। শাণিত অসি স্বীয় বক্ষে বিদ্ধ করিয়া অভীষ্টদেবতার অনুগামিনী হইলেন। জগতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়া গেল।

এ কি সত্য কথা? কেমনে প্রবোধি
প্রাণে?
কেমনে নিবারি অশ্রুরাশি? পয়োরাশি
প্লাবনের ভঙ্গ বাঁধে যথা! এস তবে,
নাথ, অভাগীর পাশে, কহ বিবরিয়া
গত সংগ্রাম-বারতা, নাশিয়াছ কত
বীরবৃন্দে সম্মুখ সমরে, মাতঙ্গের
পদতলে পতঙ্গম যথা? বল নাথ,
মনে কি আছিল তব অরাতি মাঝারে
শেষ অনুনয়, হায় অভাগিনী আমি!
যবে রথিশ্রেষ্ঠ, সম্ভাষি মধুর ভাষে
আরোহিলে রথে, তিতি নয়ন আসারে
নিবেদিল দাসী ও-রাজীব পদে, "নাথ!
দৃঢ় ঋণ-পাশে বদ্ধ মোরা দুইজন
সাইরস্ ভূপতি পাশে, চিরধর্ম্মশীল।
থাকিতে শোণিতবিন্দু ধমনীভিতরে
শুধিবে তাঁহার ধার; যদি যায় প্রাণ,
নাহি ভয়, বীরাঙ্গনা বীর পতি চায়।
এস তবে, নাথ, সমরে বিজয় লভি,
প্রতীক্ষায় পথ পানে প্যান্থিয়ার প্রাণ
রহিল চাহিয়া, তব আশাপথ চাহি"।
হায়রে কি ক্ষণে বাহিরিল পাপমুখে,
কাল ফণিনীর মুখে কালকূট যথা,
বিষ-সিক্ত সেই শেষ বিদায়-বচন!
বুঝি সেই বিষে হলে অচেতন, করি
অভাগিনী প্যান্থিয়ারে চির-কাঙ্গালিনী।
সায়াহ্ন-গগনে অই রবি অস্ত যায়,
বিষাদে নলিনী তাই মুদিছে নয়ন;
অস্তমিত প্যান্থিয়ার সৌভাগ্য ভাস্কর,
পাপদেহে তবু তায় রয়েছে জীবন!
সহে না বিলম্ব আর সহচরিগণ
নিবারি নয়নবারি প্রফুল্ল অন্তরে
জন্মশোধ প্যান্থিয়ার করহ বিদায়,
জন্ম জন্মান্তরে ভালবাসা তোমাদের
হৃদে রবে গাথা; অচ্ছেদ্য অশোধ্য ইহা
জানিও নিশ্চয়। দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ!
এই যে দুঃখিনী, যেও না পশ্চাতে ফেলি
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর; প্রাণ সহ প্রাণ
এখনি মিশাব'। সহসা সহসা এ কি!
ঝলসি নয়ন, কামিনী-কোমল করে
তীক্ষ্ণধার অসি'! ফুলে ফুলশর যথা,
সন্ধ্যা সৌর করে জ্বলিল বিজলি সম।
কহিল প্যান্থিয়া,—নাথ, চির সখা মোর
জীবনে মরণে তুমি, যায় ছায়া তব
পদ-ছায়া আশে; বঞ্চিত করো না তারে
ভগবান্ অভাগীর বাঞ্ছা পূর্ণ কর।'
পশিল প্যান্থিয়া-বক্ষে উলঙ্গ কৃপাণ;
ছুটিল শোণিত-স্রোত; আহা মূর্ত্তিমান্
প্রেমরাগ যেন রঞ্জিত রক্তিম রাগে,
বাহিরিল আসি; কাঁপিল কামিনী-বক্ষ,
বাহিরিল প্রাণবায়ু; ভীষণ শ্মশানে!
প্রফুল্ল প্রসূন পড়ি লুটে ধরাতলে
মলিন; সৌরভ তার দিগন্ত ছুটিল।
স্বরগের দেবী গেল স্বরগে চলিয়া
অমর অক্ষয় কীর্ত্তি ভূতলে রাখিয়া।

রাজমন্ত্রীর চক্ষুদান।

প্রায় চারি-শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন গৌড়-পতি অর্থাৎ গৌড়ের মুসলমান নবাব উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনার্থ অভিযান করেন, ঠিক সেই সময়ে একজন দরবেশ বারাণসী ধামে প্রবেশ করিয়া ঐকান্তিক ঔৎসুক্য সহকারে কোন সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন, তাঁহার অনুসন্ধেয় সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রয়াগ-ধাম হইতে বারাণসী আগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দরবেশের তাৎকালিক আনন্দ দর্শনে সকলেরই বোধ হইয়াছিল, যেন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার কোন নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। যাহাহউক, অনেক অনুসন্ধানের পর যখন শুনিলেন যে, চন্দ্রশেখর আচার্য্য নামক কোন ব্যক্তির গৃহে সেই সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছেন, তখন দরবেশ ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে চন্দ্র-শেখরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। কতক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে, নিবিষ্টমনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই চন্দ্রশেখরের সহিতও ঐ সন্ন্যাসীর পরিচয় ছিল। তিনি এক দিন রাত্রে নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন যেন ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার গৃহে আগমন করিয়াছেন। এই স্বপ্ন দর্শনে আনন্দাবেগে চন্দ্রশেখরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন যামিনী যামশেষা অনুমিত হইলেও চন্দ্রশেখর শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন,—আর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, এই রজনী-শেষেই সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে আসিবেন। তিনি এক পদ, দুই পদ করিয়া নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক তরুতলে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে এক প্রহর বেলা হইল। তখন দূরবর্ত্তী সন্ন্যাসী ঠাকুরের দর্শন পাইয়া চন্দ্রশেখর ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। অনন্তর বহুযত্নে তাঁহাকে গৃহে আনিয়া পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

যে দিন দরবেশ চন্দ্রশেখরের দ্বারে আসিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ন্যাসী ঠাকুর চন্দ্রশেখরকে কহিলেন—"আমার বোধ হইতেছে, তোমার দ্বারে আজ একটী সাধু বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" তিনি আপনার দ্বারদেশে গমন করিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন,—

"প্রভো, দ্বারে কোন সাধু বৈষ্ণব দেখিলাম না, দেখিলাম একটী মুসলমান দরবেশ বসিয়া আছেন।" সন্ন্যাসী

তাঁহাকেই আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। দরবেশ সন্ন্যাসীর আহ্বান শ্রবণ করিবামাত্র গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই দরবেশকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া নিবিড় আলিঙ্গন করিলেন। দরবেশ তাহাতে নিতান্ত সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—

"প্রভো! আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনার স্পর্শযোগ্য নহি। আমি যবনাধম।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই দরবেশের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপন পার্শ্বে পিঁড়ার উপরি উপবেশন করাইয়া তাঁহার অঙ্গে হস্তামর্শ করিতে করিতে কহিলেন,—

"দরবেশ, আমি আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিলাম। তোমার যেরূপ ভগবদ্ভক্তি, আমি তাহার বলে ব্রহ্মাণ্ড শোধন করিতে পারি, তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির শুভ পদার্পণে মহাতীর্থ সকলও পবিত্র হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তিবিহীন চতুর্বেদীকেও আমি আদর করি না; কিন্তু ভক্ত যবনাধমেরও চরণসেবা করিয়া থাকি। যদি কিছু দিতে হয়, তাঁহাকেই দেওয়া উচিত, যদি কিছু পাইতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার নিকটই পাইতে চেষ্টা করি। আমার মতে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের মতই পূজনীয়। সর্ব্বগুণোপেত, অথচ ভগবচ্চরণারবিন্দবিমুখ ব্রাহ্মণ হইতে কুকুর-মাংস-ভুক্ পুক্কশও শ্রেষ্ঠ। তোমার ন্যায় ভক্তের কথা আর কি কহিব? যাদৃশ ব্যক্তির দর্শনই চক্ষুর চরম ফল, তোমার আলিঙ্গনে দেহধারণ সফল হয়, এবং তোমার গুণ কীর্ত্তনেই জিহ্বা ফলবতী হইয়া থাকে। পরমেশ্বর পরম দয়ালু ও পতিতপাবন। তাঁহার করুণা সমুদ্র যে অপার ও গভীর, তোমাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন।"

দরবেশ সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই সকল দৈন্য ও শিষ্টাচার সম্বলিত উক্তি শ্রবণে এককালে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং কহিলেন,—

"ঠাকুর, আমি আমার প্রতি ভগবৎ কৃপা বুঝিতে পারি না। তুমি যে আমায় আকর্ষণ করিয়াছ,—তাহাতেই আমার 'রাজ্য পাট, নাট্যরায় নাট' বোধ হইয়াছে।" দরবেশের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার সংসারত্যাগ ও বারাণসী আগমনের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দরবেশ আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

সত্য।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্। — মুণ্ডকোপনিষৎ।

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। সত্য দ্বারাই 'দেবযান' নামক পথ বিস্তীর্ণ হয়, এই পথ আশ্রয় করিয়াই ঋষিগণ কুহক, মায়া, শাঠ্য, অহঙ্কার, দম্ভ ও অনৃত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, যে স্থানে সেই পরম সত্যনিধি বিরাজমান, সেই স্থানে গমন করিতে পারেন।

প্রাচীন শাস্ত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'ধর্ম্ম' ও 'সত্য' একই পদার্থ। এজন্য, ঋষিরা ধর্ম্মের যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন; ধর্ম্মের যে যে উপাদান স্থির করিয়াছেন, সত্যেরও ঠিক্ সেই সেই উপাদান স্থির করিয়াছেন; ধর্ম্মের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ধর্ম্মকে যে আকারে ও যে ভাবে দেখিয়াছেন, সত্যকেও সেই আকারে ও সেই ভাবে দেখিয়াছেন;—

"সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী।
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
বৃষশ্চতুষ্পাদ্ ভগবান্ ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতাস্থ্যতঃ॥

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই এই বিশ্বকে সৃষ্টি ও পালন করিতেছে। সত্য দ্বারাই মনুষ্য জ্যোতির্ম্ময় দিব্য লোকে নীত হয়। সেই সত্যরূপী পরম ব্রহ্মের আলোকেই চন্দ্র সূর্য্য আলোক দিতেছে। অমৃতরূপ পরম পদার্থটী সত্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুষ্পাদ (১) ভগবান্ ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"অনৃতং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥
স্বর্গঃ প্রকাশ ইত্যাহুর্নরকং তম এব চ।
সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ॥
রাহুগ্রস্তস্য সোমস্য যথা জ্যোৎস্না ন ভাসতে।
তথা তমোঽভিভূতানাং ভূতানাং নশ্যতে সুখম্॥"

অসত্যই তমোগুণের মূর্ত্তি। আত্মা তমোগুণ দ্বারা অধোগামী হইয়া থাকে। তমোগ্রস্ত জীবগণ সত্যের জ্যোতি দেখিতে পায় না। যাহার নাম সত্য, তাহারই নাম জ্যোতি, এবং যাহার নাম জ্যোতি, তাহারই নাম স্বর্গ। যাহার নাম অসত্য, তাহারই নাম তম, এবং যাহার নাম তম, তাহারই নাম নরক। এ জগতে সত্য ও অসত্য এ উভয়ের অন্যতরকে মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা লাভ করিয়া থাকে। যেমন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না

(১) বৃষরূপী ধর্ম্মের প্রথম পাদ সত্য, দ্বিতীয় পাদ শৌচ, তৃতীয় পাদ দয়া, এবং চতুর্থ পাদ দান; এজন্য ধর্ম্মকে 'চতুষ্পাদ' বলে।

প্রকাশ পায় না, তেমনি তমোগ্রস্ত জীবগণে সুখময় সত্য-জ্যোতি প্রকাশ পায় না।

পুনশ্চ—

"তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মঃ, যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশঃ, যঃ প্রকাশস্তৎ সুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মঃ, যোঽধর্ম্মস্তৎ তমঃ, যৎ তমঃ তৎ দুঃখমিতি"।

—যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই জ্যোতি; যাহা জ্যোতি, তাহাই সুখ। যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম,তাহাই তম; যাহা তম, তাহাই দুঃখ। অতএব ধর্ম্মও সত্য একই পদার্থ, কেবল নামমাত্রে ভেদ।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসিলেন,—পিতামহ! আমি সত্যের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। সত্যের লক্ষণ কি? কিরূপে সত্যকে লাভ করা যায়? সত্যকে লাভ করিলেই বা কি হয়?

ভীষ্ম কহিলেন,—এ জগতে মানবগণের মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। এক জাতির এক ধর্ম্ম, অন্য জাতির অন্য ধর্ম্ম। আবার একজাতির মধ্যেই কত প্রকার ধর্ম্মভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাহা পরস্পর-বিসংবাদী ও বিকারী, তাহা সত্য-ধর্ম্ম নহে। যাহা অবিসংবাদী ও অবিকারী, তাহাই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম (২)। বিশ্বজনীন ধর্ম্মই একমাত্র সেবনীয়। সাধুমাত্রেই সত্যকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বদা সত্যের পূজা করিয়া থাকেন। সত্যই নমস্য এবং সত্যই পরম গতি। সত্যই সাধুগণের যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, ধ্যান ও ধারণা। মহাযোগিগণ যোগমগ্ন হইয়া সত্যেরই সাধনা করিয়া থাকেন, সত্যই "সনাতন ব্রহ্ম"। (ক্রমশঃ)

(২) 'অবিকারিতমং সত্যং সর্ব্ববর্ণেষু ভারত!"

অভ্যর্থনা।*

১

আজি দেবতার বরে, ফিরিয়া আসিছ ঘরে,
এসো এসো এসো!
দেখ সেই জাহ্নবীর, শ্যাম, পূত, স্নিগ্ধ তীর,
জুড়াইবে—বসো।

২

এই দেখ সেই তা'রা, সেই রবি, চন্দ্র, তারা,
সেই তপোবন;
সেই সব হাসিমুখ, সেই পরিচিত বুক,
সেই প্রিয়জন।

৩

শ্রান্ত পরিশ্রান্ত ছেলে, মা'র কোলে ফিরে এলে
মুখে শুষ্ক হাসি,
স্নেহের আঁচল দিয়ে, লইবে মা' মুছাইয়ে,
পরিশ্রম-রাশি।

*কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২রা অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে হাবড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলে তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুগণ তাঁহাকে তথায় অভ্যর্থনা করেন।

৪

বহু ক্লেশে বহু দূরে, যত বেড়ায়েছ ঘুরে,
তত মা' পরাণে
পেয়েছে যে ব্যথারাশি, বলিতে তা পরকাশি
ভাষা নাহি জানে।

৫

সে—
জলভরা যুগ আঁখি, মহাসিন্ধু পারে রাখি,
বেঁচে ম'রে ছিল,
আজি যেন পুনরায়, পরশি অমৃত বা'য়,
জীবন লভিল।

৬

যে সুপুত্র মাতৃভক্ত, সত্যধর্ম্ম-অনুরক্ত,
সাধু সদাশয়,
তার পুণ্য তার জয়, চিরদিনে নাহি ক্ষয়,
সদা শুভময়।

৭

গাও সুখে পাখিকুল, হাসিমুখে ফোট ফুল!
শরতের শশি!
তোমার মধুর আলো, ঢালো আজি আরো
ঢালো
গঙ্গাজলে পশি।

ঘরে ঘরে ভাই বোন, লয়ে প্রীতিপূর্ণ মন,
রহিয়াছে সবে,
আসিছে যে প্রেমাতুর, তার ব্যথা হোক দূর
এ আনন্দ রবে।

৯

আহা!
কার এ করুণা-রাশি, তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি,
ডুবায় পরাণ?—
স্বদেশে বিদেশে কেবা, নর নারে করে
সেবা,
করি আত্মদান?

১০

জয় জয় বিশ্বরাজ, সকলি তোমার কাজ।
তুমি মহেশ্বর!
যারে যা' করা'তে চাও, তারে সে শকতি
দেও
এই চাহি বর! মা'!

প্রীতি-বশম্বদ বন্ধুগণ।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা সিটীকলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের ৬৩ বার্ষিক স্মরণার্থ মহোৎসব হয়। এত লোকের সমাগম হয় যে, কলেজ-হলে স্থানাভাব বশতঃ প্রাঙ্গণে আর এক সভা হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি আই ই, প্রধান সভার সভাপতি এবং বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম.এ., বি এল, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ গাঙ্গুলী, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত-বাগীশ বক্তা ছিলেন। রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ এক কমিটী নিযুক্ত

হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ এই কমিটীর সভ্য এবং শ্রীনরেন্দ্র আনন্দমোহন বসু সম্পাদক। রামমোহন রায়ের নিকট ভারতের রাজা হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক ঋণী এবং স্ত্রীজাতি তাঁহাদের জীবন ও সম্পত্তির জন্য বিশেষরূপে ঋণী। আমরা আশা করি, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও এই মহাত্মার স্মৃতিফণ্ডে অর্থ দান করিয়া মহোপকারী মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন।

২। রুশীয় সম্রাট সস্ত্রীক ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

৩। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন ২রা নবেম্বর সিমলা শৈল ত্যাগ করিয়া ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন। পথে দিল্লী, জয়পুর, যোধপুর, বরদা, সুরাট, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, কাশী প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসিবেন।

৪। বোম্বাইয়ে একপ্রকার জ্বর হইতেছে, তাহাতে গলা বা পা ফুলিয়া অল্প দিনে লোক মরিতেছে। ইহা একটী ভয়ানক মারীর পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া সমগ্র ভারতবাসী মহা-শঙ্কাকুল হইয়াছে।

৫। লঙ্কাদ্বীপে, বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য সঙ্ঘমিত্রা নামে এক কলেজ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিকা সঙ্ঘমিত্রার আখ্যান বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহারই স্মরণার্থ সন্দেহ নাই।

৬। কনগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আগামী ডিসেম্বরে কলিকাতায় হইবে। রহিমৎ-উল্লা মহম্মদ সিয়ানি ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

৭। পরলোকগত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এ, (অতুল) চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ডের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। বাঙ্গালীর এরূপ গৌরব আর কখনও হয় নাই।

৮। গতবর্ষে ব্রহ্মদেশের খনি হইতে ৬ লক্ষ টাকা দামের নীলকান্ত মণি উঠিয়াছে।

৯। পৃথিবীর মধ্যে দেড়শত কোটীর অধিক লোকের বাস, তন্মধ্যে শতকোটীর অধিক এখনও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই।

১০। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ২৮৪, তন্মধ্যে ১৪৬ হিন্দু, ৭০ মুসলমান, ৩৬ পারসী, ২৭ খৃষ্টিয়ান এবং ৯ জন ব্রহ্মদেশবাসী।

১১। নবাব আসান উল্লা স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা উপস্বত্বের জমীদারী দিয়াছেন। তাহা দ্বারা ঢাকার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ও অন্যান্য বিপন্ন লোকের সাহায্য হইবেক।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রেমবিন্দু—শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্ত প্রণীত, মূল্য।০ আনা। পুস্তকখানিতে ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ক অনেক উপদেশ আছে। লেখিকা উৎসাহদানের যোগ্যা।

২। মর্ম্মগাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত,মূল্য ৷৵০ আনা। লেখিকা এখনও বালিকা এবং এই পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল, ইহা বিবেচনা করিলে তিনি যার পর নাই প্রশংসা লাভের যোগ্য। মর্ম্মগাথায় পঞ্চাশটীর অধিক পদ্য প্রবন্ধ আছে। অনেকগুলি সুললিত সুমধুর ভাষায় রচিত এবং হৃদয়গ্রাহী. মধ্যে মধ্যে কবিত্বেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তক পাঠে পাঠিকাগণ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।

৩। "শনৈশ্চর সিন্ধুরাজ চরিত"—সংবর্দ্ধিত ও সুসংস্কৃত অভিনব প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বিদ্যাবাচস্পতি কর্ত্তৃক বিবিধ প্রাচীন তন্ত্র হইতে সংকলন পূর্ব্বক সানুবাদ সম্পাদিত। মূল্য ১৷০ টাকা। কলিকাতা, ৩১নং ফকির চক্রবর্ত্তীর গলি, সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য। গ্রহ-কোপে পতিত হইয়া মানবগণ কিরূপ শারীরিক বা মানসিক প্রভৃতি সংসার-যাতনা অনুভব করিয়া থাকে, সাধারণ অনেকানেক ঋষি ও রাজন্যবর্গ কিরূপ অশেষ ক্লেশসাগরে পতিত হইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছেন, তৎসমস্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শনির ক্রোধাগ্নিতে একবার দগ্ধ হন নাই এমন প্রাণীই বিরল। অধিক কি, মহাত্মা শ্রীবৎস, দশরথ, নল প্রভৃতিও এই গ্রহের উৎপীড়নে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমে সুরাচার্য্য অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া শনিগ্রহের বেদাচার্য্য হইয়াও কিরূপে অশেষ যাতনা-জালে জড়িত হইয়া শেষে মুক্তিলাভ করেন তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরে প্রবলপ্রতাপ সিন্ধুসৌবীরেশ্বর বীরসেন প্রথমে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, সময়ে কিরূপে স্বপদে উন্নত হইয়াছিলেন এবং এতদনু-সঙ্গী পাঞ্চাল ও কিরাতেশ্বর প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এবং মহাশক্তির অংশরূপা বীর্য্যবতী বীরার বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে শনৈশ্চরের প্রসাদে সিন্ধুরাজ বীরসেন যেরূপে সমস্ত শত্রু স্ববশে আনিয়া আসমুদ্র সাম্রাজ্য লাভ করিয়া কুলাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠমুখে যোগ-তত্ত্ব শ্রবণে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন তাহাও বিবৃত আছে।

গ্রন্থখানির কলেবর রয়েল ৮ পেজী ২২ ফর্ম্মা। ছাপা উত্তম, কাগজ ভাল। ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। মোটের উপর

পাঠক ও পাঠিকাগণ নাটক নবন্যাসাদি পাঠের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থখান পাঠ করিলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আত্মতত্ত্ব শিক্ষা পাইবা মন ও আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে পারেন। বিদ্যোৎসাহী পাঠিকা মহোদয়াগণ এই গ্রন্থ এক এক খানি ক্রয় করিয়া সম্পাদক বাচস্পতি মহাশয়কে উৎসাহিত করিলে তিনি অতি শীঘ্র ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে যত্নবান্ হইতে পারেন।

৪। ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালা চাট—ইহা এক খানি ৮ পেজি ফর্ম্মার ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত; —বিনামূল্যে বিতরণার্থ। ইহাতে তিন খানি বাঙ্গলা পুস্তকের বিজ্ঞাপন আছে এবং ঐ তিন খানি বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কতিপয়সংখ্যক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্বাদপত্রিকার ছাব্বিশটী সমালোচনা আছে।

পুস্তক তিন খানির মধ্যে দুই খানি বিয়োগান্ত সামাজিক নবন্যাস, একখানি সাময়িক প্রবন্ধময় গদ্য কাব্য। তিন খানির পৃথক্ মূল্যসমষ্টি ২।৶০ দুই টাকা ছয় আনা, কিন্তু তিন খানি একত্রে ১।০ পাঁচসিকা মাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। পুস্তক তিন খানির নাম,—

(১) ছিন্নমস্তা...১৲
(২) শর্ব্বাণী...১৲
(৩) আমি...।৶০

বিজ্ঞাপনটীর পরিমাণ এক পৃষ্ঠার অধিক নহে, কিন্তু উহার ভাব অপূর্ব্ব ও নূতন। এজন্য আমাদের পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিলাম। বিজ্ঞাপন-লেখক ভঙ্গী ক্রমে জানাইতেছেন যে, আজ কাল দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, যিনি যাহাই করুন, সকলকেই প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী লেখা পড়া করিতে হয়,—না করিলে চলে না। কিন্তু ইংরাজী লেখা পড়া এত আবশ্যক না মিষ্ট হইলেও সময়ে সময়ে তাহাতে অবশ্যই বিরক্তি ধরে। যেমন না নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সমন্বিত ফলাহার যে এত মিষ্ট, তাহার সঙ্গেও চাট খাইতে হয়, নহিলে ফলাহারেও কষ্ট হয়। সেইরূপ ইংরাজী পড়িয়া পড়িয়া,—ইংরাজী লিখিয়া লিখিয়া যখন বিরক্তি ধরিবে, তখন একটু আধ বাঙ্গালা পড়িলে ঐ বিরক্তি দূর হয়। সেই জন্য এ পুস্তক তিন খানির নাম "ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালা চাট।" অতএব আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগকে ইংরাজী লেখা পড়ায় নববলাধান জন্য এই চাট খাইতে অনুরোধ করি।

ছাব্বিশটী বিজ্ঞাপনের নানা বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও একটী বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। সকল সমালোচকই পুস্তক তিন খানিকে একবাক্যে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, হোপ, রেজ্ এণ্ড্ রাইত প্রভৃতি পত্রিকা আখ্যায়িকা দুই খানিকে অসঙ্কোচে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

বামারচনা।

পর্ব্বতের প্রতি।

দৃষদ-নির্ম্মিত সুদৃঢ় ভূধর !
উঠিছ নিয়ত উন্নত অম্বর,
লম্বমান দেহ, দৃশ্য মনোহর,
দর্শনে তোমারে উথলে অন্তর ;
ফল, পুষ্প, পত্র, ঘন অরণ্যানী,
স্বচ্ছ জলপূর্ণ শত নির্ঝরিণী,
কলকণ্ঠধারী পক্ষি কলরব,
গভীর গহ্বর নিস্তব্ধ নীরব,
শুভ্রবৎ শৃঙ্গ উন্নত আকাশে
তুষার-পূরিত সুশীত নিবাসে
নিরখি তোমার রূপ মনোহর
বিমোহিত হয় সবার অন্তর।
অভক্ত, নাস্তিক, অবিশ্বাসী জন
তব রূপ হেরি সেও মুগ্ধমন,
তব বক্ষ হ'তে লক্ষ নদ-নদী
পৃথিবীর হিতে বহে নিরবধি,
বাণিজ্য-বিস্তার শস্য-সংবর্দ্ধন
সলিলে তোমার করিছে সাধন,
তব দেহজাত ঘন জলধর
বরষার বারি বর্ষে নিরন্তর,
তব দেহজাত তুষার নীহার
পৃথিবীর করে নানা-উপকার,
শীতাতপ গ্রীষ্ম-ঋতু-আবর্ত্তন
তোমার নিয়মে হতেছে ঘটন,
কত দিকে কত জীবের কল্যাণ
বুঝিতে অক্ষম মানবের জ্ঞান।
সর্ব্ব-সুখদাতা সর্ব্বজ্ঞ যে জন
অনন্ত নিয়ন্তা মঙ্গল-কারণ
নিয়মে যাহার চলিছে ভুবন
রচিল, অচল ! তোমারে সেজন।
একমাত্র তিনি জানেন কেবল
প্রকৃতি তোমার রহস্য সকল,
অদ্ভুত রচনা করুণা তাঁহার
স্নেহ, ভালবাসা, মমতা অপার।
এ সব স্মরিয়া তুমি কি অচল,
প্রেমেতে তাঁহার হয়েছ অটল ?
অজ্ঞান কৃতঘ্ন মানব কেবল
ভুলিয়া তাঁহারে সংসারে বিহ্বল।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।

অপূর্ণ আশ।

১

এবার মানবজন্ম হয়ে গেল ছাই পাঁশ,
পরিতে কনকহার গলায় লাগে যে ফাঁস,
গাঁথিতে কমলমালা শুকাইল—গেল বাস,
এবার জনম লভি অপূর্ণ রহিল আশ।

২

এবার "পবিত্র মূর্ত্তি" হেরিল না পোড়া আঁখি,
বিফল মানবজন্ম—বিফল জীবিত-থাকি।
এবার কারাগারে পূর্ণ হই দেবে সাক্ষি

আত্মবলি উপচারে পূজিতে রহিল বাকি।

৩

মাতৃহীন দীন শিশু ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে,
নারিনু লইতে বুকে জননীর স্নেহ ভরে,
শুকানো মুখখানি আহা। ভাসিতেছে অশ্রু-
ধারে,
আঁচলে মুছানো তাহা এবার হইল নারে।

৪

পুরিব অনাথ দীনে দয়াভরে যে যে চায়,
যাহার খাবার নাই সে আবার দিবে তায়?
দুঃখে দুঃখী হয়ে বসাইয়া স্নেহ ছায়
সুমিষ্ট বচন দুটী বলা ও রয়েছে বাধ।

৫

ছিন্নবাস শীতার্ত্তের শুকানো বিবর্ণ মুখ
হেরিলে না হয় কার শতধা বিদীর্ণ বুক?
কিছু না থাকিলে আছে পরিধেয় বস্ত্রটুক,
তাহার আধেক দানে হয়ত অতুল সুখ।

৬

ক্ষুধার্ত্তের কাতরোক্তি, রোগের যাতনা ভার,
শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ—প্রাণভেদী হাহা-
কার,
পায়ে-ঠেলা পতিতের ভয়ঙ্কর অন্ধকার—
ঘুচায়ে, ব্যথিত মাঝে প্রাণটুকু আপনার
মিশাইয়া দেওয়াত এবার হলো না আর,
কি কাজ হইবে তবে "ডাকা ডাকি" করে
সার?

৭

দরিদ্র পথিক আমি আপনি আপন ভার,
যদিও এবার ভবে "আসা যাওয়া" হ'ল
সার,
তবু প্রাণ কাঁদে শুনি ব্যথিতের হাহাকার,
মুছানো তাদের অশ্রু এবার হ'ল না আর।

৮

কুটিল সংসার-পথে একাকী চলিতে ভয়,
পাছে বা পিছলি গিয়া চরণ স্খলিত হয়;
বাসনা পূরণ তরে 'একবার' জীবন নয়,
প্রত্যেক বাসনা তার হয় ত অপূর্ণ র'য়।

৯

দুঃখী, রোগী, শোকী আদি। এ যাত্রায়
আমি গিয়া,
অশ্রু, ব্যাকুলতা আর তোদের আপদ নিয়া
ভেটিবে বিভুর পদ "অপূর্ণ বাসনা" দিয়া,
এসে তোমাদের মাঝে দিব "মোরে"
মিশাইয়া।

১০

দুর্ব্বলের বল যিনি যিনি ধন সাধনার,
তাঁহার ইচ্ছায় যদি আসি ভবে পুনর্ব্বার,
তোমাদের তরে যত সাধ জাগে আনিবার,
পুরাব সে সব সাধ অধিক কি ক'ব আর?

১১

এবার মানবজন্ম হ'য়ে গেল ছাই পাঁশ,
পরিতে কনকহার গলায় লাগিল ফাঁশ,
গাঁথিতে কমল-মালা শুকাইল—গেল বাস,
এবার জনম লভি অপূর্ণ রহিল আশ।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

No. 382. November, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ
৩৮২ সংখ্যা। } কার্ত্তিক, ১৩০৩—নবেম্বর, ১৮৯৬। { ৬ষ্ঠ কল্প।
১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভূপালে স্ত্রীশিক্ষা।—ভূপাল আকারে যেরূপ ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহাতে ইহার বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা কোন প্রদেশ অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহার বিদ্যোৎসাহিনী বেগম সম্প্রতি কোন প্রকাশ্য স্থানে এই কথা বলিয়া স্বীয় স্বজাতিদিগের [illegible] পরিচয় দিয়াছেন।

উষ্ণতম স্থান।—পারস্য উপকূলের বেরিণ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম স্থান। তথায় গ্রীষ্মকালে তাপমানযন্ত্রের পারদ ১০৪ ডিগ্রি উঠে, দিন রাত্রির মধ্যে কখনও ১০০ ডিগ্রির কম হয় না। আশ্চর্য্য এই যে, যে পারস্য সাগরে এই দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহার জল তীব্র লবণাক্ত, কিন্তু সাগরের ২০০ ফুট জলের তলে এক উৎস আছে, তাহা হইতে নির্ম্মল সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়; আরবেরা জলে ডুব

কলিকাতা মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়।—বেথুন স্কুলে মুসলমান বালিকা লইবার নিয়ম নাই, এই জন্য মুসলমানেরা এক স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। মুরশিদাবাদের নবাব বেগম ফার্দ্দুনী মহল ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ১৫০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

তিন জন ইংলণ্ডখ্যাত ভারতবাসী।—প্রিন্স রণজিৎ সিং ক্রিকেট খেলায় এবং বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বাবু জগদীশচন্দ্র বসু নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা ইউরোপীয় সমাজে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ফরাসী জাতি তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ উন্মত্ত।

উল্কাপাত—মেক্‌সিকোর চিহুয়াহুয়া-নামক নগরে এক বৃহৎ উল্কা পড়িয়া দুইটী বালকসহ এক খনি-খনকের বাটী ভূগর্ভসাৎ করিয়াছে। পতনের শব্দ ভয়ঙ্কর হয়। মাটী খুঁড়িয়া উল্কা বাহির হইয়াছে।

স্বর্গীয়া অঘোরকামিনীর স্মৃতি-রক্ষা—গত ৯ই সেপ্টেম্বর বাঁকীপুরে এই উদ্দেশে এক বৃহৎ সভা হইয়া এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি এরূপ অসামান্যা গুণবতী রমণীর স্মৃতিচিহ্ন যথোপযুক্ত হইবে।

অদ্ভুত প্রার্থনাপত্র—মাদক সেবন নিবারণার্থ ৭০ লক্ষের অধিক রমণীর স্বাক্ষরিত এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট অর্পিত হইতেছে। স্বাক্ষরস্থলে সর্ব্বাগ্রে কুমারী ফ্রান্সিস উইলার্ড ও লেডী হেনরী সমারসেটের নাম। ইঁহারা মাদক-সেবননিবারণী সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি। ৪০ ভাষা-ভাষিণী পৃথিবীর সমুদায় জাতীয় রমণীর নাম ইহাতে আছে।

মৃত্যু—(১) কাণ্টারবরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ বেন্‌সন গত ১২ই অক্টোবর রবিবার গির্জ্জায় ভজনা করিতেছিলেন, হঠাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। স্থানান্তরিত করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

(২) আমরা শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, গত ১৭ই অক্টোবর এ দেশের বারিষ্টার-কুল-চূড়ামণি বাবু মনোমোহন ঘোষ হঠাৎ মৃগীরোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বেথুন কলেজের সম্পাদক এবং দেশের অনেক হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। ইঁহার অকাল মৃত্যু একটী জাতীয় দুর্ঘটনা।

আদর্শ দান—মৈশোরের আবদুল আজিজের বিধবা পত্নী বিবী সুগরা তাঁহার ৪০ লক্ষ টাকার সমুদায় সম্পত্তি মুসলমানদিগের শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য ট্রষ্টীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালির গৌরব—বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ব্রিটিষ আসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার নূতন উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার ব্যাখ্যা করেন। লর্ড কেলবিন, সার গাব্রিয়েল ষ্টোক্‌স, অধ্যাপক টমসন প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ এবং বিদেশীয় ইউরোপীয় মহাপণ্ডিতগণ আগ্রহের সহিত অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কোলজাতির বিবাহ—বর ও কন্যার কড়িআঙ্গুলি চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া, উভয় রক্ত একত্র মিশ্রিত করিলেই উহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়।

বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইয়া দরবেশকে "মহা নিমন্ত্রণ" করিলেন। দরবেশকে কহিলেন,—

"আপনি যতদিন কাশীধামে অবস্থান করিবেন, প্রত্যহ আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" তাহাতে দরবেশ কহিলেন,—

"আমি মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব,—ব্রাহ্মণের গৃহে এত অধিক স্থূল ভিক্ষা লইব না।"

দরবেশের লৌকিক পরিচয়, পাঠক পাঠিকাগণ পরে প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে এইমাত্র শুনুন,—এক কালে বঙ্গরাজ্যে রাজপদ ব্যতীত আর যত উচ্চ পদ ছিল, এই দরবেশ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈরাগ্যবশে তাদৃশ উচ্চ পদের সহিত স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি এককালে পরিত্যাগ, চন্দ্রশেখরের নিকট নূতন বস্ত্র গ্রহণে অস্বীকার, তপন মিশ্রের নিকট নববাসের পরিবর্ত্তে জীর্ণ বসন গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ, এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মহা-নিমন্ত্রণ অস্বীকার; উপর্য্যুপরি এই কয়টী ঘটনা দ্বারা দরবেশের উৎকট বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসী পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু তথনও দরবেশের গাত্রে তিন মুদ্রা মূল্যের এক খানি ভোট কম্বল ছিল। সন্ন্যাসী তাহার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভোট কম্বলের প্রতি এইরূপ খর দৃষ্টি দেখিয়া দরবেশ বুঝিলেন, উহা সন্ন্যাসী ঠাকুরের চক্ষে ভাল লাগিতেছে না। তদনন্তর দরবেশ যেরূপে এই কম্বল ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

সন্ন্যাসীর সহিত দরবেশের যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর দিন দরবেশ কাঁথা গাত্রে দিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি কহিলেন,—

"দরবেশ, তোমার ভোট কম্বলখানি কোথায় গেল?" দরবেশ তৎপরিবর্ত্তে কাঁথা প্রাপ্তির সমুদায় বিবরণ যথাযথ বিবৃত করিলে সন্ন্যাসী পুনরপি কহিলেন,—

"যেমন সদ্বৈদ্য রোগীর রোগাবশেষ রাখেন না, সেইরূপ ভগবান্‌ও ভক্তের বিষয়-রোগ ছাড়াইয়া তাহার শেষ রাখেন না। তোমার ভোট কম্বলখানি বিষয়ের অবশেষরূপে তোমার দেহকে অপবিত্র করিতেছিল, ভগবান কৃপা করিয়া তাহাও ছাড়াইলেন।" দরবেশ কহিলেন,—

"যিনি আমার কু বিষয়-ভোগ ছাড়াইয়াছেন, তিনিই আবার শেষ বিষয়-ভোগরূপ রোগও ছাড়াইয়া দিলেন।" সন্ন্যাসী কহিলেন,—

"যেরূপেই যাহা হউক, তোমার ভালই হইল, কেননা তিন মুদ্রার ভোট গায় দিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করা ভাল দেখায় না, বিশেষ লোকে উপহাস করে।" অতঃপর দরবেশকে আর আমরা দরবেশ বলিব না, কেননা, তিনি এখন বিরক্ত সন্ন্যাসীর প্রভাবে বৈরাগী হইলেন।

(৩)

নব বৈরাগী দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া সজলনয়নে দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী, পতিত অধম।
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেন বা মোরে জারে তাপত্রয়,
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥"

শ্রীচৈঃ চ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর নব বৈরাগীর দৈন্য শ্রবণে যুগপৎ হর্ষবিষাদে বিহ্বল হইয়া কহিলেন,—

"তোমার প্রতি পূর্ণমাত্রায় ভগবৎ-কৃপা হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি সকল তত্ত্ব জ্ঞাত আছ,—তোমার ত্রিতাপ জ্বালা নাই। তুমি ভগবৎ-কৃপার বলে ভগবৎ-শক্তি লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ;—তথাপি সাধু-ধর্ম্মবশে দৃঢ়তা-নিমিত্ত আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ। কেন না,—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ,
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।

ভক্তি-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন জন্য তুমি সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র; অতএব তোমাকে ক্রমশঃ সকল তত্ত্ব কহিতেছি, শ্রবণ কর।

জীব ভগবদ্দাস,—ইহাই জীবের স্বরূপ। ভগবানের তটস্থা শক্তি দ্বারা জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ উপলব্ধি হয়। সূর্য্য ও তাহার অংশুকিরণে এবং অগ্নি ও তাহার জ্বালা-চয়ে যেরূপ ভেদাভেদ, ব্রহ্ম ও জীবের ভেদাভেদ তদ্রূপ। ভগবানের স্বাভাবিক তিন শক্তি,—যথা চিৎ, জীব ও মায়া। ভগবানের অপরা শক্তি অষ্টবিধা। যথা

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কারঃ ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই সকল অপরা শক্তি হইতে জীবশক্তি শ্রেষ্ঠ এবং তদ্দ্বারা এই অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধৃত হইয়া আছে। শ্রীভগবানের নিত্য দাস বলিয়াই জীবের এতাদৃশ প্রাধান্য। কিন্তু সেই জীব ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইলেই অনাদি-বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। তখন মায়া তাহাকে সংসার দুঃখ প্রদান করে। কণ্ঠে ফাঁসি লাগাইয়া কখন স্বর্গে তুলে, কখন নরকে নিমগ্ন করে। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষের কোন কোন রাজা অপরাধী ব্যক্তিগণকে কখন ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ, কখন বা নদীজলে নিক্ষেপ করিতেন। ভগব-বিমুখ জীবকে মায়া সেইরূপে দুঃখ দিয়া থাকে। এই জন্য গুরুদেবতায় সমর্পিতাত্ম সাধুগণ অন্য শক্তি পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি দ্বারা একমাত্র পরব্রহ্মের ভজন করিয়া থাকেন। সাধু এবং শাস্ত্রের কৃপায় জীব যখন ভগবদুন্মুখ হয়েন, মায়া তখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। [illegible]

ভগবানের শরণাগতি ভিন্ন ত্রিগুণময়ী দুরত্যয়া দৈবী মায়ার নিষ্ঠুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর নাই। এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

মায়ামুগ্ধ জীবের ভগবৎস্মৃতি বিলুপ্ত হয়। এই জন্য ভগবান্ জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আপনাকে জানাইবার জন্য মনুষ্যহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া বেদ পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ভগবান্ই আত্মার প্রভু ও পরিত্রাণকর্ত্তা, জীবের এইরূপ জ্ঞান জন্মে। ক্রমে বেদ প্রতিপাদিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উপলব্ধি হয়। ভগবৎপ্রাপ্তি—সম্বন্ধ, প্রাপ্তির হেতুভূতা ভক্তি—অভিধেয়, এবং ভগবৎপ্রেমই—প্রয়োজন। এই প্রেমরূপ মহাধন পুরুষার্থনিচয়ের শিরোমণিস্বরূপ। ভগবৎপ্রাপ্তি হইলে জীবের ঐ মহাধন লাভ হয়। তখন জীব সেবাপরায়ণ হইয়া নিরন্তর ভগবৎসেবা সম্পাদন পূর্ব্বক ভগবৎ রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।” সন্ন্যাসী ঠাকুর নূতন বৈরাগী সাধুকে এই পর্য্যন্ত কহিয়া বলিলেন,—

“এই সকল বিষয়ের শাস্ত্রে একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আছে, তাহা তোমাকে কল্য শুনাইব।”

(ক্রমশঃ)

মেরী লুইসা হুয়েটলি।

(৩৮১ সংখ্যা—১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

১৮৭২ সালের শরৎকালে মেরী লুইসা কাইরোতে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। পুরাতন ছাত্রীরা তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মহা আনন্দধ্বনি করিল। তাহারা আরও অনেক নূতন ছাত্রী সঙ্গে করিয়া স্কুলে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। যে সকল অনাথ, আতুর ও পীড়িত নরনারী মেরীর সাহায্য পাইত, তাহাদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। যে যেরূপে সুবিধা পাইল, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করিল। এইবার মেরী নূতন প্রণালীতে ছাত্রীগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, সেলাই, ব্যায়াম, প্রভৃতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই শিক্ষা-প্রণালী নির্ব্বোধ আরবদিগের নিকট ভাল লাগিল না। চিত্রিত পুস্তক দেখিয়া তাহারা নানা আপত্তি উত্থাপন করিল। তাহারা বলিতে লাগিল “আমরা যে সব ছবিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করি, তুমি তাহাই পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট করিতে চাও। আমরা মেয়েদিগকে

শিক্ষার্থে তোমার কাছে দিয়াছি, কিন্তু তুমি সঙ্গীত প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদে তাহাদের সময় নষ্ট কর।" তাহারা সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা কিছুমাত্রও উপলব্ধি করিত না। তিনি তাহাদের এই কুসংস্কার দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বড় সহজে কৃতকার্য্য হইলেন না। যাহা হউক, তিনি সকল নানা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে জনৈক সহকারিণী শিক্ষয়িত্রী পাওয়াতে তাঁহার কার্য্যের অনেক সুবিধা হইল। অল্প দিনের মধ্যেই মেরী লুইসার বালিকা-বিদ্যালয়ের যশঃসৌরভ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেয়েরা আশাতিরিক্ত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে দেখিয়া আরব অভিভাবকগণ বড়ই সুখী হইল। বালিকাদের উন্নতি ও আনন্দ দেখিয়া বালকগণ স্থানে স্থানে দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল:—"হায়! আমরা যদি মেয়ে হইতাম, তবে এমনি সুখে মেরী লুইসা হুয়েটলির স্কুলে পড়িতে পারিতাম।" মেরী এই কথা শুনিয়া একটী বালক-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন। এই উদ্দেশে তিনি সিরিয়া হইতে মনসুর শুকুর ও ইয়সুফ শুকুর নামক দুটী শিক্ষিত ভাইকে আনাইয়া একটী বালক-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। মেরী পর্য্যায়ক্রমে উভয় স্কুল পরিদর্শন, গরীব দুঃখীদের সাহায্য, রোগীদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ, ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে লাগিলেন। নিজের বৃত্তি হইতে উল্লিখিত ভ্রাতাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। চারি দিকে তাঁহার কার্য্যস্রোত বহিয়া চলিল। মনসুর ও ইয়সুফের হস্তে কার্য্যভার দিয়া তিনি ১৮৬৩ সালে আবার ইংলণ্ডে যান। এই বৎসর, ৮ই অক্টোবর তারিখে সংসারের একমাত্র বন্ধন পিতারও মৃত্যু হওয়ায় মেরীর আনন্দময় গৃহ একবারে শূন্য হয়। তিনি অবশেষে কাইরোতেই আপনার বাড়ী প্রস্তুত করিয়া চিরদিনের জন্য তথায় বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মেরী ১৮৬৪ সালে সিরিয়া দেশে কিছু কাল অবস্থিতি করেন। সেখান হইতে নছিফ্ নাম্নী মনসুর ও ইয়সুফের একটী ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া আবার কাইরোতে উপস্থিত হন। এইবার আরও একটী বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া স্কুলের কার্য্য বিস্তৃত করেন। মেরী নছিফ্‌কে আপন দুহিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া একটী যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলে নছিফ্ বিধবা হয়। তজ্জন্য মেরীর প্রাণে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। বিধবা নছিফ্ পুত্রকন্যা লইয়া আমরণ মেরীর আশ্রয়ে ছিল। যখন বালক ও বালিকা বিদ্যালয় সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল, তখন মেরী স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। [illegible]

ক্ষেত্রে, গোলাবাটীতে, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে সর্ব্বত্র তাঁহার পদার্পণ হইত। দরিদ্র বা নীচ বলিয়া তিনি কখনও কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। অনেক সময়ে তিনি সামান্য চর্ম্মকারের সহিত একাসনে বসিয়া মহর্ষি ঈশার আত্মত্যাগের কথা প্রচার করিতেন। তিনি কখনও কোনও প্রকার ভয়ে ভীত হইতেন না। এমন কি দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ বেডুইনদিগকেও তিনি বাইবেল পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাহারা কত সময় তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে ও মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই।

ইহার কিছু কাল পরে মেরী নৌকায় নীল নদ বাহিয়া ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইতেন। তাঁহার সঙ্গে দুই এক জন মাত্র লোক থাকিত। এই প্রকার যাত্রার সময় পুস্তক, খাদ্য, এবং ঔষধ প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে করিয়া লইতেন। নদের উভয় পার্শ্বস্থ অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, রোগীদের চিকিৎসা করিতেন, এবং ক্ষুধিত জনকে আহার করাইতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নারীর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনেকে তাঁহাকে মারিতে আসিত, কিন্তু তাঁহার মুখের পানে তাকাইলেই সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। মেরীর মুখে এমন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ছিল যে, তাহা যে দেখিত সেই অবাক্ হইয়া যাইত।

১৮৭০ সালে স্কুলের অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইল। প্রতিদিন গড়ে ১৬০ জন বালক উপস্থিত হইত। তাহার অর্দ্ধেক মুসলমান এবং অবশিষ্ট কোপ্ট, সিরিয়ান, নিগ্রো ও নিউবিয়ান জাতীয়। সেই দেশে অল্প বয়সে বালিকাদের বিবাহ-রীতি প্রচলিত থাকায় বালিকা স্কুলটীর আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। তথাপি গড়ে প্রায় একশতটী বালিকা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইত। ১৮৭৬ সালে তিনি যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পরামর্শানুসারে খেদিব ইস্মাইল পাশার নিকট হইতে এক খণ্ড ভূমি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হন। সেই ভূমির উপরে উভয় বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হয়। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা ব্যতীত তাঁহার অতিরিক্ত একটী পয়সাও ব্যয় না করিয়া সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ প্রচার-ভাণ্ডারে দান করিতেন। যেখানে অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রথমে ১০।১৫টী বালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এখন সেই স্থানে শত শত বালক বালিকা উৎসাহিত-চিত্তে পড়া শুনা করিতে লাগিল। যেখানে একটী সাহায্যকারী পাওয়া যায় নাই, সেই খানে ইচ্ছা করিলেই বহুসংখ্যক দেশীয় শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইতে লাগিল। জগদীশ্বর স্থানে এই স্বর্গীয় আলোক বিস্তারিত দেখিয়া মেরী লুইসা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁহার এ আনন্দের মর্ম্ম অপরে কে বুঝিবে?

১৮৮২ সালে মিশরে যখন সমরানল জলিয়া উঠে, তখন শত শত ইংরেজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্বাসিনী মেরী বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া অচল ভাবে সেইখানে কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহাকে কত জনে কত পরামর্শ দিল, কত ভয় দেখাইল, তিনি কিছুতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন বলিলেন "তুমি পলায়ন করিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা কর, নতুবা আমরা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না", তখন তিনি বাধ্য হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় মেরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অনেকগুলি ছাত্র ও ছাত্রীকে নিগৃহীত করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তন্মধ্যে কয়েকটী কোপ্টজাতীয় বালিকা বলিয়াছিল "আমরা যদি মরি, তবুও আমাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করিব না। মরিলে প্রভুর নাম লইয়া মরিব।"* কুমারী হুয়েটলী তাঁহার এই বীর শিষ্যাদিগের কথা শুনিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া না কাঁদিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

কুমারী মেরী লুইসা হুয়েটলী কাইরোতে একটী ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সিরিয়ানিবাসী জনৈক ডাক্তারের সাহায্যে তিনি চিকিৎসা করিতেন এবং স্বহস্তেই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীদিগকে খাওয়াইতেন। কত গরিব দুঃখী কাঙ্গাল যে মেরীর ঔষধালয়ের প্রসাদে উপকৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এক বার একটী স্ত্রীলোক অন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করে। পরে সে নিরুপায় হইয়া মেরীর শরণাপন্ন হয়। মেরীর যত্নে ও চিকিৎসায় শীঘ্রই সে আরোগ্যলাভ করিয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল। তখন সে আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়া গেল এবং স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল। কিছু কাল পরে, সেই দুর্ভাগা পুরুষই ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া মেরীর কাছে আসে। মেরী তাহাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এই রোগের জন্য তুমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়িয়াছিলে, কিন্তু দেখ তোমার স্ত্রী সেইজন্য তোমায় পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি সেই পাপের জন্য দণ্ড ভোগ করিলে, আশা করি এ কথা কখনও ভুলিবে না।" তাঁহার সেই উপদেশ শুনিয়া সেই লোকটি এতদূর অনুতপ্ত হইয়াছিল যে, অনেকক্ষণ তাঁহার পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিল।

ইহার পরে তিনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অধিকাংশ পুস্তকেই মিশর দেশের কথা বিবৃত হইয়াছিল। ১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি শেষ বার ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ড হইতে সুইজারলণ্ডে যান। সেখানে কিছু কাল ভ্রমণ করিয়া আবার কাইরোতে ফিরিয়া আসেন। একদিন নৌকা করিয়া নীল নদের মধ্য দিয়া প্রচারে যাইতেছিলেন,

---

* Vide Report of English Egyptian Mission for 1882.

পথে ক্ষত লাগিয়া ফুস্ফুস-প্রদাহ হয়। অনেক চিকিৎসাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। অবশেষে এই পীড়াতেই ১৮৮৯ সালের এই মাসে [illegible] মেরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শত শত [illegible] ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং দরিদ্র দুঃখী সমাধিস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেই সুদূর মিশর দেশে যে স্কুলটী অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন, চিরকাল যে তাঁহার গৌরবে পৃথিবী আলোকিত রহিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পাঠিকা ভগিনি! যাহাদের সহিত তোমার পরিচয় নাই, যাহাদিগকে "সংসারের অভিধানে" পর বলে, তাহাদিগের জন্য তুমি এই প্রকার খাটিতে পার কি? আপনার জনের জন্যে সকলেই খাটে, পরের কষ্টে কয় জনের প্রাণ অস্থির হয়? পরের জন্য যাঁহারা এই প্রকার খাটিতে পারেন, তাঁহারা মানুষ হইলেও দেবতা। হায়! মেরী হুইটলির মত দেবীমূর্ত্তি বঙ্গদেশে [illegible] কবে দেখিব?

শ্রী[illegible]

বীরাঙ্গনা আর্য্যাণী-রমণী।

কি মহান্ চিত্র!—বিচিত্র আখ্যান
রমণী-চরিত্র—অপূর্ব্ব কাহিনী,—
করিয়া স্মরণ—সন্ধ্যার জীবন
মুক্ত প্রাণে পুনঃ নাচয় ধমনী!
যবনের করে আত্মসমর্পণ,
করিবে কি আজ আর্য্যাণী রমণী?
কি ভয় কি ডর—সহায় ঈশ্বর,
ধর রণসাজ ওঠলো ভগিনি!
যুঝিব আমরা শত্রুদল সাথে
হারাবো না কভু সতীত্ব রতন,
যায় যাক্ প্রাণ কি কাজ জীবনে?
যবনে করিবে সতীত্ব হরণ?
শত বীরনারী তীক্ষ্ণ তরবারি
করে ধরি রণে করিছে প্রয়াণ,
কাটি কেশপাশ আঁটি কটিদেশ
সম্মুখ সমরে সবে সাবধান।
কিবা তেজস্বিনী আর্য্য রমণী,
অস্ত্রশস্ত্রে [illegible] ঝলসিতে যদি
আবির্ভূতা ভবে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে
ডাকিছে সবায় ধর ধর ধ্বনি।
আবরিয়া রণ বীরাঙ্গনাগণ
বীরমদে মাতি সদর্পে চলে,
সে রূপ লাবণ্য হেরি তুর্কিসেনা
ধরিয়া ধৈরয থাকিবে কিরূপে!
কুরঙ্গিণী হেরি শার্দ্দূল যেমতি
ধায় তার পিছে করি আস্ফালন,
তেমতি বিপক্ষ শত শত সেনা
ঘেরিয়াছে চৌদিকে সমর-প্রাঙ্গণ!
জালবদ্ধ মৃগী গভীর গহনে
ছটফটে আজ নিষাদের শরে,

জনমের মত আর্ম্মাণী-রমণী
শায়িতা ধরায় সম্মুখ সমরে।
অসংখ্য যবন, তার মাঝে তারা,
জলবিন্দু যথা সাগরের মাঝে.
কি তেজে সাধিছে স্বদেশের কাজ!
বীরাঙ্গনা বিনা আর কারে সাজে?
সদ্যোজাত শিশু আঁচলে বাঁধিয়া
পৃষ্ঠদেশে ফেলে ছুটিলা সবেগে,
আরোহিলা শৈল অত্যুচ্চ শিখরে!
বারেক এ দৃশ্য দেখ দেখ বেগে
ভারতরমণী! সমরপ্রাঙ্গণে
পশিয়ে যেমতি ক্ষত্রিয় ললনা
আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিলা রণে;
সে দিন ভারতে আরত হল না!
বুঝি আর্ম্মাণীতে আর্য্য বীর নারী
অবতীর্ণা আজ নাশিতে যবন,
দেখা'লে জগতে অতুল প্রভাব
শৈল হ'তে পড়ি ত্যজিলে জীবন!
এ মহতী কীর্ত্তি চিরদিন ক্ষিতি
ঘোষিবে সুস্বরে দিবা বিভাবরী,
আর্ম্মাণী রমণী বীরত্বকাহিনী
গাইবে সকলে ত্রিভুবন ভরি!!

শ্রীচন্দ্র নাথ দাস।

দুর্ভিক্ষ দমনের একটী উপায়।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধির বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সভ্য প্রদেশে প্রত্যেক দশ বৎসরে লোক-সংখ্যা শতকরা প্রায় ১১জন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ঘটনা অনুধাবন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সভ্য জগতের নিত্য আহার্য্যের প্রচুর উৎপত্তির উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছেন। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত দেশস্থ কৃষি-কার্য্যোপযোগী ভূমির দিন দিন হ্রাস হইতেছে। ইংলণ্ড প্রতি বৎসর বহু-সংখ্যক ইংরাজকে জন্মভূমি হইতে অশেষ সঙ্কট-সঙ্কুল দুস্তর জলধি-পারে উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিতেছেন। কারণ দেশে স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব। তথাপি ইংলণ্ডে এক্ষণে যত লোক বাস করিতেছে, তাহাদের খাদ্য উৎপাদন করে, এরূপ পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমির অসদ্ভাব। শুদ্ধ ইংলণ্ডে কেন? ইউরোপের অনেক দেশেরই এই প্রকার অবস্থা। সুতরাং যদি তদ্দেশীয়দিগের আহারীয় সংগ্রহের উপায়ান্তর না থাকিত,তাহা হইলে তাহারা সকলে না হউক, অধিকাংশই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু সুসভ্য পাশ্চাত্যেরা এই বিপত্তি নিবারণের জন্য দুইটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনা-দের দেশকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ভারতাদি শস্যোৎপাদক প্রদেশ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শস্য আমদানী করিয়া

থাকেন। কিন্তু এইটীই প্রধান উপায় নহে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতের প্রধান আহারোপায় কতকগুলি নিকৃষ্ট জীব। সেই জন্ম তাঁহারা সেই প্রাণিগুলির চাষ অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, শূকর, অশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তর মাংস এবং মৎস্য তাঁহাদের প্রধান আহার্য্য। গো-মহিষাদির দুগ্ধ ও দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যজাতও তাঁহারা অধিক পরিমাণে আহার্য্যরূপে ব্যবহার করেন। তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা তাহাদের শারীরিক উন্নতি বিধানের জন্ম নানা প্রকার উপায় অবধারণ করিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, তিন বিঘা পরিমিত স্থানে শস্য উৎপন্ন করিয়া যত লোকের আহারীয় সংগৃহীত হইতে পারে, সেই পরিমিত জলাশয়ে তাহার চতুর্গুণ লোকের আহারোপযোগী মৎস্য উৎপন্ন করা যায়। আর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে (Dairy) গো মহিষাদির দুগ্ধে ঘৃত, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াও বহুলোকের জীবিকার উপায় করা যায়।

আমাদের দেশে অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু যেরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ম জারজন কর্ত্তৃক বিবৃত পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাহাতে শীঘ্র যে সেই দশা উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে দশা আজিও উপস্থিত হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রতিবর্ষে তাহার সূত্রপাত দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় প্রাণ অস্থির হয়। নরমাংসলোলুপ দুরন্ত দুর্ভিক্ষ রাক্ষস মধ্যে মধ্যে ভারতভূমিতে সমস্ত বলের অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া থাকে। ১১৭৬ সালের মন্বন্তর আমরা চক্ষে দেখি নাই। তৎপরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ, ১২৭১ সালের উড়িষ্যার মন্বন্তর ও ১২৮৩ সালের বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ যাহা অবলোকন করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মনে হয় যে, সে রাক্ষস হয়ত আবার আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভারতবাসীর ধ্বংসকার্য্য সাধন করিবে। কিন্তু সভ্য পাশ্চাত্য দেশে কৃষিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের উন্নতি দ্বারা দুর্ভিক্ষ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, সে দেশে আর এ রাক্ষসের প্রবেশাধিকার নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহ কেবল যে চতুষ্পদ জন্তর উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা নিকৃষ্টতর কীট পতঙ্গাদির প্রতিও উদাসীন নহেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলে সামান্য মধুমক্ষিকা দ্বারাও আপনাদের জন্য সুখাদ্য মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত মধুমক্ষিকার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তাহাতেও তাঁহারা সমভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বৎসরেই আরণ্য মধুমক্ষিকা দ্বারা অযত্ন-প্রসূত শত শত মণ মধু প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেহ স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করে, এরূপ লোক অতি বিরল। আর পাশ্চাত্য প্রদেশে এই মধু উৎপাদনের নিমিত্ত লোকেরা মাসি মাসি অর্থ ব্যয়

ও প্রভৃত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ আমাদের মাতৃভূমি চতুর্দ্দিকে হাহাকার রবে পরিপূর্ণ হইবে। অতএব ভারতবাসীর আর অচেতন থাকা কদাচ উচিত নহে। বোধ হয়, উন্মত্তের বিলাপের ন্যায় আমাদের এ ক্রন্দনে কেহ কর্ণপাত করিবেন না। আমাদের ক্রন্দন কি অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে? আজকাল নাটক নভেলের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ, তাহাতে নীরস জীবতত্ত্বের কথা যে তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে, এরূপ আশা হয়ত ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। আমাদের সহস্র চেষ্টাতেও লোকের মন হয়ত ইহাতে আকৃষ্ট হইবে না। লোকের মন আকর্ষণ করিবার উদ্দেশেই আমরা এই পত্রিকায় ভূমির সার, গোপরিচর্য্যা, মৎস্য প্রভৃতি প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

সাতক্ষীরায়।*

(১৪ই আশ্বিন—১৩০৩)

১

কোথা দেবতা আমার!
ত্রয়োদশ বর্ষে সেই—
অভাগ্য এসেছে এই,
দিতে তপ্ত অশ্রু—আজি যাহা আছে তার!
তুমি যে এসেছ চলি,
"ত্বরায় আসিব" বলি,
ত্রয়োদশ বর্ষে ফিরে গেলে না তো আর!
হায় দেবতা আমার!

২

হায় দেবতা আমার!
এ মহাশ্মশানে তুমি,
কি সুখে রয়েছ ঘুমি,
কেন বা দিলে না হাকে কোন সমাচার?
গণিয়া গণিয়া দিন,
কাটাইনু এত দিন,
বিধাতা আনিলা আজি চরণে তোমার!
হায় দেবতা আমার!

৩

একি দেবতা আমার—
ভুলি নিজ ঘর বাড়ী,
প্রিয় পরিজন ছাড়ি,
কে থাকে প্রবাসে ঘুমি, এত ঘুম কার?
আমারে একেলা ফেলে,
কেন তুমি চলে এলে,
তোমার আমার যে গো নিত্য দরকার!
হায় দেবতা আমার!

---

* সাতক্ষীরা—খুলনা জিলার কোনও মহকুমা। পূর্ব্বে ইহা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল।

লেঃ।

৪

দেখ দেবতা আমার!
তোমারে হইয়া হারা,
আমি সত্য "লক্ষ্মী-ছাড়া"
হয়ে আছি জগতের গলগহ ভার;
সত্য প্রভো! তোমা বিনে
কেহ না জিজ্ঞাসে দীনে,
আশ্রয় মিলে না এবে মাথা রাখিবার!
হায় দেবতা আমার!

৫

উঠ দেবতা আমার!
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে,
(বুঝি শত জন্মান্তরে)
আজি আসিয়াছে দাস চরণে তোমার;
কমল-আনন তুলি,
কমল নয়ন খুলি,
অভাগারে কাছে ডা'ক' আর একবার!
হায় দেবতা আমার!

৬

দেখ দেবতা আমার!
তোমার স্নেহের মেয়ে,
সাগ্রহে রয়েছে চেয়ে,
সে যেন দেখিতে পাবে শ্রীচরণ কার!
সজল নয়ন হায়,
সলাজে লুকা'তে চায়,
অনাবৃত দীর্ঘশ্বাস পড়ে বার বার!
হায় দেবতা আমার!

৭

হায় দেবতা আমার!
তবুও রয়েছ ঘুমি,
এতই নিষ্ঠুর তুমি!
কে সহে এ হেন অশ্রু প্রিয় দুহিতার?
আর, চির-দাস প'রে,
কেবা নিষ্ঠুরতা করে?
দারুণ অখ্যাতি, প্রভো! হইল তোমার!
হায় দেবতা আমার!

৮

তুমি দেবতা আমার!
আরাধ্য আরাধ্যতম,
নমস্ত উপাস্ত মম,
তোমারই, আর কিছু নাই অভাগার!
তাই ডাকি যোড়করে,
উঠ, চল যাই ঘরে,
খেলিগে' অপূর্ণ খেলা বিশ্ব-বিধাতার!
চল দেবতা আমার!

৯

উঠ দেবতা আমার!
তুমি দাঁড়াইলে উঠি,
ত্রিদিব বসন্ত ছুটি,
ফুটাবে শুকানো বনে সোণার মন্দার!
তুমি দাঁড়াইলে উঠি,
অমৃত ফোয়ারা ছুটি,
মিশাইবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করি একাকার!
হায় দেবতা আমার!

১০

হায় দেবতা আমার!
জগৎ ঠেলিলে পা'য়,
"আমি তো কাঁদি না তা'য়,
তুচ্ছি বা বিশ্বের শুনি বজ্র তিরস্কার;
কিন্তু বড় ক্ষোভ এই,

---

† স্বাতকীরা দর্শনের দিনে "দেবতার" জিত কন্যাটিও আমাদের সঙ্গে ছিল। লেঃ।

এত দিন পরে সেই
হতভাগা আসিয়াছে চরণে তোমার,
তুমি তো সে স্নেহভরে
ডাকিলে না নাম ধরে,
দেখিলে না কি আগুন বুকে জ্বলে তার!
তেরো বছরের কথা—
অনন্ত অসহ্য ব্যথা—
শুনিলে না, বলিলে না, একটীও আর।
হায় দেবতা আমার!

১১

এ কি! দেবতা আমার!
এখানে কি পায় দেখা
তোমার পদাঙ্করেখা,
তুমি গিয়েছিলে আজো চিহ্ন আছে তার?
অই তটিনীর জলে
অই শ্যাম তরুতলে,
আজো সে স্মৃতি গন্ধ জাগে কি তোমার?
নহে গো এ সমীরণে
এত কেন উঠে মনে,
ভাসাইছে মন প্রাণ কেন এ জোয়ার!
যত চাহি চারি দিক
তত দেখি বাস্তবিক
সাতক্ষীরা ভরা প্রভো! আলোক তোমার,
একটি হৃদয়ে কেন এতটা আঁধার?

১২

এই সেই সাতক্ষীরা, দেবতা আমার!
মানসে যা' পূজি নিত্য,
এ যে সেই মহাতীর্থ
আমার শ্রীক্ষেত্র গয়া কাশী হরিদ্বার!
এই শ্মশানের মাঝে,
আমারি দেবতা সাজে,
শত চোখে দেখি তাই অতৃপ্তি আমার!
যদি প্রভু জাগিল না,
মুখ তুলি চাহিল না,
মুছিল না দগ্ধ কবি অশ্রু, হাহাকার!
তবু তুমি সাতক্ষীরে!
নীরবে নীরবে ধীরে,
কহিলে আমার কাছে কত কথা তাঁর!
তোমারি দেবতা সখা
তুমি তাঁর গন্ধ মাখা
একি ছে এ দগ্ধ প্রাণে কিবা পুরস্কার?
নমো নমঃ পুণ্যতীর্থ,
শিরোধার্য্য এ আতিথ্য,
নমো বিসর্জ্জন ভূমি ইষ্ট দেবতার!!
এ দেব শ্মশানে পড়ি,
অনন্ত মরণ স্মরি,
এক শুধু ক'র হরি! মিনতি আমার;
আর যা'—তা' মনে থাক্, নহে বলিবার!

পরিচিতা উদাসীনী।

রত্ন।

(৩৭৭ সংখ্যা—৫৬ পৃষ্ঠার পর)

মণিশাস্ত্রে সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, উত্তম মধ্যমাদি মুক্তার যেরূপ মূল্য অবধারণ করা হইয়াছে, তাহা যে সে মুক্তার জন্য নহে। মুক্তার যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, যদি

সেই সকল গুণ থাকে, তবেই সেই মুক্তা নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হওয়ার যোগ্য।

যে মুক্তার দীপ্তি চন্দ্রাংশুসদৃশ, কিন্তু আকৃতি ঈষৎ বিল্বফলের ন্যায় অর্থাৎ সুগোল নহে, সে মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সপ্তম ভাগের এক ভাগ হইবেক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মুক্তার আকারগত বৈলক্ষণ্য অনেকবিধ হইয়া থাকে। মুক্তার গঠনের যতই তারতম্য হউক, সুগোল মুক্তারই মূল্য অধিক।

যে মুক্তা স্ফোটযুক্ত, কি অর্দ্ধরূপ, এবং যে মুক্তা চূর্ণবিন্দু বিলিপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যে মুক্তা সার-রহিত, যাহা কবকার ন্যায় আকারযুক্ত, যাহার একদেশ মাত্র প্রভাযুক্ত, যাহাতে শঙ্খ শুক্তিখণ্ড আশ্লিষ্ট থাকে, যাহার বর্ণ চাতকবর্ণের সদৃশ, অথবা কাংস্যবর্ণের সদৃশ, কিম্বা মীননেত্রের ন্যায়, যাহা গ্রন্থিযুক্ত বা অন্য কোন দোষে দূষিত, সে মুক্তার মূল্য প্রকৃত মুক্তার মূল্যের এক-চতুর্থাংশ।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তার মূল্য সম্বন্ধে অনেক কথা থাকিলেও এই স্থানে বৃহৎ সংহিতা ও মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মুক্তাহার সম্বন্ধীয় দুই একটী বিষয় উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা গেল।

হারের যে ভাগকে আমরা নহর বলি, তাহার সংস্কৃত নাম লতা, এবং কোন কোন স্থলে তাহা হার বলিয়াও উক্ত হয়। ভূষণ-বেত্তা পণ্ডিতেরা পৃথক্ পৃথক্ নহরযুক্ত মুক্তাহারের পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া থাকেন, যথা [illegible]

বিজয়চ্ছন্দ, দেবচ্ছন্দ, অর্দ্ধহার, হার, রশ্মিকলাপ গুচ্ছ, অর্দ্ধগুচ্ছ, মাণবক, অর্দ্ধমাণবক, মন্দর, হারফলক, নক্ষত্রমালা মণিসোপান, চাটুকার, একাবলী ও যষ্টি।

২য়—মাণিক্য।

ইহা জাতিভেদে চতুর্ব্বিধ। রক্তবর্ণ হইলে ইহাকে পদ্মরাগ, অতি রক্ত বা পীতবর্ণ হইলে কুরুবিন্দ, অরুণ অর্থাৎ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে সৌগন্ধিক এবং নীলবর্ণ হইলে নীলগন্ধিক কহে। পদ্মরাগমণি রবির প্রীত্যর্থে ও মঙ্গলের শান্তির নিমিত্ত প্রশস্ত।

ইহার গুণ—মধুরত্ব, স্নিগ্ধত্ব, বাত-পিত্তনাশকত্ব ও রসায়ন কার্য্যে প্রশস্তত্ব। স্নিগ্ধত্ব, গুরুত্ব, সমাঙ্গস্বচ্ছতা, দীপ্তি ও স্থূলতা ইহার শুভলক্ষণ এবং এই সকল গুণসম্পন্ন মাণিক্য ধারণ করিলে অতীব শুভফল প্রাপ্তি হয়।

যে সকল মাণিক্য দুই প্রকার আভা-বিশিষ্ট, তথা, মধুবিন্দুসদৃশ আভাবিশিষ্ট, প্রভাহীন এবং ঈষৎ শ্যাম বা ধূম্রবর্ণ, সেই সকল মাণিক্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

সিংহলদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে উৎকৃষ্ট মাণিক্য জন্মে। শ্যামপ্রদেশে যে মাণিক্য জন্মে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ আভাবিশিষ্ট, এবং সেই নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অল্প আদরণীয়, কিন্তু আবাপ্রদেশে যে মাণিক্য জন্মে,

[illegible] থাকেন।

প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এঁকে কু-প্রবৃত্তি, তাহার উপর প্রলোভন। প্রতীকারের সম্ভাবনা কোথায়?

দুই প্রকার বিষে গবাদি পশুর জীবন নষ্ট হয়। তন্মধ্যে, প্রথম জাতীয় বিষ গাছ গাছড়া, দ্বিতীয় জাতীয় বিষ ধাতু ঘটিত।

বিষপ্রয়োগের রীতি।

প্রথম খানিক বিষ লইয়া ময়দা কিম্বা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া কলাপাতা কিম্বা পশুদিগের খাদ্য অন্য কোন পাতায় মাখাইয়া পশুদিগের মুখের মধ্যে দেয়। যেখানে এরূপে বিষপ্রয়োগ করা অসুবিধা হইয়া উঠে, সেই স্থলে উক্ত বিষাক্ত পত্র গবাদি চরিবার স্থানে ফেলিয়া দেয়, নিরীহ পশুগণ স্বচ্ছন্দে তাহা ভক্ষণ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যে স্থলে পশুরা সর্ব্বদা চরিয়া বেড়ায়, সেইখানে ঘাসাদির উপর বিষ ছড়াইয়া রাখে, পশুরা তথায় চরিতে গিয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে।

কোন প্রকার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে বিষ মাখাইয়া সেই অস্ত্রের অগ্রভাগ গবাদির চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া রক্তে যোগ করিয়া দেয়, অথবা মল কিম্বা জরায়ুর দ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে।

পশুদিগের জীবন নষ্ট করিতে যে সকল বিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সকল প্রায় সেঁকো কিম্বা হরিতালে প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন কাটবিষ, ধুতুরা, কুচিলা প্রভৃতি বিষও ব্যবহৃত হয়।

আবার এরূপও দেখা যায়, যে সময় দেশমধ্যে বসন্ত রোগ প্রবল হইয়া পশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সময়ে উক্ত রোগে মৃত পশুদিগের পাকস্থলী ও আঁতের মধ্যগত দূষিত বিষাক্ত দ্রব্য লইয়াও পশুদিগের চরণ ভূমিতে ছড়াইয়া দিয়া আইসে। বসন্ত অত্যন্ত ছুঁয়াচে রোগ, সুতরাং বসন্তের বীজ পশুদিগের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন হরণ করে।

লক্ষণ।

বিষ খাইলে গবাদির হঠাৎ পীড়া হয়, কাঁপিতে থাকে, তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হয়। ঐ বেদনা জন্য পশু পা ও শিং দিয়া পেটে গুঁতা মারিতে থাকে, বারম্বার পাঁজরার দিকে তাকায়, মুখ হইতে ফেণা ভাঙে, অত্যন্ত পিপাসা বৃদ্ধি হয় ধনুষ্টঙ্কারের মত সর্ব্বদাই খেঁচুনি হইতে থাকে। ক্রমাগত নাদে, ধেড়ানি হয়, ও সেই সঙ্গে অল্পাধিক রক্ত নির্গত হয়। বিষের পরিমাণ বা প্রকার বিশেষে শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই লক্ষণগুলি প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য, কারণ এইরূপ লক্ষণ দেখিলেই তাহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারা যায়।

ব্যবস্থা।

অধিক পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করিলে কোন প্রকার চিকিৎসাতেই প্রা উপকার দর্শে না। ফলতঃ বিষপ্রয়োগে ন্যূনাধিক পরিমাণ অনুসারে দি

লিখিত চিকিৎসা দ্বারা উপকার হইতে দেখা যায়।

রেচক ঔষধ।

গন্ধকের গুঁড়া—এক ছটাক।
মসিনার তৈল—আধ পোয়া।
ভাতের তপ্ত মাড় - আধ সের।

শত রেচক ঔষধ।

মসিনার তৈল—এক পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া - - আধ পোয়া।
শুঁটের গুঁড়া - সওয়া তোলা।
ভাতের গরম মাড়—আধ সের।

এই তালিকায় লিখিত দ্রব্য সকল এক সঙ্গে গুলিয়া পশুকে সেবন করাইলে ভেদ হইবে।

বিষাক্ত পশুদিগের পক্ষে বিরেচক ঔষধই একমাত্র উপকারী।

পথ্য। পথ্যের মধ্যে প্রথমে তিসির মাড় অধিক পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। পশুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা নিবারণ ও পেট-নামা বন্ধ না হয়, ততক্ষণ জল দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

পশু যেমন সুস্থ হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে কলাই-সিদ্ধের সহিত ভুসির জাব দিতে পারা যায়। দুই এক দিনের পরে কাঁচা নরম ঘাস দিতে হইবে। এই সময় শক্ত ঘাস দেওয়া উচিত নহে।

মড়ক উপস্থিত হইলে গো-পালক প্রত্যেক গৃহস্থের পূর্ব্বোক্ত ঔষধ কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৮১ সংখ্যা—১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

মূর্চ্ছা।

রক্ত বকফুলের পাতার রস করিয়া নাস লইলে, মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগের শান্তি হয়।

হৃদ্রোগ।

যে পীড়াতে হৃদয়মধ্যে নানাবিধ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে হৃদ্রোগ কহে।

ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, বমন, মুখশোষ, জ্বর, অরুচি, নানাস্রাব, এই সকল হৃদ্রোগের উপদ্রব।

ঘৃত, দুগ্ধ অথবা সরবৎ সহ অর্জ্জুন-ছালের চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে দিবসে দুই বার সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও জ্বর উপশমিত হয়।

দিবসে দুই বার কুড়চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া মধুসহ মর্দ্দন করিয়া অবলেহন করিলে অল্প দিনের মধ্যে হৃদ্রোগ আরাম হয়।

হরিদ্রা এক ভাগ, অর্জ্জুনছাল চূর্ণ এক ভাগ, ছাগীদুগ্ধ চারি ভাগ, এবং গুড় ও

চিনি অল্প পরিমাণে সংযোগ করিয়া পরিমিত রূপ পাক করিবে, পরে নামাইয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু-প্রক্ষেপ দিয়া সেবনীয়। এইরূপ কিছু দিন সেবন করা হইলে অতি ভয়ঙ্কর হৃদ্রোগ পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়।

উদরী।

মান কচুর পালো দুই তোল', চাউল চারি তোলা এবং দুগ্ধ ও জল দুয় তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া খাইবে। অন্য সময়ে কেবল দুগ্ধ সেবন বিধি। এইরূপ এক মাস খাইলে প্রথম প্রথম সাদা বাহ্যে, পরে হরিদ্রা গোলার ন্যায় মল হইয়া উদরী আরোগ্য হয়।

কাল কাশুন্দের দুই রকম গাছ হয়, ইহার এক প্রকারের পাতা সজিনা শাকের পরিবর্ত্তে বিধবারা খাইয়া থাকেন। শেষোক্ত পাতা ভাজিয়া তিন দিন খাইয়া কেহ কেহ উদরী রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে।

গব্য ঘৃত এক তোলা, শুঁঠ এক তোলা, চিতার মূল এক তোলা, পিপুল এক তোলা, হিঙ্গ এক তোলা, বিড়ঙ্গ এক তোলা, যবক্ষার এক তোলা, সৈন্ধব লবণ এক তোলা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করত মটর তোল বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই বটিকা ২।৪ দিন ব্যবহার করিলে উদরী সারে।

কামল বা নেবা।

কেশুরের রস ।৷০ অর্দ্ধ ছটাক, আদার রস অর্দ্ধ ছটাক, এই উভয়কে একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুই বার এই নিয়মে কিছুদিন পান করাইলে কামল রোগ আরোগ্য হয়।

ঝিঙ্গাবীজের নস্য গ্রহণে কামল আরোগ্য হয়।

নাসা।

খাঁটি রাই সরিষার তৈল জলের সহিত মিশাইয়া দুই এক বার নাশ লইলে নাসা ভাল হয়।

কীর্ত্তন।

তাল দশকুশী।

মধুমাখা হরিনাম, কে নিবি তোরা।
(আয় আয়)
গৌরাঙ্গ এনেছেন নামের ভরা॥
ছিল প্রেমের বাজারে, গৌরাঙ্গ আমদানী করে,
বিনামূলে, আচণ্ডালে, বিলাবার তরে ;
অতি যত্ন ক'রে, আপন শিরে,
সাজায়েছেন পসরা॥
এ-সংসারে সবার, আছে সমান অধিকার,
দেবাদের পাত্রাপাত্র কালের নাই বিচার ;
দেবের দুর্লভ সুলভে পাবে; সরল রসে
ভরা॥

এ নাম যত্নে যেবা লয়, তারে ত্রিজগতে
বিজয়,
(ও তার) জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, যমের
নাইকো ভয় ;
শিব সদা থাকেন পঞ্চমুখে, নাম-সুখে হয়ে
বিভোর৷ ॥

এ রসের কি সুতার, দেখ পান করে
একবার,
ভব-নদী পারাপারের ভয় থাকে না তার !
এ রস ক'রে সেবন, শ্রীনবীন, আজীবন,
মাতোয়ারা ॥
ন, চ, দ।

অসভ্য জাতির বিবরণ।

(৩৭৯ সংখ্যা—১০২ পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিম আফ্রিকার নিয়মানুসারে ক্রীত দাসেরাই একমাত্র ভৃত্য। লোকেরা এই চাকর ক্রয়ের জন্য বাজারে যায়। ইহাদের দর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কোথাও ৪০ টাকা দিয়া এক জন পুরুষ চাকর ক্রয় করা যায়, আবার একটী সুন্দরী বালিকার মূল্য ৭০ টাকা।

প্রত্যেক জাতি ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিভক্ত ; আবার প্রত্যেক বংশ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বিভক্ত। প্রত্যেক বংশ কোনও জন্তু বা বৃক্ষাদি—যাহাকে তাহারা রক্ষক দেবতা বলিয়া মনে করে, তাহার নাম দ্বারা আখ্যাত হয়। এইরূপ চিতাবাঘ বংশ, বাজপক্ষী বংশ প্রভৃতি নানা বংশ আছে। এই সকল বংশের লোকেরা বিপৎকালে পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া থাকে। নিগ্রো জাতিদের কোনরূপ লিখিত ভাষা নাই এবং ইহারা অতিশয় অজ্ঞান। ইহাদের মধ্যে নানারূপ কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে। ইংরাজী সভ্যতার ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা এ সকল দূরীভূত হয় নাই।

নিগ্রোজাতিরা সাধারণতঃ পুতুল পূজা করে না। তাহারা বিশ্বাস করে যে, আত্মা যে কোনও বস্তুতে থাকিতে পারে। তাহারা আপনাদিগকে রোগ মৃত্যু ও সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে দূরে রাখিবার জন্য খণ্ড খণ্ড হাড়, পাথর, কাষ্ঠ, তৃণ, ডিমের খোলা প্রভৃতি মন্ত্রপূত করিয়া পরিধান করে। ইহা গৃহ এবং গৃহবাসীদিগকে আপদ হইতে রক্ষা করে! প্রত্যেক নগর ও জাতির বিশেষ বিশেষ ঠাকুর আছে এবং ইহারা অগ্নিভয় ও পীড়া হইতে রক্ষা করে ও বৃষ্টি ও উত্তম ফসল আনয়ন করে। পশ্চিম আফ্রিকায় পূজার বস্তু সকল প্রত্যেক স্থানে দেখা যায়। কাষ্ঠ ও প্রস্তর খণ্ডের ঠাকুর প্রত্যেক মোড়ের মাথায় যে সকল স্থানে নদী পার হওয়া যায় সে সকল স্থানে, প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশপথে, প্রত্যেক

বাড়ীর দ্বারে ও প্রত্যেক লোকের গলায় ঝুলান থাকে। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যস্থলে একটী করিয়া দেবালয় আছে। সে স্থানে অনেক দেবমূর্ত্তি রাখা হয় এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য এক এক জন পুরোহিত থাকে। কোনও ব্যক্তি তাহার সর্ব্ব-প্রথম দৃষ্ট বস্তুকেই ইষ্ট দেবতা রূপে বরণ করে। নূতন দেবতার জন্য বলি দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট মানত করা হয় যে, যদি তাহার উন্নতি বা সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে সে বরাবর সেই দেবতার পূজা করিবে। পুরোহিত পরিচিত ব্যক্তির স্যায় ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, ইহার উপর মাদক নিক্ষেপ করে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিপৎকালে এই দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে। কোনও পথিক এই দেবমন্দিরে যাইলে এই দেবতার বসিবার জন্য চৌকি, শুইবার জন্য এক হাতের অনধিক একটী বিছানা এবং পানের জন্য একশিশি মদ প্রস্তুত দেখিতে পায়। তাহারা মনে করে, এই অপ্রত্যক্ষ দেবতার অসাধ্য কিছুই নাই। ইহা পীড়া দূর করিতে পারে এবং ইহাকে অবহেলা করিলে রোগ জন্মিতে পারে; ইহা বৃষ্টি আনিতে পারে ও সমুদ্রকে এরূপ মৎস্যে পূর্ণ করে যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে ধীবরের জালে গিয়া পড়ে। ইহা চোর ধরিতে ও তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি দেবতার পূজা করিয়া সৌভাগ্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে দেবতাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেবমূর্ত্তি সকল প্রতিদিন গড়া ও ভাঙ্গা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন অংশে ইহাই সর্ব্বপ্রধান দেবতা। জাতীয় ও পারিবারিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে এবং যুদ্ধে গমন ও সন্ধি স্থাপনের সময় ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। ক্রয় বিক্রয় কালে, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু সকল সময়েই ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

গত ২রা কার্ত্তিক (১৭ই অক্টোবর) কৃষ্ণনগরে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার বিয়োগে ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ক্রন্দন-রোল উঠিয়াছে। ইনি যেরূপ কৃতবিদ্য, দেশহিতৈষী, শান্তপ্রকৃতি, ও দয়ার্দ্রহৃদয় ছিলেন, তাহাতে ইঁহা আশ্চর্য্য নয়। ইনি স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু এবং তাঁহাদের উন্নতির একজন প্রধান সহায় ছিলেন, এজন্য ভারতরমণীগণের আজ বিশেষভাবে শোক করিবার দিন। তাঁহারা অশ্রুপাত ভূমিতে করিতে পারিবেনা। ঈশ্বরের নিকট পরলোকগত আত্মার পরম শান্তি ও চিরকল্যাণ প্রার্থনা করুন।

মনোমোহন বাবুর পিতা ৺রামলোচন

লোপ একজন প্রধান সদর আমিন এবং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি ঢাকা বিক্রমপুরনিবাসী। মনোমোহন বাবুরও সেইখানে জন্ম হয়, কিন্তু রামলোচন বাবু কর্ম্মোপলক্ষে কৃষ্ণনগরে আসিয়া সপরিবারে বাস করাতে মনোমোহন বাল্যকাল হইতে তথায় পালিত ও শিক্ষিত হন। ১৮৫৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬২ সালে ১৮ বৎসর বয়সে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একত্র সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। দৈবঘটনায় সে সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে এ দেশে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার। ইহার পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্যারিষ্টার হইলেও এ দেশে আদৌ ব্যবসায় আরম্ভ করেন নাই। মনোমোহন যেমন ব্যারিষ্টার দলের শ্রেষ্ঠ, তেমনি ব্যবসায়-পাণ্ডিত্যে একজন অগ্রগণ্য। ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তিনি ব্যবসায়ে যেমন প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেইরূপ অতুল খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ দুরন্ত ইংরাজ হাকিমদিগের হস্ত হইতে অনেক সময় দুঃখী গরীব লোকদিগের উদ্ধার করিয়া দয়া-বীর উপাধির যোগ্য হইয়াছেন।

মনোমোহন আদালতে সিবিলিয়ান-দিগের ভীতির কারণ হইলেও সাধারণতঃ ইংরাজদিগের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৌজন্যে অনেক ইংরাজ

পুরুষ ও রমণী তাঁহার বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইংরাজ ও বাঙ্গালীর বন্ধন-সূত্র তিনি যেমন ছিলেন, এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার গৃহ অনেক সময় বিদেশাগত ইংরাজদিগের আতিথ্যশালা ছিল। মনোমোহন কতদূর হৃদয়বান, শীলসম্পন্ন ও আতিথেয় ছিলেন, তাহা যাহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বিদেশীয় ইংরাজেরা যেমন, বোম্বাই মান্দ্রাজ পঞ্জাব প্রভৃতির লোকেরাও তেমনি তাঁহার বাটীতে আসিয়া আপনার গৃহবাসের সুখানুভব করিয়াছেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদনের চরম দুঃসময়ে মনোমোহন অর্থে সামর্থ্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা, পুত্র, দৌহিত্র ইহাঁর সাহায্যে অনেক কাল প্রতিপালিত হইয়াছে। এই সকল গার্হস্থ্যধর্ম সাধনে তাঁহার গুণবতী পত্নী যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

মনোমোহন ইংরাজী পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি অবলম্বন করিলেও তাঁহার হৃদয় স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমে পূর্ণ ছিল। জাতীয় মহাসভার তিনি একটী সুদৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন এবং ইহার জন্য ইংলণ্ডে ও ভারতে বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যে ইহার নেতৃস্থান গ্রহণ না করিলেও তাঁহার যুক্তি ও পরামর্শে ইহা অনেক সময় পরিচালিত হইয়াছে। রাজনীতিতে ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি প্রবল যুক্তিদ্বারা মণিপুর রাজাদিগের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের নিকট সুদীর্ঘ আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গ্রাহ্য হইল না। বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটী শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয়।

মনোমোহনের বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন হইতে তিনি রাজনীতিচর্চ্চায় প্রবৃত্ত। নীলকরদিগের অত্যাচারসময়ে তিনি হিন্দু পেট্রিয়টে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সকল লিখিতেন। ১৮৬১ সালের আগষ্ট হইতে ইণ্ডিয়ান মিরর পত্র প্রকাশিত হয়, তিনি ইহার প্রথম সম্পাদক এবং এক বৎসর কাল ইহার সম্পাদকতা কার্য্য সুখ্যাতি সহকারে নির্ব্বাহ করেন। অতঃপর মিরর ও অন্যান্য পত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে তিনি অনেক সময় লিখিতেন।

মনোমোহন সমাজসংস্কারের একজন প্রধান সপক্ষ ছিলেন। গত বৎসর ইংলণ্ডে গিয়া বক্তৃতা করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব অনেকটা ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতিভেদ উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। এক সময় আমাদিগের সহিত তিনি বহুক্ষণ কথোপকথন করেন এবং তাহাতে বাল্যবিবাহে এ দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এজন্য আক্ষেপ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার প্রতিবিধানের

একটী উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে মনোমোহন বাবুর চিরদিন প্রবল অনুরাগ। তিনি ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসনের বঙ্গীয় শাখার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং বিলাতের উচ্চহৃদয়া নারীগণের কার্য্যের অনেক সহকারিতা করিয়াছেন। মিস এক্রয়েড (এক্ষণে বিবী বিভারিজ) হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে যে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপন করেন, তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহার একজন সহায় ছিলেন। অবলাবান্ধব নামক নারীহিতৈষী সংবাদপত্রকে অর্থ ও পরামর্শ দ্বারা বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৩ সালের মার্চ্চ হইতে বেথুন বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে এই বিদ্যালয় যে মহোন্নতি লাভ করিয়াছে, তিনি অনেকটা তাহার মূল কারণ। বেথুন বিদ্যালয় সামান্য পাঠশালার মত ছিল, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়-সংসৃষ্ট কলেজ হইয়াছে, এবং ইহা হইতে বৎসর বৎসর প্রবেশিকা, এফ এ ও বি এ পরীক্ষায় কত ছাত্রী প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছে। ইহারই ছাত্রী কুমারী চন্দ্রমুখী এম এ পরীক্ষা দিয়া বেথুন কলেজের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বেথুন কলেজ কমিটীর এক অধিবেশনে তাঁহার সহিত আমরা একত্র বসিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক পরামর্শ করিয়াছি। সেই স্থলে সভাপতি হাইকোর্টের চিফ-জষ্টীস সাহেব কোমার পিথারাম ঘরাও লোকের ন্যায় মনোমোহনের সহিত খোলা-খুলি কত কথোপকথন করিলেন এবং মনোমোহন অচিরাৎ ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার বাসভবন দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি স্বহস্তে ম্যাপ আঁকিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন লণ্ডন হইতে কিরূপে কোন্ পথ দিয়া তাঁহার বাসভূমিতে যাওয়া যায়। হায়! সে সময় আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই, মনোমোহনের ইহলোকের লীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, পূজার বন্ধের পর আর তাঁহার দেহচিহ্ন এ মর্ত্তধামে খুঁজিয়া মিলিবে না!! কালের গতি বিচিত্র। মনোমোহনের বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। উদ্যমপূর্ণ প্রৌঢ়-জীবন নিশির শিশিরের মত উভিয়া যাইবে, কে ভাবিতে পারিয়াছে? মনোমোহন বাবুর মনের অনেক সাধ অপূর্ণ রহিল। আমরা জানি স্বদেশের হিতোদ্দেশে অনেক কার্য্য করিবার তাঁহার কল্পনা ছিল, তাহা কল্পনাতেই বিলীন হইল!

বস্তুতঃ কর্পূর যেমন উড়িয়া যায়, মনোমোহন সেইরূপ গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সিবিলিয়ান পুত্র মহীমোহনকে মান্দ্রাজে দেখিতে যাইবেন বলিয়া জাহাজ ভাড়া করিয়াছেন। শনিবার কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া রবিবার কলিকাতায় আসিয়া, সোমবার যাত্রা করিবেন এই স্থির বন্দোবস্ত। বিধির কি বিড়ম্বনা! শনিবার স্নান করিতে করিতে পক্ষাঘাত রোগ উপস্থিত এবং তাহাতেই বেলা ৫টার সময় মৃত্যু! এক

মুহূর্ত্তে সকল আশা ভরসা এবং সাংসারিক খেলার শেষ হইল।

মনোমোহন বাবু এক বৃদ্ধা মাতা, দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক ভগিনী, বিধবা স্ত্রী, পুত্র মহীমোহন এবং দুইটী কুমারী কন্যাকে অকুল শোকপাথারে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহ অতি সুখশান্তির গৃহ ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, পত্ন্যনুরাগ, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য সকলই আদর্শস্থানীয়। স্ত্রী অশেষ গুণবতী এবং সর্ব্বতোভাবে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। পুত্রও সুযোগ্য, পিতারই যোগ্য পুত্র। ভ্রাতা লালমোহন বাগ্মি-প্রধান বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের অসংখ্য লোক এই শোকার্ত্ত পরিবারের অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়া কাঁদিতেছেন, ঈশ্বর ইঁহাদিগকে শান্তি দান করুন্। যে মহাত্মা দ্বারা ইহাদের কুল পবিত্র এবং জননী ও জন্মভূমি কৃতার্থ হইয়াছে, ইঁহারা তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিয়া রাখুন্।

কবিগীতের সৃষ্টিবিবরণ।

(৬৮১ সংখ্যা—১৬৫ পৃষ্ঠার পর)

উল্লিখিত ওস্তাদগণ পরলোক গমন করিলে ওস্তাদী কবির গৌবব ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরে বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু হাফ আখ্-ড়াই গাহনাব সৃষ্টি করেন। যোড়াসাঁকো-নিবাসী সঙ্গীত-রসজ্ঞ রামলোচন বসাক, বসু মহাশয়ের প্রতিপক্ষে একটী দল করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায়, কখন কখন রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঐ দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। কি হাফ আখ্ড়াই, কি সখের দাঁড়া কবি, সকলই মোহনচাঁদের সুরে গীত হইত। যোড়াসাঁকোর দলে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় সুর প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

প্রায় ৭০ বৎসর হইল শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্নে কলিকাতার অন্তঃপাতী ভবানীপুরে একটী সখের দাঁড়া কবির দল প্রস্তুত হয়, এবং কালীঘাটে হরলাল হালদাব প্রভৃতির যত্নে ঐ দলের প্রতিপক্ষে আর একটী দল হয়। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের দলে গান রচনা করিতেন। কালীঘাটের দলে অন্যান্য বাঁধনদাব গীত রচনা করিতেন। শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে তাঁহাব অনুজ রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভবানীপুরের দলটী চালাইয়াছিলেন। উভয় দলেই মোহনচাঁদ বসুর সুর ব্যবহৃত হইত। কখন কখন মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটের দলে সুর দিতেন। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের দলে প্রধান গায়ক। ইনি জন-সমাজে দ্বিতীয় মোহনচাঁদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ পরলোক গমন করিলে উভয় দলের গাহনা বন্ধ হইয়া যায়।

অনন্তর ভবানীপুর নিবাসী বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ও প্রাচীন কবি-সংগ্রহকার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উৎসাহে আর একটী দল হইয়াছিল।

কবিগীতি রচনার নিয়ম।

দাঁড়া কবির প্রথমে চিতেন ও পর চিতেন, তৎপরে ফুকা, ফুকার পর মেলতা, মেলতার পর মহড়া, পরে শওয়ারি থাকিবে। শওয়ারির পর খাদ, পরে দ্বিতীয় ফুকা, মেলতা ও মেলতার পর অন্তরা রচনার নিয়ম। অন্তরা সমাপনে দ্বিতীয় চিতেন। পুরাতন কবিগান-রচয়িতাদিগের অন্তরা রচনার যে রীতি ছিল, একণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ফুকাতেই গীত সমাপন হয়। হাফ্-আখড়াই গান রচনার নিয়মও অবিকল এইরূপ; কেবল ফুকার পর একটি ডবল ফুকা রচনা করিতে হয়। আর হাফ-আখড়াই গানে অন্তরা থাকে না। কবি-গীতি-রচয়িতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহড়া হইতে রচনা আরম্ভ করেন, কেহ বা চিতেন হইতে রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু চিতেন হইতে আরম্ভ করিলে সহজে রচনা করিতে পারা যায়। আসরে প্রত্যুত্তর প্রদান কালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গান রচনা করা আবশ্যক, সুতরাং চিতেন হইতেই রচনা আরম্ভ করিতে হয়। যে অক্ষরে চিতেনের শেষ হইবে, পরচিতেনের মিলও তাহার সমানাক্ষরে থাকিবে। ফুকার প্রথম ও শেষপদে সমানাক্ষরে মিল। মেলতায় শেষ পদের সহিত মহড়ার শেষপদে সমানাক্ষরে মিল। খাদেরও ঐরূপ মিল থাকিবে। খাদের পর যে দ্বিতীয় ফুকা ও মেলতা থাকে, তাহারও মহড়ার পদগুলির সহিত সমানাক্ষরে মিল। কেহ কেহ সখের হাফ্-আখড়াই এবং দাঁড়া কবির ভাব গোপন রাখিবার জন্য চাপা-গীত রচনা করেন। এইরূপ চাপাগীত রচনার উদ্দেশ্য উত্তর রচনার কাল বিলম্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। যদিও প্রথমতঃ ভাব গোপন থাকে, তথাপি গানের শেষভাগে ভাব প্রকাশ করিতে হয়, নচেৎ রচনা শেষ শুনা হয় না। যে বিষয় লইয়া গান রচনা করিবে, রচনার আরম্ভ হইতেই সেই বিষয় প্রকাশিত থাকা আবশ্যক, নতুবা প্রত্যুত্তর গান সুললিত হয় না। আর শ্রোতৃবর্গও সহজে ভাব বোধ করিতে পারেন না।

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের উৎসাহে কবিদলের পরিপুষ্টি হয়। এই কবিওয়ালাদিগের মধ্যে দুই চারিজন অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন, তাঁহাদের রচনা যেমন সুন্দর, তেমনি প্রীতিকর; তাঁহাদের কবিতা যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বিনির্গত হইয়াছে—যেমন মধুর, তেমনই মনোহর। কবিওয়ালাগণের মধ্যে হরুঠাকুর সর্ব্বপ্রধান। রামবসুর বিরহ অতিশয় বিখ্যাত। তাঁহার আগমনী ও সখীসংবাদও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। তিনি দুই চারিটী গীতে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা

পাঠ করিলে আহ্লাদে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠে। তিনি অন্তর ও বাহ্য জগদ্বর্ণনায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। রাম বসুর নিম্নে নীলুরাম প্রসাদ, রাম নৃসিংহ, নিতাই বৈষ্ণব, লালু নন্দলাল, রঘু মুচি, নীলমণি পাটুনী, কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য্য, সাতু রায়, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী ও গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গভাষার অতি শৈশব অবস্থায় সামান্য শিক্ষিত কবির দ্বারা এরূপ মধুর সুন্দর ও সরল রচনা স্বাভাবিকই অসাধারণ কবিত্বের পরিচায়ক। এখন পাঁচালী বা কবি বলিলে কেমন যেন একটী বীভৎস রসের উদয় হয়—সুরুচিজনের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেকের সংস্কার কবির গান অশ্লীলতাময়—খেউড়। ইহা ইতর লোকের জন্য, সুতরাং ভদ্র লোকে উহাতে কর্ণপাত করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ কবির গান এরূপ নহে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত কবির গানের প্রধান অঙ্গ। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, মাথুর, সখীসংবাদ,—এই সকল বিষয় কবির দলে গীত হয়। পূর্ব্বে সমস্ত শুভ কার্য্যে কবির গান হইত। ক্রমশঃ কি জানি কেন, কোন্ যাদুমন্ত্রবলে কবির গান উপেক্ষিত হইতে লাগিল; তখন ভদ্র সমাজ ছাড়িয়া কবির দল ইতর সমাজে গিয়া উপনীত হইল। আসল কবি উঠিয়া গিয়াছে, এখন যাহা আছে তাহা নকল মাত্র। উক্ত বঙ্গ-বিভাসিত উজ্জ্বল সিংহাসন হইতে কবির দল এখন নিম্নে পড়িল দুর্গন্ধময় গভীর কূপে নিপতিত!! উঠিবার আর আশা নাই, সজীব হইবার আর সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু প্রাচীন কবিগীতিতে আমরা যে রত্নরাজি পাই, তাহা কোহিনূর অপেক্ষা মূল্যবান। সে সজীব গীতি-কাব্যের বুঝি মৃত্যু নাই, বুঝি ক্ষয় নাই, ভাবামৃত সঞ্জীবনী সুধায় সে কাব্য অমর হইয়াছে—কাল নিশ্বাসে তাহা মলিন হইবে না। ভাবময় সেই কাব্য কল্পতরু মহান্ বিরাট পুরুষের ন্যায় যাবচ্চন্দ্রদিবাকর সমভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

হেঁয়ালি।

শত জনে মা ডাকে যে তবু অশ্রুজল,
হেন সুখ মাখা দুঃখ জগতে বিরল।
পাপ পুণ্য একসঙ্গে করি জড়াজড়ি
আমার দুয়ারে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
উপদেশে কর্ণ মম বধির নিশ্চিত,
শকুনি পেটের মাংস গ্রাসিছে ত্বরিত।
ধরা রাষ্ট্র আমার সকলি যাহা আছে,
ভয়ে জড় সড় আমি দেবব্রত কাছে। ১

শ্রীকা[illegible]।

তিন বর্ণে নাম মম জীবের প্রধান,
প্রথম ছাড়িলে অভিনব;
তৃতীয়ে ছাড়িলে সবে বুঝহ সন্ধান,
নহি আমি দেবতা দানব। ২।

নূতন সংবাদ।

১। শ্রীমতী প্রমীলা আর এ জগতে নাই। ইহাঁর নাম ও মধুর কবিতা বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের বিশেষ পরিচিত। ইনি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী ও তাঁহার অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিলেন। ক্ষয়কাশ রোগে ৩ বৎসর ভোগ করিয়া মহাপ্রাণ মাতুলের মহাপ্রস্থানের ১০ দিন পরে গত কালীপূজার দিন স্বয়ং তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন। বিধাতা মাতুলের সহিত ইহাঁরও আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং ইহাঁর শিশু পুত্রটীকে ও কন্যাটীকে কুশলে রাখুন।

২। ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-বিভীষিকায় আকুল। ইহার প্রতিবিধানের উপায় বিধানার্থ ভারতেশ্বরী স্বয়ং এবং ষ্টেট সেক্রেটারী তারযোগে রাজ-প্রতিনিধিকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রধান শাসনকর্ত্তা ও প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

৩। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের যিনি নূতন প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন, তাঁহার নাম ম্যাক্‌কিন্‌লি। পূর্ব্ব-প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ড।

৪। রেবারেণ্ড টেম্পল কাণ্টারবরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

৫। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মাসিক ছয় শত টাকা পেন্সন হইয়াছে। এরূপ রাজানুগ্রহ পণ্ডিতশ্রেণীর পক্ষে অতীব দুর্লভ।

৬। দুর্ভিক্ষহেতু ছোট লাট ১২ টাকা বা তন্ন্যূন বেতনের কর্ম্মচারীদিগের মাসিক ১৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির হুকুম দিয়াছেন।

৭। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ পাতিয়ালার মহারাজা গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

৮। পার্লেমেণ্টের ভারতবাসী সভ্য ভবনগরী স্বদেশ দর্শনে আসিয়াছেন।

৯। মধ্যভারতবর্ষে ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষের এত প্রাদুর্ভাব যে, অনেক পিতা মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিতেছে। হোসেঙ্গাবাদ খ্রীষ্টীয় মিসনে নিরাশ্রয় বালিকার সংখ্যা ৮৪ ও বালকের সংখ্যা ৮৩ হইয়াছে।

১০। বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী নলিনী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য চিকিৎসা পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১১। মহারাণী ভিক্টোরিয়া চীন মন্ত্রী লি-হুং-চাংকে হীরকখণ্ডে অঙ্কিত স্বীয় ক্ষুদ্র ছবি উপঢৌকন দিয়াছেন।

১২। অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে সিমেণ্ট মাটীর খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৩। ফরাসী নারীগণ আর্ম্মাণী রমণীগণের সপক্ষতা করিবার জন্য রুষ সাম্রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিয়াছেন।

১৪। কলিকাতা মুসলমান অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ হাইদ্রাবাদের নিজাম মাসিক ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৫। মান্দ্রাজে আর একটী হিন্দু বিধবার বিবাহ হইয়াছে। কন্যার নাম পারাবতোপমা এবং বরের নাম কৃষ্ণ রাও।

১৬। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব রাজার স্মরণার্থ রাজধানীতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ।

শিশির মুকুতা হার পরিয়া গলায়
এস এস উষা বালা শুভ ভাই দ্বিতীয়ায়।
স্বর্গের সুরভি-ভরা
আজি-গো সমগ্র ধরা,
পারিজাত পরিমল বহিছে হেথায়;
আকাশে নীলিম পটে
শুভ্র মেঘরাজী ছুটে,
অরুণ তরুণ ছটা দিগন্তে ছড়ায়;
কোয়েল দয়েল পাখী
সুকণ্ঠে সবারে ডাকি
গাইছে মঙ্গল-গাথা ভাই দ্বিতীয়ায়।
হেমন্তে বসন্তমেলা,
ফুলগুলি করে খেলা,
ফুটে উঠে নব সুখে প্রতি আঙ্গিনায়।
মঙ্গল আনন্দ গীতি
উঠিছে উল্লাসে মাতি,
বহিছে অমৃতধারা হৃদয়ে অপার,
আবার বরষ পরে
নবীন হরষ ভরে
ভাই বোনে করে পূজা শুভ দ্বিতীয়ার।
কে আনিল ধরাধামে
এ হেন মঙ্গল নামে
যাহার পরশে প্রাণে আশার সঞ্চার!
মুছে ফেলে শোক-স্মৃতি,
ভুলে বিষাদের গীতি,
খুলিল প্রাণের উৎস স্নেহ-পারাবার।
আজি-গো অমরাকূলে
যমুনা জাহ্নবী মিলে,
শমন দুয়ারে কাঁটা দিতেছে যতনে,
ভ্রাতার কল্যাণ তরে
ভগিনী হৃদয় ভরে
করযোড়ে যাচে বর দেবতা-চরণে।
আজি যত কুলবালা
ফলফুলে ভরি ডালা
দধি চন্দনের ফোঁটা কপালে পরায়।
উন্নতি আয়ু সমৃদ্ধি
জগতে হইবে বৃদ্ধি
ভগিনীর আশীর্ব্বাদ লভিয়ে ধরায়।
একটু মিষ্টান্ন খেয়ে
স্নেহ প্রীতি বাড়াইয়ে
ভগিনীর প্রাণে তুলে আনন্দ তুফান,
আজিকার শুভ তিথি,
আনি যেন পুণ্য জ্যোতি,
সংসারের কুটিলতা নাহি পায় স্থান।

পরকে আপন ক'রে
ছেড়ে স্বার্থ চির-তরে,
বিশ্বভরা প্রাণে সবে হয় একপ্রাণ,
জননী দুহিতা কেহ
দিতে নারে এই স্নেহ,
পবিত্র ভারতে ভ্রাতৃপূজা মহা দান।
নাহি হেথা হীরা মণি
নিঃশেষ সুবর্ণখনি
দারিদ্র্য-পীড়িত ভূমি মৃতের সমান,
কেবল আছে-গো হেথা
আঁখি জলে ডুবে পাতা
দিবানিশি গাহে সদা করুণার গান।
বারমাস পরে ফিরে
আবার বাজিল ঘরে
মোহন বেণুর রব হেমন্তের পরশে,
গাইছে মঙ্গল গীতি প্রাণভরা হরষে।
পুরাইয়া মনসাধ,
আনিয়াছি আশীর্ব্বাদ,
করিতেছি আবাহন ভাই-দ্বিতীয়ায়,
আমার প্রাণের ভাই ফোঁটা নিবি আয়।

শ্রী নি, দেবী,
কানপুর।

যোগেশ বিয়োগে।

ভ্রাতঃ!
একি হলো! কোথা গেলে ভাইরে আমার,
তোমা বিনা চারি দিক্ হেরি অন্ধকার।
এত গুলি কুঁড়ি মোরা ছিলাম মিলিয়া,
একটী অকালে তার গেলরে ঝরিয়া।
এ হেন নিঠুর বল কেমনে হইলে,
বাপ মারে তুমি ভাই কেন কাঁদাইলে?
ব্যথা দিয়া ভাই বোন সবার পরাণে,
চলিয়া গিয়াছ তুমি বল কোন্ স্থানে?
তোমাকে যে পেলেছিল অভাগিনী 'দয়া'
কি দোষে গিয়াছ ভ্রাতঃ তাহাকে ত্যজিয়া?
সে যে পাগলিনী ভাই হারা'য়ে তোমায়,
সংসারে পড়িয়ে আছে উদাসিনী-প্রায়।
কেমন নিঠুর তুমি বলা নাহি যায়,
অকুল পাথারে ফেলে গেছ বাপ মায়!
কোমল পরাণে তব কঠিন ব্যাভার,
শোকে দগ্ধ তাঁহাদের প্রাণ অনিবার।
যা করেন বিধি সব মঙ্গলের তরে,
মন চায়; অবিশ্বাসী তাই কেঁদে মরে।
নির্ভর করিতে যদি পারিত তাঁহারে,
তা'হলে কি এত কষ্ট পাইত অন্তরে?
যাও ভাই, যাও তবে সেই নিত্যধাম,
শান্তি সুখ-স্রোত যথা বহে অবিরাম।
দেবত্ব লভ হে গিয়ে সেই দেব-পুরে,
পাপেতে ডুবেছি ব'লে চলে গেলে দূরে।
স্বর্গের সোপানে দেখ সব সুরবালা,
প্রতীক্ষা করিছে হাতে লয়ে ফুলমালা।
তুমি গেলে তব গলে পরাইবে হার,
মধুর সংগীতে ভাসে ত্রিদিবের দ্বার।
অশ্রুজল ফেলিব না ওহে ভ্রাতঃ আর,
পাছে অমঙ্গল হয় তাহাতে তোমার।
ডুবিলে তপন মোর জীবন-সন্ধ্যায়,
সেইখানে পুন ভাই দেখিব তোমায়।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্ত।

অনন্ত টান।*

সাগর-মোহিনি রঙ্গে, ছুটেছ সাগর পানে,
দুকূল উছলি তুমি, অথির অনন্ত টানে।
সব বাধা পায়ে ঠেলি,
যা কিছু সকলি ফেলি,
জাগাইয়ে ভাবরাশি, চলেছ আপন মনে,
পরাণের কথাগুলি বলিবারে কানে কানে। ১

মিলন মদিরা তোরা, আকুল আপনা হারা,
দেখ না বোঝ না কিছু এমনি পাগল পারা,
মধুর মধুর রঙ্গে,
নাচিয়ে ছুটিছ সঙ্গে
দেখাবে প্রিয়জনে কিত [illegible] পরাণ [illegible]
কি অজানা প্রেমরাশি হৃদয় উন্মত্ত করা। ২

আনন্দিনি সুহাসিনি, যে রঙ্গে তরঙ্গ তুলে,
ছুটেছ নীলাম্বুকোলে হাসি ঢেলে কূলে কূলে,
দর্শন-পিপাসা মরি,
পরাণ উন্মাদ-করী
উদ্দাম অশ্রান্ত গতি অন্ত আশা তৃষা ভুলে।
সাবাস দর্শন সাধ, শত বাধা পায়ে ঠেলে। ৩

ছুটিতেছ তালে তালে মিশিতে বারীশ-বুকে,
বিশাল সে বক্ষ'পরে থাক চির দিন সুখে,
গভীর সে মহাপ্রাণ,
অসীম অনন্ত টান,
আদরেতে সোহাগিনি টানিবে রাখিবে বুকে।
বিরহ বালাই নেই থাক চির দিন সুখে। ৪

তুমিই মরতে গঙ্গে আদর্শ স্বরগ-আশা,
থাকে যেন বুক যুড়ে, চিরদিন এ পিপাসা।
কি যেন কি দিশে-হারা,
কি যেন উন্মত্ত পারা,
মিলন পিয়াস শুধু, অন্ত আশা তৃষা নাশা,
অথির অধীর প্রাণ ঢালিবারে ভালবাসা। ৫

কোন দিকে চাহিব না, কবে গো তোমার মত
ছুটিব অনন্ত পানে, অতিক্রমি বাধা শত?
হৃদয়ের দেবতায়
পরাণ ঢালিব পায়
মিশাইব চির তরে, ঘুচিবে জঞ্জাল যত,
আমি আমি থাকিব না, লুকাব জনম মত। ৬

কবে গো সে মহাপাদ, পরাণ উজাড় ক'রে
ঢালিবে সকল দাসী, বাসনা রাখিয়ে দূরে?
আমার হৃদয়-রাণী,
পরশ পরশ-মণি,
কিছুই থাকে না বাকী, বিরাজিলে হৃদি ভরি,
শরীরে সামর্থ্য মম, মরতে স্বরগ পুরি। ৭

সে যে রে মহার্ঘ মণি, মানস মন্দির মাঝে
কাঙ্গালিনী কি বুঝিবে কি অমূল্য নিধি সে যে?
আমার জীবন মন,
কত সাধনের ধন,
প্রাণময়ী মনোময়ী, "নিতই নূতন সাজে",
মজায় মানস মোর প্রাণ মনোরমা সে যে।

শ্রীহরিমতি দেবী, কালনা।

---

*. স্থানাভাবে অনেকগুলি মনোনীত বামারচনা প্রকাশিত হইল না, আগামী বারে হইবে। বা, বো, স।

No. 383. December, 1896

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ ৩৮৩ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৩—ডিসেম্বর, ১৮৯৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নূতন প্রেসিডেণ্ট (Mc kinly) ম্যাক-কিন্‌লীর পত্নী বারিষ্টার হইয়াছেন।

শতাব্দীর মনুষ্য—মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটন ইংরাজী ১৭৯৯ সালের শেষ মাসের শেষ দিনের শেষ ঘণ্টায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

মহারাণীর গুরুভক্তি—সাম্রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়া তাঁহার হিন্দুস্থানী শিক্ষক মুন্সী আবদুল করিম আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া এক দূতদ্বারা ফ্রান্সের কালে হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং আপনার বালমোরাল প্রাসাদভূমির এক অংশে সস্ত্রীক তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করেন।

মহারাণীর সুসংবাদ—অধ্যাপক পেজেনষ্টেকারের চিকিৎসায় মহারাণীর চক্ষুরোগের উপশম হইয়াছে। এখনি তিনি চশমার সাহায্যে বেশ লিখিতে ও পড়িতে পারেন।

রুস-রাজদম্পতী—রুসিয়ার সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ভারতের প্রতি রুসের টান—রুসেরা মার্ব হইতে খুস্ক পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের দুর্ভিক্ষ-সংবাদ পাইয়া রুসেরা অভয় দান করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, রুসিয়ায় প্রচুর গম জন্মিয়াছে, আমেরিকা অপেক্ষা কম মূল্যে উহা তাঁহারা যোগাইতে পারেন।

ব্রহ্মের শস্য—সুবৃষ্টিহেতু ব্রহ্মদেশে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে, তাহা ভারতে আমদানী হইতেছে।

মার্কিণ শস্য—আমেরিকার কালিফর্ণিয়া হইতে এক জাহাজ গম ভারতে আগতপ্রায়। আরও শস্য আসিবে।

হাবড়া পুলের আয়—গত বর্ষে আয় ১৯ হাজার টাকা বেশী হইয়া ২,৬৪,১৫৮ টাকা হইয়াছে।

হাতোয়ার বন্দোবস্ত—মৃত রাজার একমাত্র পুত্র নাবালক বলিয়া হাতোয়ার বিষয় সম্পত্তি স্থানীয় কলেক্টরের হস্তে থাকিবে। রাজকোষে নগদ ৪০ লক্ষ ও কোম্পানীর কাগজ ১০ লক্ষ, মোটে ৫০ লক্ষ টাকা মজুত আছে।

কলিকাতার লর্ড বিশপ—ইনি আগামী বর্ষে লাম্বেথ মেলায় গিয়া আর্চবিশপ বা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

পোপের ক্রিয়াশীলতা—বর্ত্তমান পোপ বৃদ্ধ হইলেও দিবারাত্রি কার্য্যে ব্যস্ত, রাত্রিতে ২ ঘন্টা মাত্র নিদ্রা যান। অন্য কার্য্য না থাকিলে লাটিন ভাষায় কবিতা লেখেন।

শাই শা, চাই তা—এসকুইমা নামক অসভ্য জাতি চিরকাল বরফের মধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস পরলোকে শীত নাই, কেবলই মধুর গ্রীষ্ম !!

বোম্বাইয়ে মারী—অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে মৃত্যুসংখ্যা ৩৯৮, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৯২ অধিক। কিন্তু বোম্বিক পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬০।৭০!

ভূ-তত্ত্ব—সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১২০ কোটী। তাহাদের মধ্যে জাতি ৭২, ধর্ম্ম ১০০০ এবং ভাষা ৩৬০০ প্রকার। স্ত্রীপুরুষের গড়প রমায়ু ৩৮, লক্ষের মধ্যে ১জন শতায়ু। প্রতি মিনিটে জাত ৭০, মৃত ৬৭ জন।

শ্বেত হরিণ—মুরসিদাবাদের নবাব কলিকাতা পশুশালায় দুইটী হরিণ দিয়াছেন, তাহাদের অঙ্গ শ্বেত এবং চক্ষু লাল।

কবিতা পর্ব্বত—ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার এক নাতির জন্মোপলক্ষে এত কবিতালিপি পান যে তাহা ওজনে ১৪ মণ (আধ টন) হইয়াছিল।

লবণের আয়—গত সেপ্টেম্বরে ভারতবর্ষে ২৬ লক্ষ, ৭২ হাজার মণ লবণ বিক্রয়ে ৬৪ লক্ষ, ৩০ হাজার টাকা মাশুল উঠিয়াছে।

সিবিল সার্ব্বিসের মূল্য বৃদ্ধি—সার্ব্বিস কমিসনেরা বলিয়াছেন যে, সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণেরা যেমন ভারতে তেমনি ইংলণ্ডেও উচ্চপদ লাভের অধিকারী।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড—আর্ম্মেনীর হত্যায় অন্যূন ৫০ হাজার বালক বালিকা পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে।

স্ত্রী-ইঞ্জিনিয়ার—কুমারী বার্থো জি লাম আমেরিকার একমাত্র স্ত্রী-বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার। গত কয়েক বৎসরে তিনি অনেক বৈদ্যুতিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন।

অযুর্ব্বেদের ঔষধ—আই রোগ

আরোগ্য করা শিবের অসাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে জীবলোকের পরম কল্যাণ। অম্লজানের সার (ozone) [illegible] ইহার [illegible] ঔষধ বলি। কোন কোন ডাক্তার প্রয়োগ করিয়াছেন। বার্লিনের যুবক ডাক্তার [illegible] গত বৎসর [illegible] এক নূতন প্রণালীতে [illegible] চিকিৎসা করেন, সকলেই নিরাময় হইয়াছে। [illegible]

পঞ্জাবের ছোট লাট—পঞ্জাবের ছোট লাটের পদ শূন্য হওয়াতে মহীশূরের রেসিডেণ্ট ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দান—[illegible]নাম্নী এক ধনাঢ্যা রমণী একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনার্থ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের হস্তে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কুমারী বেথুন—সুবিখ্যাত বেথুন [illegible] মেদিনীপুরের অনাথ-আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকা হইয়াছেন।

ডাক্তার ব্যারো—চিকাগোর মহা ধর্ম্মসভার সম্পাদক ভারতে আসিতেছেন।

বিবী হুইটেলসী।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ কনেক্টিকটের অন্তঃপাতী রিজ্‌ফিল্ডনামক একটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রেভারেণ্ড সামুয়েল গুড্রিচ। ইনি তৎকালে উক্ত গ্রামের ভজনালয়ে ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম করিতেন। কিছু কাল পরে ইনি বার্লিন নগরে স্থানান্তরিত হন। এই স্থানে অবস্থানকালে হুইটেলসী বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহাঁর দুই সহোদর আপনাদিগের বিদ্যাবত্তাগুণে উত্তরকালে জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে পিটার পার্লির নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই পিটার পার্লি ইহাঁর সহোদর। ইহাঁর প্রকৃত নাম স্যামুয়েল জি গুড্রিচ। অন্য সহোদরের নাম চার্লস এ গুড্রিচ। ইনি একজন সুপণ্ডিত ধর্ম্মযাজক ছিলেন। যে বংশে এরূপ ধীমান্ সুসন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করে, সে বংশ পবিত্র হয়। এই সন্তানদের লাভ করিয়া রেভারেণ্ড সামুয়েল গুড্রিচ যে কেবল একটী বিদ্বান্ পরিবার সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু ইহাঁরা সকলেই এমনই ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন যে, ইহাঁদের সম্মিলনে একটী পবিত্র ধর্ম্মমণ্ডলী সংগঠিত হইয়াছিল।

কুমারী গুড্রিচ যে সকল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম্ম-

পরায়ণতা উভয়ই অতি অল্প বয়সেই তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ইনি রেভাঃ স্যামুয়েল হুইটেল্‌সী নামধেয় জনৈক ধর্ম্মযাজকের পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁদের বিবাহে মণিকাঞ্চন-যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। রেভাঃ হুইটেল্‌সী এক পল্লীগ্রামস্থ ভজনালয়ে পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। এই পল্লীতে অবস্থানকালে বিবী হুইটেলসী তৎস্থানীয় রমণীবৃন্দের দুরবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সেবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। কেমন করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়, কেমন করিয়া সন্তানপালন ও তাহাদিগের সুশিক্ষা বিধান করিতে হয়, ঐ সকল পল্লীবাসিনী রমণীরা তাহা অবগত ছিলেন না। অনেক স্থলে বিবিধ কুসংস্কার ইহাঁদের মধ্যে এত প্রবল ছিল যে,ইহাঁদের দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনেক সময়ে ক্লেশ ও অশান্তি শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া ইহাঁদিগের পারিবারিক জীবন দুঃখময় করিয়া তুলিত।

অবশেষে বিবী হুইটেল্‌সী স্থির করিলেন, এই সকল রমণীসমাজে যাহাতে সৎশিক্ষা প্রচারিত হয়, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মাতৃসমাজের হিতসাধন উদ্দেশে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিলেন,ইহার নাম রাখিলেন"Mother's Magazine"অর্থাৎ মাতৃসমাজের পত্রিকা। এই সাময়িক পত্রিকাতে তিনি জননীগণের অভাব ও অভিযোগ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সাময়িক পত্রিকা পরিচালনকালে বিবী হুইটেল্‌সী আপনার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা কেবল তৎকালীন সাহিত্য নহে, পরন্তু নারীসমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আর একখানি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহার নাম "Magazine for the Mothers and Daughters" অর্থাৎ মাতা ও কন্যাদিগের উপযোগী পত্র।

সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করিতে হইলে সম্পাদকের যেমন একদিকে প্রভূত বিদ্যাবত্তা থাকা প্রয়োজন,অন্যদিকে আবার তেমনি অসাধারণ বহুদর্শিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। বিবী হুইটেল্‌সীর এই দুই গুণই ছিল। তিনি যাহাদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অভাব ও অভিযোগ কি, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর রমণীবৃন্দের সহিত মিশিতেন, প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন ও তাহাদিগের আচার ব্যবহার পরিদর্শন করিতেন। এইরূপে তিনি অসাধারণ দূরদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন ন্যায় ও সত্য ও সদাচারের পক্ষপাতিনী ছিলেন। নির্ভীক ভাবে ন্যায় ও সত্যের উপাসনা

করা সম্পাদকের পরম ধর্ম্ম। বিবী হুইটেল্‌সী এই পরম ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন।

কিছু কাল পরে ইহাঁর স্বামী নিউ-প্রেস্‌টন্‌ গ্রামের ধর্ম্মযাজকের পদ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য এক মহত্তর কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিবার জন্য হার্টফোর্ড নগরে আগমন করেন। বিবী হুইটেল্‌সীও তাঁহার অনুগামিনী হন।

যে মহত্তর কার্য্যের জন্য ইহাঁরা প্রেসটন নগর পরিত্যাগ করিলেন, আমাদের দেশেও সেই কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন, কলিকাতা কলেজস্কোয়ারে কালা-বোবাদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে কালা বোবা ছেলেরা লেখা পড়া, ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে। কে জানিত বোবা-ছেলে কথা কহিতে পারে? ছেলে কালা বোবা হইলে, জনক জননীর আর দুঃখের অবধি থাকে না, কিন্তু সে দুঃখেরও অবসান হইতে চলিল! দয়াময়ের কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। তাঁহার কৃপায় "অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে।" যাহারা জন্মাবধি বোবা ছিল, তাহারা এখন কথা কহিতে শিখিয়াছে। শুধু কথা কহিতে নয়, যাঁহার নাম লইলে জীবন সফল হয়, হৃদয় শীতল হয়, কুল পবিত্র হয়, গর্ভধারিণী কৃতার্থা হন, সেই "দয়াময়ী মা" তাহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইতেছে তাহারা এখন করযোড়ে সজলনয়নে বলিতেছে, "মা দয়াময়ী দয়া কর!"

হার্টফোর্ড নগরে কালা বোবাদিগের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুইটেল্‌সী সস্ত্রীক এই আশ্রমের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। প্রাগুক্ত আশ্রমটির নাম ছিল, "American Asylum of the Deaf and Dumb." ইহাঁদিগের উভয়ের তত্ত্বাবধানে এই আশ্রমটী অল্প কালের মধ্যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত ইউটিকা এবং ক্যানান্‌ডেগুয়া নামক স্থানের আরও কয়েকটী বালিকা-বিদ্যালয় ও বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলাদিগের শিক্ষালয়ের ভার ইহাঁদিগের হস্তে অর্পিত হয়। এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া বিবী হুইটেল্‌সী তদানীন্তন রমণীবৃন্দের অবস্থা বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে ইনি কিরূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিলে জানা যায়। নারীজাতি মনুষ্যসমাজের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী। এই অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী নারীশক্তিকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন রাখিয়া কোন সমাজ কোন কালে সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বিবী হুইটেল্‌সী এই মহাসত্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

মিবী হুইটেল্‌সী ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইউটিকা নগরে সর্ব্বপ্রথমে মাতৃসমাজের মুখপাত্র "Mother's Magazine" মুদ্রিত করেন। এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সাময়িক পত্রিকার দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে অনেকের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইয়াছিল। এই জন্য অনেকেই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া, স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে যত্নবতী হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, পরমেশ্বর চিরকাল সৎকার্য্যের নিত্যসহায়। তিনি যাহা করিতে যাইতেছেন, তাহা অসৎ কার্য্য নহে, অতএব কেন তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না? কেন তাঁহার নবোদ্যম অঙ্কুরে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে? তিনি উক্ত সাময়িক পত্রিকা মুদ্রিত করিলেন। অল্প কালের মধ্যে উহা মাতৃসমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইল।

আবার সংসারনীতি বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই হুইটেল্‌সীর প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। প্রধানতঃ ইহাই তিনি তাঁহার সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে প্রচার করিয়াছিলেন। সামাজিক উৎকর্ষ পারিবারিক উৎকর্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আবার পারিবারিক উৎকর্ষ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অধীন। মানবহৃদয়ে যে উৎকর্ষের বীজ নিহিত আছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমেই জননীর তত্ত্বাবধানে অঙ্কুরিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। জননী মানবসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে যে শিক্ষা লাভ আরম্ভ করে, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জননীর নিকট যেরূপ শিক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রায় যাবজ্জীবন বিস্মৃত হয় না। শিশুহৃদয় কোমল মৃত্তিকা সদৃশ; মৃত্তিকার কোমল অবস্থাতে যেমন উহার দ্বারা যথেচ্ছরূপ কন্দুক প্রস্তুত করিতে পারা যায়, শিশুহৃদয়কেও জননী যেমন ইচ্ছা সেইরূপ গঠন করিয়া লইতে পারেন। এই মানুষ প্রস্তুত করিবার ভার ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমেই জননীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বর নারীজাতির উপর যে মহত্তর কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন, যাহাতে রমণীগণ সেই কর্ত্তব্য সম্যক্‌ পালন করিতে সমর্থ হন, এই জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে জননীদিগকে সদুৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে। জননীর উৎকর্ষের উপর সন্তানের উৎকর্ষ, সন্তানের উৎকর্ষের উপর পারিবারিক উৎকর্ষ, পারিবারিক উৎকর্ষের উপর সামাজিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক উৎকর্ষের উপর পৃথিবীর বা মানবসাধারণের উৎকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। ইহাই মানবসমাজের সমুৎকর্ষের মূলসূত্র। মিবী হুইটেল্‌সী এই মূলসূত্র ধারণ করিয়া মাতৃসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যাবজ্জীবন অনন্যমিত-চিত্তে মাতৃসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

অধ্যবসায় যে ফলপ্রসূ হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

বিবী হুইটেল্সীর কার্য্যক্ষেত্র সামান্য গণ্ডিতে সম্বদ্ধ ছিল না। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই মাতৃসমাজের মধ্যে যাহাতে এক মহদ্‌যোগ সংস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে কায প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমজাত পুত্রকে বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার।

পারিবারিক সংগীত।

রামপ্রসাদী সুর।

হব মা তোমার কোলের ছেলে,
তুমি যাবে কোথায় আমায় ফেলে?
কোলের ছেলে কোলে ব'সে, বিনা ভাড়ায় যায় মা হেসে;
আমি তোমার কোলে ভবসিন্ধু পার হব মা অবহেলে (বিনামূলে)।
বড় ছেলে কত বলে—কত চলে আপন বলে।
(ও মা) কোলের ছেলে কেঁদে কেঁদে ডাকে কেবল মা মা বলে;
স্তনসুধা পান করিয়ে ভবক্ষুধা যাব ভুলে,
আর দিবানিশি মুখশশী নিরখিব কুতুহলে।
ভজন সাধন জানি না মা শাস্ত্রবিধি কোথায় মেলে?
আমার ধরম করম মুক্তি মোক্ষ সব মা তোমার চরণতলে।

কন্যাত্রয়। *

স্বর্গের দেবতা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু পিতা মাতা আমাদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা। যে পুত্রকন্যা পিতা মাতাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারেন, আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন হইয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণপণ করিতে পারেন এবং সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা

* মহাকবি সেক্সপিয়ারের "King Lear" নামক উপাখ্যানের সারভাগ অবলম্বিত।

অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই ধন্য। কিন্তু যে পুত্র কন্যা স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া পিতা মাতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, আপনার সুখৈশ্বর্য্য সংবর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদিগের অশান্তি ও অমঙ্গল উৎপাদনে কিঞ্চিৎ মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা মানুষ হইয়াও পশু, বিদ্বান্ হইয়াও মূর্খ, জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞ।

অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রিটনরাজ লিয়র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, এজন্য কন্যাত্রয়কে সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের পিতৃভক্তি অনুসারে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আলবানির ডিউকপত্নী গনেরিল পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "পিতঃ, আমি আপনাকে কিরূপ ভালবাসি তাহা বাক্য দ্বারা কিরূপে ব্যক্ত করিব? আপনি আমার নয়নের তারা, দেহের জীবন, আঁধারের আলোক। আমি ধন প্রাণ মান মর্য্যাদা সকলই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে ক্ষণকাল নয়নান্তর করিতে পারি না।"

গনেরিলের চাটুবাদ প্রকৃত হৃদয়ের কথা মনে করিয়া বৃদ্ধরাজ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

বৃদ্ধরাজের দ্বিতীয়া কন্যা করণওয়ালের ডিউক-পত্নী রিগান পিতৃসমীপে উপস্থিত হইল। গনেরিলের ন্যায় রিগানও মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধ রাজাকে পরিতুষ্ট করিতে কিছু মাত্রও পশ্চাৎপদ হইল না। বৃদ্ধ রাজা কন্যাদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি রিগানকেও সমস্ত রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিলেন।

অবশেষে ব্রিটনরাজ অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়াকে সম্মুখে আনয়ন করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার শেষ জীবনের আনন্দ কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার ভগ্নীদিগের অপেক্ষাও সুমিষ্টবাক্যে তাঁহার কর্ণকুহর শীতল করিবেন। কিন্তু কর্ডেলিয়া ভগ্নীদিগের ন্যায় মুখমধু বিষকুম্ভ ছিলেন না। তিনি পিতাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন বটে, কিন্তু বাগাড়ম্বরে অতিভক্তি প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন, সত্য কথা ভাল বাসিতেন ও সত্যবাদীকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিলেন, "পিতঃ! আপনাকে যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা উপযুক্ত, আমি সেইরূপই করিয়া থাকি।" বৃদ্ধরাজ কন্যার বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে সতর্ক হইয়া কথা কহিতে কহিলেন। কিন্তু কর্ডেলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "আপনি আমার পিতা, আপনারই প্রসাদে এ জীবন লাভ করিয়াছি, আপনার স্নেহ যত্নে এ দেহ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আপনাকে সেই স্নেহ যত্নের

যথাসম্ভব প্রতিশোধ প্রদান করা আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া, আপনাকে ভক্তি করা আমার নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।"

কন্যার বাক্যে লিয়র অতিমাত্র বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সত্য ও চাটুবাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কর্ডেলিয়াকে বঞ্চিত করিয়া রিগান ও গনেরিলকে রাজ্য সম্পদ অর্দ্ধার্দ্ধি সম ভাবে বিভক্ত করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং নামমাত্র রাজ্যেশ্বর হইয়া এক শত অনুচর সহ নিয়মক্রমে কন্যাদ্বয়ের আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ক্রোধাভিভূত বৃদ্ধরাজ কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অযথা ভাবে রাজ্যসম্পদ বিভাগ করিয়া দিলেন দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু কেবল রাজভক্ত কেণ্ট ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি অকপট ভাবে জ্যেষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের অসার বাগাড়ম্বরের এবং কনিষ্ঠা কন্যার প্রকৃত ভালবাসার কথা উত্থাপন করিয়া লিয়রের অপরিণামদর্শিতার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধরাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেণ্ট ঈশ্বরের নিকট বৃদ্ধরাজের ও মাতৃহীনা কর্ডেলিয়ার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বর্গণ্ডীর ডিউক এবং ফ্রান্সরাজ উভয়েই কর্ডেলিয়ার পাণিগ্রহণপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কর্ডেলিয়া পিতার বিরাগভাজন হইয়াছেন দেখিয়া বর্গণ্ডীর ডিউক তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছু হইলেন। কর্ডেলিয়া ভগ্নীদিগের ন্যায় চাটুবাক্যে পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই দেখিয়া ফ্রান্সরাজ কিছুমাত্রও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং তাঁহার সরলতায় অধিকতর মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই পাণি গ্রহণ করিলেন। কর্ডেলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পিতার যথোপযুক্ত সেবা-ভক্তি করিতে ভগ্নীদ্বয়কে অনুরোধ করিয়া পতিসহ ফ্রান্সে গমন করিলেন। ভগ্নীদ্বয় তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল।

কর্ডেলিয়া ব্রিটন পরিত্যাগ করিলে গনেরিল ও রিগান স্ব স্ব দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে যত্নবতী হইল। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বৃদ্ধরাজ জ্যেষ্ঠা কন্যার আলয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু এক মাস অতীত হইতে না হইতেই তিনি তাহার দুরভিসন্ধি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। যে কন্যাকে তিনি পিতৃপরায়ণা পরমহিতৈষিণী মনে করিতেন, যাহার প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, এবং যাহাকে স্বীয় রাজ্যসম্পদের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়াও সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, দেখিলেন সেই কন্যাই তাঁহাকে ঘৃণা করে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপে অপমান বোধ করে, তাঁহার জীবন ধারণ

করা বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া অনুযোগ করে, এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র অনুচর রক্ষা করা অর্থের অপব্যয় বলিয়া কষ্ট অনুভব করে। ইহা দেখিয়া তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন।

ভক্তি বন্ধকে সহস্রবারে বাধ্য করে; আর হৃদয়বান্ প্রকৃত বন্ধুকে অসদ্ব্যবহারে বিচ্ছিন্ন করাও অসম্ভব। কেণ্ট নির্ব্বাসনাদেশ প্রাপ্ত হইয়াও লিয়রকে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি বৃদ্ধরাজের কপটী বন্ধু ছিলেন না, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার মঙ্গল বিধানের জন্য স্বীয় মান মর্য্যাদা ধন সম্পদ—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, তাই তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেয়াস নাম ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার নিকট চাকরী প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধরাজ তাঁহাকে অমাত্য বলিয়া চিনিতে না পারিয়া সামান্য ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কেয়াস লিয়রের অনুরাগভাজন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুবিধাও যথেষ্ট ঘটিল। একদা গনেরিল কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে আদিষ্ট হইয়া তাহার ভাণ্ডারী লিয়রকে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। কেণ্ট (কেয়াস) তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে পয়োনালিতে নিক্ষেপ করিল। এই রাজভক্তিক কার্য্যে লিয়র তাঁহার উপর বড়ই অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

কেণ্ট ব্যতীত লিয়রের আরও একটী বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজভণ্ড (ভাঁড়)। বৃদ্ধরাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন দেখিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি গনেরিলের সম্মুখে মহারাজের অপরিণামদর্শিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া এরূপ বিদ্রূপ করিতেন যে, তাহাতে গনেরিল অন্তরে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিত।

গনেরিল শুদ্ধ যে বৃদ্ধরাজকে উপেক্ষা ও অবমাননা করিয়া নিরস্ত হইয়াছিল তাহা নহে। দুষ্টাশয়া স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহাকে কহিল, "আপনার জন্য একশত অনুচর রক্ষা করিতে অনেক অর্থব্যয় হয়, এজন্য আমার অনুরোধ উহাদের সংখ্যা হ্রাস করুন। আর একশত অনুচরেই বা আপনার প্রয়োজন কি? উহারা গণ্ডগোল করিয়া রাজসংসারে শান্তিভঙ্গ ভিন্ন আর কি করিয়া থাকে? আপনি যদি অনুচর-সংখ্যার হ্রাস না করেন, তাহা হইলে আপনাকে এ স্থানে থাকিতে দেওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে"। যাহাকে অকপটে রাজ্য সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, সেই কন্যাই তাঁহার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাঁহার অনুচর-সংখ্যা হ্রাস করিতে চাহিতেছে, তাঁহাকে ন্যায্য সম্মানে বঞ্চিত করিতেছে, ইহা তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় চক্ষু কর্ণকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্নেহের ধন, হৃদয়ের শান্তি, রাজ্যার্দ্ধের অধিকারিণী গনেরিলই তাঁহাকে দূর করিয়া দিতে

উন্নত, তখন ক্রোধে অভিমানে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, "তুই কৃতঘ্না দানবী, তাই এরূপ মিথ্যা কথা কহিতেছিস, তাই আমার সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অনুচরগণকে অযথা নিন্দা করিতেছিস্। তোর হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। বিষধর অপেক্ষাও তুই ভয়ানক।" বৃদ্ধরাজ কন্যাকে অভিশপ্ত করিয়া অনুচরগণ সহ দ্বিতীয়া কন্যা রিগানের আলয়ে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

সাগু বৃক্ষ।

সাগু বৃক্ষ তালজাতীয় উদ্ভিদ্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Metroxylon Rumphii। এই বৃক্ষ সাধারণতঃ ১৭।১৮ হস্ত পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া থাকে। মলক্কাস্ ও ফিলিপাইনপুঞ্জ প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ ইহার জন্মস্থান। সিরাম দ্বীপের অরণ্যসমূহ সাগু বৃক্ষে পরিপূর্ণ। নিম্ন ও সরস ভূমিতে এই বৃক্ষ রোপণ করিলে অত্যল্প কালের মধ্যে ইহা অতিশয় তেজস্বর হইয়া উঠে এবং ১০ ফিট বা ২০ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চতা ও তদ্যাবিক স্থূলতা লাভ করে। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তির পরে এই বৃক্ষ হইতে যে সাগুদানা প্রস্তুত হয়, তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট। সাগু বৃক্ষে ফল ধরিলে এবং ফল পরিপক্ক হইতে দিলে, তাহা হইতে আর সাগুদানা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেন না, ফলবান্ সাগু বৃক্ষের, বিশেষতঃ যাহার ফল একবারে পাকিয়া যায়, তাহার মজ্জা সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার প্রকাণ্ড গুঁড়ি শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে। ফল পরিপক্ক হইলেই গাছ মরিয়া যায়।

ইয়ুরোপ অঞ্চলে প্রতি বৎসর বর্ণিও দ্বীপ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাগু আমদানী হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত অঞ্চলে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে সাগুর প্রয়োজন, বর্ণিও দ্বীপ একাকী তাহা যোগাইতে পারিতেছে না। এই জন্য ইয়ুরোপের সকল স্থানে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে এই বৃক্ষের আবাদ হয়, তজ্জন্য স্থানীয় কৃষকবৃন্দ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩,৪৬,১৮৮ হন্দর সাগু বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ইহার মূল্য ১,৯৫,৬৮০ পাউণ্ড বা প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। এখানেও এই বৃক্ষ উৎপাদনের জন্য অনেকের বিশিষ্ট যত্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।

সাগু শীতল গুণবিশিষ্ট এবং রোগীর একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীরা সাগু দ্বারা পিষ্টক ও পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করে। এই সাগুদানা সাগুবৃক্ষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে দানা প্রস্তুত হয়, তাহা এই :—প্রথমতঃ

বৃক্ষটী ছেদন করিয়া লম্বভাবে চিরিতে হয়। পরে উহার মধ্যস্থ মজ্জা বাহির করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এই চূর্ণ চালনী দ্বারা উত্তমরূপে চালিয়া জলে গুলিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। এই মণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে সাগুদানা প্রস্তুত হইল। প্রাগুক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ এইরূপ প্রণালীতে সাগুদানা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থ দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর অনেক স্থলে সাগুদানার একটী লাভজনক বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। আমাদিগের সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি বহু-ফল-শস্য-প্রসবিনী হইলেও সাগুদানার জন্য পরমুখাপেক্ষিণী। যাহাতে আমাদের দেশে বহুলরূপে এই বৃক্ষ রোপিত হয়, তজ্জন্য সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য। সাগু বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর। এই জন্য এক্ষণে এতদ্দেশে অনেক ধনবান ব্যক্তি সখ করিয়া স্ব স্ব উদ্যানে সাগুবৃক্ষকে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে যে বহুল ধনরত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ইচ্ছা করিলে সাগুবৃক্ষ দ্বারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই বৃক্ষ অতি অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শ্রীমঃ।

"বন্ধু শোকে"।

"There are crush'd hearts that will not break
And mine, methinks, is one;
Or thus I should not weep and wake
And thou to slumber gone."

জীবন প্রভাতে না উঠিতে বেলা,
কেন ভাই তুমি ভেঙ্গে দিলে খেলা,
তবে কি তোমার ভাল লাগিল না,
বিষাদেতে তাই যেতেছ চলে? ১

সংসার-চক্রের ঘোর আবর্ত্তনে
উঠা, নামা, বুঝি প'ড়ে গেল মনে,
হৃদয়ের ব্যথা ছুরাশা জ্বলনে।
বুঝিবা তোমায় লইল ছলে। ২

কলঙ্কের ছটা তিমির-আকারে
অথবা পশিল তোমার হৃদয়ে;
ছুটিয়া চলিলে উন্মত্ত হইয়ে,
হেরিবারে নিত্য সে শোভা রাশি। ৩

টুটে গেল তাই সংসার-বন্ধন,
রহিল পড়িয়া প্রিয় পরিজন,
বিন্দু প্রেম-স্রোতে হইয়ে মগন
আনন্দেতে আজ চলেছ ভাসি।

কিম্বা ইহা নয় মানসে আমার—
পাপপূর্ণ সংসারের ঘোর পাপাচার

প্রবঞ্চনা, দুঃখ জ্বালা অনিবার
ব্যথিত করেছে সরল প্রাণ। ৫

মনের মানস মানসে লুকায়,
সু আশা-কুসুম কোরকে শুকায়,
বিশাল জগৎ ভীম মরুপ্রায়,
তাই ভেঙ্গে দিলে বিষাদ-গান। ৬

যে বলে বলুক যাহা লয় প্রাণে—
অজ্ঞতা, মূর্খতা, ঘোর অভিমানে,
নিরাশ প্রণয়, অহো! ক্রুর মনে
পাপমতি লোকে কতই বলে! ৭

তোমার চরিত্র অতীব পবিত্র,
এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত সে চিত্র,
আজীবন তাহা রবে অবিকৃত
কালস্রোতে নাহি যাইবে চলে। ৮

দুর্ব্বল হৃদয় তাই দুঃখ করি
শত কথা যত একে একে স্মরি
উথলি নয়ন পড়ে অশ্রু বারি,
আর কিগো ভাই হইবে দেখা? ৯

শেষ দেখা যবে দেখিনু তোমায়—
মুখশশী ঢাকা দুঃখ নীলিমায়,
তখন নারিনু বুঝিবারে হায়!
এই ছিল তব কপালে লেখা। ১০

রহিল আকাশ শশাঙ্ক-শোভিত,
রহিল এ ধরা কৌমুদী-প্লাবিত,
বিহঙ্গমমুখে গীত সুললিত,
যা ছিল তখন এখন(ও) আছে। ১১

ফুটিতেছে ফুল এখন তেমন,
এখন বহিছে প্রাতঃসমীরণ,
সকলি রহিল যা ছিল তখন—
ফুরাল শুধুই তোমার কাছে। ১২

কাঁদেন জননী লুটায়ে ধরণী
ছেড়ে গেছে তাঁর হৃদয়ের মণি,
কাঁদিল না তব পাষাণ পরাণি,
স্নেহের আধার ভুলিতে যায়? ১৩

অশনি-শাসিত দগ্ধ তরু যথা,
দাঁড়ায়ে জনক মুখে নাহি কথা,
হৃদয়ে তাঁহার দিয়েছ যে ব্যথা—
জানাবেন বল সে দুঃখ কায়? ১৪

অতি যতনের ভাই ভগ্নী সবে
শুষ্ক মুখে আজ দাঁড়ায়ে নীরবে,
ব্যাকুল অন্তরে ভাবিছে কি হবে?
দাদা বিনা আর কিছু না জানে। ১৫

সরল অন্তরে কাতর প্রার্থনা
"দাদা কি আমার ফিরে আসিবে না?"
হে নিঠুর আর যেও না যেও না,
এতই কি সয় তোমার প্রাণে? ১৬

অথবা কেমনে করিবে ছেদন
নিয়তি-পাশের সুদৃঢ় বন্ধন
যাহাতে গ্রথিত অনন্ত জীবন—
অনন্ত জীবনে চলেছে ভাসি। ১৭

আমরা ত নহি স্ববশ স্বাধীন,
আসিয়াছি হেথা তাঁর আজ্ঞাধীন,
ইচ্ছাময়-ইচ্ছা হইবে যে দিন
কালের তরঙ্গ গ্রাসিবে আসি। ১৮

পরমেশ-পদে কাতর প্রার্থনা—
পূর্ণ হোক্ তব প্রাণের বাসনা,
পেয়েছ হেথায় অশেষ যন্ত্রণা,
সুখী হও গিয়ে অনন্ত ধামে। ১৯

ফেলিতে হবে না আর অশ্রুজল,
শোকে ম্রিয়মাণ হ'য়ে অবিরল,
তাঁহার চরণ করগে সম্বল,
প্রাণ বলি দিলে যাঁহার নামে। ২০

হতভাগ্য মোরা কি আর করিব?
দিনান্ত যখন তোমায় স্মরিব,
নিও দয়া করি স্মৃতি উপহার—
উষ্ণ শ্বাস আর তপ্ত অশ্রুধার।
"সমাগমাঃ সাপগমাঃ
সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম।"

মনোমোহন স্মৃতি।

পরলোকগত বাবু মনোমোহন ঘোষের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর জন্য রাজা হইতে কৃষক এবং মান্দ্রাজ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্ব-প্রদেশবাসিগণ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। বড় লাট ও ছোট লাট তাঁহার বৈধব্য-ব্রতধারিণী পত্নীকে শোকসূচক পত্র লিখিয়াছেন, অনেক সভা সমিতি ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র আসিয়াছে। নারীগণও এ সম্বন্ধে নীরব নহেন। বামারচনা-স্তম্ভে তাঁহাদের দুইটী শোকগাথা প্রকাশিত হইল। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রীগণের উদ্যোগে গত ১৬ই নবেম্বর বিদ্যালয়ের হলে একটী শোক-সভা হয়। মহামান্য বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। একটী শোক-সঙ্গীত হইয়া সভারম্ভ হয়, পরে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী বর্ণনা করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে অবধারিত হয়।

১। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্র-মোহন তর্করত্ন; সমর্থক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বিগত, বিগত ত্রয়োবিংশ বৎসরের অধিক কাল এই বেথুন বিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার সম্পাদকতা কালে ইহা নিম্নশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় হইতে উচ্চ শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে, বঙ্গমহিলাগণের উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক সেই মনোমোহন ঘোষ মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে এই সভা হৃদয়ের গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে, ইহা লিপিবদ্ধ করা হউক।

২। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজ-গোপাল গোস্বামী, সমর্থক কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির—তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সভা হইতে একখানি পত্র লেখা হউক ও তাহা লিখিবার ও প্রেরণ করিবার ভার বেথুন কলেজের লেডি প্রিন্সিপাল কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর উপর অর্পিত হউক।

৩। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা নাথ দাস—এই বেথুন বিদ্যালয়ের সংশ্রবে তাঁহার কোনও রূপ স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করা হউক, এবং এই চাঁদা সংগ্রহ করিবার ও

সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কিরূপ স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করা সুবিধাজনক তাহার মীমাংসা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হউক :—

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—সভাপতি।
কুমারী চন্দ্রমুখী বসু—সম্পাদিকা ও ধনাধ্যক্ষা।
কুমারী সুরবালা ঘোষ।
„ হেমপ্রভা বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
„ „ পরেশ নাথ সেন।
„ „ কালীপ্রসন্ন দাস—সহকারী সম্পাদক
„ পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন।
„ বাবু রসিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুমুদিনী খাস্তগির্।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগির বি এ এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন :—

ভারতের আজ অতিশয় দুর্ভাগ্য। স্বদেশবৎসল, দরিদ্রের বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ আর ইহ জগতে নাই। ভারতবাসী আজ তাঁহার শোকে কাতর, চারি দিকে তাঁহার জন্য হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। যাঁহার জন্য এতগুলি লোকের অশ্রুধারা বর্ষণ হইতেছে, তিনি আজ কোথায়? তাঁহার অমর আত্মা স্বর্গধামে বিশ্বদেবের অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আর তাঁহার পার্থিব অবশিষ্ট —দেহের ভস্মাবশেষ—জাহ্নবী-সলিলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। হায়! প্রিয়জনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার পার্থিব চিহ্ন রহিল—অগ্নিদগ্ধ শরীরের ভস্মরাশি! তাঁহার অমর আত্মা পুণ্যজ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া এই শোকতাপপূর্ণ দুঃখময় সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূরে গমন করিয়াছে। আজি এখানে প্রিয়জনের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছে, তাহা স্বর্গপথগামী আত্মার শ্রবণগোচর হইতেছে কিনা তাহা কে বলিবে? তাঁহাকে আকুল করিতেছে কিনা তাহাই বা কে জানে?

অমর আত্মার আগমনে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছে, দেবতাগণ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর। তাঁহার উপর অজস্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে। সংসার-তাপিত-আত্মা আজি বিশ্রাম লাভ করিল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ যে কেবল স্বকীয় প্রতিভায় এরূপ বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার হৃদয়ের সদ্গুণরাশি স্বদেশবাসীর মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি যেমন প্রতিভাবলে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার মনের উন্নত উদার ভাবগুলি স্বদেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আজ তাঁহার অভাবে এই শোকোচ্ছ্বাস। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে,পল্লীতে পল্লীতে, তাঁহার নাম

উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহার জীবন আলোচিত হইতেছে। প্রতি সংবাদপত্র আজ এই গভীর শোক-সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছে। তাঁহার বহুদূরস্থিত বন্ধুবর্গ, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এই শোচনীয় সংবাদ শ্রবণে যুগপৎ বিস্ময় ও শোকে অভিভূত হইতেছেন। বন্ধুর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য হয়ত তাঁহারা করিতে পারিলেন না, অন্তিম কালে সাক্ষাৎকার তাঁহাদের ঘটিল না, হয়ত প্রাণের অনেক বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল—তাঁহারা এক্ষণে অশ্রু-বিসর্জ্জন ভিন্ন কি করিতে পারেন?

আমাদের বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি বহুকাল এই বিদ্যালয়ের কমিটির সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহার উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার সদ্গুণরাশি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান ও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে এ স্থলে সমবেত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যালয় যে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যে প্রতিভাবলে তিনি দেশের একজন প্রধান বারিষ্টার হইয়া সুযশঃ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাল্যকালে সেই প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তৎপরে কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। যখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র, তখন মহর্ষি-দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আর্থিক সাহায্যে তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি সিভিল সর্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু হঠাৎ পরীক্ষার কতকগুলি নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়াতে এবং সংস্কৃতাদি ভাষার নম্বর কমাইয়া দেওয়ায় তিনি উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান স্বরূপ হইল। তৎপরে তিনি আইন অধ্যয়নে রত হইলেন, এবং বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দরিদ্র এবং বিপন্নের সাহায্যের নিমিত্ত বারিষ্টারের সৃষ্টি। মনোমোহন দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের সাহায্য, এবং ন্যায়ের রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্যই যেন এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। নিপীড়িত ব্যক্তিদিগকে এবং অসহায় দরিদ্রগণকে অবিচার ও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করা তাঁহার জীবনের প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি অবিরত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কত দরিদ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং কত দুঃখীকে সান্ত্বনা দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি দেশের সমুদায় সৎকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। জাতীয় মহাসমিতির তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত বার বর্ষ

চিরস্থায়ী সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কেহ স্বপ্নেও একবার মনে করে নাই যে, এ সম্পর্ক এত শীঘ্র কালের কুঠোর আঘাতে ছিন্ন হইবে। হায়! এ সংসারে সকলই অস্থায়ী!

তিনি স্বীয় অধ্যবসায়, বিদ্যাবুদ্ধি ও অন্যান্য সদ্গুণরাশি দ্বারা যেমন জনসাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তেমনি আপন গৃহে নিঃস্বার্থ ও সস্নেহ ব্যবহার দ্বারা পরিবারবর্গের অকৃত্রিম গভীর স্নেহ ও ভালবাসা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল মনোমোহন গৃহে সকলের প্রিয় ছিলেন। অতি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত ছিল না। তিনি সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্যে ও সস্নেহ ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রীত করিতেন এবং কোন প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতে পারিলে আনন্দিত হইতেন। মাতৃভক্তি তাঁহার চরিত্রকে অধিকতর সুন্দর করিয়াছিল। মহৎ লোকদিগের জীবনী পাঠে দেখা যায় যে, মাতৃভক্তি তাঁহাদের চরিত্রের একটী প্রধান গুণ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। আজীবন তিনি মাতৃদেবীকে পূজা করিয়া আসিয়াছেন। মাতার সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। মাতার জন্য কৃষ্ণনগরে বহু অর্থব্যয়ে একটী বাড়ী করাইয়াছেন। তথায় সপরিবারে গমন করিয়া সর্ব্বদা মাতৃচরণ দর্শন করিতেন। মাসে অন্ততঃ একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বকার্য্যে মাতার পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ লইতেন। কখনও মাতৃবাক্যের অন্যথা করিতেন না। শুনিয়াছি, অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি মাতৃ-আদেশে "উইল" করিতে বিরত ছিলেন। আমাদের দেশে এই সংস্কার আছে যে, "উইল" করিলে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। তিনি মান্দ্রাজে পুত্রের নিকট গমন করিবেন স্থির করিয়া মাতৃদেবীর আশীর্ব্বাদগ্রহণ মানসে কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন। তথায় বিগত ২৭ই অক্টোবর শনিবার মাতৃক্রোড়েই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। এত শীঘ্র তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইবেন, তাহা একবারও কেহ ভাবে নাই। প্রিয়জন-হৃদয়-বিদারক যম যে অলক্ষিত ভাবে নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। পরিবারবর্গ শোকাকুল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। আজি সমুদায় বঙ্গবাসী সেই স্বর্গগত মহাত্মার পরিবারের সহিত ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা এই শোকের উপশম করুন।

এক একটী করিয়া ভারতের সুসন্তানগুলি অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতেছেন। তাঁহাদের অভাবে ভারতবর্ষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। এই অত্যাচার-নিপীড়িত, বিজেতৃ-পদ-দলিত, ভারতে আশার ক্ষীণালোক স্বরূপ হই একটী

মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে লুক্কায়িত হয়েন। দুর্ভাগ্য ভারতবাসী তাঁহাদের জন্য শুধু শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের আর কি করিবার সাধ্য আছে?

জলবায়ুর বিভিন্নতা।

পৃথিবীর কোনও দেশ উষ্ণ, কোনও দেশ শীতল, কোনও দেশ মধ্যবিধ, আবার এক দেশের এক স্থান যেরূপ উষ্ণ বা শীতল, অন্য স্থান সেরূপ নয়, এ সকলের কারণ উত্তাপের তারতম্য। এই উত্তাপের তারতম্যের কারণ একটী নহে, অনেকগুলি, পরে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ সকলেরই জানা উচিত যে, সূর্য্যই পৃথিবীর সকল উত্তাপের আকর। এই সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলের উপরে, অর্থাৎ বিষুবরেখা নামক যে বৃত্ত* পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে পূর্ব্ব পশ্চিমে কোমরবন্ধের মত আছে, তাহার উত্তরে ২৩॥ এবং দক্ষিণে ২৩॥, মোট ৪৭ (ডিগ্রী) অংশ বা প্রায় ৩২৫০ মাইল। এই গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তরসীমা কর্কটরেখা ও দক্ষিণ সীমা মকররেখা বা সংক্রান্তি। সাধারণ নিয়ম এই—বিষুবরেখার উপর সূর্য্যোত্তাপ অধিক পতিত হয় বলিয়া তদন্তর্গত স্থানগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ, আর যে সকল স্থান এই রেখা হইতে যত দূরবর্ত্তী, সে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত ততই শীতল। সুমাত্রা, বর্ণিও, সেলিবিস, আফ্রিকার গিনি প্রদেশের দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডার, এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণপ্রধান স্থান। ভারত বিষুবরেখার অনেক নিকটবর্ত্তী বলিয়া উষ্ণ, তবে ইংলণ্ড দূরবর্ত্তী বলিয়া শীতল। ইহাও একটী সাধারণ নিয়ম যে, এক অক্ষাংশের অন্তর্গত সকল স্থানের উষ্ণতা একরূপ। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যদি একজাতীয় দ্রব পদার্থে পূর্ণ হইত অথবা ঠিক এক প্রকার প্রস্তরে আবৃত হইত, তাহা হইলে এই সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিত। কারণ এক অক্ষাংশস্থিত সকল স্থানের উপর সূর্য্য কিরণ একইভাবে পতিত হইত এবং তাপ শোষণ ও বিকিরণের ক্ষমতা সকল স্থানেরই একরূপ হওয়াতে সকল স্থানের জলবায়ু এক প্রকারই হইত। কিন্তু দেশের জলবায়ু পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি সমবায় কারণ আছে, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—(১) ভূমির উচ্চতা, (২) সমুদ্রের সান্নিধ্য বা তাহা হইতে দূরাবস্থান, (৩) ভূমিতলের গড়ানিয়া বা বৈষম্য ভাব, (৪) পর্ব্বতশ্রেণীর স্থিতি ও বিস্তারের প্রণালী;

* পৃথিবীর উপরে বাস্তবিক কোনও রেখা অঙ্কিত নাই। বোধ সুলভার্থে ম্যাপ বা ভূচিত্রের উপর এই কল্পিত রেখা সকল অঙ্কিত করিয়া ভূগোলবিদ্‌গণ ভূগোল শিক্ষা দিয়া থাকেন।

(৫) ভূমির প্রকৃতি, (৬) ভূমির চাষ-আবাদ, (৭) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ুর প্রাবল্য।

সমুদ্র হইতে উচ্চতা নিবন্ধন দেশের জলবায়ুর অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। আমরা যত উর্দ্ধে উঠি, বায়ু ততই শীতল হয়, এই জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলেও অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখর সকল চির-নিহারাবৃত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের নিম্নোচ্চতা নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন অক্ষাংশে চিরনিহার-রেখা (perpetual snow-line) যেরূপ হয়, তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

উত্তর গোলার্দ্ধ।

স্থান	উত্তর অক্ষাংশ	চির-নিহার-রেখা	
আইসলাণ্ড	৬৫ ডিগ্রী	৩১০০	ফিট
কামস্কাটকা	৫৬-৬০	৫২০০	,,
আল্পে পর্ব্বত	৫০	৫০০০	,,
আরস	৪৬	৮৮০০	,,
পিরেনিজ	৪২-৪৭	৯০০০	,,
সিসিলি-এটনা	৩৭-৩০	৯৫০০	,,
হিমালয় (উত্তর ভাগ)	৩১	১৬,২০০	,,
ঐ (দক্ষিণ)	৩৬	১৬,০০০	,,
মেক্সিকো	১৯	১৪,৮০০	,,
আবিসিনিয়া	১৩-১৫	১২,১০০	,,
দক্ষিণ আমেরিকা			
পুয়েস আয়ের গিরি	২-১৮	১৫,৪০০	,,

দক্ষিণ গোলার্দ্ধ। *

স্থান	অক্ষাংশ	চির-নিহার-রেখা
মাগেলান প্রণালী	৫৩-৫৪ ডিগ্রী	৩৭০০
চিলি আন্দিস	৪১-৪৪	৬০০০
,, পার্টিলো পাস	৩৮	১৪৭০০
বলিবিয়া আন্দিজ	১৪৩০-১৮	১৫৮৫০
আন্দিজ-কুইটো	০-১॥	১৫৮০০
কুইটো	১	১৫৮০০

সমুদ্র জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের আর একটী কারণ। এক অক্ষাংশস্থিত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দ্বীপ ও প্রদেশ সকল সেই অক্ষাংশস্থ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কম শীত গ্রীষ্ম ভোগ করে অর্থাৎ সমুদ্রতীরস্থ গ্রীষ্মমণ্ডলের স্থান অপেক্ষাকৃত শীতল এবং হিমমণ্ডলের স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ভূমির ন্যায় সমুদ্র উত্তপ্ত হয় না এবং সমুদ্রের মৃদুল হিল্লোল তীরস্থ দেশকে শীতল করে। শীতকালে ঠিক ইহার বিপরীত হয়, স্থল অপেক্ষা জল উত্তাপ অধিকক্ষণ রক্ষা করিতে সমর্থ, এজন্য সমুদ্রতীরস্থ দেশে শীত কম হয়। আয়র্লণ্ড সাগরমধ্যস্থ দ্বীপ। হিডেলবর্গ অপেক্ষা ৪ অংশ উত্তরে থাকিলেও উভয়ের গড় বাৎসরিক উত্তাপ প্রায় সমান। আবার আয়র্লণ্ড শীতকালে ৩ ডিগ্রী অধিক উষ্ণ থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ৫ ডিগ্রী অধিক শীতল হয়। কেবল সূর্য্যোত্তাপ যে গ্রীষ্মের কারণ নহে। তাহা যত সরল রেখায় পড়ে, ততই উষ্ণতার কারণ হয়; যত বক্ররেখায় পড়ে, তত তাহার তেজ মন্দীভূত হয়। এই জন্য কোনও দেশ গড়ানিয়া হইলে কম উত্তপ্ত হইবে। পার্ব্বত্যদেশে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। আন্দিজ পর্ব্বতের ঠিক মাথার উপর সূর্য্য থাকিলেও পর্ব্বত-পার্শ্ব গড়ানিয়া বলিয়া ইউরোপের মত

তাহার মন্দতাপ, আর আল্পস পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে সূর্য্যকিরণ সরল রেখায় পতিত হওয়াতে তথায় সাহারা মরুভূমির দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়।

পর্ব্বত সকল বায়ুপ্রবাহের সহায়তা বা প্রতিবন্ধকতা করে এবং বায়ুমণ্ডলের বাষ্প ঘনীভূত করিয়া ফেলে, এজন্য তাহাদের দ্বারা জলবায়ুর অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ঘাট পর্ব্বত দক্ষিণানিল প্রবাহের সহায়তা করে, হিমালয় তাহা উত্তরে অগ্রসর হইতে দেয় না।

ভূমির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উত্তাপ শোষণ ও বিকিরণ করে। বালুকাময় ও কঙ্করময় ভূমি এবং অন্য মৃত্তিকা এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নরূপে কার্য্য করে, এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের শীতাতপ ভিন্ন ভিন্নরূপ হয়।

যে দেশে বহুকাল হইতে আকাট জঙ্গল আছে বা যাহা জলাভূমির দ্বারা আবৃত, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া জলনির্গমের পথ করিলে জলবায়ুর অনেক পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইবে। জলাভূমি বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া ভূমির তাপ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধন করে এবং জঙ্গল সকল সূর্য্যোত্তাপ রোধ করিয়া ও অধিক বৃষ্টিপাতের কারণ হইয়া জলবায়ুর পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অরণ্য সকল বায়ুকে শীতল করে এবং শীতপ্রধান দেশে উহাই শীতল বায়ুপ্রবাহে ভূমির তাপ-হরণ নিবারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ুপ্রবাহ আছে, যেমন ভারত মহাসাগরে মনসুন বা বাণিজ্যবায়ু, চিনে টাইফুন, আফ্রিকায় হার্মাটান, সাইমুম ও সিরক্কো, স্পেন, ইটালী সিসিলিতে সালানো— এ সকল দ্বারাও জলবায়ুর অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সমুদ্র-গঙ্গা অর্থাৎ যে জল-প্রবাহ সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে, তাহাদ্বারা গ্রীষ্মদেশের সমুদ্রে হিমমণ্ডলের শীতল জল এবং হিমমণ্ডলের সমুদ্রে গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণ জল প্রবাহিত করে, ইহাতেও তীরস্থ দেশ সকলের জলবায়ুর প্রভূত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

জাতীয় মহাসমিতি।

জাতীয় মহাসমিতি ভারতের একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, সন্দেহ নাই। ভারতে কোন্ যুগে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, মারহাট্টা, রাজপুত, আসামী, বিহারী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, পারসী সাধারণের হিতকর বিষয় আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন? আজি ১২ বৎসর কাল এই সম্মিলন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, বর্ষে বর্ষে ইহা এক একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। জাতি সকলের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব সত্বেও সাধারণ উদ্দেশ্যে সকলে এক। এক জাতি অন্য জাতিকে

সমাদর করিয়া, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের মহৎ লোকদিগকে সম্মাননা করিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা ও প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন। দেশের হিতসাধন মহাযজ্ঞে কত লোক কত অর্থ, স্বার্থসুখ, মান অভিমান আহুতি দিতেছেন! পরাধীন পতিত ভারতীয়দিগের পক্ষে ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? কোন্ দেশহিতৈষী ব্যক্তি এরূপ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত দর্শনে পুলকিত না হন এবং ইহার জন্য মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা না করেন?

মহা-সমিতি যে সম্ভব হইয়াছে, তাহার মূলে দেখা যায় কয়েকটী দেশহিতব্রতী লোকের প্রাণপণ যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। যেখানে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সেখানে অলক্ষিতভাবে ভগবানের সহায়তা লাভ হয়। কয়েকটী ইংরাজ ইহার সহিত যোগ দিয়া ইহার সুব্যবস্থা, ইহার কার্য্যবিস্তার এবং ইহার গৌরব বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়াছেন। অনেকগুলি সহৃদয় ধনী লোক ইহার অর্থাভাব পূর্ণ করিয়াছেন। বড় বড় শাসনকর্ত্তা ইহার উন্নতি দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ইহার বিলোপের চেষ্টা করিয়াও পরোক্ষভাবে ইহার প্রভূত উন্নতির কারণ হইয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিগণের একত্র সম্মিলনে আনুষঙ্গিক সামাজিক ধর্ম্মিক সাহিত্যাদি বিষয়েরও পরস্পর আলোচনা ও উৎসাহ দানের পথ হইয়াছে।

সমিতির কার্য্যারম্ভ আনন্দকর ও আশাপ্রদ হইলেও ইহা আরম্ভ মাত্র। এখনও সমিতি পরীক্ষাধীন রহিয়াছে, ইহার স্থায়িত্ব ভবিষ্যতের গর্ভে। সমিতির জীবননাশের বা অধোগতির কারণ রাজপুরুষ বা স্বদেশীয় বিদেশীয় শত্রুপক্ষের গ্লানি নিন্দা, প্রতিবাদ ও বিপক্ষতা নহে, কিন্তু যাঁহারা ইহার কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের যত্নের শিথিলতা, আলস্য, সঙ্কীর্ণতা, নৈতিক দুর্ব্বলতা এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও অসম্মিলন। সমিতির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিতেছে এবং তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট না হইলে এমন শুভ মহদনুষ্ঠানটী বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া পড়িবে, সর্ব্বদা এই আশঙ্কা হয়। সমিতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য যে উপাদানগুলি আবশ্যক, তাহার বিশেষ চিন্তা ও সমালোচনা কর্ত্তব্য;—

জাতীয় মহা-সমিতির হিতৈষী কোনও ব্যক্তি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন সমিতির আগামী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন:—

(১) ভারতবাসীদিগের একটি জাতীয় পোষাক, অন্ততঃ মস্তকাবরণ থাকা বাঞ্ছনীয় কি না?

(২) জাতীয় ভাষার জন্য আন্দোলন করা উচিত কি না?

(৩) ভারতবর্ষের কোনও কেন্দ্রস্থলে জাতীয় সমিতির একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ বাঞ্ছনীয় কি না?

(৪) যুবকদিগকে প্রতিযোগিতার পরীক্ষার্থ ইংলণ্ডে অথবা প্রয়োজনীয় শিল্পাদি শিক্ষার্থ অন্য স্থানে প্রেরণ জন্য একটী জাতীয় ধনভাণ্ডার সংস্থাপন বাঞ্ছনীয় কি না?

(৫) গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে রাজনৈতিক সভায় আসিতে দিবার জন্য অথবা জাতীয় সমিতিতে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইতে দিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা বাঞ্ছনীয় কি না?

প্রথমতঃ- পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির বিশেষ জাতীয় পরিচ্ছদ আছে, একা থাকাতে জাতীয়ত্ব অনেক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়া একজাতীয় লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভারতে এরূপ হয়, বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ কতদূর সম্ভব হইবে বিবেচ্য। বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ নাই বলিলেই হয়, এ জন্য বাঙ্গালী যে কোনও পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু শিখ, মারহাট্টা, পার্সী, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, ও মুসলমান কি সহজে আপনাপন বহুকাল-পরিহিত পোষাক ছাড়িয়া এক নূতন পোষাক পরিতে সম্মত হইবেন? এরূপ আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা এখন অসাময়িক হইবে এবং সম্মিলনের পরিবর্ত্তে আত্মবিচ্ছেদ আনয়ন করিবে। সকল ভারতীয় জাতির পরিচ্ছদের একটী সাধারণ ছক বাহির করিয়া যদি দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাহা জাতীয় পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। মস্তকের টুপী কেবল একরূপ করিলে নববেশ প্রবর্ত্তনেচ্ছুর কতক সাধ মিটিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলী এক আকারের না হইলেও পাঁচে মিলিয়া এক হস্তের কার্য্য করে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকারের থাকিয়াও কি ভারতের জন্য সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতে পারেন না? পদ্মের এক বা দুই তিন পত্র অপেক্ষা শতদল হইলে তাহাতে কি শোভা বৃদ্ধি হয় না? তবে মূলবন্ধন একটী চাই।

দ্বিতীয়তঃ—ইংরাজী ভাষা মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া জাতীয় সম্মিলন সম্ভব হইয়াছে, নতুবা জাতীয় কোনও ভাষায় ভারতীয় এত লোক পরস্পরে পরস্পরের সহিত আলাপ ও হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। লোকীয় সমিতির জাতীয় ভাষা কালে সম্ভব হইলেও বর্ত্তমানে তাহা কোনরূপেই সম্ভব নহে এবং তাহার চেষ্টায় পণ্ডশ্রম হইবে। এ জন্য অপেক্ষা চাই।

তৃতীয়তঃ—ভারতের কোনও কেন্দ্রস্থলে জাতীয় সভার একটী গৃহনির্ম্মাণ নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এত দিন জাতীয় সমিতির সুসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার এবং ইহার সপক্ষে সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল, এজন্য ইহা চলৎ-বিদ্যুর ন্যায় এক এক বর্ষে এক এক প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছে, এবং তাম্বু ফেলিয়া বহু পাক্ষাক করিয়া আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে। কিন্তু অনন্ত

কাল সেরূপ চলে না। স্থায়ী কোনও অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহার নাম ও ধাম উভয়ই চাই। জাতীয় সমিতির নাম হইয়াছে, কিন্তু ইহার ধাম স্থির হয় নাই। কোথায় কাহার মতে তাহা করিতে গেলে স্থান বিশেষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শিত হইবে এবং অন্য দেশবাসীদিগের ঈর্ষা দ্বেষের কারণ হইবে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন ইহার ধাম আবশ্যক নাই বলিয়া বরং ইংলণ্ডে হওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতির বা কোন কি জাতীয় বিষয়ের কথা নহে এবং সেখানে নেতৃস্থানীয় লোকদিগের নিত্য সমবায় কি কখন সম্ভব? জাতীয় সমিতির শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া এ বিষয়ে ভারতবাসীদিগকে উদার হইতে হইবে এবং যে স্থান সর্ব্বপ্রদেশের লোকের পক্ষে সুবিধাজনক অথচ কার্য্য সাধনের অধিক উপযোগী সেই স্থান মনোনীত করিতে হইবে। জব্বলপুর বা প্রয়াগ ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের এরূপ কেন্দ্রস্থল, কিন্তু রাজধানী কলিকাতা বা বোম্বাই কার্য্য সাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সমিতির প্রাণস্বরূপ হইয়া কতকগুলি লোক নিরত চিন্তা ও কার্য্যপরিশ্রম দ্বারা ইহার সহায়তা করিতে পারেন, সেই স্থানই কেন্দ্ররূপে নির্দ্ধারিত হওয়া শ্রেয়স্কর। ভৌগোলিক কেন্দ্র যথার্থ কেন্দ্র নহে।

স্থায়ী ধামের সঙ্গে সঙ্গে ইহার স্থায়ী কর্ম্মচারী ও নিয়মপ্রণালী আবশ্যক। ইহার সভাপতি, সম্পাদক ও আফিস স্থির হইলে ইহার স্থায়ী কার্য্যের ব্যবস্থার সম্ভাবনা, নতুবা ইহা শূন্যে উড্ডীয়মান বস্তুর ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া শূন্যে বিলীন হইবে। সভাপতি ও সম্পাদক সুনির্ব্বাচিত হইয়া অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইলে তাঁহারা সমিতিকে সুগঠিত, বলশালী ও কার্য্যকর করিতে পারেন।

কেন্দ্রস্থলে সমিতির অধিবেশন ৩ বা ৫ বৎসর অন্তর হইতে পারে। কিন্তু প্রাদেশিক স্থায়ী শাখাসমিতি সকল সেই সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হওয়া চাই এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধি সংগ্রহ লইয়া বর্ষে বর্ষে তাহার অধিবেশন নিতান্ত আবশ্যক। প্রদেশীয় সমিতি সকল দ্বারা স্থানীয় অভাব পূর্ণ হইবে এবং মূল সমিতি দ্বারা সর্ব্বসাধারণ প্রয়োজন সাধনের উপায় হইবে। এইরূপ মূল ও শাখাসমিতি সকল যদি নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে পারেন, জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সাধিত হইতে থাকিবে।

চতুর্থতঃ—জাতীয় ধনভাণ্ডার সংস্থাপন অনেক কারণে আবশ্যক এবং ইতিমধ্যে তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে। এরূপ ধনভাণ্ডার করিতে গেলে সাধারণের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন ট্রষ্টী নিয়োগ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; নতুবা লোক বিশ্বাস করিয়া টাকা দিবে না এবং যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহার উপযুক্ত রক্ষা ও সদ্ব্যবহার হইবে না। জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে একদিকে জাতীয় সমিতির কার্য্য

সকল নির্ব্বাহ হওয়া চাই এবং সেই কার্য্য সকল ক্রমেই বিস্তৃত করিতে হইবে। দেশবাসীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিধান এবং দরিদ্রতা নিবারণ প্রভৃতি অনেক জাতীয় প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়েরও সহায়তা হইতে পারে। জাপান গত ৩০ বৎসর কতকগুলি যুবককে আমেরিকা ও ইউরোপে সুশিক্ষিত করিয়া এক গণনায় জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে, জাপান গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ভারতীয় যুবকদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষিত করিতে পারিলে ভারতের সকল অভাব মোচন হইতে পারে। দূরবর্ত্তী আমেরিকা ও ইউরোপে যেমন, নিকটবর্ত্তী জাপানেও সেইরূপ বর্ষে বর্ষে যুবকদল প্রেরিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এ ব্যয় দিতে সম্মত হইবেন না। জাতীয় সমিতি উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক এ কার্য্য সাধন করিতে পারিলে জাতীয় মহোন্নতির সহায় হইবেন।

পঞ্চমতঃ—গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে জাতীয় সভায় আনিবার জন্য আপাততঃ তত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে লর্ড ল্যান্সডাউনের গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সমিতিতে কাহাকেও যাইতে নিষেধ করেন নাই—করিবেনও না। তবে সমিতির প্রতি রাজপুরুষদিগের ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগ সমিতির কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করিবে। সমিতির নেতৃগণ যদি ইহাকে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের উপায় বলিয়া সভ্যজগতের নিকট প্রতিপন্ন করিতে পারেন এবং রাজভক্তিসহ ধীরভাবে ইহার কার্য্য চালাইতে সমর্থ হন, রাজপুরুষদিগের বিরাগের পরিবর্ত্তে অনুরাগ সহজে আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা স্বয়ং ইহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবেন। তখন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিনিধি পাইবার কোনও অন্তরায় হইবে না।

আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে এই জাতীয় সমিতির অভ্যুত্থানের জন্য ধন্যবাদ করি এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি ইহাকে সুনিয়মিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠিত করিয়া ইহা দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।

বুদ্ধের জ্ঞান পরীক্ষা।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব যখন জিতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন উজ্জ্বল-মুখ-জ্যোতি, তুষার-শুভ্র-পরিচ্ছদধারী এক দেবতা ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন এবং বুদ্ধদেব সে সকলের সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরম পরিতুষ্ট করেন। তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

দেব—সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধার তরবার

কি? মারাত্মক বিষ কি? মহাভয়ঙ্কর অগ্নি কি? এবং ঘোরান্ধতম রজনী কি?

বুদ্ধ—একটী রূঢ় বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধার তরবার, লোভ মহা মারাত্মক বিষ; প্রবৃত্তি মহাভয়ঙ্কর অগ্নি, এবং অজ্ঞানতা ঘোরান্ধতম রজনী।

দেব—কে সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্ এবং কে বা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত? অভেদ্য বর্ম্ম কি? সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র কি?

বুদ্ধ—যিনি অপরকে দান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্। যিনি অন্যকে কিছু না দিয়া অপরের দান গ্রহণ করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত। ধৈর্য্য অভেদ্য বর্ম্ম, জ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র।

দেব—সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর চোর কে? সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন কি? স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে মহাবলশালী কে? নিরাপদ ধন ভাণ্ডার কি?

বুদ্ধ—কুচিন্তা ভয়ঙ্কর চোর, ধর্ম্মই মহামূল্য রত্ন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে মহাবলশালী আত্মা, এবং অমরত্ব নিরাপদ ধনভাণ্ডার।

দেব—সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু কি? সর্ব্বাপেক্ষ ঘৃণার বস্তু কি? সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর যাতনা কি? সর্ব্বাপেক্ষা সুখভোগই বা কি?

বুদ্ধ—পুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু, পাপ তেমনি ঘৃণার বস্তু; আত্মগ্লানি মহাভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, মুক্তিই পরম সুখ।

দেব—সংসারে কিসে সর্ব্বনাশ করে? কিসে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটায়? মহা-ভয়ঙ্কর জ্বর কি? সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক কে?

বুদ্ধ—অজ্ঞানতাই সংসারের সর্ব্বনাশ করে। হিংসায় ও স্বার্থপরতায় বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটায়। দ্বেষ মহাভয়ঙ্কর জ্বর এবং বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক।

তখন দেবতা বলিলেন "আমার আর একটী সংশয় আছে, তাহার অপনোদন করুন। সে বস্তু কি যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না—জলে বিকৃত হয় না—বাতাসে নষ্ট হয় না—এবং যাহা বিশ্ব-সংসারকে পবিত্র করে।"

ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন "ইহা আশীর্ব্বাদ। সৎকার্য্য করিয়া মানব যে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, অগ্নি, জল, বায়ু তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়।"

ভগবান্ বুদ্ধের মুখে অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতা মহা আনন্দে পূর্ণ হইলেন। তিনি করযোড়ে ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ।

আবার ভারতে কেন হাহাকার রবে ধায়,
বিশ কোটি প্রাণ আজ কাঁদিতেছে কার তরে?
তবে কি সে কাঁচাসোণা আমাদের কোহিনুর
সুখের স্বপন ভেঙ্গে চলে গেছে সুরপুর।

কাঁদাইয়া জননীরে, কাঁদাইয়া পরিবার,
সোণার সংসারে কেন তুলিলে এ
হাহাকার ?
কি জানি কি দেখে আজ একক্ষণে দিয়ে ফাঁকি
অকালেতে অকস্মাৎ মুদিলে যুগল আঁখি ?
ভাসিছে অবলা-কুল অকূল পাথারে পড়ি,
নিরাশ্রয় তৃণ সম বিহনে আশ্রয়-তরী !
সহায় সম্বলহীন দুর্ব্বল কাঙ্গাল যারা,
কোথায় দাঁড়াবে আজ কার পানে চাহি
তারা ?
হারাবে হিতৈষী জনে চির জনমের তরে,
শিরে হানি করাঘাত কাঁদিতেছে কত নরে !
তোমায় মহাসমিতি হইল যে অঙ্গহীন,
কে পুরিবে সে স্থান শূন্য রবে চিরদিন !
তোমার দেশের কথা নাহি হবে বিস্মরণ,
গুণের সুধামী তুমি শিরোমণি মনমোহন !
কত যে গুণের তুমি ভাবে প্রকাশিতে নারি,
তোমার গুণ-চরিত্র কি মধুর বলিহারি !
যত দিন রবে ক্ষিতি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
গাইবে মোহন গুণ ভারতে সুকবি যারা !
খাটিয়ে দেশের লাগি এ দেহ করিলে পাত,
কে জানিত হবে আজি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ?
অঙ্গার সোণার অঙ্গ পূত জাহ্নবীর তীরে,
নিরখিয়ে কত নারী ভাসিতেছে অশ্রুনীরে !
অবশ হইল কর—লেখনী চলে না আর,
মুখেতে না সরে বাণী, প্রাণ করে হাহাকার !
শান্ত দেব নিত্য ধামে লভিতে বিশ্রাম-সুখ,
আঁকিয়ে স্মৃতির পটে হেরি ও
পবিত্র মুখ !
বসেছে দেবতাপাশে মণিময় সিংহাসনে,
সাজাবেন স্নেহময়ী কত রত্ন আভরণে !
গাঁথিয়ে অপূর্ব্ব হার নন্দনের পারিজাতে
পরাবেন বিশ্বমাতা তব গলে নিজ হাতে !
জরা মৃত্যু নাহি সেথা—চির বসন্তের ভূমি,
পুণ্যময় স্বর্গধামে গিয়েছ হে দেব তুমি !
অসার অনিত্য যত বিলাস বাসনা ভোগ,
এ সকল পায়ে ঠেলি লভিয়াছ নিত্য যোগ !
জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক সূত্রে বাঁধা আজ,
এ হেন স্বর্গীয় দৃশ্য নাহি মিলে বিশ্ব-মাঝ !
দেবের দুর্লভ সেই পরম পবিত্র ধাম
পাইয়াছ ভাগ্যগুণে হইয়াছ সিদ্ধকাম !
ভারতের ভাবী বংশ গাহিবে সুনাম তব
কোটি কণ্ঠে চিরদিন তুলি তান নব নব !
সার্থক জনম তব সফল জীবন ভবে,
তব নাম ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় রবে !!
শ্রীচঃ।

মতি মালা।

১। পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ।
২। যে প্রেম করে, তাহারি জীবন ধন্য।
৩। অভক্ত শীঘ্র, অভক্ত কাল-
হরণং।
৪। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রেম কর।
৫। শত্রুকে ভালবাস।
৬। যে ক্ষমা করে, সে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ
করে।

৭। প্রেমদ্বারা অন্যের প্রেম আকর্ষণ করা যায়।

৮। আহারের জন্য জীবন নয়, জীবনেরই জন্য আহার।

৯। ক্ষুধার্ত্ত শত্রুকে আহার দেও, তৃষ্ণার্ত্ত শত্রুকে জল দাও।

১০। পরোপকারের জন্য সাধু লোকের জীবন।

১১। "না" বলিতে সাহস কর।

১২। মৃত্যু সাধুদিগের বন্ধু, দুষ্ট লোকের নিকট উদ্যত বজ্র।

১৩। অন্যের গুণের প্রশংসা কর, এবং আপনার দোষ অনুসন্ধান কর।

১৪। পিতৃহীনের পিতা হও, মাতৃহীনের মাতা হও।

১৫। বাক্য কথন রৌপ্য, মৌনিতা স্বর্ণ।

১৬। পর-দুঃখের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু কোটী স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান।

১৭। পাপীর পাপ যত ঘোরতর, ততই ধার্ম্মিকের কার্য্যের অবসর

১৮। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।

১৯। অপচয় করিও না, অভাবে পড়িও না।

২০। প্রেমে ও বিশ্বাসে অভেদ, চিন্তা ও কার্য্যে প্রভেদ।

২১। সকল ঘটনাই সমবেত হইয়া ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কল্যাণ বর্দ্ধন করে।

২২। বিবেকের স্থান ফলাফল চিন্তার উপরে।

২৩। প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ভীরু।

২৪। প্রত্যেক বস্তুর জন্য স্থান রাখ এবং প্রত্যেক বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখ।

২৫। প্রাণপণে সত্য রক্ষা কর।

২৬। সত্য যদি ছুরিকার মত কর্ত্তন করে, তথাপি তাহার সঙ্গ ছাড়িও না।

২৭। যে মনুষ্য যত সরল, সেই তত মহৎ।

২৮। পাপ স্বীকার পাপব্যাধি আরোগ্যের উপায়।

২৯। "এখন" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময়।

৩০। সত্য সর্ব্বশক্তিমান্।

৩১। দৈনিক উন্নতিই জীবন।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফারীণ হাঁসপাতালের কলিকাতাস্থ বাটীটী যুবক খৃষ্টান সমাজকে বিক্রয় করা হইয়াছে। এত শীঘ্র ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মতি-পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

২। খৃষ্টের জন্মের ৮০০ আট শত বর্ষ পূর্ব্বে চীনদেশে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

৩। গত বৎসর বঙ্গদেশে ৫৩০ টী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২৪৭৯৭৭৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

৪। দুর্ভিক্ষের জন্য এবারকার শোণপুর মেলায় লোকসমাগম কম হইয়াছে।

৫। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বাবু জগদীশ-চন্দ্র বসু যেমন লণ্ডনে, তেমনি প্যারিসে

নগরে স্বীয় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেখাইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৬। ফরাসীদেশের মাদাম ক্রয়াউ নাম্নী স্ত্রীলোক, স্বামিঘাতিনী বলিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ হন। সম্প্রতি তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে ষোল হাজার টাকা পাইয়াছেন।

৭। গত নবেম্বরে ইংলণ্ডের চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী হইতে ৯ জন মহিলা মিসনরী ধর্ম্ম-প্রচারার্থ কলিকাতায় আসিয়াছেন।

৮। খান্দেশের জীবাই নামক বাজারে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিরা তিন জন বেনিয়াকে ধরিয়া পোড়াইয়া বাজার লুণ্ঠন করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা প্রচার ও চিকিৎসা কার্য্যে ৭৭০ জন স্ত্রী-মিসনরীর ব্যয় বহন করিতেছেন।

বামারচনা।

নিরাশ প্রণয়।

তোমারি চরণে সখা
　　সঁপেছিনু এ জীবন,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুখ তরে
　　করিলে তা বিসর্জ্জন!
চরণে দলিয়া আহা
　　ফেলে দিলে পঙ্কমাঝে,
কর্দ্দম মণ্ডিত প্রাণে
　　মুদিনু নয়ন সাঁঝে।
পর দিন ঊষা রাণী
　　সোণার কমল হাতে
স্নেহভরে আঁখিজল
　　মুছিয়া বুলা'ল মাথে।
চোক মেলে চেয়ে দেখি
　　কোথায় দেবতা মম,
সকলি ফুরায়ে গেছে
　　নিশার স্বপন সম।
ভগন হৃদয় লয়ে
　　চলিলাম ধরা-মাঝে,
ঢেলে দিব ক্ষুদ্র প্রাণ
　　কেবল পরের কাজে।
জানি না ভবিষ্য মম
　　চাহি না ক' সুখ আর,
কত শান্তি পাব নাথ
　　ছাড়িয়া পাপ সংসার!
তবু কেন তোমা তরে
　　কাঁদে এত এ পরাণ?
ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে আরো
　　হ'য়ে যায় শত খান!!
আশা আছে ও হৃদয়ে
　　আবার হইবে মোর,
আবার একত্রে দোঁহে
　　বাঁধিব জীবন-ডোর।

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।
তাজাবাড়ী।

বিদায়।

(টেনিসন হইতে)

সাগরে মিশাতে কায়, অয়ি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনি,
যাইতেছ, যাও চলি, করি কুলু কুলু ধ্বনি।
যাও তুমি ধীরে ধীরে,
তোমার সুন্দর তীরে—
আসিব না ..ভাইতে আর আমি পুনরায়;
কল্লোলিনি, চিরতরে লইনু আমি বিদায়।

বহে যাও ধীরে ধীরে ক্ষেতের উপর দিয়ে,
ক্ষুদ্র হ'য়ে বহে যাও শেষে হ'ও বিস্তারিয়ে;
চলে গিয়ে নিজ মনে,
মিশাও সিন্ধুর সনে,
আমি কোনখানে কভু বেড়া'ব না তব তীরে,
বিদায় হে নির্ঝরিণি, দাও মোরে চিরতরে।

তব কূলে সোঁ সোঁ রব করিবেক তরুগণ
কাঁপিবে সহস্র পাতা থর থর অনুক্ষণ;
গুণ গুণ অলিকুলে,
করিবে তোমার কূলে,
পাখিগণ করিবেক কূলে কূলে বিচরণ,
চির তরে দাও মোরে বিদায় তবে এখন।

পড়িবে তোমার বক্ষে সহস্র রবির কর,
কাঁপিবে তরঙ্গরঙ্গে লাখ লাখ শশধর।
সব সমভাবে রবে,
সমান বাতাস ব'বে,
আমি শুধু বেড়াব না তোমার সুন্দর তীরে,
তটিনি, বিদায় তবে লইলাম চিরতরে।

শ্রীম.তী নী—

"খোকার হাসি।"

১

কোথায় শিখিলে খোকা এ মধুর হাসি?
দুদিনের শিশু তুই,
কাননের সাদা যুঁই,
সৃজনের স্রোতে সবে এসেছিস্ ভাসি।
চিনিস্ না আত্মপর,
সকলি অচেনা তোর,
তবুও সবারি সনে এত মিশামিশি!
হাসি-মুখে আসি কোলে
আধ আধ কথা ব'লে
ঢালিস্ অমৃত স্রোত প্রাণে দিবানিশি।
অনিমেষে এক ধ্যানে,
চেয়ে থাকি তোর পানে,
কাটাই সারাটি দিন তোর কাছে বসি।
প্রাণের দারুণ ব্যথা,
সংসারের কঠোরতা,
সকলি ভুলিয়া যাই তোর কাছে আসি,
কোথায় শিখিলে খোকা এ মধুর হাসি?

২

এ মধুর হাসি খোকা শিখিলে কোথায়?
একটু লইয়া কোলে,
চাঁদ মুখে চুমো খেলে,
অধর ছাইয়া পড়ে লাবণ্য জোছ্নায়—
সে হাসে আঁধার টুটে,
আকাশে তারকা ফুটে,
সে লাবণ্য বনে বনে কুসুম সাজায়।

ভাই বোন প্রিয়া মাতা,
প্রাণাধিক সুত সুতা
তাহাদের ফেলে কোথা গেলে হে এখন ?
স্বদেশের দুঃখ হায়!
নিবেদিতে বিভুপায়
আপনি কি স্বর্গে তুমি করেছ গমন ? ৭
সত্যই কি তবে তুমি নাহি ভবে আর ?
ছিঁড়ি বাসনার পাশ,
দলিয়া প্রাণের আশ,
সত্যই কি গেছ তুমি ত্রিদিব মাঝার ?
তুমিত স্বরগে গেলে
আমরা যে ধরাতলে
শোকানলে পুড়ে মরি ল'য়ে হাহাকার ? ৮

জীবন আগুন বুঝি নিভিবে না আর!
কেমন নিঠুর প্রাণে,
গেলে তুমি কোন খানে,
কে দিবে গো সে দেশের আনি সমাচার ?
গেলে যদি রও সুখে,
যেন গো বাজে না বুকে
একটী বিষাদ-কণা কখনো তোমার। ৯
ওরে দেবতার দ্বারী খুলে দাও দ্বার,
ধরার দেবতা হায়,
আজি দেব-দেশে যায়,
যতনে তুলিয়া লও স্বরগ মাঝার।
বিভো গো সান্ত্বাও শোক-দগ্ধ পরিবার। ১০

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

মনোমোহন বিয়োগে।

আহা কি শুনিনু আজ! সহিতে না পারি
বঙ্গ-রত্ন মনোমোহন ভারতের প্রিয় ধন
দরিদ্র ভারতভূমি আজিরে আঁধারি
গিয়াছেন কাঁদাইয়া দুঃখী নর নারী। ১
আহা কি শুনিতে পাই বঙ্গরত্ন নাই।
বাঙ্গালীর শিরোমণি, অনন্ত গুণের খনি,
বাঙ্গালীর পরিবারে হাহাকার তাই,
হায় কি শুনিরে আজ বঙ্গবন্ধু নাই! ২
কি বলে কাঁদিব বুঝিতে না পারি,
এ হেন বান্ধব তরে ভারতের প্রতি ঘরে
শোকের উচ্ছ্বাস উঠে হৃদয়ে সবারি,
কি ব'লে কাঁদিব আজ বুঝিতে না পারি। ৩
এ হেন বান্ধব তরে বঙ্গের আলয়ে
কারাবাসী কারাবাসে, কৃষক কুটীর বাসে,
পল্লী-পুরবাসী কাঁদে পরাণ খুলিয়ে,
গিরিবাসী কুকি ভিল কাঁদিছে মিলিয়ে। ৪
বিচার-পটুতা তাঁর মহত্ত্ব অপার
জননীর মত স্নেহ, পরহেতু প্রাণ দেহ,
দরিদ্র-জীবনে সাক্ষ্য জীবনের তাঁর,
এ হেন রতন নাই ভারত মাতার। ৫
কুমারিকা তীর হতে হিমালয়
শোকের প্রবাহ বহে, শোকানলে সবে দহে,
ভারত অরুণ আজ নিবু নিবুপ্রায়,
ভারতের শশী তারা হীনপ্রভ হায়! ৬
যে রত্ন গিয়াছে তাহা ফিরিবার নয়
দুঃখিনী ভারত মাতা ফলহীন ছিন্ন লতা,
বিশ কোটী নর নারী তীব্র শোকময়,
ভারত ভুবনে আজ ভীষণ প্রলয়। ৭

সুমতি—সমতিপুর।

** ২১০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের প্রথম কথাটী 'সম্ভব' না হইয়া "অসম্ভব" হইবে।

No. 384. January, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৪ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩০৩—জানুয়ারী, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড় লাটের প্রত্যাগমন—গত ১০ই ডিসেম্বর বড় লাট কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

জাতীয় মহাসমিতি—গত ২৮শে, ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার বীডন স্কোয়ারে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

ডাকমাশুল কম—এই জানুয়ারি মাস হইতে সংবাদপত্রের প্যাকেট ২০ কুড়ি তোলা পর্য্যন্ত আধ আনায় যাইবে।

ডবল রেল—শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ডবল রেল বসিয়াছে।

মারিভয়—বিউবনিক রোগে গত দুই মাসে বোম্বাইয়ে ৭৫০ জন লোক মরিয়াছে। রোগের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না।

বিদেশী ভারতবাসী—আমেরিকার জামারাকা দ্বীপে ৭০,০০০ হাজার ভারতবর্ষীয় মজুর আছে। তাহারা সাধারণতঃ ইক্ষু চাষ করিয়া থাকে।

বোম্বাইয়ের মুসলমানদিগের সদাশয়তা—বোম্বাই বিভাগে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট সমুদায় মুসলমান বালকের অন্ন সংস্থানের ভার ইঁহারা লইতে প্রস্তুত।

মৃত্যু—(১) মহিসুর সাজাদা পরিবারের শীর্ষস্থানীয় প্রিন্স মহম্মদ ফেরোক সাহ গত ১৪ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। (২) সম্প্রতি কলিকাতায় ত্রিপুরার মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে। (৩) ভূপালের প্রধান রাজমন্ত্রী মুন্সী ইমতিয়াস্ আলির মৃত্যুতে ভূপাল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভূপালের বেগম ইঁহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

স্ত্রী ডাক্তার—কলিকাতার এল্ এ স্মিথের কন্যা কুমারী লুইস স্মিথ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ইযুরোপের ব্রসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ ডি, এডিনবর্গ হইতে এল্ আর, সি, পি, এবং গ্লাসগো হইতে এল্ এফ্ সি, এস্ উপাধি পাইয়াছেন।

বিবি বেসাণ্ট—ইনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। কয়াচীনগরে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করতঃ এই জানুয়ারি মাসেই ভারতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

জাহাজ-ডুবি—পর্টুগালের প্রসিদ্ধ করণা অন্তরীপের নিকট জলগর্ভস্থ পাহাড়ের আঘাতে এক জর্ম্মান জাহাজ ভগ্ন হইয়া ২৭৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অশান্তি রাজ্য—আফ্রিকার দুই অসভ্যদেশ ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে।

রুষিয়ার সহানুভূতি— ভারতে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ রুষিয়াতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। ভারতের সাহায্যার্থ যে সকল শস্য রুষীয় রেলে আসিতেছে, রুষ গবর্ণমেন্ট তাহার মাসুল লইতে নিষেধ করিয়াছেন।

সর্ব্ববৃহৎ পুস্তকালয়—পারিসের পুস্তকালয়ে কুড়ী লক্ষ মুদ্রিত ও দুই লক্ষ হস্তলিপি পুস্তক আছে। ইহা সর্ব্ববৃহৎ পুস্তকালয়। ইহার নিম্নে ইংলণ্ডের ব্রিটিস্ মিউজিয়ম্ ও রুশিয়ার সেণ্টপিটার্সবর্গ লাইব্রেরী। এই উভয়েই প্রায় পনর লক্ষ পুস্তক আছে।

দুর্ভিক্ষ—রাজপুরুষদিগের শুভ চেষ্টা দেখিয়া দেবতা সদয় হইয়াছেন। অনেক স্থানে সুবৃষ্টি হইয়া রবিখন্দের উপকার হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমে ত্রিশ হাজার এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে পঞ্চাশ হাজার লোক কাজ করিয়া খাইবার উপায় পাইয়াছে।

দান—(১) মুরসিদাবাদের নবাব বেগম সেণ্ট জেবিয়ার কলেজের ছাত্রদিগকে একটী সোণার ও দুইটী রূপার মেডাল পারিতোষিক দিয়াছেন। (২) মহারাণী স্বর্ণময়ী দেশীয় শিল্পপ্রদর্শনীর মেডাল ফণ্ডে ১৮০ টাকা দান করিয়াছেন।

নায়াগারার দাস্য-কার্য্য—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত এত দিন যেন 'কি কাজ করিব, কি কাজ করিব' বলিয়া অস্থির হইয়াছিল; মার্কিনেরা সম্প্রতি তাহাকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা দশ সহস্র অশ্বের কার্য্য করাইয়া লইতেছে। আগুণ নাই, কয়লার ধোঁয়া নাই, জলের শক্তিতে কলকারখানা চলিতেছে। ২২ মাইল পথ অচিরে কলে ছাইয়া যাইবে এবং নায়াগারা প্রপাতের বলে অসম্ভব কার্য্য সাধিত হইবে।

বিলাতে নূতন ব্যাপার—গত ১৪ই নবেম্বর অনেকগুলি স্বশক্তি-চালিত শকট লণ্ডনের পথে চলিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বাইসিকেলে চড়িয়া পুরুষ ও

রমণীগণ দ্রুতবেগে চলিয়াছিলেন। এ দৃশ্য দেখিবার জন্য ভয়ানক জনতা হইয়াছিল।

আবকারী আয়—কুমারী হাভী ঝিলিঙ্গের গণনানুসারে ভারত গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের বার্ষিক আয় ৪ কোটী ৯৭ লক্ষ, ৮৮ হাজার টাকা এবং মদের ৫ কোটী, ৫১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা!! গবর্ণমেণ্ট না কি এ আয় কমাইতে দেখাইতে নারাজ।

বৈদ্যুতিক নগর—বেলজিয়মের বর্বেবিক নগরের ন্যায় বৈদ্যুতিক নগর পৃথিবীতে আর নাই। মধ্যস্থলে এক বৃহৎ বিদ্যুৎ-কল স্থাপিত, তাহার সাহায্যে সমুদায় নগরের বড় ছোট রাস্তা, বড় ছোট বাটী, সকলই আলোকিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক লোককে বর্ষে গড়ে ১০ ফ্রাঙ্ক বা ১৪ টাকা মাত্র দিতে হয়।

ষষ্টি জুবিলী - মহারাণীর ৬০ বার্ষিক রাজত্বোৎসবের সময় লণ্ডনের বৃহৎ কাচ-ভবনে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইবে এবং বিগত ৬০ বৎসরে যে সকল আশ্চর্য্য কল ও শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে।

কৌতুক-প্রিয়তা—মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাস খেলিতে ভালবাসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রী তরবারি খেলা, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ডিউকপত্নী ক্রিকেট খেলা, লেডী ওয়ার উইক দপ্তরীর কাজ এবং ব্যারিষ্টার এস্‌কুইয়ের পত্নী কারাগার পরিদর্শন ভালবাসেন।

অভিষেক-ব্যয়—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকে বার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রুশীয় সম্রাটের অভিষেকে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে সাম্রাজ্ঞীর সাজ সজ্জার ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকা!

রচনা পারিতোষিক—বঙ্গদেশের ১৮৯৬ সালের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যিনি উৎকৃষ্ট রচনা আগামী ১৮৯৭ সালের অক্টোবরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন, তিনি একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইবেন।

ডাক্তার ব্যারোর অভ্যর্থনা—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে সমারোহে ইঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছে। ইনি কয়েক দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন।

ইংরাজ অতিথি—বর্ত্তমান শীতকালে কাউণ্টেস্ এলগিনের ভগিনী লেডী বিট্রিস, ব্যাকিংহেমের মারকুইস্ ও লর্ড আসবর্টন্ সস্ত্রীক, লীড্‌সের ডিউক, এসেক্সের আর্ল এবং আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলা ভারতদর্শনে আসিতেছেন।

বরদার দুর্ঘটনা—রাজপ্রতিনিধির সম্মানার্থ বরদায় এত জনতা হয় যে, তার চাপে ২৫টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। রুষীয় সম্রাটের অভিষেকে বহুতর প্রাণহানি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাজমন্ত্রীর চক্ষুদান।

(৩৮২ সংখ্যার ১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, বৎস, ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ে তোমাকে একটী শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত শুনাইবার কথা আছে। অদ্য তাহা শুন। একদা কোন সর্ব্বজ্ঞ ভবিষ্যদ্বক্তা এক দরিদ্রের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দরিদ্র, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া বিশেষ আদর করিল। দরিদ্র ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দুঃখ দূরীকরণ পূর্ব্বক সুখ প্রাপ্তির কোন প্রকার সহজ উপায় পাইবার জন্য প্রায়ই দৈবজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতির আদর করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা স্ব স্ব ভাগ্য-পর্য্যালোচনা করাইতে প্রবৃত্ত হন। এই আখ্যায়িকায় যে দরিদ্রের কথা বলা যাইতেছে, সে, সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়কে আপনার দুঃখের কথা জানাইল। সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন,—"তুমি অজ্ঞতাবশতঃ এত দুঃখ পাইতেছ। তোমার প্রচুর পিতৃধন আছে। তোমার পিতা স্থানান্তরে জীবন পরিত্যাগ করায় তোমাকে সে ধনের কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই।" সর্ব্বজ্ঞের এই কথা শ্রবণে দরিদ্র বুঝিল তাহার জন্য ধন আছে। সেইরূপ সকল শাস্ত্রেই বলে, জীবের অবশ্য ভজনীয় ভগবান্ আছেন। দরিদ্র পিতৃধনের সংবাদ পাইয়া সুখী হইল বটে; কিন্তু সংবাদ মাত্রে ধনপ্রাপ্তি ঘটিল না। এক্ষণে সেই পিতৃধন, কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে, সে সর্ব্বজ্ঞকে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সর্ব্বজ্ঞ একটী স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"ঐ স্থানে তোমার পিতৃধন পোথিত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাভ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, ঐ স্থানের দক্ষিণ ভাগের নিম্নে অসংখ্য ভীমরুল, বরুল প্রভৃতি বিষধর পতঙ্গ বাস করে। ঐ দিক্ খনন করিলে, তাহারা উড়িয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিবে। তাহাতে ধনপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহাদের বিষের জ্বালায় তোমার প্রাণ রক্ষা ভার হইবে। তুমি অবশ্যই জান যে, যাহারা ধন পোথিত করিয়া রাখে তাহারা সেই ধনের সহিত একটী কোন জীবন্ত প্রাণীকেও পুঁতিয়া ফেলে। কোন সময়ে এইরূপে অনেক মনুষ্যশিশুর প্রাণনাশ হইত। ঐ অনুষ্ঠানকে 'যক্ দেওয়া' বলে। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ঐ প্রাণী ক্রমে এক ভয়ঙ্কর যক্ষরূপে পরিণত হইয়া ঐ ধন রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে দুষ্ট এক দুর্দ্ধর্ষ যক্ষ, পশ্চিম দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তোমার পিতৃধন রক্ষা করিতেছে। তুমি যদি ঐ দিক্ খনন কর, কোন প্রকারেই ধন পাইবে না; ঐ যক্ষ বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।"

"বৎস, তোমার পিতৃধন প্রাপ্তির কতই

বিঘ্ন। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বিবরণ শুনিলে, আবার উত্তর দিকের বিবরণ শুন। ঐ দিকে এক ভীষণ কৃষ্ণ অজগর বিদ্যমান আছে। যদি ঐ দিক্ খনন কর, তোমাকে পিতৃধন দেখিতেও হইবে না, ঐ অজগর উঠিয়া তোমাকে এক-কালে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন বিঘ্ন নাই। ঐ দিকের অল্প মৃত্তিকা খনন করিলেই ধনের ঘড়া তোমার হস্তে পতিত হইবে।"

"তুমি মনে করিতে পার, যখন দিকের বিঘ্ন বিবরণ শ্রুত হইল, তখন আর চিন্তা কি? বিপত্তিসঙ্কুল দিক্ সকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিক্ খননপূর্ব্বক অনায়াসে পিতৃধন লাভ করিবে। কিন্তু এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম; কেননা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, দৈবচক্রে নিশ্চয়ই দিগ্‌ভ্রম হইয়া যায়। পূর্ব্বদিক বোধে অন্য দিক খনন করিয়া বিনষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু, ঐ ভীমরুল, যক্ষ ও কৃষ্ণ অজগরের এমনি সম্মোহজনক আকর্ষণশক্তি আছে যে, তাহাদিগের অধিকৃত দিক্ সকল অতিক্রম করা, মানুষের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতৃধন-অন্বেষণকারী ব্যক্তিমাত্রকেই ঐ সকল বিপত্তি ভোগ করিতে হয়। যাহার যেরূপ ভাগ্য, পরিশেষে তিনি সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। ভাগ্যশালী ব্যক্তি নানা-বিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াও পরিশেষে পিতৃধন প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল ব্যক্তির তাদৃশ সৌভাগ্য নাই, তাহারা যাবজ্জীবন পিতৃধন অন্বেষণের দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন,—ধনলাভ আর ঘটিয়া উঠে না।"

সর্ব্বজ্ঞ, দরিদ্রকে যেমন তিনটী দিক্ পরিত্যাগ করিয়া ধনলাভের জন্য একটী দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেইরূপ ভগবৎ-শাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কেবল ভক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। কেননা ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। ভগবান্ ভক্তিতেই বশী-ভূত হইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন

"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।

ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তের শ্রীমুখ হইতে ভগবানের অনন্ত নাম নির্গত হইয়াছে। ভগবান্ স্বকীয় কার্য্য, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি-গুণ গানে স্থাবর জঙ্গমের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এই জন্য ভক্তগণের নিকট তাঁহার আকর্ষণবাচক "কৃষ্ণ" নামটী বড়ই মধুর। এই জন্যই শাস্ত্রের যথা তথা ঐ কৃষ্ণ নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্-ভাগবতের গ্রন্থকার, অনেক স্থলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই ভক্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্যতম ভক্ত উদ্ধবকে কহিতে-ছেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।"

হে উদ্ধব, আমার সেবোদ্ভবা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, ষট্‌চক্রভেদাদি যোগ, সাঙ্খ্যশাস্ত্রবিহিত

ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চরণ, সাত্ত্বিক দানাদিরূপ কর্ম্ম, ইহার কিছুতেই আমাকে সেরূপ অ... করিতে পারে না। ঐ শাস্ত্রের স্থলান্তরে আরও বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

... সাধুগণের প্রিয় আমি একমাত্র কেবল ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকি। কুক্কুর-ভুক্ চণ্ডালগণও যদি কি সুখে, কি দুঃখে আমার শরণাগতি পরিত্যাগ না করে, তবে সেই মদ্বিষয়িণী নিষ্ঠা ভক্তি তাহাদিগকেও পবিত্র করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং সেই ভক্তিকে শাস্ত্র অভিধেয় বলিয়াছেন। যেমন দরিদ্রের ধনপ্রাপ্তি হইলে সুখভোগরূপ ফলোদয় হয় এবং সেই ফলে বৈষয়িক দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে; সেইরূপ ভক্তি হইতে ভগবানে প্রেম জন্মে, সেই প্রেমের দ্বারা ভগবদ্রসের আস্বাদন হয়, এই আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভবজ্বালা আপনি পলায়ন করে। দারিদ্র্য-দুঃখ, কি, ভবদুঃখ বিনাশ করা ভগবৎ-প্রেমের মুখ্য ফল নহে, উহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। প্রেমসুখ উপভোগই মুখ্য প্রয়োজন। ভগবান্, ভগবদ্ভক্তি, ও প্রেম, এই তিনটী মহাধনকেই বেদাদি শাস্ত্রে যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৫)

জীবের সহিত জীবের, বা দেহাদি অন্যান্য বস্তুর যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই মুখ্যতম। কেননা ঐ সম্বন্ধের জ্ঞান মাত্রেই জীবের মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর ... স্থলে ধৃত হইয়াছে—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"

বিভিন্নরুচি জীবগণের মনের বিমোহন জন্য অসংখ্য পুরাণাগম, অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতি আকল্প নিরূপণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্ম ভগবানই নিশ্চিত হইয়া থাকেন।

কি অল্প কথা, কি অল্প কথা, সর্ব্ব প্রকার কথনের প্রণালী চতুর্ব্বিধ ;— গৌণী, মুখ্যা, অন্বয়া ও ব্যতিরেকা। বৎস, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পণ্ডিত, তোমাকে ঐ সকল প্রণালী বুঝাইতে হইবে না। কেবল দিক্ দর্শন জন্য প্রকৃত কথার স্থূলাংশ বলিয়া যাইব। সকল শাস্ত্রেই ঐ চারিটী প্রণালীর অবতারণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে বেদাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে, কি গৌণ, কি মুখ্য, কি অন্বয়, কি ব্যতিরেক, সর্ব্বত্রই সর্ব্বেশ্বর তত্ত্ব নিরূপণই বেদের প্রতিজ্ঞা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে—"

ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কেহই তাঁহাকে জানে না,—তাঁহার রূপ নির্ণয়ে সকলেরই বৃথা চেষ্টা। যিনি অনন্যভক্তিতে তাঁহার ভজন করেন, ভগবান্ কেবল তাঁহারই হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপ অনন্ত, বিভব অপার। বিভব সকলের মধ্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীব শক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর স্বরূপ শক্তি বিলাসে চিন্ময় ধাম বিশেষ আস্বাদন লীলার অভিনয় করিতেছেন।

তাঁহার স্বরূপ বোধ জীবের অসাধ্য হইলেও ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবা তিনি লীলা মূর্ত্তি ধারণ করেন। সে মূর্ত্তিও অপ্রাকৃত, জড়সম্বন্ধ-পরিশূন্য,—চিদানন্দ ময়। এই অবস্থায় স্বরূপের আভাস অনুভব করা যায়। আমি এক্ষণে তোমাকে সেই অবস্থার কথা বলিব। তিনি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব সকলের আদি সকলের আশ্রয়, চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-মূলাধার। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥"

সবিশেষ ভাবে পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি যেমন নিত্য, তেমনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ চিন্ময় তাঁহার লীলাধামও নিত্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে "গোলোকধাম" বলে। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি, এই তিন সাধনের বশে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা কথিত হইয়াছে;—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে ॥"

জ্ঞানগত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মভাব, আত্ম-যোগে আত্মার প্রাণস্বরূপ পরমাত্মভাব, আর ভক্তিযোগে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবদ্ভাব। সাধক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিলেও তিনি যে এক সেই এক।

বৎস, এক্ষণে তোমাকে একটু পরা-বর্ত্তন করিতে হইবে। কেননা আমি কি বলিতেছি, এবং তুমি কি শুনিতেছ, একবার তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলাম কিনা,—তুমি পথভ্রষ্ট হইলে কিনা—একবার দেখা ভাল। আমি তোমাকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, ক্রমে এই তিনটী কথা বলিয়াছি। তাহার পর সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার পর অভিধেয় বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনকে অভিধেয় বলিয়াছি এবং ভক্তিই সেই সাধন, ইহা বুঝাইবার জন্য অগ্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগে কত দূর গতি বা প্রাপ্তি হয়, তাহা বলিলাম। এক্ষণে ভক্তির গতি ও প্রাপ্তির কথা বলিব।

(ক্রমশঃ)

মহারাষ্ট্রে স্ত্রীশিক্ষোন্নতি সভা।

৪০ বৎসর হইল বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রকাশ্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলেও সুশৃঙ্খলে ও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে ইহার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য উপযুক্ত আয়োজন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য দেশীয় কৃতবিদ্যগণ আংশিক ভাবে কোথাও কোথাও চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার সুফলও অনেক দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সমবেত ভাবে স্ত্রী শিক্ষার অভাব মোচন জন্য চেষ্টা আজও পর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে মারহাট্টারা আমাদের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "Maharashtra Education Society" নামক সভার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইতেছে, ইহা দ্বারা বাক্যপ্রিয় বাঙ্গালী ও কার্য্যপ্রিয় মারহাট্টার প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

পুনার মহারাষ্ট্র স্ত্রী-শিক্ষোন্নতি সভার তিনটী বিভাগ আছে :—(১) উচ্চশিক্ষার বিভাগ; (২) শিক্ষয়িত্রী বিভাগ, (৩) শিক্ষয়িত্রীদিগের কার্য্যক্ষেত্রস্বরূপ নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়। ১৮৯৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই তিন বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৭২, ৪২ ও ১৫৪, মোট ২৬৮ জন। পূর্ব্ব বৎসর মোট সংখ্যা ২৮৭ ছিল. এ বৎসর শেষোক্ত বিদ্যালয়ের বালিকা-সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। ইহার কারণ পুনাতে এ বৎসর বিবাহের সংখ্যা যেরূপ, অনেক বৎসর সেরূপ হয় নাই। ছাত্রীদিগের মধ্যে 'এয়ো' স্ত্রী ৫৮, বিধবা ৩৪ এবং অবিবাহিতা ১৭৬ জন। শিক্ষয়িত্রী বিভাগে বিধবা ছাত্রীই অধিক। ইহাঁদের দ্বারাই বালিকাদের অধ্যাপনা কার্য্য চলিবার অধিক সম্ভাবনা। ছাত্রীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় অর্দ্ধেক-সংখ্যক, মুসলমান ১টী মাত্র—একটী ১৬ বৎসরের বিবাহিত রমণী। প্রথম দুই বিভাগের ছাত্রীদিগের সর্ব্বোচ্চ বয়স ২২ এবং সর্ব্বনিম্ন ১২ বৎসর। তৃতীয় বিভাগ প্রকৃত বালিকা বিদ্যালয়।

এই সভা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার হস্তে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৮০ টাকার স্থায়ী ফণ্ড আছে। গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণও অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। শিক্ষয়িত্রী বিভাগের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অন্য দুই বিভাগের জন্য সভা গত বৎসর ৩৫৭৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ১০,৭০৬ টাকা দিয়া বিদ্যালয়ের একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় ফণ্ডের ব্যয় ১২,৭৪৭ টাকা হইয়াছে।

শিক্ষয়িত্রী বিভাগে ৪ জন ভিন্ন সকল ছাত্রীই বৃত্তিভোগিনী। উচ্চশিক্ষালয়ে ৭২ জনের মধ্যে ১৬ জন ছাত্রী

৪ হইতে ১০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান সভা ৩টী বৃত্তি দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে অবৈতনিক ছাত্রী-সংখ্যা অধিক ছিল, এখন ইহা কমাইয়া ছাত্রীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া সভাব আয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

শিক্ষয়িত্রী-বিভাগের ৪ জন ছাত্রী শেষ সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেন, ২ জন প্রথম এবং ২ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া একটী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া গবর্ণমণ্ট পরিদর্শক প্রশংসা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে ৬৪ জন ছাত্রী বাস করে, সকলেই মফস্বল হইতে আসিয়াছে। বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কুমারী এ হারফোর্ড অতি সুযোগ্যা রমণী, তাঁহার অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সুফল ফলিতেছে।

সভার সভ্যসংখ্যা ৭৮ জন। কার্য্যনির্ব্বাহক একটী কৌন্সিল দ্বারা সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বঙ্গদেশে এরূপ একটী সভার প্রতিষ্ঠা বিশেষ আবশ্যক।

কন্যাত্রয়।

(পর প্রকাশিতের শেষ)

লিয়রের মনে এই সময়ে কর্ডেলিয়ারের কথা উদিত হইল; গণেরিলের তুলনায় তাহার অপরাধ কত সামান্য তাহা মনে করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রিগাণকে বৃদ্ধরাজের আগমন-সংবাদ প্রদানার্থ বিশ্বস্ত ভৃত্য কেয়াস অগ্রগামী হইলেন। কেয়াস রিগানের আলয়ে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন গণেরিলের ভাণ্ডারী পত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে। লিয়রকে অপমানের কথা বলিয়াছিল বলিয়া কেয়াস এই ভাণ্ডারীকেই পূর্ব্বে পয়োনালিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধরাজের বিরুদ্ধে পত্র আনয়ন করিয়াছে অনুমান করিয়া কেয়াস তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। উভয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রিগান ও তাহার স্বামী এই ঘটনা অবগত হইয়া পিতৃপ্রেরিত দূত কেয়াসকে কারাবদ্ধ করিলেন।

বৃদ্ধরাজ কন্যাভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় ভৃত্য শৃঙ্খলবদ্ধ। তাঁহার হৃদয় বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কন্যা ও জামাতাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু অসুস্থতার ভাণ করিয়া তাঁহারা প্রথমে দেখা দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে লিয়রের ব্যগ্রতা দেখিয়া

রিগান ও অমাত্য গণেরিলের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। (গণেরিল ইতিপূর্ব্বে রিগানকে পিতৃদ্রোহী করিবার জন্য তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।) রিগান তাঁহার হাত ধরিয়া সযতনে উপবেশন করাইলেন দেখিয়া লিয়র বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি গণেরিলকে দেখিয়া কহিলেন "গণেরিল, তুমি কি আমাকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছ?" লিয়রের প্রশ্নের উত্তরে রিগান কহিল, পিতঃ আপনি দিদীর (গণেরিলের) নিকট ক্ষমা চাহিয়া অর্দ্ধসংখ্যক অনুচর-সহ তাঁহার সহিত প্রতিগমন করুন। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আপনার বুদ্ধি বিবেচনার হ্রাস হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে যাঁহারা আপনার অপেক্ষা অধিক বিবেচক, তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া আপনার কর্ত্তব্য।

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গণেরিলের নিকট জানু পাতিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা কতদূর অসঙ্গত কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া, বৃদ্ধরাজ কহিলেন, আমি কখনই গণেরিলের আবাসে প্রতিগমন করিব না; আমার একশত অনুচর সহ তোমারই আলয়ে বাস করিব। আমি তোমাকে অর্দ্ধ সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছি, তাহা তুমি বিস্মৃত হও নাই। তোমার হৃদয় সরলতা ও সদাশয়তায় পূর্ণ, গণেরিলের ন্যায় রুক্ষ ও কঠোর নহে। অর্দ্ধসংখ্যক অনুচর সহ গণেরিলের আবাসে গমন করা অপেক্ষা ফ্রান্সে গমনপূর্ব্বক পিতৃসম্পত্তিহীনা কর্ডেলিয়ার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া জীবন ধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

বৃদ্ধরাজ আশা করিয়াছিলেন, রিগান তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে; গণেরিলের ন্যায় অসদ্ব্যবহারে তাঁহার জরাগ্রস্ত জীবনের ক্লেশভার বৃদ্ধি করিবে না। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। নির্দ্দয়তায় গণেরিলকে পরাস্ত করিবার জন্যই যেন রিগান প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন "পিতঃ! আপনার পঞ্চাশ জন অনুচরেরই বা প্রয়োজন কি? পঁচিশ জনই যথেষ্ট। "এই সময় লিয়র ভগ্নহৃদয় হইয়া গণেরিলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি পঞ্চাশ জন অনুচর সহ তোমার সহিত প্রতিগমন করিব। তোমার ভালবাসা রিগানের দ্বিগুণ।" গণেরিল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন "পঁচিশ জন অনুচরেরই বা আপনার প্রয়োজন কি? আমার বা রিগানের অনুচরগণ যখন আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবে, তখন দশ জন এমন কি পাঁচজন অনুচরেরও কোন আবশ্যকতা দেখি না"।

নির্দ্দয়তায় একজন অপরকে পরাস্ত করিবার জন্যই যেন কন্যাদ্বয় পিতার সম্মান ও অনুচরসংখ্যা হ্রাস করিয়া শেষে তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী নিরাশ্রয় করিয়া তুলিল। কন্যাদ্বয়ের এইরূপ ব্যবহারে বৃদ্ধরাজ যারপর নাই দুঃখিত ও ব্যথিতহৃদয় হইলেন। তিনি স্বীয় অপরিণামদর্শিতার জন্য আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া

ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত, ঘনঘটা, মুশলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বিদ্যুৎমালায় দিগ্মণ্ডল বিভাসিত হইতেছে, বজ্রনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে—এমন সময় বৃদ্ধরাজ অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন দেখিয়াও কন্যাদ্বয়ের কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না। "যথেচ্ছচারীরা যে কষ্ট ভোগ করে, তাহা তাহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি" এই কথা বলিয়া তাঁহারা দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ঝটিকা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিল, বৃষ্টি আরও প্রবলবেগে পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধরাজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। পথে কোন আশ্রম নাই, কোন বৃক্ষ লতাদিও নাই যে তথায় বিশ্রাম করিবেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি বলিতে লাগিলেন, বৃষ্টি আরও প্রবল হউক, বাতাস আরও ভীষণ ভাব ধারণ করুক, পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হউক, মনুষ্যনাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাউক্।

বিশ্বস্ত ভৃত্য কেন্ট্ গুপ্তভাবে লিয়রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে নরপতির সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, নরনাথ, আপনি এ অবস্থায় কেন? নিশাচর জন্তুরাও এমন রাত্রিতে বহির্গত হয় না। মনুষ্যশরীরে এ কষ্ট কি সহ্য হয়?

লিয়র তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "যে সাংঘাতিক পীড়া ভোগ করিতেছি, তাহাতে কি সামান্য যন্ত্রণা অনুভব করিবার সামর্থ্য আছে? হৃৎপীড়ায় অধীর হইয়াছি, ঝড় বৃষ্টির প্রভাব আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না।" তিনি তাহার পর কন্যাদিগের অকৃতজ্ঞতার বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন।

কেয়াসের আগ্রহাতিশয্যে বৃদ্ধরাজ একটী কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ কুটীরে একটী পাগলও আশ্রয় লইয়াছিল। বৃদ্ধরাজ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনার সমুদয় সম্পত্তি কন্যাকে দিয়াছে। যাহার কন্যা নাই সে এ অবস্থায় পড়িবে কেন?" লিয়র আরও নানা প্রকার অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কেয়াস তাঁহার বাক্য শুনিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, কন্যাদিগের অসদ্ব্যবহারে বৃদ্ধরাজ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

রজনী প্রভাত হইবামাত্রই কেয়াস (কেন্টের আরল) রাজভক্তগণের সাহায্যে বৃদ্ধরাজকে ডোভারের দুর্গে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ফ্রান্সে কনিষ্ঠা রাজকুমারী কর্ডেলিয়ারের নিকট গমন করিলেন। কর্ডেলিয়ার কেন্টের নিকট পিতার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, পিতাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সহ [illegible] করিলেন।

কেবল যাহাদিগের উপর উন্মত্ত বৃদ্ধ-রাজের রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনবধানতায়, বৃদ্ধরাজ ডোভার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া ময়দানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ডেলিয়ারের অনুচরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। কর্ডেলিয়ার পিতাকে আগ্রহ সহকারে দেখিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণের পরামর্শে যাইতে পারিলেন না। সুচিকিৎসার গুণে লিয়র শীঘ্র সুস্থ হইলেন। পিতা ও কন্যার সাক্ষাৎকার হইল। পিতা যখন দেখিতে পাইলেন তাঁহার কন্যা নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিতেছেন, তাঁহাকে উপাস্য দেবতারূপে পূজা করিতেছেন, জানু পাতিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, তখন পিতার মনে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, পাঠিকা ভগিনীগণ একবার ভাবিয়া দেখুন!

রিগান ও গণেরিলের পরিণাম দেখাইয়া আমরা গল্পটী শেষ করিব।

যাহারা আপনার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না, তাহারা যে কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নীও হইতে পারে না, গণেরিল ও রিগান তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। উভয় ভগ্নীই পুরুষান্তরে অনুরক্তা হইয়া উঠিল। এড্‌মণ্ড নামক একজন জারজ উভয় ভগ্নীরই প্রণয়াস্পদ হইয়া পড়িল। এই সময়ে রিগানের পতি-বিয়োগ হওয়াতে রিগান এড্‌মণ্ডকে পতিত্বে বরণ করিল। গণেরিলের হৃদয়ে কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। সে বিষপ্রয়োগে ভগ্নীকে নিহত করিল। পাপ কাজ কখনও গোপন থাকে না। ক্রমে সব কথা গণেরিলের পতির কাণে উঠিল। গণেরিল এড্‌মণ্ডের ভাল বাসা লাভে সক্ষম হইল না, কেবল লোক-সমাজে ঘৃণিত ও লজ্জিত হইতে লাগিল—অবশেষে বিষ পান করিয়া ঘৃণা লজ্জার হাত এড়াইয়া পরলোকে ঘোর নিরয় ভোগ করিতে চলিল। পাপের ফল পূর্ণমাত্রায় ফলিল।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

অনাথাশ্রমে।*

১

কেন দেখিলাম?—
আমার জোয়ার বিষ,
প্রাণে প্রাণে অহর্নিশ,
[illegible] আনব আমি থাকি রাজধাম,
[illegible] এ অভাগ, চোখে কেন দেখিলাম?

* শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্থাপিত "অনাথ-আশ্রম" দর্শনে লিখিত। সেখানে বহুতর অনাথ শিশু প্রতিপালিত হইতেছে।

জানেন অন্তর্যামী,
উদাসী, বিদেশী আমি,
বাস মম অন্ধ-কূপে (কূপ-ভেক হেন।)
হেরি এ বৈকুণ্ঠপুরী,
কি সুখে বেড়াব ঘুরি,
সে আঁধারে সেই "যেন তেন প্রকারেণ"

দেখিলে চাঁদের আলো,
কার কবে লাগে ভাল
জোনাকীর ক্ষীণ জ্যোতিঃ ম্লান হালি যেন!
আমিও, এমন স্বর্গ দেখিলাম কেন?

কনকাঞ্জলির কবি।

উদাসীনের চিন্তা।

চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে এরূপ দুর্ভিক্ষের কথা পূর্ব্বে আর কখনও শুনা যায় নাই। রাজপুরুষগণ ইহার প্রতিবিধান জন্য মনোনিবেশ করিতেছেন, স্থানে স্থানে ধনী লোকদিগকে লইয়া সভা করিতেছেন, এবং দান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে সকল ধনী স্বার্থসাধন জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করেন, আত্মসুখের জন্য সদা ব্যস্ত, তাঁহারাও সরকার বাহাদুরের রুষ্টির ভয়ে কিংবা তুষ্টিসাধন জন্য অর্থকোষ উন্মুক্ত করিয়াছেন। রাজা রাজড়াদেরত কথাই নাই —যাঁহারা সামান্য ধনী, সুনাম ক্রয় করিবার জন্য তাঁহারাও এই সুযোগে সরকার বাহাদুরের সুদৃষ্টি আকর্ষণে প্রয়াসী হইতেছেন। এই ত গেল ভারতবর্ষের কথা। দূরবর্ত্তী ইংলণ্ড ভারতের ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। লণ্ডন নগরের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি জানাইয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি এতদর্থে চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কোন কোন খৃষ্টান ধর্ম্মাচার্য্য ইতিমধ্যে চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দূরবর্ত্তী রুসিয়াও ভারতের জন্য ব্যথিত হইয়াছেন, তথায় কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল এতদর্থে চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে? ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও দুর্ভিক্ষ অনেক লোকের ভয়ানক কষ্ট উৎপাদন করিতেছে, কেহ কেহ খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া পড়িতেছে, কেহ কেহ পুত্র কন্যাদিগের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে হস্তান্তরিত করিতেছে, কেহ কেহ পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি অন্য দিকে অনেক লোকের প্রকৃতি অনুশীলনের পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে এইরূপ দুর্ভিক্ষ না হইলে ইংলণ্ড ও রুসিয়া সমভাবে ভারতের প্রজাবৃন্দের

দুঃখে এইরূপ সমবেদনা প্রকাশ করিতেন না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইংলণ্ডবাসীর ভারতের লোকের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা স্বার্থ-পরতমূলক, নিষ্কাম প্রেমমূলক নহে। তর্কমুখে তাহা স্বীকার করিলেও রুশিয়া সম্বন্ধে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ রুশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের স্বার্থের কোনও যোগ নাই। আর এক কথা এই, কোন ব্যক্তি স্বার্থসাধন জন্য দান করিতে আরম্ভ করিলেও অবশেষে তাহার প্রাণে নিষ্কাম প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে। ইংলণ্ডই বলি কিংবা দেশের ধনী জমিদারদিগের কথাই বলি, কালে তাঁহারা স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কেবলমাত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তি দ্বারা চালিত হইতে পারেন। তাই দেখিতেছি দুর্ভিক্ষেরও আবশ্যকতা আছে। ইহা অনেক লোকের প্রেমোৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিতেছে। ইহা কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তির ধনাসক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যাঁহারা দুর্ভিক্ষকে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিধাতা পুরুষের এই বিধানের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন, এবং এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, তাঁহারা ইহার উপকারিতার বিষয় আলোচনা করিলে হয়ত সন্দেহের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। কেহ কেহ বিরুদ্ধ পক্ষে এই আপত্তি তুলিতে পারেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এতাদৃশ অভাব আনয়ন না করিয়া কি দয়াদুশীলনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না? প্রত্যুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে কোনরূপ কষ্ট দূর করাই দয়ার কার্য্য। দয়ার ক্রিয়া হইবে অথচ কোনরূপ কষ্ট নাই এ কথা অসম্ভব। কষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইলেই দয়ার উৎপত্তি হয়। বেদনা থাকিলেই সমবেদনার আবির্ভাব। এখন এই কষ্টের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তদ্বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে বেদনা যত অধিক হইবে, সমবেদনাও তত অধিক হইবার কথা। বেদনা যদি অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রবল হয়, তাহা হইলে সমবেদনাও অধিক পরিমাণ লোকের প্রাণে উদিত হইতে থাকিবে। তাই দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বহুলোকব্যাপী কষ্টের ব্যাপারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। পরিবারের একটী লোক বেদনায় অস্থির, পরিবারের অপর লোক সকল হয়ত তাহার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। প্রতিবেশী দুই চারি জন লোকও তাহার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু এক জনের জন্য দেশ শুদ্ধ সকল লোকের সমবেদনা প্রকাশ করা অসম্ভব। কারণ ঘটনাটী প্রকাশের সুযোগ ঘটে না। দেশ শুদ্ধ লোকের সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইলে দেশব্যাপী কষ্টের বিস্তৃতি আবশ্যক। তাই মঙ্গলময় ঈশ্বর সময় সময় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সময়ে লোক সকল অধিকতর স্বার্থপর ও ভোগবিলাসী হয়, সে

সময়ে লোকের স্বার্থপরতা ঘনীভূত হইয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া থাকে। তাই বিধাতা পুরুষ এতাদৃশ বিধান করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার জীবের প্রতি প্রেমের অভাব প্রমাণ না করিয়া বরং প্রেমের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে। "ন দৈবঞ্চ বৃদ্ধিনাশকঃ" দৈবতঃ সৃষ্টির নাশক নন, কিন্তু রক্ষক ও প্রতিপালক।

'ভগ্ন হৃদয়।'

১

যে দিন অম্বর-পথে
চাহিনু নয়ন খুলি,
নেহারি চাঁদের হাসি
সকলি গেলাম ভুলি
সরল অন্তরে মোর
নাহি ছিল কোন জ্ঞান;
বুঝিতে পারিনি তার
কলঙ্ক-কলুষ প্রাণ।

২

সে দিন চাহিনু ফিরি
প্রফুল্ল প্রসূন পানে,
মধুর সুষমা তার
ভাসাইয়া দিল প্রাণে।
দিলাম হৃদয়ে তারে
সোহাগে নিভৃত স্থান,
হায় সে কাঁদায়ে মোরে
হল শুষ্ক ম্রিয়মাণ।

৩

নবীন নীরদ হেরি
ঘন শ্যাম কলেবর,
অতৃপ্ত পিপাসা-স্রোত
বহিল অন্তরতর;
হাসিয়ে বিজলী হাসি
করিল সে আলাপন,
(শেষে) দারুণ কুলিশঘাতে
ভেঙ্গে দিল ভগ্ন মন।

৪

(হেথা) প্রণয়ের কুটিলতা
চাক্ষ পর অশ্রুজল,
মুখে মিষ্ট আলাপন
হৃদয়েতে হলাহল।

৫

হেথা চাতুরীর খেলা
পাতা প্রবঞ্চনা জাল;
হেথা, [illegible]
[illegible] উত্তাল।

৬

(হেথা) পূর্ণ আশা ভেঙ্গে যায়
ভাঙ্গা প্রাণে শুধু ব্যথা
বিষাদে শুকায়ে যায়
মরমে [illegible]।

৭

যাহে [illegible] তারা
সে কোথা অদৃষ্ট হয়;
[illegible] হারায়ে পথ
[illegible]।

৮

ভাঙ্গিয়ে আশার বাঁধ
দুঃখস্রোত বয়ে যায়;

চির সুখ-শান্তি ধাম—
কোথায় পাইব তায়?

কর্ম্মযোগী উইলিয়ম কেরী।

বঙ্গের হিতকারী বন্ধুদিগের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ডের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা পুণ্যশ্লোক বলিয়া স্মরণীয়। এ স্থলে কেরীর জীবনচরিত বিবৃত হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাধু উইলিয়ম কেরীর জীবন এক উপাদেয় সামগ্রী। এই মহাত্মার সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ধর্ম্মানুরাগ, পরদুঃখ-কাতরতা, ত্যাগস্বীকার, দয়া ও ন্যায়-পরায়ণতার কথা শুনিলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, অবিশ্বাসী নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তির উৎস খুলিয়া যায়। বস্তুতঃ উইলিয়মের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তিনি গৃহী হইয়া পরম বৈরাগী ছিলেন; উপার্জ্জনশীল হইয়াও অনাসক্ত যোগীর ন্যায় দিন অতিবাহিত করিতেন; স্ত্রী, পুত্র, পরিজনে প্রতিনিয়ত বেষ্টিত থাকিয়াও বিশ্বসেবাব্রত সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য দারিদ্র্য, প্রলোভন, এবং নানা প্রকারের নিরাশা কত বার মুখ ব্যাদান করিয়াছে; তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত অত্যাচার নিগ্রহ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি ক্ষণেকের জন্যও আপন লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। তিনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অটল অচল ভাবে আপন অভীষ্ট সাধন করিতেন। তিনি যদিও খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার অনেক মতামতের সহিত যদিও আমাদের মিল হয় না, তথাপি তিনি যে একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্রই নানা সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণকে দেখা যায়। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ দেশে একজনও প্রচারক ছিলেন কিনা সন্দেহ। যদিও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের রাজার সাহায্যে দুই একজন ধর্ম্ম প্রচারক দাক্ষিণাত্যের ট্রেঙ্কুইবার নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রকৃত পক্ষে, উইলিয়ম কেরীই এ দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বীজ সর্ব্বাগ্রে বপন করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দ্দাম্পটনের নিকটবর্ত্তী প্যানলারস্‌বারী নামক স্থানে, ১৭৬১ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে উইলিয়ম কেরী জন্ম গ্রহণ করেন। যখন উইলিয়মের বয়স ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতা চর্ম্মকারের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কোন অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য অবলম্বন করেন, সেই সঙ্গে পূর্ব্বাবাসবাটীও পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়-বাটীতেই অবস্থিতি করেন। কেরীর পাঠানুরাগ ও জ্ঞান-পিপাসা অতীব প্রবল ছিল। এক খানি নূতন পুস্তক দেখিলেই তাঁহা পড়িয়া ফেলিতে ব্যগ্র হইতেন। যদি তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিতেন, অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রাপ্ত গ্রন্থ যত দুরূহ হউক, কিছুতেই কেরীর নিকটে অনায়ত্ত থাকিবার যো ছিল না। কোন নূতন বিষয় বা ঘটনা দেখিলেই তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ নিরতিশয় ব্যাকুল হইত। তিনি পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প প্রভৃতি বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার পাঠগৃহ-খানি পুষ্প পত্রের দ্বারা সুসজ্জিত থাকিত। তাঁহার অনেকগুলি পোষা পশু পক্ষী ছিল। তিনি তাহাদিগকে আপন ভাই ভগিনীর [illegible] করিতেন। তাহাদের খানের সময় [illegible] করাইতেন, ক্ষুধা হইলে পানীয় ও আহা-রীয় দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। [illegible] সময় পাইলেই তাহাদের আচার [illegible] সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। যখন মধুর কণ্ঠে পাখীরা গান গাহিত, তখন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহখানিকে একটি সুন্দর তপোবন বলিয়া মনে হইত।

কেরীর প্রকৃত অধ্যবসায় ছিল। এক-বার যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। বারংবার অকৃতকার্য্য হইলেও, পদে পদে শত বাধা বিঘ্ন পতিত হইলেও, যাহা কর্ত্তব্য—তাহা সম্পাদন করিতেন। যখন গভীর নিশীথে সমস্ত নরনারী নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িত, তখন বালক উইলিয়ম স্তূপীকৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে বসিয়া দুরূহ সূত্রাবলী কণ্ঠস্থ করি-তেন। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার প্রিয় ছিল। বাড়ীতে একটী উদ্যান ছিল, তাহার অধিকাংশ বৃক্ষ ও চারাগাছ উইলিয়মের স্বহস্ত-রোপিত। তিনি কোন স্থানে ভাল একটী ফুলগাছ দেখিলে, একটী সুন্দর ফুল দেখিলে, একটী পক্ষী দেখিলে, আপন গৃহে লইয়া আসিতেন; এবং তৎসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য "বিষয়সমূহ" জানিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর ছিল। যে একবার তাঁহার সঙ্গে মিশিত, [illegible] ও তাঁহার মধুর বাক্যের কথা ভুলিতে পারিত না। [illegible] এবং সমবয়স্কেরা [illegible] তাঁহাকে [illegible] ও সকলের [illegible] করিত। উইলিয়ম যাহা বলিতেন তাহারা [illegible] প্রতিপালন করিত। তাঁহার চরিত্র

উইলিয়ম কেরী।

এবং ব্যবহারে একটা স্বভাবজাত জীবন্ত শক্তি ছিল। সে শক্তি অতি অল্প নর নারীর মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উইলিয়ম একদিনও ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা করেন নাই। তাঁহার পিতা মাতা অধিকাংশ সময় জীবিকা উপার্জ্জনেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা সেই জন্য উইলিয়মের ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন নাই, সুতরাং উইলিয়ম সে সম্বন্ধে নিতান্ত হীন ছিলেন। ধর্ম্মহীন হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, উইলিয়মেরও তাহাই হইল। তিনি বাল্যসুলভ চাপল্য বশতঃ উন্মার্গগামী সহচরদিগের সহিত মিশিয়া স্বল্প দিনের মধ্যেই আপন চরিত্রকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া ফেলিলেন। রবিবারে ভজনালয়ে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ বসিত না। তাঁহার অধিকাংশ সময় কু-চিন্তা ও কু-কার্য্যেই ব্যয়িত হইত এবং অল্প দিনের মধ্যেই মানুষের যতদূর অধঃপতন হইতে হয়, উইলিয়মের তাহা হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনে ভগবানের লীলা প্রকাশের অতি প্রায় ছিল। সুতরাং অধিক দিন আর তাঁহাকে দুরবস্থায় থাকিতে হইল না। অবিলম্বে তাঁহার নবজীবনের সূত্রপাত হইল। উইলিয়ম হঠাৎ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া আপনার জীবনের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন—মানুষের যতদূর দুরবস্থা হইতে হয়, তাঁহার তাহা হইয়াছে; সরলতা, প্রেম, বিনয়, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে অপবিত্রতা, অপ্রেম, কুটিলতা, ও দাম্ভিকতা প্রভৃতি অসৎ বৃত্তিনিচয় স্থান লাভ করিয়াছে। ভগবানের শক্তি অবতীর্ণ হইল, অনুতাপাগ্নিতে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। যখন আপনার ভারে আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে এক শান্তিময় উজ্জ্বল সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, অবসন্ন দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। মহর্ষি ঈশার অঙ্গুলী সঙ্কেতে উইলিয়মের নিরয়গামী জীবন স্বর্গের দিকে ফিরিল। আপনাকে ভাল করিবার জন্য, আপন অবস্থাপন্ন নরনারীর সেবা করিবার জন্য, তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল, এবং এইখানেই উইলিয়মের নবজীবনের সূত্রপাত হইল।

কৃষিকার্য্যের প্রতি উইলিয়মের প্রবল অনুরাগ ছিল। যখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর, তখন কৃষিকার্য্যের জন্য একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে অপারগ হওয়াতে অবিলম্বে সে কাজ পরিত্যাগ করেন। এদিকে উইলিয়মের পিতা মাতার দারিদ্র্য-সঙ্কট উপস্থিত। তাঁহাদের এমন সম্বল নাই যে, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সুতরাং বাধ্য হইয়াই উইলিয়মকে অপর কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত

হইতে হইল। সেই সময়ে চর্ম্মকারের ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইত। উইলিয়মের সেই দিকেই ঝোঁক গেল। তিনি পড়া শুনা পরিত্যাগ করিয়া, অবিলম্বে হেকেলটন্‌-নিবাসী নিকোলাস্‌ নামক অনৈক চর্ম্মকারের গৃহে শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার জ্ঞানোর্জ্জন পথে এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহত রহিল। তিনি নিকোলাসের গৃহে কয়েক দিন কার্য্য করিয়াই দেখিতে পাইলেন, সেই স্থানে গ্রীক ভাষায় লিখিত এবং টীকাসম্বলিত একখানি "নূতন ধর্ম্মপুস্তক" (New Testament) রহিয়াছে। সেই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল। কিন্তু গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সে শুভসঙ্কল্প পূর্ণ হইল না। ইহাতেই কি তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন? তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই তাঁহার প্রাণে নিরাশা স্থান পাইত না। নিকোলাসের গৃহে কার্য্য করিয়া যখন অবসর পাইতেন, তখন টমাস্‌ জোন্স নামক জনৈক শিক্ষিত লোকের নিকটে গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন ও তৎসাহায্যে উক্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই অভিনব গ্রন্থ পাঠ করিয়া উইলিয়মের প্রাণে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাইবেলের প্রতি অক্ষর তাঁহার কাছে অমৃত বর্ষণ করিল। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই নিকোলাসের মৃত্যু হইল। এই দুই বৎসরে উইলিয়ম আপন ব্যবসায়ে তেমন উন্নতি করিতে না পারাতে ওল্ড্‌ নামক অপর একজন পাদুকা-ব্যবসায়ীর অধীনে অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই স্বল্প আয়ে অতি কষ্টে তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এই নূতন কার্য্যে যদিচ তাঁহার পরিশ্রমের মাত্রা ও সাংসারিক ক্লেশ বর্দ্ধিত হইল, তথাপি তিনি তিলেকের জন্যও নিরাশ হইলেন না। অপ্রতিহতভাবে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া আপন জীবন-তরণী চালাইতে লাগিলেন।

উইলিয়মের পিতামহ এবং পিতা ইংলণ্ডীয় চর্চ্চের উপাচার্য্য ছিলেন, সুতরাং উইলিয়ম উক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামত সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জেরিমি টেলারের গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন মত বিষয়ে বড়ই গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন কেহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে দিন দিন তাঁহার প্রাণ নীরস হইয়া যাইতে লাগিল। প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল। ভক্তের [illegible]

পিপাসু কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি উইলিয়মের এই দুরবস্থা দর্শনে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রেমপূর্ণ বাক্যে উইলিয়মের দুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার প্রতীকারের জন্য সমুচিত উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন উইলিয়ম আপন দুরবস্থা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ব্যাকুল অন্তরে কৃপাময় ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কেরীর বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন। হেকেল্টন্‌ নগরে জন কয়েক ধর্ম্মপিপাসু লোক মিলিত হইয়া একটী মণ্ডলী গঠন করেন। সেই মণ্ডলীর অনুরোধে উইলিয়ম সময় সময় শাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মণ্ডলীর নরনারীগণ সৎপরোনাস্তি সুখী হইতেন এবং উইলিয়মের প্রশংসা করিতেন। উইলিয়ম স্বয়ং বলিয়াছেন—"উপাসকমণ্ডলীর অত্যধিক প্রশংসায় আমার ধর্ম্মজীবনের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছিল। আমি যদি যথাসময়ে সতর্ক না হইতাম, তবে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিত।" বস্তুতঃ অত্যধিক প্রশংসায় মানুষের যে ক্ষতি করে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া আমরা নিন্দা ও প্রশংসার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ কার্য্যই নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। মাত্রার অতীত হইলেই তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। উইলিয়ম যদি যথাকালে সতর্ক না হইতেন, তবে তাঁহার যে কি বিষম ক্ষতি হইত, বলা যায় না। স্বল্পদিনের মধ্যেই উইলিয়মের গুণ-সুবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক দিন হইতেই নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা একজন নিয়মিত ধর্ম্মোপদেষ্টার অভাব উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাঁহারা কেরীকেই তদুপযুক্ত মনে করিলেন এবং তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে বয়স্ক লোকেরা সম্পন্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, উপাসকমণ্ডলী সে কার্য্যে একজন তরুণবয়স্ক যুবককে নির্ব্বাচিত করিলেন। উইলিয়মের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উইলিয়ম নবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিন্দুমাত্রও গর্ব্বিত হইলেন না। বরং আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন ও দীন মনে করিয়া ষোল আনা উৎসাহের সহিত খাটিতে লাগিলেন। একদিকে জীবিকার জন্য পাদুকা ব্যবসায়, অপর দিকে আত্মার কল্যাণের জন্য মণ্ডলীর কার্য্য ('জুতাগড়া ও চণ্ডীপড়া') উভয় কার্য্যেই কেরীর যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম হইতে লাগিল। মাথার ঘর্ম্ম পায় ফেলিয়া, আপনার রক্তবিন্দু জল করিয়া, বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় কেরী উভয় কার্য্যই সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল যথারীতি সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে কেরীর স্বগ্রামবাসীরাও তাহাদের ভজনালয়ে যাইয়া উপদেশ দিবার জন্য কেরীকে আঁটিয়া

ধরিল। উইলিয়ম তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কথিত ভজনালয়ে প্রতি মাসে একবার করিয়া উপদেশ দিতে যাইতেন। এইজন্য তাঁহাকে প্রতি বারে কিঞ্চিদধিক দশ ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে হইত! কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিন্দু মাত্রও ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেন না।

কেরীর বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন তাঁহার মনিব ওল্ডের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি এবং পাদুকার কারবারের ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপাতিত হইল। কেরী অদম্য উৎসাহের সহিত সেই ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যতা প্রদর্শনেও সমর্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের এক ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ডোরথী প্লেকেট নাম্নী তাঁহার প্রভুর এক সহোদরা ছিলেন। তাঁহার আপাত মধুর প্রণয়-সম্ভাষে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন। এই রমণীকে বিবাহ করিয়া উইলিয়ম যৎপরোনাস্তি অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ডোরথী কোন প্রকারেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা ছিলেন না। উইলিয়ম যদি কখনও সদিচ্ছা বা প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রকার সদনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে ডোরথী অমনি তাহাতে নানা প্রকারে বাধা দিতেন; এমন কি অল্পবুদ্ধিসম্পন্না হীন শ্রেণীর নারীর ন্যায় স্বামীকে নানা প্রকারে অবমানিত করিতেন ও তাঁহার প্রাণে নিদারুণ আঘাত করিতেন। কিন্তু উইলিয়ম কিছুতেই চঞ্চল হইতেন না। তিনি ধীর ভাবে, পত্নীর সর্ব্ববিধ গঞ্জনা সহ্য করিতেন। তিনি কোন প্রকার যন্ত্রণা বা পরীক্ষাকে ভয়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। তিনি সর্ব্ববিধ পরীক্ষাতে ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইতেন! যাহা হউক, এই বিবাহে হঠাৎ সম্বন্ধ হইয়া কেরী নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিলেন। এই প্রকারে অস্মদ্দেশীয় বহু যুবক প্রতিনিয়ত অনুপযুক্তা নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া আপনাদের জীবন বিষময় করিয়া ফেলিতেছেন। সামান্য মৃন্ময় পাত্র ক্রয় করিবার সময়ও মানুষ ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। আর বিবাহ ত জীবন-মরণ ব্যাপী-সম্বন্ধ। উদ্বাহ-বাসর হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যে কার্য্যের উপর পরস্পরের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহা কি অত সহজে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত? উইলিয়ম কেরী অতীব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত হইতেন, তবে এই বিবাহে তাঁহার ভাগ্যে কি বিষময় ফল ফলিত, বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

সহধর্ম্মিণী।

সংস্কৃত ভাষায় পত্নীর একটি প্রতিশব্দ সহধর্ম্মিণী। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই। এই সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ—যে (পতির) সহ ধর্ম্ম আচরণ করে। পত্নীর অনেক প্রতিশব্দ আছে—স্ত্রী, জায়া, ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি। এই প্রতিশব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অর্থসূচক—পতি পত্নীর বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অন্যান্য ভাষাতেও পত্নীর এইরূপ বহুতর প্রতিশব্দ আছে। যথা ইংরাজীতে wife, better-half, ইত্যাদি। এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতে পত্নীর প্রতিশব্দগুলি যেমন একঘেয়ে—একার্থবাচক, সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি সেরূপ নহে। ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি সবই প্রায় প্রণয়জ্ঞাপক সংস্কৃতে সেইরূপ প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উচ্চতর ভাবজ্ঞাপক শব্দও এই ভাষায় আছে। জায়া, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতিশব্দ জগতের অন্য কোন ভাষাতে আছে কি না, জানি না, না থাকিবার কারণও যথেষ্ট আছে। তাহা খুলিয়া বলিতেছি। ধর্ম্মাচরণ সকল জাতিতেই করিতেছে, সকল জাতিতেই করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকে এমন সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, বুঝি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিতে করে নাই। প্রাচীন জাতির ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এখন যে দুইটী প্রবল জাতির সহিত আমাদের সংস্রব ঘটিয়াছে, তাহাদের কথাই বলিব। দেখ, এই ইংরাজ জাতি। ইহারা কি ধর্ম্মাচরণ করে না? কে বলিবে? স্বার্থত্যাগী পরমযোগী দীনদয়াল যিশুখ্রীষ্টের কথা নাই বা বলিলাম, এখনও এমন উদারচেতা পরোপকারী প্রবীণ অনেক খ্রীষ্টান আছেন, যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দেখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইঁহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া কে বলিতে পারিবে যে, খ্রীষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মাচারী লোক দেখা যায় না? খ্রীষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া কে বলিতে পারিবে যে, প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাচরণ করে না? যেমন খ্রীষ্টান সম্বন্ধে বলিলাম, মুসলমান সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে পারি। এই দুই জাতিই সম্মুখে দেখিতেছি, তাই ইহাদের কথাই বলিলাম—মনে হয়, অন্যান্য সব জাতিই এইরূপ ধর্ম্মাচারী।

ইহারা সকলেই ধর্ম্মাচারী বটে, কিন্তু হিন্দুর ন্যায় নহে। খ্রীষ্টানের ও মুসলমানের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—তাহার সহিত কেবলমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ—অবশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যেমন এই

ধর—আহার। খ্রীষ্টানেরা আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ রাখা প্রায় উচিত মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট আহার, শারীরিক অভাব নিবারণার্থ সুখজনক ক্রিয়া বিশেষ। তাঁহারা আহারে এই দুইটী বিষয়ই খুঁজিয়া থাকেন—শরীরের পুষ্টি ও রসনার আনন্দ। মুসলমানেরাও এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। হিন্দুরা কিন্তু সেরূপ করেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন না। তাঁহাদের জীবনের প্রতি খুঁটিনাটি হইতে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্রের এই আদেশ—এই উপদেশ—এই তাৎপর্য্য। হিন্দুর প্রতি কার্য্যই সেই একাভিমুখী। হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে না, এমন কোন কার্য্যই নাই, থাকিতেও পারে না। অপরাপর জাতি যাহাকে সুখ বলে, হিন্দু তাহাকে সুখ বলে না। হিন্দুর সুখের ধারণা ও সংজ্ঞাই পৃথক্—সেই সুখের ধারণা বা সংজ্ঞা এইরূপ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মানুষ সকল কার্য্যেই সুখ চাহে—সুতরাং হিন্দুর সকল কার্য্যেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, কারণ সেই ধর্ম্মের রেখার কণামাত্র অতিক্রম করিলেও হিন্দুর সুখ হওয়া অসম্ভব। তাই হিন্দুর যেমন আহারে, তেমনি বিহারে সেই ধর্ম্মকার্য্যই প্রধান কর্ম্ম হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর বিবাহেও দাম্পত্য-সুখ বা পতি-পত্নীর ইন্দ্রিয়-সুখই মূল লক্ষ্য নহে—এবং হিন্দুপত্নীর প্রধান প্রতিশব্দ হিন্দুজাতি-মধ্যে প্রণয়িনী নহে—সহধর্ম্মিণী।

এই "সহধর্ম্মিণী" কথাটাই ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের পতি-পত্নীর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুজাতির মধ্যেই এই সম্বন্ধটা যেন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে। সেই কথাটা দেখাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুর নিকট, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালনের জন্য আশ্রম বিশেষ। এই "আশ্রম" কথাটাতেই সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই হিন্দুগণ ধর্ম্মোদ্দেশে করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। হিন্দুর আহারও ধর্ম্মবিশেষ। হিন্দুর আহারের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে—আহারকালে যে প্রকার অবস্থায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতেই উপরোক্ত কথাটার অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সে সব মন্ত্রের কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর ঘরকন্নাও ধর্ম্মাচরণ। এই ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন আর হিন্দুপত্নীগণ যেন এ কথা মনেই করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু ঘরকন্না যে একটা ধর্ম্ম—যেমন পূজা, সন্ধ্যা, উপাসনা

ধর্ম্মাচরণ—যেমন অতিথিসেবা, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণ, ঘরকন্নাও যে ঠিক্ তেমনই একটা ধর্ম্ম—এ কথা বর্ত্তমান কালের হিন্দু পত্নীগণ যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। এই ভয়ানক ভুল হইতেই সমাজে স্ত্রীজাতির এখন অবনতি হইতেছে, আমি এইরূপ মনে করি। কেন করি, তাহা বলিতেছি।

দেখ হিন্দুপত্নী যাহাকে ধর্ম্মাচরণ মনে করে—তাহা কত সাবধানে, কত যত্নে, কত শঙ্কিতচিত্তে করিয়া থাকে। হিন্দুর পূজার ঘর, পূজার সজ্জা—কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর!

এই পূজা উপাসনার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বুঝিয়াই হিন্দুপত্নী এমন পবিত্রচিত্তে, এমন পবিত্রশরীরে, এমন সযত্নে, এমন সাবধানে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু যেটা 'ঘরকন্না'—তাহাতে হিন্দুপত্নী ত এমন পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কায়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাই ইহাতে এত শৈথিল্য, এত অশান্তি, এত কলহ, এত পদস্খলন। তাঁহারা মনে করেন ঘরকন্নাটা না করিলে শরীর চলে না—সংসার চলে না, তাই তাহা অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা "ঘরকন্না"ই ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাহাই সুখের উপায়, তাহাই প্রকৃত সুখ, এরূপ আর মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিয়া শরীর বাঁচাইয়া অন্য-উপায়ে সুখশান্ত করিতে চাহেন। তাই হিন্দুর গৃহে এখন আর সে পবিত্রতা নাই, সে নিঃস্বার্থপরতার উদাহরণ নাই, সে শান্তি নাই, সে সুখও নাই।

বাস্তবিক এখন আর হিন্দু পত্নীকে প্রকৃত প্রস্তাবে "সহধর্ম্মিণী" বলা যায় না। তাঁহারা এখন প্রণয়িনী মাত্র। তাঁহারা নিজেরাও তাহাই ভাবেন। স্বামীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ছোট বড় সকল কার্য্যে, কোন্ হিন্দুপত্নী দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? স্বামীর কি অনুষ্ঠেয়, কি অনুষ্ঠেয় নহে, স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে কি কর্ত্তব্য, কি নহে—কোন্ পত্নী এখন তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন? তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন একটা বিষয়ের—চাহেনও সেই একটা বিষয়। তাঁহারা পাইতেও চাহেন কেবলমাত্র স্বামীর ভালবাসা, দিতেও চাহেন তাহাই। সে ভালবাসার অর্থ অনেক সময়ে, দুটো মিষ্ট কথা আর দুটো আবদার মাত্র। কিন্তু এই কুহকিনীই তাঁহাদিগের যেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এ "ভালবাসা"টা যে কি, তাহা তাঁহারা দেখেন না, দেখিতে পারেন না, দেখিতে চাহেনও না। এ ভালবাসা যে অনেক স্থলেই শতকরা নিরানব্বইটী ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-সুখ-মোহ কি এমনই একটা কিছু, তাহা তাঁহারা বুঝেন না! না বুঝিয়া এই নিদারুণ হলাহল পান করিয়া, তাঁহারা নিজেরা বিকৃত হইতেছেন—পতিদিগকেও বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন।

কেন এমন হইল, জানি না। পাশ্চাত্য জগতের আপাত-মধুর রাগিনী পড়াতেই পতির নিকট হইতেই কি "ভালবাসা"

পদার্থটী এমন ভাবে হিন্দুগৃহে স্থান পাইয়াছে? জানি না। কিন্তু ইহা এমন হইয়াছে যে, ইহা হিন্দু সংসারের আষ্ট পৃষ্ঠের সহিত এমনই মিশিয়া পড়িয়াছে যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "সহধর্ম্মিণী" তাহাদিগের নিকট অতি [illegible] জাতি। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাস্পদ হীন কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চোখের উপর বিশ্বের দিকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত—তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটী অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলে না বলিয়া। যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে "ঘরকন্না" এ কথা তাঁহারা জানেনই না। তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যাও, তাহা কিছুদিনের নিমিত্ত স্থানমাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন আর সহধর্ম্মিণী নাই—আছে পত্নীমাত্র।

সত্য বটে, এখন দুই এক জন পত্নী নিজকে উচ্চাদর্শে স্থাপিতা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ ভাল কথা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে সম্পূর্ণ পতির সহধর্ম্মিণী না হইবেন, যে পর্য্যন্ত ঘরকন্নাকে গৃহস্থের ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে, আমি এরূপ মনে করি না।

তাই আমার বড় ইচ্ছা যে এই হিন্দু পত্নীদিগকে আবার সেই পবিত্র সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখি। ঘরকন্না যে একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা রমণীগণ "সহধর্ম্মিণীর" পদ প্রতিপালন করেন, তবে আবার আমাদিগের এ গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়! কবে এই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দুরমণী আবার সেই "সহধর্ম্মিণীর" উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বামীর ছোট বড় সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন? এমন দিন কি হইবে?

কোমলদেহে দুর্জ্জয় শক্তি।

"বলি, অত তাড়াতাড়ি যাও কোথা? শোন, শোন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কি কথা? শীঘ্র বল। আমার দাঁড়াইবার সময় নাই; অনেক কাজ আছে। তা ছাড়া আমি সম্পূর্ণ পরাধীন, ইচ্ছা করিলেই যে কোথাও একটু স্থির হইয়া বসিব, এমন স্বাধীনতা আমার নাই। তবে যদি আমাকে একটা গ্লাসে পুরিয়া বরফের মধ্যে বসাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমাকে খানিক-ক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিবে।"

"আচ্ছা তাই হউক। তোমার নিজমুখে আমি তোমার নাম ধাম কাজকর্ম্ম ইত্যাদির বিষয় শুনিতে চাই। সে সব বলিতে অনেক সময় লাগিবে। সেই জন্য তোমার কথা মত তোমাকে এই গ্লাসে রাখিয়া বরফের মধ্যে বসাইলাম। এখন বল তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়? আর তুমি যে এত তাড়াতাড়ি কাজ কর, সেই কাজটাই বা কি?"

"আমি কে তাহা এখন বলিব না। সেটা যদি বুঝিয়া লইতে পার ভালই; নহিলে শেষে বলিব। আমার বাড়ী এক হিসাবে সমস্ত পৃথিবী যুড়িয়া। আমি কখনও মহাসমুদ্রে, কখনও হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে, কখনও হ্রদে বা নদীতে, কখনও খালবিল বা পুষ্করিণীতে, কখনও কূপে, কখনও কলসে, কখনও বৃক্ষলতা জীব-জন্তুর শরীরের মধ্যে, কখনও কল কার-খানায়, কখনও বা ভূগর্ভে বাস করি, আবার কখনও বা বাতাসের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, সুদূর আকাশে উড়িয়া বেড়াই। তবে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে মহাসমুদ্রকেই আমার প্রকৃত আবাসভূমি বলিতে হয়। কেননা আমাদের পরিবারের অধিকাংশ লোক সেখানে বাস করে; আর যাহারা কাজের খাতিরে দূরদেশে যায়, তাহারাও অনেকে নদ নদী বহুদেশ ও জনপদ ঘুরিয়া আবার সেই মহাসমুদ্রে আসিয়া বিশ্রাম করে।"

"আমাকে এখানে তুমি অল্প কয়েকজন সঙ্গীর সহিত দেখিতে পাইতেছ; কিন্তু আমরা অনেক ভাই—কাহারও সাধ্য নাই যে গণিয়া আমাদের সংখ্যা নিরূপণ করে। আমরা পৃথিবীর বার আনা অংশ ব্যাপিয়া আছি। অথচ আমাদের এক এক জন আমার মত ছোটো, এতেই বুঝিতে পারিবে আমরা সংখ্যায় কত! আমাকে এই ক্ষুদ্র সামান্য দেখিতেছ। কিন্তু আমরা কোটি কোটি ভাই যখন একত্র মিলিত হই, তখন আমরা দুর্জ্জয় শক্তি ধারণ করি। তখন কাহার সাধ্য আমাদের শক্তিকে বাধা দেয়? তোমাদের দেশে শুনিতে পাই 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

আমরা কিন্তু ভাই ভাই যত মেশামেশি করি, ততই আমাদের শক্তি বাড়ে। আমরা যখন বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সমুদ্রবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করি; তখন বড় বড় জাহাজ—যাহা লইয়া মানুষ কত অহঙ্কার করে, কত সহর তোপে উড়াইয়া দেয় সেগুলাকে লইয়া আমরা মোচার খোলার মত কখনও উপরে তুলি, কখনও নীচে নামাই, শেষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ডুবাইয়া দিই। কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ জলদ-জালে নভস্তল আচ্ছাদিত করিয়া মুষলধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক বন্যার জলে দেশ জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যাই, শ্রবণ-বিদারক রবে গগন মেদিনী কম্পিত করিয়া অশনি-সম্পাতে মানবের মনে বিষম ভীতির সঞ্চার করি। কখনও বা বায়ু-মণ্ডলে তাপের ঘোর তারতম্য উৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ বাত্যাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া কত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করি, কত গৃহ উড়াইয়া লইয়া যাই, কত জীব জন্তুর প্রাণসংহার করি, সমুদ্র হইতে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুফান আনয়নপূর্ব্বক কত গ্রাম, কত নগর ভাসাইয়া দিই। আবার আগুনের সাহায্যে আমরা গাড়ী চালাই, জাহাজ চালাই, কল চালাই—কত রকমের কাজ করি। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের কতকগুলি ঘটনা বলিলেই বুঝিতে পারিবে আমাদের কত কাজ করিতে হয়। ঘটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। কিন্তু বর্ণনার সুবিধার জন্য আমি সেগুলি একত্র সম্বন্ধ করিয়া বলিব।"

"আজি তিন চারি মাস হইল একদিন ভারত মহাসাগরের বক্ষে তরঙ্গের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় দক্ষিণ দিক্ হইতে শুষ্ক বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। আমাদের শরীরের প্রকৃতি এমনি যে, উত্তাপ লাগিলেই আমাদের শরীর ফুলিতে থাকে ও হাল্কা হইতে থাকে; শেষে উত্তাপ নিতান্ত অধিক হইলে আমরা একেবারে অদৃশ্য হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যাই। এ ছাড়া শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রণয়; শুষ্ক বায়ু গায়ে লাগিলেই আমরা বায়ুর মত অদৃশ্য হইয়া একেবারে তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাই। দক্ষিণ দিক্ হইতে সে দিন যে শুষ্ক বায়ু বহিতেছিল, তাহা গায়ে লাগিবামাত্র আমরা দলে দলে অদৃশ্য হইয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। আমরা বাতাসের চেয়ে হাল্কা বলিয়া ক্রমেই উঠিতে লাগিলাম। উপরের বাতাস ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে আমরা একটু ঘন হইয়া মেঘের আকার ধরিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিলাম। সুন্দরবনের উপর আসিয়া সেখানকার গাছগুলির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খানিক বৃষ্টিপাত করিয়া আমরা আরও উত্তর দিকে চলিলাম। এমন সময় আর একখানি জল-ভরা মেঘ আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিল। খানিক পরে আবার একখানি মেঘ আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম মেঘখানি যেমন সহজে আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল, এখানির বেলা তেমন হইল না। আমরা যখন বাষ্প

হই, তখন আমাদের মধ্যে একপ্রকার বৈদ্যুতিক তেজ আসে। আমি যে মেঘে ছিলাম, তাহার ও প্রথম মেঘখানির বৈদ্যুতিক তেজ একজাতীয় বলিয়া আমরা সহজে মিশিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় মেঘখানির বৈদ্যুতিক তেজ বিপরীত প্রকৃতির বলিয়া বিষম গোলযোগ বাধিল। উভয় মেঘ হইতে বৈদ্যুতিক তেজ বাহির হইয়া মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল, সহস্র কামানকে পরাজিত করিয়া ঘোরতর অশনি-সম্পাত হইতে লাগিল। কিন্তু তেজঃক্ষয় হওয়াতে আমাদের শরীর শীতল ও ভারী হইয়া পড়িল এবং আমরা জল হইয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। আমিও সকলের সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু সেখানেও আমরা দাঁড়াইতে পারিলাম না। পৃথিবীর আকর্ষণের বল আমাদিগকে নীচের দিকে টানিতে লাগিল। আমরা গায়ে ধূলা কাদা মাখিয়া নালা নর্দ্দামার ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা পুষ্করিণীতে গিয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, সেখানে দুইদিন একটু বিশ্রাম করিতে পাইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে বিশ্রাম-সুখ খুব অল্পই ঘটে। পরদিন প্রাতে আমার চারি দিকের জল কে যেন টানিতে লাগিল। আমি আর পাঁচজনের সঙ্গে সেই টানে পড়িয়া একটা নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে একটা প্রকাণ্ড লোহার ঘরের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। তাহার ভিতর হইতে কেমন করিয়া বাহির হইব ভাবিতেছি, এমন সময় একটা ছিদ্র উন্মুক্ত হইল ও আমরা আর একটা নলের ভিতর দিয়া আর একটা লোহার ঘরে গিয়া পড়িলাম। সে ঘরটা বড় গরম। সেখানে প্রবেশ করিয়াই আমাদের শরীর মহাতেজে ফুলিতে লাগিল; আমরা একবার উপরে উঠি, একবার নীচে নামি—এইরূপ করিতে করিতে আমাদের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু মৃত্যু হইল না, কেননা আমাদের মরণ নাই। আমাদের আয়তন এত বাড়িয়া গেল যে, সে ঘরে আর স্থান হয় না। আমরা খুব ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া ঘরটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বোধ হয় আর একটু বিলম্ব হইলেই আমরা সেই কঠিন লৌহাগার চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বা মানুষের বুদ্ধিকৌশলে তাহা ঘটিতে পাইল না; সেই লোহার ঘরের সঙ্গে একটী নলের যোগ ছিল, আমরা সকলে মিলিয়া,সেই দিকে খুব ধাক্কা দেওয়াতে একটা লোহার ছিপির মত জিনিস সরিয়া গেল এবং একটা নল উন্মুক্ত হইল। আমাদের মধ্যে জনকতক তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে একটু স্থান হইল। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সেই ছিপিটা আবার আমাদের দিকে সরিয়া আসিল ও নল বন্ধ হইয়া গেল। আবার ঠেলাঠেলি করিয়া ছিপি সরাইয়া দিয়া আমাদের আর জনকতক বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে আমরা দলে দলে বাহির হইতে লাগিলাম। আমি একটু পশ্চাতে

ছিলাম বলিয়া আমার শাকির হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সে যাহা হউক বাহিরে আসিয়া দেখি চারি দিকে উন্মুক্ত আকাশ, নীচে দিয়া একখানা রেল গাড়ি চলিয়া যাইতেছে। তখন বুঝিলাম আমরা মানুষের বুদ্ধিকৌশলে ঐ লৌহশকটের হাঁড়ির মধ্যে পড়িয়া উহাকে চালাইতেছিলাম।

তাহার পর আমি বাতাসের উপর ভর করিয়া সূর্য্যতাপে পৃথিবীর শুষ্ক বক্ষঃ শীতল করিতে করিতে, বৃক্ষলতা পুষ্পোদ্যান সমূহ সরস শীতল করিতে করিতে ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে হিমালয়ের শীতল বায়ুস্পর্শে নিস্তেজ ও হিমাঙ্গ হইয়া যেন তুষারের আকার ধারণ করিয়া এক উচ্চ অধিত্যকার আশ্রয় লইলাম। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই। আমরা যাহার উপর পড়িয়া ছিলাম, সেটী একটী তুষারনদী (glacier)। সেই নদীটী আদরে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মৃদুমন্দ গতিতে নিম্নাভিমুখে চলিতে লাগিল। আমরা যত নিম্নে আসিতে লাগিলাম, ততই বায়ুর উত্তাপ বাড়িতে আরম্ভ হইল এবং উক্ত নদীর অগ্রভাগ দ্রবীভূত হইয়া নির্ঝরে পরিণত হইল; উপযুক্ত সময়ে আমিও নির্ঝরের সঙ্গে সঙ্গে গোমুখ পর্ব্বতের ভিতর দিয়া হরিদ্বারের পথে গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইলাম।

বঙ্গোপসাগরে আসিয়া দেখি সেখানে বড়ই গরম; কাজেই সেখানে থাকিতে পারিলাম না; শরীর স্ফীত ও হাল্কা হইয়া উঠিল, আবার বাতাসের সঙ্গে উপরে উঠিলাম। সেখানে দেখি আমাদের দল এত বেশী যে সমস্ত বাতাস একেবারে হাল্কা হইয়া উঠিয়াছে; ওদিকে স্থলের উপর যে বাতাস ছিল, তাহা শুষ্ক ও ভারী হইয়া পড়িয়াছে। উভয় বায়ুর ভারের এই তারতম্য নিবন্ধন ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠে কাহার সাধ্য? এক দিকে বাতাস একাকী, আর একদিকে আমরা বাতাসের সহায়। আমরা দেখিতে দেখিতে নিবিড় কালিমাময় জলদজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে (Cyclone) উৎপাদিত করিলাম। পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল, আমরা বনের বৃক্ষলতা উৎপাটিত ও ভূমিসাৎ করিতে লাগিলাম; কুটীরের চাল উড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ঝটিকা উত্তর পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব দিক্ হইয়া ক্রমে দক্ষিণ দিক্ হইতে বহিতে লাগিল; তাহার বেগে বঙ্গোপসাগরের জল স্ফীত হইয়া নদীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কত বাড়ী ঘর ডুবিয়া গেল, কত মানুষ গরু ও অন্যান্য জন্তু ভাসিয়া গেল, কত বড় বড় জাহাজ ক্রীড়াপোতের ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সমস্ত দিন এইরূপ করিয়া ক্রমে যখন বায়ুর ভারের সমতা স্থাপিত হইল, তখন আমরা ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতায় ১২৭১ সালের ২০এ আশ্বিনে ও তাহার কয়েক বৎসর

পরে নওয়াখালি অঞ্চলে যে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হইয়াছিল, সে সব আমাদেরই সমবেত শক্তির ফল।

ঝড়ের সঙ্গে যে বৃষ্টি হইতেছিল, আমি তাহার সঙ্গে গঙ্গার ভিতর পড়িয়া গেলাম। সেখানে আমাকে কিছু দিন থাকিতে হইল। ভাঁটায় খানিক দক্ষিণে যাই, আবার জোয়ারে ঠেলিয়া উত্তরে লইয়া আসে। এইরূপে কিছু দিন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে আছি, এমন সময় এক দিন পল্তার কাছ দিয়া আসিতে আসিতে গায়ে কেমন টান পড়িল, তাহার বলে একটা নলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। নল হইতে বাহির হইয়া দেখি, একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে ভাসিতেছি। সেখানে দুই এক দিন থাকিয়া আর একটা পুকুরে গিয়া পড়িলাম। এইরূপে কতকগুলা পুকুরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমার গায়ের ময়লা সব পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পর আমি আমার মত আরও অনেকের সঙ্গে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড নলের ভিতর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে প্রায় সাতক্রোশ পথ আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণে টালার জলের কলের পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে মাঝারি, ছোট নানা আকারের নলের ভিতর দিয়া একটা বরফের কলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। গরমে যেমন আমাদের শরীরের আয়তন বাড়ে, ঠাণ্ডাতেও কতকটা সেই রকম হয়। তবে ধরণটা ঠিক একরকমের নয়। গরমে আমাদের শরীরের পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করে, তাহাতেই আমাদের থাকিবার জন্য বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিলে আমাদের দেহ নানা আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিকের (crystal) রূপ ধারণ করে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে snow needles (তুষারসূচী) বলে। এইগুলি যত ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হউক না কেন, ইহাদের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। কাজেই ইহাদের থাকিবার জন্য বেশী জায়গার দরকার হয়। গরম থেকে ঠাণ্ডা হইবার সময় আমরা খানিক ক্ষণ অন্য জিনিসের মত আকারে সঙ্কুচিত হইতে থাকি। তাহার পর যেই স্ফটিকের আকার ধারণ করিতে থাকি, অমনি আমাদের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন আবার আমাদের এত তেজ হয় যে, লোহা-পাথর সব ফাটাইয়া ফেলিতে পারি। একবার এক অধ্যাপক ছাত্রদিগকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমাদের জনকতককে একটা পুরু লোহার বোতলে পুরিয়া খুব কসিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া এমন একটা ঠাণ্ডা জিনিসের মধ্যে বোতলটা ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার ভিতর খানিক ক্ষণ থাকিলেই জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। অল্পক্ষণ সেইভাবে বোতলের ভিতর থাকিবার পর তাহারা যেই স্ফটিকের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, অমনি আমাদের মত

ভীষণ শব্দ হইয়া বোতলটা ফাটিয়া গেল। আর একবার আমরা জলকণা (আমিও তাহার ভিতর ছিলাম) হিমালয় পর্ব্বতের এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড পাথরের ভিতর খানিকটা ফাটা স্থান দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার পর অত্যন্ত বরফ পড়াতে যেই আমরা ঠাণ্ডা হইয়া স্ফটিকের আকার ধারণ করিতে লাগিলাম, অমনি ভীষণ শব্দে সেই প্রকাণ্ড পাথর খানা ফাটিয়া তিন চারি খণ্ড হইয়া গেল।

সে যাহা হউক অনেক বরফের সহিত আমি আর পাঁচ জনের সঙ্গে বরফ হইয়া গেলাম এবং শেষে আবার এক দোকানে আনীত হইলাম। দোকানদার পয়সা পাইয়া সেই বরফের খানিকটা ভাঙ্গিয়া তোমাদিগকে বিক্রয় করিল; আমি তাহার ভিতর এখানে আসিলাম। তোমরা তাহার খানিকটা চূর্ণ করিয়া একটা রবারের থলিতে পুরিয়া একজন রোগীর উষ্ণ মস্তিষ্কের উপর বসাইয়া দিলে ও খানিকটা তাহাকে খাইতে দিলে; রোগীর রোগ যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইল। অবশিষ্ট একটু (যাহার ভিতর আমি ছিলাম) তুমি লইয়া আসিলে এবং জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহার ভিতর ফেলিয়া দিলে। তুমি পান করিয়া যে জল অবশিষ্ট রহিল, তাহার ভিতর আমি ছিলাম। তাই তোমাতে আমাতে এত কথাবার্ত্তা হইল।

আমি আছি তাই তোমাদের ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়; তোমাদের কল কারখানা, রেলগাড়ী ষ্টীমার চলে, ভূমি শস্যশালিনী হয়, লতা পাতা ফল ফুলে উদ্যান শোভিত হয়; আমি বায়ুস্রোত চলাচলেরও কতকটা সাহায্য করিয়া থাকি; আমি তোমাদের বায়ুমণ্ডলে উদ্ভিদের খাদ্য সর্ব্বদা সঞ্চিত করিয়া প্রখর সূর্য্যোত্তাপ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করি—নতুবা তোমরা দগ্ধ হইয়া যাইতে। আমি না থাকিলে কখনই তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না। তোমাদের জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে বায়ু প্রথম-স্থানীয়, তাহার পরই কিন্তু আমার স্থান। এই জন্য আমার আর একটী নাম—জীবন।

এখন বুঝিলে আমি কে?—আমি একটী "ক্ষুদ্র জলবিন্দু" মাত্র।

আ, চ।

কংফুসের মাতৃভক্তি।

চীনের অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও ধর্ম্মোপদেশক কংফুসে তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা ইয়াংসি তাঁহাকে অতি যত্নে প্রতিপালন করেন। কংফুসে

১১ লক্ষ মণ মজুত আছে। রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়াছে।

১৫। গত ১লা হইতে ৩রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত মাণিকতলার মল্লিকের বাগানে মোহন মেলা ও ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা মেলা খুলিয়া দেন। নূতন শিল্পোত্থানক-দিগকে মেডাল ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। কালা-বোবা স্কুলের ছাত্রেরা ছবি আঁকার পুরস্কার পাইয়াছে।

বামারচনা।

তপ্ত অশ্রুধার।

(মহামতি শ্রীযুক্ত কেইন সাহেবের বরাহনগরে আগমন উপলক্ষে)

প্রভাতে পূরবাকাশে উদিল তপন।
শতকণ্ঠ সমস্বরে, জয় জয় রব ক'রে,
শতপ্রাণে বহে এক সুখ সমীরণ।
আঁধারে আলোক আসে, প্রাণ মন সুখে ভাসে,
নিরাশ পরাণে জাগে আশার স্বপন।
হাসি মুখে নর নারী পূরবে চাহিয়ে,
তপনের জয়গীতি উঠে গো গাহিয়ে।
তেমতি এ শুভদিনে তব পদার্পণে
আশাময় হর্ষোচ্ছ্বাস জাগিয়াছে প্রাণে।
শত প্রাণ এক হয়ে, প্রীতিপুষ্প অর্ঘ্য লয়ে,
উপহার দিতে আজ এসেছে চরণে।
মধুর আনন্দভরে, শতকণ্ঠ সমস্বরে,
মাতিয়াছে আজ দেখ তব জয়গানে।
প্রাচীন কাহিনী শুনি—পূর্ব্বে দেবগণ
বিকট অসুরদলে করিত দমন।
বিধাতার কৃপা গুণে, আজ এই শুভ দিনে,
দেখিলাম নয়নে সে দৃশ্য বিমোহন।
তুমি দেবতার বেশে, আসিয়াছ এই দেশে,
সুরাসুর উপদ্রব করিতে বারণ,
কৃতার্থ হলাম আজি দেব দরশনে,
পুলক অধর আজি তব জয়গানে।

এস হে বীরত্ব খনি সুমহৎ প্রাণ;
সমগ্র ভারত ভূমে, আজি হে তোমার নামে,
উঠেছে আনন্দধ্বনি আশাময় গান।
তব সম্ভাষণ তরে, সকলে যতন করে,
সাজায়েছে ঘর বাড়ী দেহ মন প্রাণ,
সুরার দমন হেতু তব আগমনে,
ফুটেছে আশার আলো সবার আননে।
এস হে দীনের বন্ধু আর্ত্তের সহায়,
তব সম্ভাষণে আজি কিবা দিব হায়!
দুঃখিনী ভারত-নারী, সার শুধু আঁখি বারি,
তা দিয়ে কি শুভ দিনে কাঁদাব তোমায়?
পর দুঃখে ম্রিয়মাণ, তোমার কোমল প্রাণ,
খাটিছ পরের তরে দেবতার প্রায়।
এসেছ ঘুচাতে দীন দুঃখীদের ব্যথা,
(তাই আশা হয় শুনিবে হে আমাদেরো কথা।)
এস দেব। আমরাও করি সম্ভাষণ,
তুমি কি শুনিবে এই ব্যথিত-রোদন?
এক পাশে থাকে পড়ে, কেহ না জিজ্ঞাসা করে,
শত কাজে ব্যস্ত এই দেশবাসিগণ।
দেশের উন্নতি তরে, কতই যতন করে,
পারনাক অবরোধ ফিরাতে নয়ন।

ভারতে বিধবা নারী কোথায় পড়িয়া,
কাটায় দিবস হায় দিবস গণিয়া।
সমাজ ও রাজনীতি বড় বড় কথা,
তাই নিয়ে ইহাদের কত মাথা ব্যথা।
এদের পরাণে হায়, আশার সমীর বয়,
এরা কি জানিতে পারে দুঃখের বারতা?
ঘরে ঘরে সঙ্গোপনে, কে কাঁদে আপনমনে,
কে শুনিবে সে রোদন কে ঘুচাবে বাধা?
এরা ত উন্নত জীব আলোকে বেড়ায়,
কে কোথা আঁধারে আছে কে তা জানে
হায়!
শিখেছে কতই কথা করিয়ে যতন,
[illegible] শাস্ত্রের বচন।
জ্ঞানের আলোক লভে, চেতনা পেয়েছে [illegible]
গাহিছে আশার গান উৎসাহে মগন;
ওরা যত জোরে ধেয়ে উন্নতির পথে ছোটে,
আমরা ভয়েতে এই [illegible];
কে দেবে জ্ঞানের আলো কে উপদেশ?
[illegible] দুঃখের শেষ।
এস ওহে পরহিতব্রতী দয়াবান্।
আঁখিজলে দীর্ঘশ্বাসে করিছে আহ্বান।
কত মহা পারাবার, কত [illegible] পার,
এসেছ বিদেশে শুধু পরের কারণ;
শুধুই পরের তরে, [illegible] জনম ভোরে,
[illegible] পুরুষ-প্রধান।
আশার কিরণ আজ আঁধার পরাণে
ফুটিয়া উঠেছে [illegible] তব আগমনে।
এস [illegible] উন্নতির আধার,
লহ এ প্রাণের প্রীতি ভক্তি-উপহার।
চির [illegible] যারা, [illegible] মরমে মরা,
আজ শুভ দিনে [illegible] দিবে আর?
এস হে [illegible], শুনে যাও দুঃখ-গান,
নিয়ে যাও [illegible] অশ্রুধার।
[illegible] সেহিনী,
বলিও তাঁদেরে এই দুঃখের কাহিনী।
কি আর বলিব বল ওহে দেবপ্রাণ!
করুন মঙ্গল তব মঙ্গলনিধান।
দীর্ঘ জীবন পেয়ে, চির দিন সুখী হয়ে,
এমনি করিয়া সাধ বিশ্বের কল্যাণ।
[illegible] দলে, দলিয়া চরণতলে,
পুণ্যময় শান্তি রাজ্য করহে স্থাপন।
[illegible] পরমেশ শ্রীচরণে
যাচি শুভ আশীর্ব্বাদ কায়মনপ্রাণে।

বিষাদ।*

দয়াময় বিধি! কিবা তব বিধি,
মানব বুঝিবে কিসে?—
সুন্দর কলীরে ধরিলে আদরে,
শেষে জ্বলে মরে বিষে!
আজি—চাঁদিমার আলো আঁধারে মিশিয়ে,
অবনীর ম্লান মুখ,
সাধের কুসুম পড়েছে ঝরিয়ে
লতিকার খালি বুক!
সোণার শিশুটী না তুলিতে কোলে,
পোড়া কাল কোথা ছিল,

* কোন [illegible] মহানিদ্রাগত শিশুর স্মরণার্থ।

মা'র বুক খানি আঁধার করিয়া
আগে তারে কোলে নিল !---
কেন দশ মাস ঐ ঘোর যাতনা---
কেন বা অসহ্য ব্যথা ;
পীযূষ পাদপে একি বিষফল,
কাজ মহা আকুলতা !
সে যদি চাহেনি ধরাতে থাকিতে
গেছে যদি দেব পুরে,

তবে কেন মা'র স্মৃতিপটে সদা
তারি ছবিখানি পূরে ?
"খেলিতে আসিয়া সোণার পুতলী
খেলিতে পেলে না হায় !"
হেন পোড়া কথা, কেন আসে মনে,
কেন বুক কেটে যায় ??

১৩০৩, ২০শে পৌষ } কনকাঞ্জলির কবি।
শুক্ল-প্রতিপদ। }

মূল্যপ্রাপ্তি।

সাবেক।

কুমার রাজেশ্বর মালিয়া	হাবড়া	৭৸৹
ভুবনমোহিনী দাস	কলিকাতা	২৸৹
অতুল কুমারী গুপ্ত	নওগাঁ	৫৲
রাজকুমারী সিংহ	ভাগলপুর	৭৲
মতি লাল দত্ত	কলিকাতা	।৵৹
বৈ[illegible]চন্দ্র সেন	ঐ	।৹
[illegible] মুখোপাধ্যায়	গোরক্ষপুর	২৷৵৹
মোহিনী মোহন মজুমদার	কলিকাতা	।৵৹
রায় [illegible]কান্ত দাস বাহাদুর	ঐ	২৷৵৹
কানাই লাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৷৵৹
বিনয় ভূষণ বিশ্বাস	ঐ	।৹
রাধানাথ দেব	ঐ	১৲
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	ঐ	২৷৵৹
নবীন চন্দ্র রায়	ঐ	২৲
গিরিজা কুমারী বন্দ্যো	বরাহনগর	২৷৵৹
বিহারী লাল ঘোষ	হাজারিবাগ	৮৷৵৹
অতুল চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৪৲
উমেশ চন্দ্র রায়	মজঃফরপুর	৸৵৹
রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর	কাকিনা	১৩৷৵৹
অন্নকালী গুপ্ত	শ্রীহট্ট	৭৲
কৃষ্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহাটী	২৷৵৹
গোঁ। গোপাল দাস	মালদহ	৭৷৵৹
শরৎ চন্দ্র পাল	কলিকাতা	৩৲
রাখাল চন্দ্র বসু	হাওড়া	৪৲
কমলাকান্ত সেন	চট্টগ্রাম	৩৵১০
হরিমতি দেবী	কালনা	।৵৹
আদিত্য নাথ হালদার	সাতাইল	২৷৹
যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৫৲
এস, পি, সিংহ	ঐ	২৷৵৹
রাজ কৃষ্ণ চৌধুরী	ভবানীপুর	২৷৵৹
গোবিন্দ লাল দত্ত	কলিকাতা	।৹
নীরদ মোহিনী বসু	ঐ	।৹
অভয় প্রসাদ দাস	সাথেশ্বর	১৷৹
কেদার নাথ রায়	কলিকাতা	।৹
প্রিয় নাথ দত্ত	ঐ	১৲
উপেন্দ্র নাথ সাহ	ধানকুড়িয়া	২৷৹
মহাতাপচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১০৲
ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষাল	বর্দ্ধমান	১৲
সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৷৵৹
বিধুমুখী রায়	ভবানীপুর	২৷৵৹
আজ্ঞাতের ঘোষ	ঐ	১৲

অগ্রিম।

আর, এন, মুকার্জ্জি স্কোয়ার	কলিকাতা	২৷৵৹
বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী	ঐ	২৷৵৹
কুসুমকামিনী দেবী	ঐ	২৷৵৹
শিব চন্দ্র ঘোষ	ঐ	২৷৵৹

কুমার রামেশ্বর মালিয়া	হাবড়া	২৸৵০
বেণীমাধব মিত্র	ডুমরাওণ	২৸৵০
ভুবনমোহিনী দাস	কলিকাতা	২৸৵০
ডাঃ বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৸৵০
রাজকুমারী সিংহ	ভাগলপুর	৩৲
সরলতা বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৸৵০
বিনয়ভূষণ বিশ্বাস	ঐ	২৸৵০
কুলবালা দেবী	ঘোড়ামারা	২৸৵০
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২৸৵০
বিপিন বিহারী মিত্র	ঐ	৸০
নরেন্দ্র নাথ সেন	ঐ	।৵০
গিরিজা কুমারী বন্দ্যো।	বরাহনগর	।৵০
যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	আলিগড়	২৸৵০
অক্ষয় কুমার পাইন	কান্দি	২৲
প্রথম নাথ দত্ত	কলিকাতা	২৸৵০
যোগীন্দ্র নারায়ণ রাহা	ঐ	১৲
অমৃত লাল বসু	ঐ	২৸৵০
কেদার নাথ গোস্বামী	দিগপাতিয়া	২৸৵০
নন্দলাল গোস্বামী	শ্রীরামপুর	২৸৵০
নবীন চন্দ্র দত্ত	দারভাঙ্গা	২৸৵০
রায় কালিদাস চৌধুরী	হোসঙ্গাবাদ	৩৸৵০
বেহারিলাল ঘোষ	হাজারিবাগ	১।৵০
বিবি তাহেরাণ নেচ্ছা	ভাগলপুর	২৸৵০
অতুলচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২৸৵০
বিধুমুখী রায় চৌধুরী	ঐ	৸০
উমেশচন্দ্র রায়	মজঃফরপুর	১।৵০
সাধু চরণ রায় চৌধুরী	বালিয়াটি	১৸১০
রাধা গোবিন্দ সাহা	কলিকাতা	১৸১০
সত্যানন্দ বসু, এম, এ, বি, এল,	ঐ	১৸১০
শ্যামাচরণ মিত্র, বি, এ,	ঐ	১৸১০
আঃ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ	ঐ	১৸১০
রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর	কাকিনা	২৸৵০
জয়কালী গুপ্ত	শ্রীখণ্ড	২৸৵০
কৃষ্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহাটি	১৸৵০
গৌর গোপাল দাস	মালদহ	১।৵০
দীনদয়াল চৌধুরী	কলিকাতা	৸০
কমলা কান্ত সেন	চট্টগ্রাম	২৸/১০
রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর	কলিকাতা	১৸১০
সম্পাদিকা ভারত মহিলা সমিতি	ঐ	১৸১০
দ্বারিকা নাথ রায়	ঐ	২৸৵০
হরিমতি দেবী	কালনা	২৸৵০
জগদম্বা রক্ষিত	বগুড়া	২৸৵০
নিবারণ চন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	২৸৵০
ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ, এম, এ, বি, এল,	ঐ	২৸৵০
কে, এম, চাটার্জ্জি স্কোয়ার	ঐ	২৸৵০
অবিনাশ চন্দ্র বাগ্‌চি	পাবনা	২৲
শশিভূষণ সুর	কলিকাতা	১৸১০
প্রমীলা রায়	কলিকাতা	৸০
রায় ব্রহ্ম সান্যাল	আলিপুর	।০
রায় আনন্দ চন্দ্র সেন বাহাদুর	সোনারঙ্গ	১৸০
অভয় প্রসাদ দাস	বালেশ্বর	৸০
বরদা দাস বসু	কলিকাতা	১৲
গিরিশ চন্দ্র রায়	,,	১৲
রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর	,,	২৸৵০
পূর্ণ চন্দ্র দে	,,	২৸৵০
ভবনাথ বন্দ্যো।	,,	২৸৵০
জি, বালা	ডুমরাওণ	২৸৵০
হরিপদ ঘোষাল, বি, সি, ই,	কলিকাতা	১৸১০
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	,,	৸০
ডাঃ প্রাণধন বসু, এম, বি,	,,	১৸১০
শৈলবালা মিত্র	,,	১৸১০
কুঞ্জবিহারী বসু	,,	৸০
উপেন্দ্র নাথ সাহা	খানকুড়িয়া	২৸৵০
মতি লাল দত্ত	কলিকাতা	১।৵০
হেম চন্দ্র বন্দ্যো।	খিদিরপুর	২৸৵০
গোবিন্দ চন্দ্র দাস	কলিকাতা	৸০
কানাই লাল সিংহ	,,	২৸৵০
ডাঃ ফকির চাঁদ সাধু খাঁ	,,	৸০

* * কার্য্য সম্পাদক ও ছাপাখানার অনবকাশ এবং অন্যান্য কারণে পত্রিকা প্রচারে অধিক বিলম্ব হইয়াছে

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৸৶০, ষাণ্মাসিক মূল্য ১।/০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। মূল্য অগ্রিম না পাইলে "বামা বোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেণ্টের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসীদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বর্ষের জন্য প্রতিবার কভার ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।০। বিজ্ঞাপন বদলাইতে হইলে পূর্ব্ব ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ঠিক কাপি দিতে হইবে, নতুবা যেরূপ থাকিবে সেইরূপই ছাপা হইবে। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের ২০এ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা আমরা দায়ী হইব না।

৫। কাহারও কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবারই সম্ভাবনা।

৬। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। কাহারও নাম যদি প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

৭। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্প্রতি "বামাবোধিনী"র এজেণ্টের কার্য্য করিতেছেন—

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য—হুগলি, বর্দ্ধমান ইত্যাদি।
২। " বৈকুণ্ঠনাথ দাস—হাওড়া, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ইত্যাদি।
৩। " কুঞ্জবিহারী রক্ষিত—কটক, পুরী, মেদিনীপুর ইত্যাদি।

৮। শ্রীযুক্ত ভগবান মাহান্তি এবং শ্রীমন বেহারা বামাবোধিনীর সরকাররূপে নিযুক্ত হইয়াছে। গ্রাহকগণ কার্য্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত বিল লইয়া ইহাদের হস্তে বামাবোধিনীর মূল্যাদি প্রদান করিবেন।

৯। কার্য্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত মুদ্রিত রসিদ ভিন্ন কেহ কোন টাকা দিলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না। সকলে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন।

১০। মফস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি এবং বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ পাঠাইবেন, তাঁহারা আর আমার বা সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, সিটি কলেজ কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন। কোন প্রবন্ধ সম্পাদকের মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

"বামাবোধিনী" কার্য্যালয়,
৮৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীকালীনারায়ণ সেন,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

১০ হাজার, এবং কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায়-বাহাদুর ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান — নেপাল টেরাইয়ে কপিলাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথায় অশোকের একটী স্তম্ভ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল— বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৮৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক, নাম মেটিল্ডা কোহেন, ইনি দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষোত্তীর্ণা। ইংরাজিতে ৩৪, লাটিনে ২, সংস্কৃতে ৫, পারসীতে ১, দর্শনশাস্ত্রে ১৫, গণিতে ১২, রসায়নে ৩, এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানে ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা ১১৬, তন্মধ্যে ১৮ জন ১ম এবং ৯৮ জন ২য় বিভাগে।

উপাধি বিতরণ সভা—বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন আগামী ২০এ ফেব্রুয়ারী হইবে, রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং সভাপতির কার্য্য করিবেন।

মকর-যকৃৎ তৈল — কড লিবার অয়েলের পরিবর্ত্তে মকর-যকৃৎ-তৈলের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন ডাক্তার ইহার বিশেষ পক্ষপাতী।

বৃটিষ সেনাদল হত্যা—আফ্রিকায় বেনিন নগর জয় করিবার জন্য যে সৈন্যদল যাত্রা করিয়াছিল, দেশবাসিগণ তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রত্যাগমন—ইনি নিরাপদে মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া যথোচিত সম্মানসহ অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আমরা সন্তুষ্ট-করণে ইহাঁকে অভিনন্দন করিতেছি।

বরাহনগর সুনীতি-সমিতি — ইহার গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠে আনন্দিত হইলাম। বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমস্থ ও অন্যান্য রমণীর শিক্ষা ও চরিত্রোন্নতির জন্য সমিতি যত্নশীল। ইহার সহিত একটী পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। নারী-হিতৈষিগণ এই সমিতি ও ইহার সংসৃষ্ট পুস্তকালয়ের সহায়তা করিয়া সমিতির উদ্যোগীদিগকে উৎসাহ দান করুন্।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া সংক্রান্ত সংবাদ—(১) ইনি শীঘ্র আয়র্লণ্ড পরিদর্শন করিবেন। (২) সাম্রাজ্ঞী ২০ বৎসরের অধিক হইল এক উইল করিয়াছিলেন, আবার নূতন উইল করিবেন। (৩) মহারাণীর ৬০ বৎসর রাজত্বোৎসব উপলক্ষে তাঁহার এক জীবনী প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তাঁহার পুস্তকাধ্যক্ষের নামে প্রচারিত হইবে, কিন্তু ইহা এক প্রকার তাঁহার আত্মলিখিত জানা।

রুষ সম্রাটের পীড়া —জাপান ভ্রমণসময়ে এক দুরাত্মা তাঁহার মস্তকে যে গুরুতর আঘাত করে, তাহার ফলভোগ এখনও হইতেছে। মাথার খুলিতে নূতন হাড় জন্মিয়া শিরোঘূর্ণন রোগ উৎপন্ন করিয়াছে। শীঘ্র অস্ত্র-চিকিৎসা হইবে।

মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়—ছোট লাটপত্নী লেডী ম্যাকেঞ্জী এই বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব বিধান করুন্।

শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা ও ভাষাশিক্ষা।

আজ কাল আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার সামান্য প্রচলন হইতেছে। স্ত্রী-শিক্ষা "বিস্তার" হইতেছে এ কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। "বিস্তার" বলিলে বুঝায় দেশে বালিকা-বিদ্যালয় ও ছাত্রীসংখ্যা অনেক হইয়াছে, এবং দিন দিন ক্রমশই এত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু [illegible] শিক্ষাবিভাগীয় উপর গবর্ণমেন্টের মন্তব্য পাঠে জানা যায় যে, ১৮৯৫-৯৬ সালে বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৬৫৬, ও মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১০২৫৩১। তৎপূর্ব বৎসর উক্তদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭৬৬ ও ১০৩১২৫। শেষ দুই বৎসরের তুলনা করিলে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যার যে বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, তাহা নগণ্য। অতএব স্ত্রীশিক্ষার যে বিস্তার হইতেছে এ কথা বলা যায় না। উহার সামান্য প্রচলন হইতেছে মাত্র।

শিক্ষাও যাহা হইতেছে, অধিকাংশ স্থলে তাহা নামমাত্র। যিনি দুই একটী বালিকাবিদ্যালয়ের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি জানেন তাহা কিরূপ। বাড়ীর অভাব, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষাপ্রদানের যন্ত্রাদির অভাব এবং ছাত্রীর অভাব। প্রায় সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষাবিভাগের নিম্নতর পরীক্ষার জন্যই ছাত্রী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। চেষ্টাও যে কত ফলবতী হয়, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্ত্রীশিক্ষার এরূপ শোচনীয় অবস্থার দুইটী কারণ অনুভূত হয়—(১) দেশের সাধারণ ভদ্রলোকের ইহার প্রতি অনাস্থা। "মেয়েদের লেখা পড়ায় দরকার কি? ছেলেরা কি টাকা রোজগার করিবে?" এ কথা যে কত লোকের মুখে অহরহ শুনা যায়, তাহা বলা যায় না। বিদ্যা এখনও আমাদের দেশে অর্থোপার্জনের উপায় মাত্র। যে বিদ্যা অর্থকরী নহে, তাহার কোন আদর নাই, যে নিজ বিদ্যাই এবং যাহার অর্থোপার্জনের প্রয়োজন নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষা শ্রম, অর্থ, শরীর ও সময় নষ্ট করা মাত্র। যতদিন লোকের মনে লেখা পড়া সম্বন্ধে এরূপ সংস্কার থাকিবে, তত দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। (২) বাল্য-বিবাহ। মেয়েরা লেখা পড়া শিখিবেই বা কবে? যখন তাহাদের ঊর্দ্ধসংখ্যা ১১।১২ বৎসরে বিবাহ হওয়া আবশ্যক, এবং হইয়া যায়, তখন তাহাদের লেখা পড়ার সময় কি করিয়া হইবে? দুই চারি দিন স্কুলে যাইলে, এবং দুই এক খানা পুস্তকের পাতা উল্‌টাইলে যদি লেখা পড়া হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এবং যে কয়দিন মেয়েরা স্কুলে যায়, সে কয়দিন বস্তুতঃ তাহারা কিছু শিখিতেছে কি না, তাহার প্রতি কয় জন পিতা মাতা লক্ষ্য রাখেন? তবে যে কোন কোন ভদ্রলোক

তাঁহাদের কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান, তাহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক [illegible] আমাদের সমাজে আপনা আপনি আসিয়া পড়িতেছে। বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে যাওয়া [illegible] মধ্যে [illegible]। [illegible] আমার জামাতাটীকে হয়ত দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল; কন্যাটিকে কাজে কাজেই তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতে হইল। মাঝে মাঝে কন্যাটীর সংবাদ পাই, ইহা আমার অবশ্য ইচ্ছা। মেয়েটী যদি কিঞ্চিৎ [illegible] পড়িতে পারে, তাহা হইলে তাহার [illegible] পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হইবে না। এই বিবেচনায় আমি হয়ত তাহাকে [illegible] বিদ্যালয়ে পাঠাইলাম। একজন শিক্ষিত যুবক অর্থ করিবার জন্য পত্নী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইলেন। [illegible] স্ত্রীটী হয়ত তাঁর বাটীতে বা পিত্রালয়ে রহিল। যুবকটীর ইচ্ছা মাঝে মাঝে স্ত্রীর দুই এক খানা বানানভুল চিঠি পান। এইরূপ নানাবিধ কারণে অনেক ভদ্রঘরে কিছু কিছু স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণটী প্রথমটীর শাখা বলিলেও বলা যায়। কিছু পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া তাহা একটু লোকাচারও হইয়া পড়িতেছে। অনেকে মনে করিতেছেন ভদ্রঘরের মেয়েদের একটু আধটু লেখা পড়া না জানা ভাল দেখায় না। কন্যা দেখিতে আসিয়া অনেকে জিজ্ঞাসা করেন "মেয়েটী কিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে পারেত?" এদিকে আবার যে সীমন্তিনী কষ্টে সৃষ্টে ভুলপূর্ণ এক আধ খানা পত্র লিখিতে, এবং দুর্গেশনন্দিনী বা স্বর্ণলতার পাতা উল্‌টাইতে শিখিয়াছেন, তিনি আপনাকে ধন্যা মনে করেন, এবং যাহার অদৃষ্টে ঐ সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাহাকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়া জানেন। এরূপ বিদুষী মহিলার পার্শ্বে নিরক্ষরা মহিলারা দাঁড়াইতে একটু কুণ্ঠিত হন, এবং কেহ কেহ আপনাদের কলঙ্ক মোচনের চেষ্টাও করিয়া থাকেন। এই সব কারণেই স্ত্রীশিক্ষা একটু লোকাচারে পরিণত হইয়াছে।

যে কারণেই হউক শিক্ষা যে মোটের উপর খুব সামান্যই হইতেছে, তাহা বলিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। উচ্চ শিক্ষা একরূপ হইতেছে না বলা অন্যায় নয়। যে কয়েকটী মহিলা বেথুন বিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগে লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা মুষ্টিমেয়; তাঁহাদিগকে ধরা না ধরা সমান। অন্যান্য বিদ্যালয়ে দেশের যে কয়টী বালিকা শিক্ষা-লাভ করে, তাহাদের মধ্যে কয় জনের পাঠে আসক্তি জন্মে? যে শিক্ষা পাঠে আসক্তি জন্মাইতে না পারিল, তাহা শিক্ষাই নয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কতক-গুলি স্ত্রীলোক একটু আধটু লেখা পড়া শিখিতেছেন সত্য। তাঁহাদিগকে যে সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, এমন নয়। প্রায় সকলেই একটু না

সাহিত্যে পরিগণিত হইতে পারে, বাঙ্গালায় এরূপ পুস্তক হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে সব বঙ্গ-মহিলার পাঠের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহাদের বড় অসুবিধা। বাঙ্গালা সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকার অবস্থাও উন্নত নহে। কাজে কাজেই পাঠেচ্ছু স্ত্রীলোকেরা পাঠের বই পান না। ভাষায় যে কয় খানি উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক আছে, অল্প দিনেই তাহা শেষ হইয়া যায়। এ গুরুতর অসুবিধার একমাত্র প্রতীকার আছে; তাহা এই যে, যাঁহাদের সুবিধা হয়, তাঁহা-দের অন্য একটা ভাষা শিক্ষা করা।

দ্বিতীয় ভাষার কথা উঠিলেই প্রথমে সংস্কৃতের কথা মনে পড়িবে। উহা আমা-দের দেশের প্রাচীন ভাষা। বর্ত্তমান ভারতীয় ভাষার অধিকাংশের উহা জননী। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদয় সংস্কৃতে লিখিত। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সহিত ইহা বিশেষ ভাবে জড়িত। ভারতের অতীত ইতিহাসের সহিত ইহার সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ ভাষা। ভাষা-জগতে ইহার মহিমা অতুলনীয়। যিনি আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহার মহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। অপরন্তু সংস্কৃত সাহিত্য এক সুললিত পদার্থ, এবং হিন্দুজাতির প্রধান গৌরবস্থল। সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা যে বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করিবার এবং হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ সম্পাদনের এক প্রধান উপায়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের দেশের কতক নরনারীর যে সংস্কৃত ভাষা বিশেষরূপে শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে উদ্দেশ্যে আজ ভাষাশিক্ষার কথা বলিতেছি, সে উদ্দেশ্য সম্পাদনের পক্ষে সংস্কৃতের কতকগুলি অসুবিধা আছে। সে সকলেরও উল্লেখ ও আলো-চনা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

একদা কোন নগরে এক পর্য্যটক উপস্থিত হইলেন। তিনি একদিন অপ-রাহ্নসময়ে নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে-ছেন, এমন সময় একটি সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাইলেন। উদ্যানে নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষ, স্বচ্ছ-স্ফটিক-নিভ জলপূর্ণ একটী সরোবর, এবং সরোবরের অনতিদূরে এক দিকে শ্বেত প্রস্তরের মন্দির রহিয়াছে। তিনি মন্দির দেখিয়া মনে করিলেন, তন্মধ্যে কোন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মূর্ত্তিদর্শনাভিলাষে উদ্যানে প্রবেশ করি-লেন এবং মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া

দেখিলেন, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। দেখিয়া একটু নিরাশ হইলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া প্রহরীকে দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মন্দিরের চাবি তাহার নিকট আছে। মন্দিরের মধ্যস্থিত মূর্ত্তি দেখিবার জন্য চাবি চাহিয়া লইলেন। দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখিলেন, মন্দিরের কোথাও কতকগুলি মল, কোথায় মূত্র স্তূপ, কোথাও কতকগুলি গলিত জীবদেহ, কোথাও কতকগুলি আবর্জ্জনা রহিয়াছে। গলিত দেহ ও মলমূত্রের দুর্গন্ধে তথায় অবস্থান করা দুঃসাধ্য। এই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিলেন, এবং মনে মনে মন্দির-স্থাপককে নির্ব্বোধ কিম্বা পাগল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। প্রহরীর নিকট চাবিটী প্রত্যর্পণ করিবার সময় কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মন্দিরের এক প্রান্তে একখানি প্রস্তরফলকে কারণ বর্ণিত রহিয়াছে। তথায় অগ্রসর হইয়া পাঠ করিলেন "এক জন সাধু লোক-শিক্ষার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই সকল দুর্গন্ধময় বস্তু রাখিয়াছেন"। পাঠ করিয়াও কোন মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রহরীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া জানিলেন যে, সাধু একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এই গৃহ নির্ম্মিত করাইয়াছেন। তিনি বলিতেন "মানব-শরীর একটী সুন্দর মন্দির। কিন্তু এ মন্দিরে অনেকে দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিয়া কাম ক্রোধ হিংসাদ্বেষাদি রূপ দুর্গন্ধময় গলিত শব ও মল মূত্র রক্ষা করিতেছে। মানবসমাজ এইরূপে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু ভক্ত মহাজনগণ দেবমন্দিরটী প্রেম, বিশ্বাস ও জ্ঞানের মূর্ত্তি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া থাকেন।" প্রহরীর মুখে এই কথা শুনিয়া পর্য্যটকের চৈতন্যোদয় হইল, এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাতাকে যে নির্ব্বোধ কিম্বা পাগল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এখন দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক নহে, তিনি নিজেই সেই দোষে দোষী। নিজেই আপনার দেহমন্দিরে কত পূতিগন্ধময় কুপ্রবৃত্তি পোষণ করিতেছিলেন। সাধু যে লোকশিক্ষার জন্য ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রায় সকলেই এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি। প্রভু পরব্রহ্ম আমাদিগের দেহ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্য, প্রেম, বিশ্বাস, শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কি করিতেছি? আমরা তদ্বিপরীতে এই মন্দির নানাবিধ গলিত বস্তু দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। ইহার দুর্গন্ধে বন্ধু বান্ধবগণও আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতেছেন না। ইহা কি আক্ষেপের বিষয় নয়? তাই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। আমরা যদি সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, তাহা

ভক্তিলক্ষণ।

দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশ।

কপিল বলিলেন, "জননি! যোগীদিগের যে ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানিগণ তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির জন্য একমাত্র ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। সেই অখিল বিশ্বের অধীশ্বর ভগবানে অকপট ভক্তিযোগ জন্মিলে জীবের সকল সন্তাপ দূর হয়। কিন্তু মা! এই যোগের মূল শুদ্ধ সাধুসঙ্গ, সদাচার ও সৎপ্রসঙ্গ। আত্মার ছুশ্ছেদ্য পাশরূপ যে আসঙ্গ, পণ্ডিতেরা তাহাকে পরিত্যাগের যোগ্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ আসঙ্গ বা মিলন যদি সাধুজনের প্রতি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে মুক্তির দ্বার অনাবৃত জানিবে।

এখন সাধুর লক্ষণ, প্রকৃতি ও ব্যবহার কি প্রকার, তাহা বলিতেছি। সাধুরা প্রশান্তপ্রকৃতি ও সতত প্রসন্নভাবাপন্ন; তাঁহারা সকল প্রাণীকে নিজের ন্যায় দর্শন করেন; তাঁহারা সুধীর, সহিষ্ণু ও দয়াবান্; তাঁহাদের শত্রুও কেহ নাই, মিত্রও কেহ নাই এবং সুশীলতা তাঁহাদের শিরোভূষণ। ভগবানে তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তি ও ঐকান্তিক মন। ভগবানে তাঁহাদের এরূপ দৃঢ় অনুরাগ যে, ভগবানের জন্য তাঁহারা সকলই পরিত্যাগ করেন, এমন কি তাঁহার কার্য্যের জন্য যদি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা বিমুখ হন না এবং সকল ক্লেশেই তাঁহারা সুখ বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অপ্রগল্ভ হইয়া ভগবানের কথামাহাত্ম্য ও যশোগাথা যথা তথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন এবং রাত্রি দিন ঈশ্বরেই তাঁহাদের চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তজ্জন্য তাঁহাদের সর্ব্ব সন্তাপ বিনষ্ট হয়। মা! এইরূপ সঙ্গত্যাগী যাঁহারা, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই সাধু বলিয়া জানিবে। তুমি সর্ব্বদা এইরূপ সাধুসঙ্গ করিবে, তাহা হইলে তোমার সঙ্গদোষ বিনষ্ট হইবে। সাধু সমাগমে চিত্তের মলিনতা দূর হয়, কেননা সাধুগণ সর্ব্বদা ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করেন, কর্ণেও মন-সুখপ্রদ ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রতি জন্মে। ঈশ্বরের সৃষ্টি আদি লীলা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ শুদ্ধা ভক্তি সমুৎপন্ন হয়। সেই ভক্তি পরিপক্ক হইলে বিষয়সুখাসক্তি আপনা আপনিই বিনষ্ট হয়, এবং কেবল হরিতে দৃঢ় অনুরাগ ও ইহ পরকালের সুখে বিরাগ জন্মে। তৎপরে ঋজুযোগাবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ মনঃ সংযত হয়। অম্ব! জীবগণ এই প্রকারে প্রাকৃতিক গুণের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। শুদ্ধজ্ঞান ভক্তিযোগে বৈরাগ্য বিজৃম্ভিত হয় এবং সেই বৈরাগ্যে এই ভবদুঃখজনিত ভোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। মাতঃ! ঈশ্বর প্রত্যগাত্মস্বরূপ, নিশ্চয়ই জ্ঞানিগণ নিজ দেহাভ্যন্তরে তাঁহাকে সুখে প্রাপ্ত হয়েন।"

দেবহূতি বলিলেন, "তাত! কাহারা ভগবানকে যথোচিত ভক্তি করিতে পারে? আমি স্ত্রীলোক ও জ্ঞানবিহীনা, ভগবানকে কিরূপ ভক্তি করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। যে যোগে সকলের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সেই যোগের কয় অঙ্গ? আমি মন্দমতি অবলা স্ত্রীজাতি, আমার বুদ্ধিবল বা বিদ্যার সঙ্গতি নাই, অতএব দুর্বোধ বিষয় তুমি আমাকে এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দাও যেন আমি স্ত্রীলোক হইয়াও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারি।" কপিল মাতার এতাদৃশ কথা শুনিয়া করুণার্দ্রহৃদয় হইলেন, বিশেষতঃ মাতার এই শুভ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন, "হে অম্ব! কামনাবিহীন প্রেমই ভক্তি-লক্ষণ। আত্মার সাহায্যকারী ইন্দ্রিয় সকল—যদ্দ্বারা স্পর্শাদির অনুভব হয়, বেদ বিধানানুসারে সেই সব ইন্দ্রিয়ে রত থাকিয়া নিরন্তর বৈধ ব্যবহার ও হরিতে একান্ত আসক্তিই হৃদয়-সুখকরী নিষ্কাম ভক্তি। ঈশ্বরসেবায় সতত উৎসুক থাকা ও সকল কার্য্য ঈশ্বরে সমর্পণ করাই শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের লক্ষণ। এইরূপ ভক্তি ও আসক্তি মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হরিতে যাহার একান্ত আসক্তি জন্মে, অমৃত পদ তাহার অপ্রাপ্য থাকে না; কিন্তু দেবি! এই ভক্তি আপনি হয় না, সাধুতা ও সদাচার তাহার উদ্ভবের খনি। বেদবিহিত কর্ম্ম সকলে যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তিই সাধুতা ও সদাচারের ভিত্তিস্বরূপ। মনুষ্যের মনে নিষ্কাম ভক্তি জন্মিলে গৃহ, ধন, জন আর কিছুতেই আসক্তি থাকে না, কাজে কাজেই মনুষ্য সর্ব্বদা অমৃত পদ আস্বাদন করে। ক্ষুধানল যেমন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করে, নিষ্কাম ভক্তি তেমনি জীবের ভোগ সকল বিনাশ করে; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের চরণে নিতান্ত অনুরক্ত, ভগবানের মূর্ত্তি যাঁহাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত, যাঁহারা ভগবানের নিমিত্ত শরীর ধারণ, আহার বিহার, ভজন ও পূজনাদি করেন, এবং অনেকে মিলিত হইয়া হরির গুণ গান করিয়া আমোদিত হয়েন, সেই ভক্তগণ মুক্তির আশা করেন না,* কেবল হরির সেবাতেই তাঁহাদের পিপাসা বর্দ্ধিত হয়; তাঁহারা চাহেন কেবল হরির সেবা ও সহবাস। বস্তুতঃ ভগবানের সুপ্রসন্ন আনন অরুণনিভ উজ্জ্বল নয়ন, অভয় ও বরদ দিব্য কান্ত দর্শনে তাঁহারা সর্ব্বদা অনুরাগী এবং তাঁহার ধ্যান ও আলাপে বড়ই সুখী। জননি! তাই বলি যে, ভক্তগণ

* ভক্ত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও এই শ্রেণীর ভক্ত ও সাধক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার একটি সাধন সঙ্গীতে আছে—"চিনি হওয়া ভাল নাকো চিনি খেতে ভালবাসি।" অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্ত হইয়া ঈশ্বরে মিশিয়া গেলে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বা আরাধনা করিয়া ভক্তগণ যে সুখ অনুভব করেন, সে সুখ কোথায়? সুতরাং এইরূপ ঈশ্বরপ্রীতিকাম ভক্তগণ মুক্তিদ্বিট্ বলিয়া কথিত।

মুক্তি অপেক্ষাও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলেন। ভক্তিপ্রবাহে তাঁহাদের দেহ মন ধৌত অর্থাৎ নির্ম্মল হয়, সুতরাং তাঁহাদের মুক্তিতে আর বাসনা থাকে না। যদিও সেই ভক্তগণের মুক্তির প্রয়োজন থাকে না, তথাপি ভগবানের প্রেমসুধা পানে তাঁহারা নিতান্ত লোলুপ। তাঁহারা ভগবানের গুণ আলাপনে ও তাঁহার গুণশ্রবণে সর্ব্বদা আসক্ত থাকেন তথাপি ভগবানের প্রতি যে সুনির্ম্মল ভক্তি, সেই ভক্তি আপনিই ভক্তগণকে মুক্তিফল আনিয়া দেয়। সাধুগণ এইরূপ মুক্তিতে আমাদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করেন। যে জন ভক্তিযোগে মুক্তি লাভ করে, অচিরে তাহার মায়া-বন্ধন ঘুচিয়া যায়। আর যদি অন্য ঐশ্বর্য্য ভোগের ইচ্ছা-গত হয়। ভক্তের মনে ভোগাভিলাষ থাকে না, তথাপি তিনি বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। দর্শন। যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে ভক্তিযোগে আশ্রয় করে সে বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া পরম সুখ শান্তি ভোগ করে, তাহার অপ্রাপ্য বা অভাব কিছুই থাকে না, ভোগের ভাণ্ডার তাহার নিকট নিত্য পরিপূর্ণ। মাতঃ! এমত আশঙ্কা করিও না যে, কালবশে সেই ভোগের ক্ষয় হয়। যাঁহারা কর্ম্মফলে স্বর্গাদিতে বাস করেন, ভোগক্ষয়ে তাঁহারাই পুনরায় ক্ষুণ্ণ হয়েন, কিন্তু মুক্তচিত্ত বৈকুণ্ঠবাসিগণ নিত্য সুখ প্রাপ্ত হয়েন ও তাঁহাদের সেই ভোগ অবিনাশী। ঈশ্বরকে যাঁহারা একান্ত ভাবে আশ্রয় করেন, কোন কালে তাঁহাদের সুখভোগের ক্ষয় হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা নিত্য সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন, কালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ঈশ্বর যাঁহাদের নিতান্ত প্রিয়, যাঁহারা ঈশ্বরকে পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র অথবা সখার ন্যায় বিশ্বাস-ভাজন কিম্বা নিজের পরম হিতকারী সুহৃদ্ কিম্বা ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয় ভাবে ভজনা করেন, তাঁহারা কখনও কালচক্রে-গ্রস্ত হয়েন না। কিন্তু মা! এই যে সর্ব্বপ্রধান মোক্ষ, ইহা হরি সকল ভক্তকে প্রদান করেন না। যাঁহারা হরিতে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং যাঁহাদের অন্য কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকে না; যাঁহারা ভগবানের জন্য গৃহ, কুল, কলত্র, ধন, বান্ধব, পশু সমস্ত বিসর্জ্জন দেন এবং একান্তিক ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করেন, হরি তাঁহাদিগকেই এই মুক্তিপদ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই পুরুষোত্তম হরি সকল প্রাণীর আত্মা ও সকলের নিদান। মাতঃ! সেই হরি ব্যতীত অন্য কোন জন ভবভয় নিবারণ করিতে পারে না। সেই হরির ভয়ে সমীরণ বহমান হয়, সূর্য্য তাপ বিতরণ, মেঘ সলিল বর্ষণ, অনল দাহ ও মৃত্যু চরাচরে ভ্রমণ করে; তিনি সকলের করণ ও কারণ, তাঁহার সেবায় মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

জ্ঞান আর সুবৈরাগ্য ভক্তিযোগে যুক্ত যোগিগণ অন্য উপভোগকে তুচ্ছ বোধ করেন। নিজ কল্যাণার্থ নিঃসংশয়চিত্ত হইয়া যিনি হরির পদ আশ্রয় করেন, আর

সাংসারিক সুখ ভোগেতে তাঁহার উৎকৃষ্টি যোগে ও ঐকান্তিক প্রীতি জন্মে ও কদাচিৎ চিত্ত বিচলিত না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পরম শ্রেয়ঃ জানিবে।” কু,রা।

সামাজিক সম্মিলন সভা।

এ বৎসরের জাতীয় সমিতির মণ্ডপে গত ১৩ই জানুয়ারি ইণ্ডিয়ান সোস্যাল কন্‌ফারেন্স সভার দশম অধিবেশন হয়। মিরর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করেন। পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারজন্য (১) সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলাদিগকে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিয়োজন, (২) শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন; (৩) অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা, (৪) সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা দান; (৫) স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন; (৬) সূচিকার্য্য, রন্ধনাদি সম্বন্ধে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২। দেবোত্তর সম্পত্তির উপর গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধান।

৩। গবর্ণমেণ্টকে আবকারী সম্বন্ধীয় রাজনীতি পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ।

৪। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন।

৫। হিন্দুসমাজে বিবাহাদি উৎসব ও ক্রিয়াকলাপে অনর্থক ব্যয়ের হ্রাস করা।

৬। সমুদ্রযাত্রাকারী হিন্দুদিগকে জাতিচ্যুত না করা।

৭। বাল্যবিবাহ দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়া। বিবাহার্থ স্ত্রীলোকের নিম্নতম বয়স ১২ এবং পুরুষের ১৮ বৎসর নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য।

৮। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত অধ্যাপনার পর এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে নির্দ্ধারিত পাঠের সহিত ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ দানের ব্যবস্থা করা।

৯। বহুবিবাহ নিবারণ ও কৌলীন্যের দূষণীয় আচার সকলের সংশোধন।

১০। বালবিধবাদিগের বিবাহে বাধা না দেওয়া।

ভারতের স্থায়ী উন্নতি যে ভারতবাসীদিগের সামাজিক উন্নতির উপর নির্ভর করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে অতি হীন, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? এই হীনতা কেবল বর্ত্তমান সভ্যসমাজ সকলের সহিত তুলনায় নহে, ভারতের প্রাচীন সামাজিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় স্বর্গ ও পাতাল প্রভেদ। এই জন্য আমাদের সমাজের সংস্কার আবশ্যক।

প্রায় শত বর্ষ হইল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হইতে এই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সংস্কারের স্রোত অবাধে ও বাধাসত্ত্বেও ধারাবাহিক অবিশ্রান্তগতিতে চলিয়াছে। কি স্ত্রীশিক্ষা, কি বিবাহ-সংস্কার, কি সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশভ্রমণ কি উদার শিক্ষা বিস্তার, কি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, সকল বিষয়ে রাজা অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের ফল প্রথমে বঙ্গদেশে দেখা পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশীয় কতকগুলি লোক দেশীয় আচার বর্জ্জনে এবং বিদেশীয় আচার অনুকরণে অত্যগ্রসর হওয়াতে দেশের অনেক লোক ভীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন কুসংস্কার সকলকে শ্রেয়োজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যেও অনেকে ভাল হউক, মন্দ হউক, বিচার না করিয়া দেশাচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। এই কারণে এবারকার সামাজিক মহাসম্মিলনে বাঙ্গালীদিগকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইয়াছে। বালবিধবাদিগের বিবাহে বোম্বাই ও মান্দ্রাজবাসীরা মহোৎসাহী, কিন্তু কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা পশ্চাৎপদ, ইহার অপেক্ষা লজ্জার কথা কি আছে? আমরা জানি, বাঙ্গালীর এ পশ্চাৎপদতা ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র এবং ইহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। সেই জন্য আশা করি, যে, যে সকল সংস্কারের প্রস্তাব হইয়াছে, বঙ্গবাসিগণ তাহাতে নেতৃত্বভার গ্রহণপূর্ব্বক প্রদেশীয় ভ্রাতাদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া ভারতসমাজের সমাজের উন্নতির সহায়তা করিবেন।

বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেম।

"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
যন্ন গেহং বালপূর্ণং শ্মশানমিব তদ্ গৃহম্॥"

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন, যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সদৃশ।

বিবাহ করা গৃহীর একটী প্রধান ধর্ম্ম, এবং বিবাহের শুভাশুভের উপর মনুষ্যের শুভাশুভ সুখ দুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। বিবাহের লক্ষ্য দুইটী—একটী লৌকিক, অপরটী পারলৌকিক। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিবাহের এই দুইটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যের একীকরণ করিয়াছেন। ইঁহারা সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইটী ভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া ইহাদের উভয়কেই গৃহীর পরিত্রাণের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দুর সংসারে ও ধর্ম্মে, পুত্রোৎপাদনে ও সেবাধর্ম্মে, স্ত্রীতে ও স্বামীতে কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। হিন্দুর সমস্তই ধর্ম্মোদ্দেশে, সমস্তই পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায়, সমস্তই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য।

এইজন্যই হিন্দু রমণী শুধু স্ত্রী নহেন, তিনি হিন্দুর সহধর্ম্মিণী। পুরুষ সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা, সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন; এবং নারী বাক্য, মন, ও কার্য্যে শুদ্ধা হইয়া পতির ধর্ম্মপথের সহায় হইবেন, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সংসার-প্রবণতা, বিলাস-পরায়ণতা এবং স্বাধীনতার বিকৃত ভাবের প্রভাবে দিন দিনই লোক প্রাচীন আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িতেছে। আজ কাল শাস্ত্র মানিয়া, শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া অল্প লোকেই চলে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গিয়াছেন, অল্প লোকই তাহা তলাইয়া দেখেন। বর্ত্তমান যুগে ইংরেজী শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা মনে করেন, হিন্দু বিবাহের আদর্শ উন্নত ছিল না, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে কোনও পরিচয় রাখেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। হিন্দু বিবাহে সাম্য, স্বাধীনতা, প্রেম ও আত্মবিলোপের ভাব অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবম্॥"

যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ। যে পরিবারে পুরুষ সহধর্ম্মিণীর ভিতরে ভগবানের পাবনী শক্তি ও করুণার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দেবী ভাবে দর্শন করেন, গৃহলক্ষ্মীরূপে ভক্তি করেন; এবং অপর পক্ষে, নারীও স্বামীর অভ্যন্তরে ভগবানের জ্ঞান ও ন্যায়, ঐশ্বর্য্য ও মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সকল অবস্থায় তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করেন, সেই পরিবারই ধন্য—সেখানেই স্বর্গের ছায়া বিরাজমান। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এইরূপ আদর্শ পরিবার অতি বিরল। পরিবারের কর্ত্তা কর্ত্রীকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন এবং কর্ত্রীও কর্ত্তাকে আধ্যাত্মিক ভাবে পূজা করেন, এরূপ সুন্দর পরিবার অল্পই দেখিতে পাই। স্বামী আপনার স্বামিত্ব বিস্মৃত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে প্রীতি করিবেন, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাই যে, স্বামী স্ত্রীকে ধর্ম্মে, অর্থে ও ভোগে অতিক্রম করিয়াই চলেন, স্ত্রীকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া অসম্মানই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী জ্ঞান করিয়া নৈতিক দায়িত্ববিহীন পতি অনেক সময়ে তাঁহার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক, নানা কারণবশতঃ, পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যা, কর্ম্মজ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় প্রায়ই একটুকু হীন হইয়া থাকেন। সে জন্য অনেক সময় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রক্ষা করা অতি কঠিন কার্য্য, সন্দেহ নাই।

করিয়া থাকেন—বাল্যকাল হইতেই বালিকাগণ অভ্যাস করিতে থাকে যে, বালকের যাহা সাজে, বালিকার তাহা সাজে না। কি আহারে, কি বিহারে, কি কথনে, কি চলনে, বালকের তুলনায় বালিকা নিবৃত্তিময়ী। বালিকা বালকের ন্যায় চলিতে চাহিলে জননী বলিয়া থাকেন, "ছি! মা, ওরা ব্যাটা ছেলে, ওরা যা করবে, তুইও কি তাই করবি? লোকে তোকে কি বলবে?" বালিকা সেই কথা শুনিয়া শুনিয়া সংস্কারাবদ্ধ হয় যে, সংসারে বালকের প্রবৃত্তির সাজিলেও বালিকার পথ নিবৃত্তির দিকে। এখন অবশ্য অনেক স্থানেই সে শিক্ষার তেমন বল নাই—এখন বালক বালিকা সমভাবেই অনেক গৃহে প্রতিপালিত হয়; কিন্তু আমি এখনকার ভাঙ্গা হাটের কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি সেই ভরা হাটের কথা,—যখন দেশে প্রকৃত হিন্দু ছিল—হিন্দুগৃহ ছিল, তখনকার কথা। এখনও পল্লীগ্রামে সেরূপ গৃহ বর্ত্তমান আছে—সেই প্রাচীনকালের স্মৃতি, সেই সকল গৃহের কথা মনে করিয়াই আমি এই সকল কথা বলিতেছি। আমি স্বচক্ষে হিন্দুগৃহে বালক-বালিকার পালন-প্রণালী শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া এই কথা বলিতেছি। একটা দিনের কথা পাঠকবর্গকেও জানাইব। এক দিন কোন এক হিন্দু-গৃহে একটী বালক ও একটী বালিকা উভয়েই গরম ভাতে ঘি খাইবার জন্ত বায়না ধরিল। অভিভাবিকা প্রথমে উভয়কে অনেক বুঝাইলেন—পরে বালককে তিনি ঘি দিলেন—বালিকাকে বলিলেন—"ছি; মা, মেয়েমানুষের ভাতে কি ঘি খেতে আবদার করিতে আছে?" পরে তাহাকেও ঘি দিলেন। কিন্তু সে কথাগুলি বালিকার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল—সে শিক্ষা বালিকা উত্তজীবনে আর বিস্মৃত হইল না—এমনই নিবৃত্তিময়ী শিক্ষা হিন্দুবালিকার হিন্দুগৃহে। এই বাল্যকালেই হিন্দুবালিকা আহারে এইরূপ সংযম শিক্ষা করে।

পিতৃগৃহের কথা এই বলিলাম—এখন পতিগৃহের কথা বলিতেছি। হিন্দুরমণীর বালিকা বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে। হিন্দুবালিকা পতিগৃহে থাকিয়াও সেই সংযমই অভ্যাস করে। এখানেও সেই আহারের সংযম, বিহারের সংযম; পূর্ব্বে জননী সমীপে যাহা মুখের কথা শুনিয়া শিখিতে হইত, এখন শ্বশ্রূ শাশুড়ী সমীপে তাহা কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে হয়। সে কেমন শিক্ষা, সে কেমন অভ্যাস! এক চুল এ দিক্ ও দিক্ হইবার যো নাই। এমন জলন্ত শিক্ষা অন্য কোন জাতির মধ্যে বোধ হয় প্রচলিত নাই।

এই বলিলাম বালিকা-বধূর কথা—আহারাদি সংযমের কথা। এখন যুবতী-বধূর কথা বলিতেছি। বালিকা-বধূ যে মুহূর্ত্তে যুবতী-বধূ হইল—যে মুহূর্ত্তে হিন্দু-পত্নী হিন্দুপতিকে চিনিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার পূর্ব্বের শিক্ষা কার্য্যে

পরিণত হইল। পূর্ব্বে যে নিবৃত্তিধর্ম্ম সে জননী ও শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতির উপদেশ ও শাসনে অনুষ্ঠান করিত, এখন হৃদয়ের যেন স্বতঃসঞ্চারিত ভাববশতঃই তাহা অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে শিক্ষা অংশতঃ হইতেছিল, এখন সে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিতে চলিল। বালিকা হিন্দুপত্নী যৌবনে সমস্ত প্রবৃত্তি স্বামিপদে জলাঞ্জলি দিতে লাগিল। তখন সেই হিন্দুরমণী আপনার সুখের জন্য আর পৃথক্ করিয়া কিছুই ভাবিতে শিখিল না, শিখিল, শিখিতে লাগিল—আপনার সমস্ত সুখপতির সেই সুখস্রোতে ভাসাইয়া দিতে—আপনার সমস্ত প্রবৃত্তি সেই পতির প্রবৃত্তি-মন্দিরে বলিদান দিতে। আহারই বল, বিহারই বল, আর সেই তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-সুখই বল—হিন্দুপত্নী সকলই পতিপদে সমর্পণ করিয়া সুস্থ থাকেন। বড় সহজ ব্যাপার নয় এই সংযম শিক্ষা—কিন্তু হিন্দুপত্নী এত দিন তাহাই করিতে-ছিলেন।

যুবতী বধূর কথা বলিলাম—এখন হিন্দুপত্নীর আর এক ভাবের কথা বলিব। আমার যেন মনে হয়, এখানে হিন্দুরমণীর নিবৃত্তি-ধর্ম্ম আর এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। পাঠকগণ ঐ দেখুন, ঐ সেই হিন্দুপত্নী এখন জননী হইয়া নবকুমার লালন পালন করিতেছেন। নিজের আহারের দিকে দৃষ্টি নাই—নিদ্রার দিকে দৃষ্টি নাই; সুখের দিকে দৃষ্টি নাই—স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি নাই—জননী সব পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের মল-মূত্রে পরিবৃত হইয়া নব-কুমারের সুখসম্পাদন জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন। বড়ই মনোহর হিন্দুরমণীর নিবৃত্তি-ধর্ম্মের এই স্তরটি।

এ স্তরের উপর যে স্তর ছিল, আজ তাহা আপনাদিগকে ভাল দেখাইতে পারিব না। তবু একবার উল্লেখ করিব। ঐ দেখুন, ঐ হিন্দু বিধবা স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইতেছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য, তুচ্ছ ভোগ-বাসনা, প্রাণাধিক তনয় তনয়া, সকল পরিত্যাগ করিয়া, ঐ দেখুন, ঐ হিন্দু বিধবা হাসিতে হাসিতে পতির শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে আপনার কোমল কায় ভস্মীভূত করিতেছেন—ইহা দেখাইয়াও কি আমাকে বলিতে হইবে, কেন হিন্দুরমণীকে আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবৃত্তিময়ী বলি।

কিন্তু হিন্দুরমণীর নিবৃত্তিধর্ম্মের চরম বিকাশ বা প্রকাশ এখানে নহে। হিন্দু-রমণী বাল্যে জনক-জননীর সমীপে, কৈশোরে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সন্নিধানে, যৌবনে পতিসহবাসে, প্রৌঢ়াবস্থায় সন্তানপালনে যে নিবৃত্তিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল, অভ্যাস করিয়াছিল, কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল, তাহার চরম প্রকাশ এইখানে,—ঐ বিধবা ব্রহ্মচারিণী হিন্দুরমণীতে। অবশ্য সকল ব্রহ্মচারিণীই কিছু এ সকল শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তবু দৃষ্টান্ত দেখি-বার অভাব ত হয় না। সেই শিক্ষাবলে, সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে হিন্দু বিধবা নিবৃত্তিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া

থাকেন। যাঁহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহাদের নিবৃত্তিধর্ম্মও এই সংসার-মধ্যস্থিতা ব্রহ্মচারিণীর নিবৃত্তিধর্ম্মের নিকট হীনপ্রভ।

তাই বলিতেছিলাম—সমগ্র রমণী-জাতিই নিবৃত্তিধর্ম্মা—কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দু-রমণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু আর বুঝি এই নিবৃত্তিধর্ম্মের আদর্শ ভারতে রহিল না। বুঝি পাপ-তাপপূর্ণ সংসারে সেই পতিঅনুরক্তা সন্ন্যাসিনী, সেই পাদুকা নিবৃত্তিপরায়ণা গৃহিণী আর থাকিতে পারিল না। কেন আমার এ দুঃখ, কেন আমার এ আশঙ্কা, তাহা সংক্ষেপে জানাইতেছি।

এখন আমরা আরম্ভ করিয়াছি, এই রমণীকে সাম্য শিখাইতে। এই রমণীকে পুরুষ হইতে শিখাইতে—বালিকাকে বালক হইতে শিখাইতে। আমরা কি দুরভিসন্ধি বশতঃ এইরূপ করিতেছি? তাহা নহে। আমরা কি নির্ম্মম স্বার্থপর বলিয়া এরূপ করিতেছি? তাহাও নহে। আমাদিগের ভ্রান্তিবশতঃই এইরূপ ঘটিতেছে; সে কথাটা খুলিয়া বলিতেছি।

আমরা মনে করিতেছি, আমরা যেমন স্বাধীন, আমরা যেমন প্রবৃত্তিধর্ম্মী, রমণীগণ সেইরূপ না হওয়াতে বুঝি তাহাদিগের কষ্ট হয়। যেমন ইংরাজগণ মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগের মত না থাকায়, আমাদিগের কষ্ট হয়; যেমন আমরা দরিদ্র কৃষকগণকে দেখিয়া ভাবি, দুধভাত খাইয়া থাকিতে তাহাদের কষ্ট হয়; যেমন কৃষকগণ সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া মনে ভাবে, বুঝি শুদ্ধ দুগ্ধপান করিয়া থাকিতে তাহাদের কষ্ট হয়—সেইরূপই আমরা মনে করি, বুঝি, এই সংযত অবস্থায় থাকিয়া হিন্দুরমণী-গণের বড়ই কষ্ট হয়। এই মায়ায়, এই সাম্যভ্রান্তিতে ভুলিয়া আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসাইতেছি; আমরা বুঝি না যে, বাল্যকাল হইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবলে, শ্রেষ্ঠ-অভ্যাস বলে, এই রমণীগণ আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে সংযত হইয়াছে; আমরা যাহাকে কষ্ট মনে করি, তাহাকে তাহারা কষ্ট মনে করে না। হিন্দুপত্নী যে হিন্দু-পতি হইতে অধিকতর সংযতা, কতক স্বভাববলে, কতক সেই স্বভাবের বিকাশকারী অপূর্ব্ব শিক্ষাবলে যে তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর নিবৃত্তি-ধর্ম্মী, তাহা আমরা বুঝি না। তাই অনেকে তাহাদিগের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মকে নামাইয়া আনিয়া আমাদিগের অপকৃষ্ট ধর্ম্মের সহিত সমান করিতে চাহিতেছি—এই আমাদিগের সাম্য-সংস্থাপন; এ দুঃখ কি বলিবার? যাঁহারা নিবৃত্তি-ধর্ম্মকে প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে না করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি এ কথা বলিতেছি না; যাঁহারা নিবৃত্তি-ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকার করেন, আমার এই দুঃখ তাঁহাদিগকেই জানাইতেছি। তাঁহাদিগকেই দেখাইতেছি যে, কোথায় হিন্দুরমণীর পতিপদে আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া আমরাও জগৎপতিপদে আত্মবিসর্জ্জন

শিক্ষা নহে—এক ভাবেরও শিক্ষা নহে—তোমাদিগের এ শিক্ষা সহজে একেবারে বিলুপ্ত হইবে না। দিন কয়েক আমাদিগের নূতন শিক্ষা-প্রণালীর সহিত এই পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীর সংগ্রাম চলিবে, পরিণামে অবশ্য পুরাতনেরই জয় হইবে। তবে দুঃখ এই যে, এই সংগ্রামে অনর্থক কতকগুলি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

জাতীয় মহাসমিতি।*

দ্বাদশবার্ষিক জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন জন্য কলিকাতার বিডন স্কোয়ারে একটী বৃহৎ ও সুন্দর মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। কয়েকটী ইউরোপীয় এবং প্রায় ৫০টী দেশীয় মহিলা সভাস্থল সুশোভিত করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০০০ হাজার লোকের সমাগম হয়। বোম্বাইএর সুপ্রসিদ্ধ রহমৎ উল্লা মহম্মদ সায়ানি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২৮শে ডিসেম্বর বেলা প্রায় দেড় ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সুশিক্ষিত এক যুবকদল লইয়া মধুরস্বরে "বন্দে মাতরং" প্রভৃতি সঙ্গীত দ্বারা মাতৃভূমির জয় ঘোষণা করেন। তৎপরে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্রের লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া সভাস্থদিগের অভ্যর্থনা করেন। পীড়া প্রযুক্ত রমেশ বাবু স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতঃপর সভাপতির বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা যেমন সুবৃহৎ, তেমনি সারগর্ভ। ইহা পাঠ করিতে ২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। ইহাতেই প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ দিনে নিম্নলিখিত বিষয়ক প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হয়।

(১) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়াতে মহাসমিতির আনন্দ প্রকাশ এবং মহারাণীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা।

প্রস্তাবক নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

পোষক - অযোধ্যার রাজবংশীয় নবাব মেহ উদ্দৌলা।

(২) শাসন-বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক করণ।

প্রস্তাবক - মধ্য ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ ওর্ডিশ্ সাহেব।

পোষক—মিঃ এ এম্ বোস।

(৩) ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫ বৎসরের জন্য যে ব নির্দ্ধারিত হয়, উক্ত সময়ের মধ্যে তাহা আর বৃ করা না হয়।

প্রস্তাবক—পুনার মাননীয় বাল গঙ্গাধর তিল

পোষক—রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী।

(৪) পার্লেমেণ্ট ১৮৯৩ সালের ২রা সিবিল মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পরী

* গত সংখ্যায় স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

দিবার জন্য শ্রীযুক্ত যাচাকে কংগ্রেস হইতে সাক্ষী নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ।

পোষক—পুনার অধ্যাপক গোখলে।

(২১) দাদাভাই নৌরজীকে পার্লামেন্টের সভ্য নির্ব্বাচন জন্য ইণ্ডিয়ান পার্টিকে অনুরোধ।

প্রস্তাবক—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোষক—লালা [illegible] বাহাদুর।

(২০) ব্রিটিশ কমিটির ব্যয় জন্য [illegible] টাকা মঞ্জুর করা।

(২২) হিউম সাহেবকে জেনারেল সেক্রেটারী ও শ্রীযুক্ত বাচাকে জয়েন্ট সেক্রেটারীপদে নিয়োগ করা।

শেষোক্ত দুইটি প্রস্তাব সভাপতি দ্বারা উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

আরও কয়েকটী প্রস্তাব দ্বারা অভ্যর্থনা সমিতি, ভলণ্টিয়ারগণ ও সভাপতিকে ধন্যবাদ করা হয়। তৎপরে সভাপতি আগামী কংগ্রেস বেরারের অন্তর্গত অমরাবতীতে হইবে ঘোষণা করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৮২ সংখ্যা—২১১ পৃষ্ঠার পর।)

বেঙ্গা।

এই রোগকে কোন স্থানে জাওয়াও বলিয়া থাকে। তাদৃশ চিকিৎসা করিলে এ রোগে গোরু প্রায় মরে না। মনুষ্যের নানা রোগের ন্যায় অনেক গোরুর মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পীড়া হইয়া থাকে, উহাকে জোগান বেঙ্গা কহে।

লক্ষণ। গোরু ভাল খায় না, জাবর কাটে না, তাহার কাণ ঝুলিয়া পড়ে, গা ঠাণ্ডা হয়, কাঁপিতে থাকে, লোমগুলি দাঁড়াইয়া উঠে, জিহ্বার ও কর্ণের শিরাগুলি মোটা ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

সূচ বা কাঁটা দিয়া জিহ্বার ও কাণের কৃষ্ণবর্ণ শিরার মধ্যে একটী সূক্ষ্ম শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া, পরে সরিষা বাটিয়া জিহ্বায় মাখাইয়া দিতে হইবে। ডুমুর পাতা খাওয়াইলে ও জিহ্বায় ডুমুর পাতা ঘষিয়া দিলেও এই রোগ নাশ হয়।

পীড়া সামান্য হইলে, কাঁচা হলুদ এক ছটাক বাটিয়া তাহাতে দুই ছটাক গুড় মিশাইয়া খাওয়াইবে।

পীড়া বেশী হইলে,—

আপাংএর শিকড় চূর্ণ—এক তোলা।
মুক্তাবরষীর শিকড় চূর্ণ—এক তোলা।
যোয়ান বা মরিচের গুঁড়া—এক তোলা।

এই কয়েকটী দ্রব্য ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে।

যদি গোরুর মাথা ভারি থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দিতে হইবে:—

আদার রস—আধ ছটাক।
মরিচের গুঁড়া—সওয়া তোলা।

উপায়ে ছয় মাসের মধ্যে বৃক্ষের কর্ত্তিত স্থান হইতে শিকড় সকল বাহির হইয়া ডালের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া ফেলে। শিকড় গুলি যখন বড় হইয়া শাখাটীকে পোষণ করিবার উপযুক্ত হয়, তখন ডালটীকে কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা একটা স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হয়।

বার্ণিস বৃক্ষের বয়স যখন ৭.৮ বৎসর হয়, তখন তাহা বার্ণিস উৎপাদনে সমর্থ হয়। বার্ণিস সংগ্রহের উপায় পরে বর্ণিত হইতেছে।

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমজীবী লোকেরা কাস্তের মত বক্রাকৃতি এক একখানি ছুরী এবং অনেকগুলি বড় বড় শম্বুক লইয়া বার্ণিস বৃক্ষের ক্ষেত্রে গমন করে এবং ছুরিকা দ্বারা দুই বুরুল লম্বা এক একটী দাগ ছালের উপর কাটিয়া তাহাতে শম্বুকের মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দেয় এবং উহা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। রাত্রিকালে এই বার্ণিস রস নিঃসৃত হয়, এজন্য সায়ংকালে উহা সংগ্রহের আয়োজন করা হয়। পর দিন প্রভাতে মজুরেরা বৃক্ষের নিকট পুনরায় আসিয়া থাকে এবং শম্বুক সকল সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে বার্ণিসে পরিপূর্ণ দেখে। তাহাদের সঙ্গে এক একটী পাত্র থাকে, ঐ পাত্রে বার্ণিস ঢালিয়া লয়। যাহা ঢালিয়া লইতে না পারে, ছুরিকা দ্বারা যত্নপূর্ব্বক চাঁচিয়া চাঁচিয়া লয়। শম্বুকগুলি একটী ঝুড়িতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। সন্ধ্যাকালে পুনরায় শম্বুকগুলি গাছে বসাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাতঃকালে আসিয়া বার্ণিস সংগ্রহ করে। সমস্ত গ্রীষ্মকাল এই কার্য্য চলিয়া থাকে। যত দিন অল্প পরিমাণেও বার্ণিস পাওয়া যায়, তত দিন তাহারা তৎসংগ্রহে ক্ষান্ত হয় না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক এক ব্যক্তি প্রায় ৫০টী বৃক্ষের তত্ত্বাবধান করিতে পারে এবং প্রতি রাত্রে অর্দ্ধসের বার্ণিস সংগ্রহ করে। বার্ণিস সংগৃহীত হইলে একটী মাটির পাত্রের উপর সরু নেকড়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। যে গুঁড়া পড়িয়া থাকে, তাহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। বার্ণিসের স্বাভাবিক রং সাদা এবং তাহা দুগ্ধের সরের মত দেখায়, কিন্তু বাতাস লাগিয়া ক্রমে সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

বার্ণিসে এক প্রকার ক্ষয়কারক গুণ থাকে, অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ইহার বিষে প্রস্তুতকারকদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার কষ্ট পাইতে হয়। ইহার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে মুখে দাদের মত চাকা চাকা বাহির হয়, কয়েক দিনের মধ্যে উহা সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া ফেলে, চর্ম্ম লাল ও বেদনাযুক্ত হয়, মাথা ফুলে এবং সর্ব্ব শরীর স্ফোটকে আবৃত হয়। এই সকল দুর্ঘটনা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শ্রমজীবীরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার তৈল শরীরে মর্দ্দন করে এবং এক প্রকার ছাল সিদ্ধ জলে গাত্র ধৌত করে। এতদ্ভিন্ন যখন ক্ষেত্রে কার্য্য করে, তখন তাহাদিগের মস্তক ও মুখ বস্ত্রাবৃত করে, কেবল চক্ষু দুইটীর

সমস্তকে চূর্ণ করিয়া কিছু দিন ব্যবহার করিলে বহুমূত্র রোগ নিবারিত হয়।

হিক্কা।

গোলমরিচ সূচিতে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করণানন্তর রোগীকে ঘ্রাণ প্রদান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

শ্বাসরোগাক্রান্তের এবং হিক্কারোগীর বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া ফোমেণ্টেসন করিলে অর্থাৎ সেঁক দিলে শ্বাস ও হিক্কার নিবৃত্তি হয়।

ইন্দুরবচূর্ণ মধুর সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে প্রবল শ্বাস ও হিক্কা আরোগ্য হয়।

কচি তালশাঁসের জল পানেও হিক্কা নিবারণ হয়।

শিশু বিনয়ন।

শিশুরা জন্মপাপী কেন, আমরা স্বীকার করি না। তবে তাহারা একেবারে গুণাধার দেবতা ইহাও আমাদের বিশ্বাস নহে। মানবাত্মার মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব উভয়ই নিহিত থাকে। শিশুর সরলতা, নম্রতা ও নির্ভর প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব সকল দেখিয়া সাধুগণও মুগ্ধ হন এবং "স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য" বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শিশুর সদ্গুণ সকল স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইলে তাহার জীবন পরিণামে দেবজীবনে পরিণত হয় এবং তাহারই সহায়তা করা পিতা মাতার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু আর এক দিকে শিশুতে ও পশুতে অল্পমাত্র প্রভেদ, এইজন্য শিশুজীবনে লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি পশু-প্রকৃতি সকলের আবির্ভাব দেখা যায়। সে গুলিকে যত্নপূর্ব্বক প্রশমিত ও নিয়মিত করিতে না পারিলে শিশুর হৃদয়ভূমি আগাছা কুগাছায় পূর্ণ হয়। যেখানে আগাছার প্রাচুর্য্য সেখানে সেগুলা গাছ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশুর জীবনে পশুভাব সকল প্রবল হইলে দেবভাব সকল আর বাড়িতে পারে না। এই জন্য শিশু-বিনয়নে শিক্ষা ও শাসন চাই। প্রাচীন আর্য্যেরা বালকের জন্য "ব্রহ্মচর্য্য" প্রথম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা পশুভাব সকল নিস্তেজ হইয়া দেবভাব সকল জীবনে সতেজ হইয়া উঠিত। বর্ত্তমান সময়ে ছেলেকে খেলনার মত সাজান গোজান, ননীর পুতুল করিয়া আদরে রাখা এবং বিলাসিতায় শিক্ষিত করা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ফলে সন্তানগণ ক্রমে অলস, অকর্ম্মণ্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন চাণক্য বলিয়াছিলেন—

"লালনে বহবো দোষাঃ তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ॥"

লালনের অনেক দোষ, তাড়নের অনেক গুণ। এই জন্য পুত্র ও ভৃত্যকে তাড়না করিবেক। চাণক্য আরও বলিয়াছেন "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।" প্রথম পাঁচ বৎসর লালন, পরে দশ বৎসর তাড়ন করিবেক। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, আমরা যে সভ্য ইংরাজদিগের শাসন অনুকরণ করিতে ভালবাসি, চাণক্যের মতের সহিত তাঁহাদের মতের অনেক ঐক্য দেখা যায়। কয়েক মাস হইল আমাদের ছোট লাট সিটি কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বলেন, উপযুক্ত শাসনের অভাবে এ দেশের বালকেরা নষ্ট হইতেছে। আরও অনেক সুবিজ্ঞ ইংরাজের মত এই প্রকার।

শিশুদিগের পাপ প্রবৃত্তি ও তাহার দমনের উপায় সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কতক গুলি সুবিজ্ঞ ধর্ম্মোপদেশক যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

রেভারেণ্ড জে পার্ট-—

লোভ এবং গোঁয়ার্ত্তমি এই দুইটী শিশুদিগের সর্ব্বপ্রধান দোষ এবং ইহা হইতে চৌর্য্য, বৈরনির্য্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্য কুপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

বালকদিগকে শাসন করিবার সময় অতি কঠোরতা ও অতি কোমলতা উভয়ই পরিহার করিবে। এই দুইটীর মধ্যে কঠোরতা অপেক্ষাকৃত ইষ্টজনক। প্রীতি এবং শাসন এই দুই গুণের একত্র সমাবেশ চাই। আমার পিতা একাধারে এই দুইটী গুণের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন।

সন্তানের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মান উচিত যে, তুমি তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তোমার মধ্যে যে ক্রোধবৃত্তি আছে, তাহা সন্তান যেন দেখিতে না পায়। পাছে সন্তান কপট বা ধূর্ত্ত হয়, এজন্য তাহাকে সরল হইতে অর্থাৎ তাহার মনোভাব সকল প্রকাশ করিতে বাধা না দেওয়া উচিত।

রেভারেণ্ড জে ক্রেটন:—

দ্বেষ এবং হিংসা এই দুইটী প্রবৃত্তি বালকগণের চরিত্রে অতি শৈশব হইতেই অঙ্কিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন জিনিষ একটী ক্ষুদ্র বালকের হাতে থাকে, তখন সে সেটীকে মূল্যবান মনে করে না, কিন্তু যখনই সেটা অন্য বালক লইতে চায়, তখনই তাহা তাহার নিকট মূল্যবান্ হয় এবং সে প্রাণান্তে তাহা ছাড়িতে চায় না। হিংসাই যে এপ্রকার কার্য্যের মূল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা বালকদিগের অন্তরকে পরিবর্ত্তন করিতে পারি না বটে, কিন্তু কুঅভ্যাস সকল নিবারণ করিতে পারি। সুশিক্ষা দ্বারা প্রকৃতির কর্কশভাব দূর করা যায়, কিন্তু অতি অল্প বালকেই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার সুশিক্ষিত অভিভাবকগণের অভাবে তাহাদের চরিত্রে

কতকগুলি বিশেষ দোষ বদ্ধমূল হইয়া যায়।

ক্রুদ্ধ হইয়া শাসন করিতে চাহিলে কুপ্রবৃত্তি সংশোধন করা দূরে থাকুক, তাহা বর্দ্ধন করা হয়। শাসন ঈশ্বরের বিধি। ঈশ্বরের বিধি পালনের সহিত রাগের সংস্রব নাই, তবে বালক বালিকাদিগকে শাসন করিতে গিয়া কেন উত্তেজিত হইব? এ বিষয়ে একটী বালককে শাসন কালে আমি আ[illegible] [illegible] হইয়াছিলাম। আমি আমার ক্রোধ স্বভাব সংশোধন করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। সেই অবধি আর কখনও তাহাকে শাসন করিতে হয় নাই। আমার সন্তানদিগকে লইয়া আমি পরম সুখী।

পিতা মাতা যাহা করেন, চাকরদিগের দ্বারা তাহাতে বাধা না হয়, এজন্য সতর্ক থাকা উচিত। দাসদাসী গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর নিন্দা করিলে তাহাতে অতিশয় অনিষ্ট হয়।

সন্তানগণকে যেখানে সেখানে যাইতে এবং খারাপ বালকগণের সহিত মিশিতে দিলে পিতা মাতার সকল চেষ্টা বিফল হয়।

পশুপাল সকল যেমন বহু যত্নে প্রস্তুত বাগানকে ধ্বংস করে, সেইরূপ যে সে দলে মিশিলে সন্তানের সদ্গুণ সকল নষ্ট হয়। আমার পরিচিত একটী বালিকা একটী আমোদকর স্কুল হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল "ছি! আমাদের বাড়ী কি জঘন্য!"

রেভারেণ্ড বি উড বলেন:——

পিতা মাতার শাসন স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সন্তানগণের নিকট তাহা ঘৃণিত হয়। আবার যে স্নেহের সহিত শাসনের ভাব না থাকে, তাহাও সন্তানদিগের নিকট ঘৃণিত। সন্তানদিগের মনে ভালবাসার সহিত কিছু ভয় থাকা উচিত, তাহাদের স্বভাবে বালকেরা কি সর্ব্বনাশ হইয়া পড়ে, কঠোরতায় দশ সহস্রের হইয়াছে। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে এই দোষগুলি বালকদিগের মধ্যে অতি প্রবল:—স্বেচ্ছাচার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নির্ম্মমতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচরণ, আলস্য ও লোভ।

রেভারেণ্ড জি প্যাট্রিক:—

সাত মাসের একটী শিশুর সঙ্গে আমি সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিয়াছি। অদ্যাপি তাহার দুরন্ত স্বভাব আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

রেভারেণ্ড ডবলিউ জে অবৃডি:—

আমি আমার সন্তানদিগের প্রতি অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করিয়া এখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছি। তাহাদের অনেক দোষের সহিত সহানুভূতি করিয়াছি, ইহাতে তাহারা নষ্ট হইয়াছে। আমি যে প্রকার নরম ধাতুর লোক, আমার সন্তানেরা তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। আমি যদি বাহিরে একটু কঠোরতা প্রকাশ করিতাম, তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইত।

রেভারেণ্ড জে গগুী:—

স্তন্যপায়ী শিশুর রাগ দেখা যায়, তৎসঙ্গে একগুঁয়েমীও কম নয়। আমার সন্তান যখন যে গোঁ ধরিত, ২।৩ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি না করিয়া তাহা নিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। কিন্তু অবশেষে আমি জয় লাভ করিলাম এবং তদবধি তাহার জন্য আর আমার কষ্ট পাইতে হয় না।

ধনী পিতা মাতা মিথ্যাবাদী ও অহঙ্কারী হইলে তাহাদের দোষ অচিরে সন্তানে বর্ত্তে।

স্বীয় পরিবারে গৃহস্বামীকে পুরোহিত ও রাজার কার্য্য করিতে হইবে এবং প্রাচীন কালের ভবিষ্যদ্বাদীর ন্যায় দোষীকে উচিত কথা শুনাইতেও হইবে।

রেভারেণ্ড জে ভেন :—

সন্তান যেন জানে পিতা মাতা স্নেহের মূর্ত্তি, তাহা হইলে স্নেহ হইতেই শাসন জানিবে। বর্ত্তমান সময়ে সন্তানগণ যে এত অবাধ্য, সন্তান বিনয়নে অনভিজ্ঞ তাই তাহার কারণ।

সন্তানদিগের জ্ঞান, শক্তি এবং আত্মশাসন ক্ষমতা নাই। এই সকল অভাব পূরণের নিমিত্ত ঈশ্বর তাহাদিগকে পিতা মাতার হস্তে দিয়াছেন। কিন্তু পিতামাতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তানগণের পাপ প্রবৃত্তি সকল প্রবল করিয়া দেন।

ভৃত্যদিগের সংসর্গে সন্তানদের অনেক দোষ জন্মিয়া থাকে। আমার সন্তানেরা খারাপ হইয়া যাইতেছিল, ধাত্রী পরিবর্ত্তন করাতে তাহারা শোধরাইয়া গেল।

বালকেরা অন্য বালকদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে, এ বিষয়ে সাবধান হইবে। এ প্রবৃত্তি দমন না করিলে তাহারা কুলাঙ্গার হইয়া দাঁড়াইবে। সন্তানদিগকে খেলনার পুতুল বা আমোদের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা উচিত নহে। তাহারা অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা, আমাদিগের হস্তে গচ্ছিত আছে। এই ভাব মাতা পিতার মনে থাকিলে তাঁহাদিগের সন্তান সম্বন্ধীয় সকল কর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পন্ন হইতে পারে।

শিশুদিগের প্রধান দোষ যে গুলি, তাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে—যথা বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা ইত্যাদি।

সকল সন্তানের জন্য এক নিয়ম খাটে না ও এক নিয়ম নির্দ্ধারিত করাও যায় না। ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের স্বভাব, রুচি, প্রবৃত্তি অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিতে হইবে এবং সকলের হৃদয়ে বিবেকানুগত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ ভয়ঙ্কর কার্য্য বলিয়া যেন তাহাদের বিশ্বাস হয়। তাহারা সুশিক্ষা পাইলে অল্প বয়সেই ইহা অনুভব করিতে পারে।

পাপে পতন নিবারণের সমুদায় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। শাসন, স্নেহ এবং শিক্ষা এই কয়টীর সমবায় চাই। সন্তানদিগের মনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া রাখ।

পালিকা ধাত্রী পাপ শিক্ষার প্রধান গুরু—অহঙ্কার মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি দোষ শিক্ষা দেয়।

বেত্তারেও শ্লিপীং স্ক্রিট্—

সন্তানদিগের শিক্ষাবিধানে পিতামাতার একটু চাপিয়া চলা উচিত। তাহারা তাঁহাদিগের দোষ ত্রুটি যেন দেখিতে না পায়। তাঁহারা সাধুতার আদর্শ ও শাসনক্ষম, ইহা জানিয়া সন্তানেরা যেন সর্ব্বদা পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে।

সন্তান শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতাদিগের মধ্যে এক জন অন্যের কার্য্যের প্রতিবাদী হইলে বড়ই অনিষ্ট হয়। যে পিতা বা মাতা সন্তানকে অধিক আদর দেন, সন্তান তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া ঘৃণা করিতে শিখে, কারণ সে দেখে তাহার যে দোষের দণ্ড হওয়া আবশ্যক, পিতা মাতা তাহাতে উপেক্ষা করিলেন।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বেকন—

সন্তানদিগকে সাক্ষাৎভাবে উপদেশ না দিয়া পরোক্ষভাবে দেওয়া উচিত। আমরা সন্তানদিগকে যাহা শিক্ষা দিতে চাই, আপনাদিগের জীবনে যেন তাহার আচরণ করি। পিতা মাতা যেরূপ ভাবে উপদেশ দেন, তাহার উপর ফলোপধায়িতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

আমার অভিজ্ঞতা এই, আদর দেওয়া অপেক্ষা শাসনে অধিক সুফল উৎপন্ন হয়।

মতিমালা।

১। ঈশ্বর পূর্ণপবিত্র, তিনি ভিন্ন মানবের পূর্ণ আদর্শ আর কেহই হইতে পারে না।

২। পিতা মাতা ও গুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-রূপে পূজনীয়।

৩। পবিত্র হৃদয় স্বর্গলোক এবং ঈশ্বরের প্রিয় বাসস্থান।

৪। পাপ-হৃদয় নরক, এবং পিশাচ-দিগের নৃত্যশালা।

৫। চক্ষু অশ্রু দ্বারা ধৌত না হইলে পবিত্র হয় না এবং চক্ষুর অতীত সত্য রাজ্য দেখিতে পায় না।

৬। উন্নতির পাঁচটী উপায়—সুজন্ম, সুশিক্ষা, সুসঙ্গ, সাধন ও ব্রহ্মকৃপা।

৭। যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাই নশ্বর। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুই সত্য ও অবি-নাশী।

৮। দুঃখ, শোক ও মৃত্যুর ন্যায় বন্ধু কে আছে? ইহারা নিদ্রিত মানবকে জাগাইয়া পরমবন্ধু পরমেশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

৯। সংসারে জয় পরাজয় আছে এবং তদনুসারে গৌরব লজ্জা পাইতে হয়। সত্যের পথে কৃতকার্য্য হইলেও গৌরব, না হইলেও গৌরব।

৯। চন্দনবৃক্ষের নিকট অবস্থিতি-প্রযুক্ত ক্ষুদ্র আগাছাও চন্দনের গুণ প্রাপ্ত হয়। কেবল বাঁশ উচ্চমস্তক বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হয় না।

১০। ছবিতে সাদা ও কাল উভয় রঙের সংস্থান আবশ্যক। মানব-জীবনে সুখ দুঃখ উভয়েরই প্রয়োজন।

১১। বড় হইবে ত ছোট হও। ঈশ্বর আকাশের অপেক্ষাও বড়, আবার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র। তিনি বালুকা কণার ভিতরে আছেন; ছোট বলিয়া তাহার দুঃখ করিবার কারণ নাই।

১২। একের সঙ্গে যোগে শূন্য মূল্যবান্ হয়। এক মূল অঙ্ক ছাড়িয়া সহস্র গণ্ডা শূন্যও শূন্যমাত্রই থাকে।

১৩। গ্রন্থিহীন সূত্রে শত শত মুক্তা গাঁথ, কোথায় খলিত হইয়া যাইবে।

১৪। ছিন্ন পকেটে দুয়ানি, সিকি, টাকা রাখিও না, হারাইয়া যাইবে।

১৫। যে প্রাণটী যত্নপূর্ব্বক আপনার প্রাণ বাঁচায়, তাহার জীবন বিফলে যায়; যে মরিয়া পচিয়া যায়, তাহা হইতে শত খাদ্য উৎপন্ন হয়। স্বার্থপর মানবের জীবন বিফল। যে পরের জন্য জীবন দেয়, সে অমর জীবন পায়।

১৭। ভূত ভবিষ্যতের ভাবনায় সময় নষ্ট না করিয়া বর্ত্তমানে আপনার কর্ত্তব্য সাধন কর—ভূতের দোষ সংশোধন ও ভবিষ্যতের অভাব পূরণ হইবে।

১৮। কাপুরুষেরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অলস হইয়া থাকে। সাধুজন ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে দিয়া সৎকর্ম্ম সাধনে প্রাণপণে পরিশ্রম করেন।

১৯। যে ব্যক্তি সকল ভাবনা ছাড়িয়া ঈশ্বরের ভাবনা করে, ঈশ্বর সেই ভক্তের ভাবনা ভাবেন ও তাহার বোঝা মাথায় করিয়া বহেন।

স্ত্রীলোকদিগের নির্দ্দোষ আমোদ।

(৩৮০ সংখ্যা ১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

প্রকৃতরূপে আমোদ উপভোগ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে শ্রম করা প্রয়োজন। অলস ব্যক্তি বিমলানন্দের অধিকারী নহে। উত্তাপের পর শীতলতা, সূর্য্যের পর চন্দ্র, জাগরণের পর নিদ্রা সুমিষ্ট, অহর্নিশ বিশ্রাম কাহার ভাল লাগে? অবিশ্রাম ভোগ করিলে অমৃতও অপ্রিয় হয়, আমোদের অমোদত্ব চলিয়া যায়। আমোদের ভিন্নতা প্রয়োজন। ভিন্নতাই উহার রসনা। প্রাতঃ সন্ধ্যা এক আমোদ আনন্দজনক হয় না। এক ব্যঞ্জন কত কাল ভাল লাগে?

নারীগণ আনন্দের প্রকৃতি। তাঁহাদের মধুরা কোমল ও অধিকতর আমোদপ্রিয়। সকল দেশেই ইহাদের পবিত্র হৃদয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নানা বিমল আনন্দের

বরটীর ক্ষীণ অন্তরাত্মা জর্জ্জরিত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। সেই বাসর-গৃহে লজ্জাবতীগণের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল এবং অশ্রাব্য পরিহাস রসিকতার পঙ্কিল স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেখানে যে কি নরকের অভিনয় হইল, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে, কাহারই বা তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে অভিরুচি জন্মে?

আর এক দিবস যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহার বিষয় এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে দিন আমাদের একটী বন্ধুর ঠাকুর-জামাই ও ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন। উভয়েই রসিক-শিরোমণি। ভারতচন্দ্র, দাশরথি, নিধু বাবু, প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের অনিষ্ঠ পরিচয়। তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার দিয়া পথ ভুলিয়া, বো হয়, সয়তানের বিদ্যালয়ে পূর্ণশিক্ষা লা করিয়াছেন। আমার সখী লজ্জাবতী পবিত্রহৃদয়া। তিনি তাঁহাদের রসিব তার অনুমোদন করিলেন না। তাঁহা আমার সখীর পুত্রটীর পিতৃত্ব সম্বন্ধে (সমুদায় সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ এব আমার সখী সম্বন্ধে যে সমুদায় উপাদে পদ্যাদি উদ্ধৃত করিয়া এবং খণ্ড অমিত্রা ক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া বহুল গ্রন্থ পা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলে তাহা উপযুক্ত "রিপোর্টারের" অভা মানবের জ্ঞানপিপাসাকে বঞ্চিত করিল কি লজ্জা, কি ঘৃণা! এই প্রকার কাপুরুষ দিগের কুৎসিত আমোদে আবার অনেক রমণী সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দেন।

(ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। শুনা যায়, ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্ব ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি যুবরাজের হস্তে রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং অবসর লইবেন।

২। ডিগ্বি সাহেবের গণনানুসারে এ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষে পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৩। ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ রুষিয়া হইতে যে শস্য-জাহাজ আসিতেছে, তাহা রুষিয়ার দান, বিক্রয়ার্থ প্রেরিত নহে।

৪। বোম্বাইয়ের মারীভয়ের জন্য মক্কাতীর্থযাত্রী মুসলমানদিগকে মান্দ্রাজে গিয়া জাহাজে চড়িতে হইতেছে।

৫। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-কার্য্যে দুই লক্ষ লোক খাটিতেছে।

৬। জর্ম্মণিতে কাপড়ের কলে দুশ লক্ষ স্ত্রীলোক কার্য্য করিয়া থাকে।

৭। দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ছোটলাটপত্নী আলিপুরের রাজবাটীর মাঠে সখের বাজার খুলিবেন।

৮। জর্ম্মণ ব্যারণ হার্স্লেরর বিধবা

পল্লী ইংলণ্ডে শিশুদিগের হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৯। ভারত দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে দশ লক্ষ টাকার অধিক উঠিয়াছে।

১০। পারস্য উপসাগরের নিকট বান্দর আবাস নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া প্রায় ১৫০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

বিশ্বজীবন—জীবনবৃত্ত বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছাত্রদের জন্য ১, ও অপর সাধারণের জন্য ১॥০ টাকা, ডাকমাসুল ।৶০ আনা। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ হালদার সম্পাদিত, কলিকাতা সিটী কলেজ, ১৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বিশ্বজীবনের প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে সকল মহাপুরুষ ও নারী জন্মগ্রহণ করিয়া মানব-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত এইরূপে মাসে মাসে ধারাবাহিকরূপে বিশ্বজীবনে প্রকাশিত হইবে, এবং যতদূর সম্ভব, আলোচ্য পুরুষ বা নারীর এক একটী ছবি ইহার সহিত সংযোজিত হইবে। আমরা আশা করি, প্রত্যেক গৃহে বিশ্বজীবন যত্নের সহিত পঠিত ও রক্ষিত হইবে এবং ইহার সম্পাদক যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমাদের পাঠিকাগণ তাঁহার সিদ্ধিবিধানে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

সেক্সপিয়র—২য় খণ্ড, শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত। সাধারণ সংস্করণ মূল্য ১॥০, রাজ-সংস্করণ মূল্য ২, টাকা। কলিকাতা, ২৮ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

আমরা এই অভিনব গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে যে কথা বলিয়াছি, এখনও সেই কথা বলিতেছি যে, সেক্সপিয়র বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। সেক্সপিয়রের নাটকাবলী, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্রসৃষ্টিতে—সর্ব্বপ্রকারে জগতে অতুল্য। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অভাব ছিল। এত দিনে হারাণ বাবু সেই অভাব দূর করিলেন। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ উপন্যাসলেখক, ভাবুক ও চিন্তাশীল; সুতরাং তাঁহার হস্তে মহাকবির নাটকীয় গল্পগুলি যে এমন মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালা

ভাষায় সেক্সপিয়রকে বুঝান যায় না, আমরা তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিবেন, সুলেখক হারাণ বাবুর হস্তে মহাকবির নাটকাবলীর সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডেও আটখানি নাটকের অনুবাদ আছে :— ম্যাক্‌বেথ, কমেডি-অব-এরর্স, টেমিং অব দি স্রু, টু জেন্টল্‌মেন অব ভেরোনা, উইন্‌টারস্ টেল, মেজার ফর মেজার, অল্‌স্ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌স্ ওয়েল ও টেম্পেষ্ট। ইহা ব্যতীত ইহাতে মহাকবি সেক্সপিয়রের অপূর্ব্ব জীবনী আছে। এই জীবনীতে হারাণ বাবু সেক্সপিয়র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম খণ্ডের ন্যায় ইহা সুন্দর কাগজে, সুন্দর অক্ষরে এবং তেরখানি সুন্দর চিত্রসহ মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। এই গ্রন্থ যেরূপ উপাদেয় হইয়াছে, সেইরূপ বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বামারচনা।

পাখী।

আয় লো আমার প্রাণের পাখী
আয় লো তোরে হৃদে রাখি,
মুখ পানে চেয়ে সখি
গা'লো একবার।
তাপদগ্ধ এ জীবনে,
স্নেহ-বারি বরিষণে
উঠুক নাচিয়া হিয়া
আবার আবার।
সুস্বর লহরে ওই
জুড়াবে লো প্রাণ সই!
আয় বুকে প্রাণসই
সুধার আধার!
বিহঙ্গিনী সুগায়িকা
তাপিত-প্রাণ-তোষিকা!
ব্যথিতের এ বেদনা
নাশ এক বার।
চাহি না শরীর তোর
কণ্ঠস্বর সুধা মোর
সুধার পুতলি সখি
অমিয়ার ধার।
তুই যে লো বনপাখী
অভাগীর প্রাণসখি,
তুই কি বুঝিবি আজ
বেদনা আমার?
কেহ ত লো বুঝিল না
মুখ পানে চাহিল না,
কত কিছু ছিল যারা,
জীবনের সার।
তারাই কি মানবেরা
তারাই হৃদয়-হারা

রেখো না খুলিয়া দিসে
হৃদয়ের দ্বার।
কত বার খুলিয়াছি
মোহমন্ত্রে ভুলিয়াছি,
ভুলিব না আর আমি
বুঝেছি এবার।

তুচ্ছ ভবে গাঁথা তাই,
প্রীতি প্রাণে ডুবে নাই,
মরমের ব্যথা তুলি,
সঙ্গিনী আমার।

শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায়।

আগমনী।

কি দেখিতে বীণাপাণি! আসিছ এবার,
ধরিয়া ভীষণ বেশ, গ্রাসিছে কত যে দেশ—
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী, ও মা সংখ্যা নাহি তার।
কোথাও বা মারীভয়, দহিছে মানবচয়,
শ্মশান করিয়া কত সোণার সংসার,
তুমি কি চাহিবে আসি আছে সুধাধার।১

শ্বেতভুজা! কি দেখিতে আসিছ এবার?
(হেথা) সবে মত্ত নিজসুখে, কি বা না ভগন বুকে,
দুঃখেও লয় না কেহ তার সমাচার,
তাই কি এবার তুমি, আসিছ মরতভূমি—
শিখাতে ভুবনে বিশ্বপ্রেম সদাচার।২

'প্রেম প্রেম' ক'রে হেথা সবাই কাতর,
কি কব দুখের কথা, কহিতে উপজে ব্যথা,
কিন্তু সে প্রেমের কেহ জানে না আদর।
তুমি কি মানবগণে কোমল করে যতনে,
শিখাইবে আত্মত্যাগ কত মনোহর!
জ্বালিবে স্বর্গের জ্যোতি দর ধরাপর? ৩

এসে যদি দয়া করি মরত ভুবন,
প্রীতির অমিয় দিয়া ভরে দাও নরহিয়া,
হিংসা স্বার্থ কুটিলতা কর গো দহন।
তোমার সন্তানগণ হ'য়ে এক-প্রাণ মন,
যেন গো জগত হিতে খাটে অনুক্ষণ,
ও পূত চরণে মোর এই নিবেদন। ৪

হেরিয়া তোমার শুভ শুভ আগমন,
রেখেছে প্রকৃতি বালা সাজায়ে বরণডালা
নব পত্র পুষ্পেতে করিয়া যতন।
জ্বালিয়া রেখেছে বাতী নির্মল চাঁদিমা-ভাতি
আহ্বানে মঙ্গল শঙ্খ ভ্রমর-কূজন।
আমারো পূজিতে সাধ ও রাঙা চরণ।৫

কিন্তু কি রতনে আমি করিব পূজন?
দুখিনী বঙ্গের নারী আর কিবা দিতে পারি,
শুধু এক কণা অশ্রু কর গো গ্রহণ।
কর এই আশীর্বাদ, পূরে যেন মনসাধ,
বিশ্বসেবা ব্রতে যেন যায় এ জীবন। ৬

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

"দুর্ভিক্ষ।"

১

ওই শুন শুন কাতর চিৎকার।
শত শত নরনারী,
নয়নে বহিছে বারি,
আকুল পরাণে সবে করে হাহাকার।
দারুণ দুর্ভিক্ষ-দায়,

হের গো উন্মাদপ্রায়,
ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ফিরে চারি ধার।
রুক্ষ কেশ ছিন্ন-বাস,
ঘন ঘন বহে শ্বাস,
কঙ্কাল—কঙ্কাল সার দেহ সবাকার।

২

পলায় জননী ফেলি প্রাণের নন্দন।
দুগ্ধপোষ্য শিশু হায়,
অনাহারে মৃতপ্রায়,
ভূমে বিলুণ্ঠিয়া ক'রে কাতরে ক্রন্দন।
নয়নে সলিল ঝরে,
জননী চাহে না ফিরে,
হেরে না শিশুর সেই মলিন বদন।
ভগিনী ছাড়িয়া ভ্রাতা,
পুত্র কন্যা ফেলি পিতা,
হের ওই ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।

৩

শিশুর মুখের গ্রাস মা কাড়িয়ে খায়।
চাহিয়ে জননী পানে,
কাঁদে শিশু সকরুণে,
কুলবধূ লজ্জাহীনা জঠরজ্বালায়।
বালকবালিকাগণ
যুবা বৃদ্ধ অগণন,
সকরুণ আর্ত্তনাদে মেদিনী কাঁপায়।
দিগন্তে উঠি যে ধ্বনি,
হয় যেন প্রতিধ্বনি—
ভারত, ভারত তোর কি হবে উপায় ?"

৪

[illegible] ধায় [illegible]!
[illegible] মুখের গ্রাস,
দেখিয়ে উদরে জ্বালা,
মানুষ রাক্ষসপ্রায় আজি বাঙ্গালায়।
অন্ন বিনে হাহাকার,
মানুষ পিশাচাকার,
বুঝিবা হইল বঙ্গ শ্মশানের প্রায়।
শকুনি গৃধিনী দল,
ক'রে ঘোর কোলাহল,
আনন্দে শ্বাপদকুল নাচিবে ত্বরায়।

৫

কি পাপে ভারতে আজি এ দুর্দ্দশা হায় !
এস গো ভগিনীগণে,
ভারতের এ দুর্দ্দিনে,
দয়া একতার হার পরিয়ে গলায়—
খুলিয়ে চিকণ সাটী,
শিশির সে পরিপাটী,
মুছিয়ে তাম্বুলরাগ তেয়াগী ভূষায়—
খুলি সব প্রাণ এই,
এস গো ঢালিয়ে দেই,
যা'র যা' শকতি আছে কাঙ্গাল-সেবায়।
যা'র যাহা আছে ধন,
[illegible] করি বিতরণ,
কাঙ্গালের [illegible] তরে [illegible] হিয়ায়।
[illegible] [illegible],
থেক না [illegible],
কোথায় ভারতভূমি [illegible]
আমাদেরি [illegible] শোন,
ঐ [illegible] ঐ শোন,
[illegible] অনশনে হায়।
[illegible] হয়ে,
[illegible]

কেমনে হেরিব তাহা পাষাণের প্রায় !
আমাদের প্রাণধন,
আছে পুত্র কন্যাগণ,
কি যে ব্যথা কি যে স্নেহ জান ত গো তায় !
সে সব স্নেহের ধনে,
কি ব্যথা বাজে গো প্রাণে
এক দিন অনশনে যদি কভু যায় ।
মোদের দয়ার আশে,
অসংখ্য ভারতবাসী,
কাঁদিছে হা অন্ন বলি আকুল হিয়ায় ।
আমরা স্বজন সনে,
সুখে হরষিত মনে,
কেমনে মুখেতে গ্রাস তুলিব গো হায় !
আমাদের ক্ষুদ্র ধনে,
ক্ষুদ্র এ জীবন দানে,
একটী প্রাণীর প্রাণ যদি বেঁচে যায় !
এক ফোঁটা অশ্রুবারি,
যদি গো মুছাতে পারি
সে সুখ রাখিতে ঠাঁই পাবিনে ধরায় !
তুচ্ছ রত্ন সিংহাসন,
মণিমুক্তা আভরণ,
তুচ্ছ অট্টালিকা ধন, সবি তুচ্ছ তায় !
এ শুভ মঙ্গল কাজে,
বিলম্ব নাহিক সাজে,
বিধাতার আশীর্বাদ লইয়ে মাথায় !
কে যাবি আয় গো তোরা দ্রুত চলি আয় ॥

শ্রীসরোজিনী দেবী,
বনহুগলী ।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

সাবেক ।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী রায়	বাগনান	৮৲
মিসেস পি, ঘোষ	কলিকাতা	২৸৶০
অনরেবল গুরুপ্রসাদ সেন	বাঁকিপুর	৪৲
অঘোরকামিনী রায়	ঐ	৫৷০
বাবু ননীগোপাল পাল	হাওড়া	১৲
যোগেন্দ্রকুমার বসাক বি, এল	ঢাকা	২৸৶০
মিসেস কে, জি, গুপ্ত	কলিকাতা	২৸৶০
মহাতাপ চন্দ্র মল্লিক	ঐ	৮৲
চতুর্ভুজ পট্টনায়ক	কটক	২৸৶০
অম্বিকা নাথ মিত্র	ছাপরা	২৲

(ক্রমশঃ)

অগ্রিম ।

ডাঃ বিহারি লাল বসু	জব্বলপুর	১৷১০
ডাঃ আদ্যানাথ বসু	ঐ	১৷১০
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	১৷১০
মিসেস পাল চৌধুরী	[illegible], নদিয়া	২৸৶০
মিসেস পি, ঘোষ	কলিকাতা	২৸৶০
শ্রীমতী জ্ঞানমোহিনী রায়	বাগনান	৯৲
অনরেবল আনন্দ মোহন বসু	কলিকাতা	২৸৶০
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	ঐ	২৸৶০
রায় পশুপতি নাথ বসু	ঐ	২৷৴০
নলিন বিহারী সরকার	ঐ	১৷১০
অনরেবল জজ-প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	লাহোর	২৸৶০
শ্রীমতী গিরিজা কুমারী বন্দ্যো।	বরাহনগর	২।০
রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	মুক্তাগাছা	১৸০
যদুনাথ দাস	কলিকাতা	২৸৶০
নগেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ,	আরা	২৸৶০
বিহারীলাল রায়	বরিশাল	২৸৶০
মিসেস কে, জি, গুপ্ত	কলিকাতা	২৸৶০
মিসেস এন, কে, বসু	রামপুর বোয়ালিয়া	২৸৶০

(ক্রমশঃ)

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৸৵০, ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। মূল্য অগ্রিম না পাইলে "বামাবোধিনী" প্রেরণ হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেন্টের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে [illegible] ছাপা রসীদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বর্ষের জন্য [illegible] কভার ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২০; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [illegible]। বিজ্ঞাপন বদলাইতে হইলে পূর্ব্ব ইংরাজী মাসের [illegible] তারিখের মধ্যে ঠিক করিয়া দিতে হইবে, নতুবা যেরূপ থাকিবে সেইরূপই ছাপা হইবে। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের ২০এ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা আমরা দায়ী হইব না।

৫। কাহারও কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবারই সম্ভাবনা।

৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ "বামাবোধিনী"র এজেন্টের কার্য্য করিতেছেন—

১। শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য—হুগলি, বর্দ্ধমান ইত্যাদি।

২। „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস—হাওড়া, নদিয়া, ভাগলপুর ইত্যাদি।

৩। „ কুঞ্জবিহারী [illegible]—ঢাকা, [illegible], মেদিনীপুর ইত্যাদি।

৪। „ কাজী মনিরুদ্দীন—যশোহর, খুলনা ও [illegible]

৭। শ্রীযুক্ত [illegible] সাহানি এবং [illegible] বামাবোধিনীর সহকারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত বিল [illegible] ইঁহাদের হস্তে বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বামাবোধিনীর মূল্যাদি প্রদান করিবেন। অন্যথা টাকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৮। মাশুল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা তাহা অন্য নামে না পাঠাইয়া; সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, সিটি কলেজ কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৯। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। কাহারও নাম যদি প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

১০। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রভৃতি সম্পাদকের নামে উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। কোন প্রবন্ধ সম্পাদকের মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

"বামাবোধিনী" কার্য্যালয়,
৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীকালীনারায়ণ সেন,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

No. 386. March, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৬ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩০৩—মার্চ্চ, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত দুর্ভিক্ষফণ্ড। ইহাতে প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

মানহানির দণ্ড। আমরা নিতান্ত আক্ষেপসহকারে ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিতেছি—[illegible] নবীন সম্পাদক [illegible] অপরাধে সেসনের বিচারে নয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পত্র সম্পাদকের দায়িত্ব গুরুতর, তদনুসারে সুবিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত।

কনভোকেসন—গত ২০শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সভায় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং সভাপতিত্ব করিয়াছেন। বাইসচ্যান্সেলার জষ্টিস ট্রিবেলিয়ান পারিতোষিক বিতরণ করিয়া বক্তৃতা করেন। কুমারী কোহেন দর্শন শাস্ত্রে এম এ, এবং কুমারী প্রেমকুসুম সেন বি এ উপাধি পাইয়াছেন।

কলেজ সম্মিলনী—গত ২৬শে মাঘ সংস্কৃত কলেজ গৃহে উক্ত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এক আনন্দোৎসব করিয়াছেন।

ভূমিকম্প—গত ১১ই জানুয়ারি পারস্যোপসাগরের কিশম দ্বীপে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দুইটী মসজিদ ও চারিখানি দোকান ভিন্ন নগরের তাবৎ আবাসাদি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫০০ শত মৃত দেহ ধ্বংসাবশেষ মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে।

বালিকা উদ্ধার—[illegible] বলেন যে ঢাকার কয়েক জন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের যত্নে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সভা ইতিমধ্যে তিনটী অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে বেশ্যাদিগের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য একটী সেলাইয়ের কল ও একজন দরজি নিযুক্ত করিয়াছেন।

পুষ্পপ্রদর্শনী—১৯শে ফেব্রুয়ারী ছোটলাট আলিপুরের পুষ্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

সাতপুকুরিয়া বাগান—দমদমার নিকটস্থ প্রসিদ্ধ সাতপুকুরিয়ার বাগান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতেছেন। কাশীপুরস্থ বারুদখানার গোরা কর্ম্মচারীরা তথায় থাকিবে।

সোণা রূপার আমদানী—গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে ৪৪ লক্ষের অধিক টাকার সোণা এবং ৮৮ লক্ষের অধিক টাকার রূপা আমদানি হইয়াছে। এত দুর্ভিক্ষেও সোণারূপার অভাব হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা—বাবু নরেন্দ্র নাথ দত্ত বি এ বিবেকানন্দ নামে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বৈদান্তিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। ইহার দ্বারা স্বদেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা আমাদের অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

ডিরেক্টরের বিদায়—সার আল্‌ফ্রেড ক্রফট পেন্সন লইয়া স্বদেশে যাইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে "ডাক্তার অব ল" উপাধি দিয়াছেন। ইনি প্রায় ২০ বৎসর কাল শিক্ষা বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন। ডাক্তার মার্টিন ইহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, সম্ভবতঃ ইহার পদ পাইবেন।

রাজপ্রতিনিধির বংশধর—গত ৩রা ফাল্গুন লেডী এল্‌গিন একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ঈশ্বর ইহাকে দীর্ঘায়ু করুন্।

কলিকাতা অনাথ আশ্রম—ইহা বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ২।৩নং এক প্রশস্ত বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহাতে ৭০।৮০ জন অনাথের স্থান সমাবেশ হইতে পারে। আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যত্ন, পরিশ্রম ও ত্যাগশীলতায় এই শুভানুষ্ঠানটী ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। ইহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক বালিকাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইতেছে, ইহার ফণ্ড বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বসাধারণের সেইরূপ বিশেষ সহায়তা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উরাইন পাহাড়।

জুম্‌লাইনে কাজরা একটি ষ্টেশন। ইহা জমালপুর হইতে পশ্চিমে এক ষ্টেশন পরে। কাজরা হইতে প্রায় ১॥ ক্রোশ দূরে উরাইন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের নিকটে যে পাহাড়, তাহার নাম উরাইন্ পাহাড়। প্রাচীন

গিরিশিখরে বুদ্ধদেবের একটি বিহার ছিল। উহার ভগ্নাবশেষ ইষ্টকাদি অদ্যাপিও কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রেলওয়ে কোম্পানী এই স্থানে একটী ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া সেই ঘরের নিমিত্ত প্রস্তর রাশি সংগ্রহ করায় এখন এই দুই ইমারতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বিহারের ভগ্নাবশেষগুলি নির্ণয় করা দুরূহ।

লোরিকের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি কে? শুনা যায় যে ইনি ও ইহাঁর স্ত্রী বেনাইন, উভয়ে স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। লোরিক এক জন রাজা, এক সময়ে ইহাঁর অতি প্রবল প্রতাপ ছিল। ন, চ, বি।

শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা ও ভাষা শিক্ষা।

(৩৮৫ সংখ্যা ৩০২ পৃষ্ঠার পর)

(১) সংস্কৃত বড় কঠিন ভাষা, ইহা সম্যক্‌রূপ শিক্ষা করা অনেক সময়-সাপেক্ষ। সকলেই জানেন সংস্কৃত ব্যাকরণ এক দুরারোহ শৈলবৎ। এই শৈলশিখরে অধিরোহণ করিতে না পারিলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টরূপ আলোচনা অসম্ভব। এই ভাষা শিক্ষা করিতে যে সময় ব্যয় আবশ্যক, অনেক পুরুষেও তাহা দিয়া উঠিতে পারে না। দেশের কয় জন স্ত্রীলোক এত সময় দিয়া উঠিতে পারেন বলিতে পারি না। (২) সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক সংখ্যা আজ কাল খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। এমন সময় ছিল বটে, যখন সংস্কৃত সাহিত্য বিস্তীর্ণ সাগরবৎ প্রতীয়মান হইত। কিন্তু সে সময় অনেক দিন গত হইয়াছে। নানা কারণে অনেক পুস্তকের বিলোপ হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি দেশে কতকগুলি স্ত্রীলোক জন্মিতেছেন যাঁহাদের পাঠাসক্তি কিঞ্চিৎ প্রবলা। তাঁহাদের এই আসক্তি চরিতার্থ করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক। ইহাঁরা যদি সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যাধ্যয়ন দ্বারা আপনাদের পাঠলালসা চরিতার্থ করিতে চান, তাহা হইলে বহুদিন ধরিয়া সে লালসা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যে এত অধিক পাঠ্য পুস্তক আছে কিনা সন্দেহ। যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের সাহায্যে ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ইচ্ছুক নন, প্রত্নতত্ত্বের জটিল প্রশ্ন সমুদায়ের মীমাংসা করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার অভিলাষ দ্বারাও তাঁহারা প্রণোদিত নন। যাঁহাদের ইচ্ছা এই সব দিকে ধাবমান, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে সমস্ত জীবন

অতিবাহিত করিয়াও অসীম জ্ঞান সমুদ্র সম্মুখে বিস্তৃত দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে পারেন। কিন্তু আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহাদের ইচ্ছা কেবল সুকুমার বিদ্যা আলোচনা করা, পরে যে সময় হাতে থাকে, তাহা বিশুদ্ধ ও জ্ঞানজনিত আমোদে অতিবাহিত করা।

(৩) সংস্কৃত সাহিত্য অতীত। অতীতের বর্ত্তমানের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। বর্ত্তমানের মূল্যও অতীতের অপেক্ষা অনেক অধিক। বর্ত্তমানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ইহা লইয়াই আমাদের কাজ। বর্ত্তমানের সত্তা আছে, অতীত স্মৃতি মাত্র। বর্ত্তমান জগৎকে বুঝা আমাদের যে পরিমাণে আবশ্যক ও কর্ত্তব্য, অতীত জগৎকে বুঝা কখনও সে পরিমাণে হইতে পারে না। অবশ্য পশ্চাৎদৃষ্টি মানবের এক স্বভাবিক গুণ, এবং তাঁহার মনুষ্যত্বের অন্যতম কারণ, কিন্তু সম্মুখ-দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অধিকতর আবশ্যক। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা পুরাতনের আলোচনা মাত্র, এবং উহা যদি নূতনের আলোচনার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে উহা হইতে অনেক অপকার হইবে। অতীতের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার আছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানের নিকট শিক্ষণীয় বিষয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও মূল্যবান্। অনেক সময় অতীতের আবশ্যকতা কেবল বর্ত্তমান বুঝিবার জন্য। অনেকে হয়ত বলিবেন শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার বঙ্গভাষা শিক্ষাদ্বারাই বর্ত্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধ বেশ বজায় থাকিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা এখনও সমুন্নত হয় নাই, এবং ইহা এখন খুব সঙ্কীর্ণ। শিক্ষা কিছু বিস্তীর্ণ করিতে যাইলে ইহা দ্বারা অভিলাষ-সিদ্ধি হয় না। এই সঙ্কীর্ণতা দোষ সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিই। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বিজ্ঞান শিক্ষার এখনও অনেক দেরি। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যই বল, আর সংস্কৃত সাহিত্যই বল, কোনটাতেই ইতিহাস, জীবনচরিত বা সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠের ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না। ভাল নবন্যাসের সংখ্যা বাঙ্গালায় বড় কম, সংস্কৃতে নাই বলিলেই হয়।

আমার বিবেচনায় সাধারণতঃ বঙ্গ-মহিলার মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া যদি কোন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সময় ও ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষা করা উচিত। শিক্ষণীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের স্থান তৃতীয়। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ যাঁহার তৃতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সময় ও ইচ্ছা আছে, তাঁহার উচিত সংস্কৃত শিক্ষা করা। সংস্কৃত ও ইংরাজীর তুলনায় আমি ইংরাজীর দিকে ঝুঁকিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমি সংস্কৃত-বিদ্বেষী, এবং ইহার গৌরব সম্বন্ধে অন্ধ। আমার ইংরাজী পক্ষপাতিত্বের কারণ নিম্নে উপলব্ধি হইবেক।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা যে সহজ, তাহা

আমি বলি না। আমরা অনেকে ঠেকিয়া শিখিয়াছি ইংরাজী একটী কঠিন ভাষা; কিন্তু কাঠিন্যে ইহাকে সংস্কৃতের নিকট পরাস্ত হইতে হইবে। ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে হইলে যে পরিমাণে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক শ্রম ও সময় ব্যয় আবশ্যক। আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে অনেকে "ইংরাজী টোলের ভট্টাচার্য্য" হইবেন, আমি এ কথা বলিতেছি না। তাহা হইতে হইলে অনেক কাঠ খড়ের দরকার। আমার উদ্দেশ্য এতটুকু ইংরাজী জ্ঞান, যাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের রস গ্রহণ করা যায়।

আর একটা কথা উঠিতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা করিলে স্ত্রীলোকেরা ইংরাজী ভাবাপন্না হইয়া উঠিতে পারেন। স্ত্রীলোক বেশী পরিমাণে ইংরাজী ভাবাপন্না হন, ইহা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। ইংরাজী চর্চ্চা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে যে ইহা হইবে, তাহা একরূপ নিশ্চয়। দেশের শিক্ষিত পুরুষেরা যখন কতক ইংরাজী ভাবাপন্ন হইতেছেন, তখন শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা যে তাঁহাদের অনুবর্তিনী হইবেন, তাহা অপরিহার্য্য। এবং অন্য কোন প্রয়োজনে নাই হউক, সংসারে সুখ ও শান্তি স্থাপনের জন্য এতটা কি তাহা দরকার নয়? "প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি" কালিদাস অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন। আর একটু কথা আছে। এখন অনেক অশিক্ষিতা ভদ্র রমণীও ইংরাজ মহিলার বিলাস-প্রিয়তার অনুকরণ করিতেছেন। উন্নত ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি মন দিলে হয়ত আমাদের মহিলারা বিবিদের দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিতে পারেন।

ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চার আবশ্যকতা কি? তাহা এখনও বুঝান হয় নাই। প্রথমতঃ, ইংরাজী আমাদের রাজভাষা। দেশের অনেক লোককে উহা শিক্ষা করিতে হইবেক, এবং উহার সমাদর ক্রমে বাড়িবে বই কমিবে না। অতএব স্ত্রীলোকেরা যদি সময়ের সঙ্গে চলিতে চান, যদি উচ্চ শিক্ষা পাইতে চান, যদি সন্তানাদির বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ইংরাজী শিখা দরকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী সাহিত্য বহু বিস্তীর্ণ। যিনি ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাঁহার কখনও পুস্তক অভাবে পাঠাসক্তি অচরিতার্থ থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। পুরুষ হউন আর স্ত্রীলোক হউন যিনি ইংরাজী শিখিয়াছেন, তিনি কখনও এ কথা বলিতে পারিবেন না, "সময় কাটান ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর ভাল বই পাই না।" ইংরাজী সাহিত্য শুধু বিস্তীর্ণ নয়, ইহা পূর্ণাবয়ব। যে কোন বিষয়ে ভাল পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা কর, তাহার জন্য রত্নাকর ইংরাজী সাহিত্যের নিকট দাঁড়াইলে কখনও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে

ও যাঁহাদের পাঠানুরাগ এত প্রবল যে তাঁহারা আরও দুই একটা ভাষা শিখিতে চান। তাঁহাদিগকে আমি এই পরামর্শ দিই যে যদি তাঁহাদের দ্বিতীয় একটী ভাষা শিখিবার সময় ও ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ভাষাটী ইংরাজী হইলে তাঁহাদের সকল দিকে সুবিধা হইবে। যদি কাহারও তৃতীয় ভাষা শিখিবার সময় ও ইচ্ছা থাকে,আমার মতে তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু।

কলালাপ।

ভারতবর্ষে নানা স্থানে নানা উদ্দেশে সময় সময় মেলা হইয়া থাকে। তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মেলা। যে সকল স্থানের মেলার কোন লক্ষ্য স্থির নাই, তাহাতে অন্তর্ব্বাণিজ্যের উৎকর্ষ,—অন্ততঃ স্থানীয় আর্থিক উন্নতি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। যে সকল মেলার নেতৃগণ শিক্ষিত, তথায় অন্তর্ব্বাণিজ্যের উৎকর্ষ সহকারে স্থানীয় কৃষি, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্যাদিরও কিয়ৎ পরিমাণে উৎকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ মেলা অতি অল্পই হয়। রাজনৈতিক মেলা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—দ্বাদশবর্ষমাত্র-বয়স্ক একমাত্র কংগ্রেস,—তাহারও পদে পদে শত্রু।

বিগত কয়েক বর্ষ হইতে বঙ্গের কোন কোন স্থানে বারএয়ারি, সরস্বতী পূজা এবং তদুপলক্ষে এক একটী মেলা স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। উহার নাম "শ্রীপঞ্চমী মেলা"। সম্প্রতি এবর্ষেও সরস্বতী পূজা হইয়া গেল। বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী কলাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার পূজা উপলক্ষে সর্ব্বপ্রকার,—অন্ততঃ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কলাবলীর অনুশীলন ও অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। এই জন্য অদ্য আমরা "কলালাপ" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। কেননা আমরা দেখিতে পাই, কলাধিষ্ঠাত্রী দেবী বাগ্‌বাদিনীর পূজা করা হয়,—অথচ চতুঃষষ্ঠি কলার মধ্যে দুই তিনটি মাত্র কলার অনুশীলন করা হয়। সেই দুই তিনটী কলার নাম, বাদ্য, নৃত্য ও গীত। তাহাই কি পবিত্র ভাবে উহার অনুষ্ঠান করা হয়? যে সকল বার-বিলাসিনীর নৃত্য ও সঙ্গীতের পরতে পরতে গরল ঢালা,—বেদবাদিনী সরস্বতীর সম্মুখে সেই কুলটাগণের নৃত্য ও সঙ্গীত হইয়া থাকে। সমাজের মুখপাত্রগণ,—যাঁহাদের উপর সমাজের অনেক আশা ভরসা,—তাঁহারাই ঐ নৃত্য গীতের আস্বাদন করিয়া পরম সুখী ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? কোন সভ্য ভদ্র পল্লীগ্রামে

সাজা' সাজাইয়া সাধারণের দর্শনার্থ রাজপথে বাহির করা হইয়া থাকে। সেই রাধাকৃষ্ণের তাহার নয়-বাঞ্ছিত সিংহাসনের শোভা দর্শনে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয় এবং প্রেমভক্তি অক্তিতে বৈষ্ণব উপাসকগণের হৃদয় বিগলিত হয়। অতএব সঙ সাজা ও সাজান একটা মন্দ কর্ম নহে। কিন্তু কুৎসিত ভাবে কুৎসিত সঙ সাজান কোনক্রমেই উচিত নহে। তাহাতে অমঙ্গল ভিন্ন কিছুই মঙ্গল নাই।

(ক্রমশঃ)

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব-ধৃত-বুদ্ধ-শরীরং
জয় জগদীশ হরে॥"

তৃতীয় প্রহর নিশি, সুপ্ত জীবগণ
ধরণীর কোলে, মাতৃকোলে শিশু যথা,
নিস্পন্দ নীরব। লভিছে বিরাম পৃথ্বী,
নিদ্রিত-সন্তানা শিশু-জননী যেমতি।
শাখি-শাখা প'রে ঘুমায় খেচরবৃন্দ,
কলকণ্ঠে নাহি আর সঙ্গীতলহরী।
সমগ্র জগৎ যেন মহানিদ্রাবশে
মোহাবেশে মুগ্ধ, মৃতপ্রায় সুনিশ্চল।
বেষ্টিত তারক মাঝে পূর্ণ শশধর
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি পড়িছে ঢলিয়া
পশ্চিম গগনে, সরসী-উরসে তার
রজত কিরণ চুমি মৃদু ঊর্ম্মিমালা
করিতেছে খেলা। স্থাবর জঙ্গম ধরা
মোহিনী নিদ্রার মোহে মুগ্ধ, প্রভাবিত।
কপিলাবস্তুর উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে
(এ হেন নিভৃত ঘোর নিশীথসময়ে)
প্রবুদ্ধ [illegible] ধীমতি
[illegible] গভীর চিন্তায় লেখা
[illegible] গণ্ডস্থল
ন্যস্ত কম বাম করতলে, নতমুখ,
ভূপতিত দৃষ্টি রেখা, ভূপতিকুমার
চিন্তার প্রখর স্রোতে যেতেছে ভাসিয়া।
কতক্ষণে তুলি মুখ চাহিলা চৌদিকে
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি শাক্যকুলকেতু;
ব্যথিতহৃদয়ে তাঁর করুণ ক্রন্দন
উষ্ণশ্বাস ব্যপদেশে বাহিরিল আসি।
নিঃশব্দে পালঙ্ক ত্যজি, (সুপ্তা প্রণয়িনী)
মুক্ত বাতায়নপথে নীলাম্বর পানে
চাহিলা সিদ্ধার্থ, পশ্চিমগগনশায়ী
নিরখিলা নিশানাথ, নিস্তব্ধা যামিনী।
অলক্ষিতে কহিলেক 'এই অবসর'।
প্রতিধ্বনিচ্ছলে ক্ষুদ্র গৃহ তাঁর দিল
প্রত্যুত্তর 'এই অবসর'; চমকিয়া
চাহিলা পশ্চাতে, দেখিলা অনিন্দ্যমূর্ত্তি
[illegible]-কুন্তল-শোভা কান্তি রমণীরা,
[illegible] গোলা [illegible] বিচেতন;
বিন্দু বিন্দু স্বেদজাল ললাট বিস্তৃত,
[illegible] যেন হেম কমলিনী
[illegible] সরোবরবুকে।
[illegible]
[illegible]

রাজকুলে জন্মিয়াছি, রাজার তনয়,
সংসারীর কাম্য ভোগ্য আছে যত সুখ
নাহি মোর অবিদিত ; বুঝিয়া সকল
পরে বুঝিলাম সার—আশার ছলনা
শুধু জাগ্রত স্বপন, প্রবল পিপাসা
হইতেছে প্রবলতর, ঘৃতাহুতিদানে
দাউ দাউ জ্বলে যথা হুতাশ অনল।
আর না রহিব বদ্ধ সংসার কারায়
পিঞ্জরের শুক যথা, স্ব ইচ্ছায় ছেদি
মায়াপাশ, সুদূর গগনপথে উঠি
দেখিব সংসারে কোথা আছে শান্তিধাম।
তাপিত ব্যথিত যত নরনারী প্রাণ,
দেখাইব তা সবায় শান্তিনিকেতন।
ফুটিবে নূতন উৎস, প্লাবিবে ধরণী,
ভাতিবে ত্রিদিব-ভাতি মানব অন্তরে,
কলুষ তমিস্রাজাল হবে অপসৃত।
আনন্দে মিলিব মোরা, আনন্দে গাহিব
বিশ্বপতি-প্রেম-গাথা মাতায়ে ভুবন।
অবশ্য হইবে মোর আশা ফলবতী,
লভিব দেবের কৃপাবলে দিব্যজ্ঞান ;
জ্বালিয়ে মঙ্গল বাতি প্রাণে, জ্বালাইব
প্রতি ঘরে ঘরে, শোভিবে আলোকমালা
উজলি অনন্ত বিশ্ব বিশ্ববাসি-প্রাণে।
বুঝি বা প্রভাতকল্পা হল বিভাবরী।
অহো মহাস্বপ্নে মগ্ন ছিনু এতক্ষণ।
বুঝি নিদ্রাভঙ্গে গোপা উঠিবে এখনি,
সকল সঙ্কল্প-ব্যর্থ হইবে আমার।
এখনি মৃণাল-ভুজে করিয়ে বন্ধন
নিমজ্জিবে স্নেহ-নীরে প্রমত্ত বারণে।
অন্তরে অন্তরযামী তোমা সাক্ষী করি
প্রিয় পরিজন ত্যজি লইনু বিদায়।
সঁপিনু অভয় পদে ভবভয়হারী,
পবিত্র সরল মোর স্নেহ ভালবাসা,
কুসুম পেলব গোপা পতিপ্রাণা সতী।
বিরহবিধুরা যবে ব্যথিত অন্তরে
বিবশা নিরাশপ্রাণে করিবে রোদন,
সান্ত্বনা সঙ্গিনী দিও তারে ; দিয়াছিলে
যথা সরমায়, শোকাকুলা রক্ষোমাঝে,
সমর্পিয়া প্রিয়সখী অশোক কাননে ;
উদ্দেশে প্রণমে পদে এ দাস অধম,
স্নেহময় অঙ্কে পিতঃ ! যতনে বর্দ্ধিত।
শৈশবে জননী-হারা, কিন্তু তব গুণে
জানি না জনমাবধি দুঃখের বারতা।
চলিল গৌতম আজি চোরের মতন,
ক্ষম অপরাধ, পিতঃ, নিয়তি-শাসনে,
আশীষ দাসেরে যেন অভীষ্ট লভিয়া
পূর্ণানন্দে গৃহে ফিরি বন্দি ও চরণ।
কি আর বলিব তবে বিভু প্রেমময় !
কিছুই তোমার কাছে নহে অবিদিত,
সকলি জানিছ তুমি প্রাণের দেবতা
কি গভীর জ্বালা আজি অভাগা পরাণে.
এই কর নাথ যেন তোমার কৃপায়
ফুটে শান্তিপ্রস্রবণ এ ভব-শ্মশানে।”
এ হেন নিভৃত ঘোর নিশীথসময়ে,
জীবহিতব্রত-পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে,
কক্ষ ত্যজি বাহিরিল উদাসী গৌতম।
বিষাদে প্রদীপশিখা হল বিমলিন,
ডুবিল সজ্জিত গৃহ শোকের তিমিরে,
বিলুপ্ত রক্তিম রাগ গোপার বদনে,
অর্কহীন প্রাচী যথা উষা অপগমে,
গভীর কালিমা ছায়া হ'ল নিপতিত।
আকাশে অমরবৃন্দ চাহিয়া কৌতুকে

মধুর তারকা-নেত্র করি উন্মীলন,
উপহার আনি দিল নৈশ সমীরণ
কুসুম সম্পাত্ত গায় সৌরভ-সম্ভার।

পুলক-পূরিত অঙ্গ প্রেম-প্রমোদিত
জগত-নিহিত-সত্ত্ব-অজ্ঞাত গৌতম
অনিত্য সংসার ছাড়ি হইল বাহির। ম

কর্ম্মযোগী উইলিয়ম কেরী।*

(২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

উইলিয়ম কেরী বিবাহের পরে পূর্ব্ব-বাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া হেকেল্টনে একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন। বাল্যকাল হইতেই পুষ্পোদ্যানের প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। এখন সময় ও সুযোগ পাইয়া উক্ত গৃহ সংলগ্ন এক খণ্ড ভূমিতে নানাবিধ তরু লতা রোপণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার উপরে আর একটী পরীক্ষা উপস্থিত হইল। হঠাৎ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি

* গত পৌষ মাসের পত্রিকায় কেরীর যে ছবি দিয়াছি, তাহা ঠিক নহে। তাঁহার প্রকৃত ছবি এইখানে মুদ্রিত হইল। বা, বো, স।

অষ্টাদশ মাস কাল কষ্ট ভোগ করিলেন। তাহাতে উঁহার ব্যবসায়ের বড় ক্ষতি হইল। এক দিকে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল, অপর দিকে মুষ্টিপরিমাণ আহারীয়ও নাই। তখন উইলিয়ম এতদ্দেশীয় অলস ও পরমুখাপেক্ষী লোকদিগের ন্যায় কাহারও দ্বারে ভিক্ষার্থী না হইয়া জুতার বাক্স মস্তকে লইয়া স্থানে স্থানে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এই উপায় অবলম্বন করাতেই যে পাদুকা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইতে লাগিল, এমন নহে; কোন কোন দিন হয়ত কিছু পাইতেন, অপর দিন আবার শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতেন। যে দিন কিছু পাইতেন, সে দিন আহার চলিত, কিন্তু যে দিন শূন্যহস্তে ফিরিতেন, সে দিন কেরী স্ত্রী পুত্র সহ অনশনে কাটাইতেন, তথাপি কাহারও শরণাপন্ন হইতেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরের ভাব এমনি কঠোর ছিল।

উইলিয়মের অসীম কষ্ট দেখিয়া লোক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে দান করিলেন। তিনি সেই ক্ষুদ্র দানকে ভগবানের বিশেষ দান রূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পিডিংটন-নামক গ্রামে একখানি কুটীর প্রস্তুত করিলেন। সেই নবনির্ম্মিত কুটীরের এক পার্শ্বে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন, অপর পার্শ্বে তাঁহার দোকান এবং পাঠশালার কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কেরীর প্রাথমিক জীবন এমনি কষ্টের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠে। যখনি যে গ্রন্থ পাইতেন, তখনি তাহা সযত্নে পড়িয়া ফেলিতেন। দিন কয়েক অনশনে থাকিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং তদ্দ্বারা কয়েক খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ ক্রয় করিলেন। তিনি লাটিন এবং গ্রীক ভাষা ব্যতীত অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী ও ডচ্ এবং হিব্রু ভাষাও আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেরী বিনা জ্ঞানানুশীলনে এক-বিন্দু সময়ও কাটাইতেন না। যখন অন্য কোন প্রকার কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন, তখনও তাঁহার পার্শ্বে দুই এক খানি গ্রন্থ খোলা থাকিত। কাজ করিতে করিতে গ্রন্থের দুই চারি অধ্যায় পাঠ করিয়া ফেলিতেন।

কেরী কয়েক বৎসর অনির্দ্দিষ্ট ভাবে যথা তথা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। এখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত রূপে প্রচার করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি অল্‌নে নগরস্থ ভজনালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। প্রথমতঃ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার চরিত্র এবং অন্যান্য অবস্থা পরীক্ষা করিলেন। পরে তাঁহারা সানন্দচিত্তে উল্লিখিত কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কেরী তাঁহাদিগের নির্দ্দেশানু-সারে ১৮৭৫ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে চব্বিশ বৎসর বয়সে তথাকার উপাচার্য্যের

প্রচার করিতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পর বৎসর নটিংহাম নগরেও এক সুবৃহৎ সভা আহূত হয়। তাহাতে উইলিয়ম কেরী উদ্দীপিত হৃদয়ে ওজস্বী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। এই বার কেরী কৃতকার্য্য হইলেন। এই কার্য্যের জন্য একটা কমিটি গঠন করার আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিলেন। এই বক্তৃতার চারি মাস পরে, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিং নগরে বারজন ধর্ম্মপ্রচারক একত্রিত হইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন, সেই কমিটি "ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটী" নামে অভিহিত হয়। রেভারেণ্ড এণ্ড্রু ফুলার তাহার সম্পাদকের পদে বৃত হন। সভ্যগণের দান এককালে একশত পঁচিশ টাকা মাসিক চাঁদা নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিন হইতে কমিটির সভ্যগণ অর্থসংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হন এবং কমিটির নির্দ্দেশানুসারে যে কোন স্থানে প্রচারকার্য্যে যাইবার জন্য উইলিয়ম প্রস্তুত হন।

কেরীর প্রাণে এত দিন কেবল সেই প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের কথাই জাগিতেছিল। কোন্ স্থানে কেরীকে পাঠান হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা আহূত হইল। তাহাতে কেরী প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত টাহিটী নামক দ্বীপে যাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এমন সময় শুনিতে পাইলেন, মিষ্টার টমাস নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এবং তদ্দেশীয় লোকের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কেরীর প্রাণে এক নূতন আশা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তী সভাতে মিষ্টার টমাস উপস্থিত হইলেন এবং ভারতের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিলেন। কেরীর প্রাণ ভারতের দুরবস্থার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই সময় তাঁহার প্রাণের আবেগ এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি টমাসের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তারিখে উল্লিখিত সভা কর্ত্তৃক কেরী এবং টমাস্ ভারতবর্ষের প্রচারকপদে বৃত হন, এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদের জীবিকার কোন উপায় করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সোসাইটী ১৫০ দেড় শত পাউণ্ড বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। উইলিয়ম ওয়ার্ড নামক কেরীর জনৈক বন্ধু ছিলেন। তিনি মুদ্রাকরের কার্য্য করিতেন। ওয়ার্ড উইলিয়ম কেরীকে বলিলেন:—"উইলিয়ম! যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তবে আমিও এক দিন তোমার পদানুসরণ করিব।" কেরী গদগদকণ্ঠে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ওয়ার্ড,

কে মাত্র এক লোকের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে হইবে। সেই কার্য্যে তোমার সাহায্য বিশেষ কাজে লাগিবে। আশা করি, আমাদের সঙ্গে তুমি অবশ্যই মিলিত হইবে।"

উল্লিখিত কার্য্যোপলক্ষে এক দিন বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনাতে [illegible] কুলাব ভারতবর্ষবাসিদিগকে [illegible] আবেগে অনেকগুলি কথা বলেন, তাহার মধ্যে এই কয়টি কথাও ছিল :— "বন্ধুগণ। তোমরা যে মহৎ কার্য্যের জন্য ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে অনেক কষ্ট অনেক ক্লেশ, ও অনেক পরীক্ষা আছে। তজ্জন্য তোমাদিগকে সহিষ্ণু হইতে হইবে। সাবধান, সাবধান! কোন প্রকারে তোমরা আপন আপন লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইও না। স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের পুরস্কার বিধান করিবেন।"

কেরীর পত্নী অত [illegible] থাকতে অসুস্থ [illegible] কেরী [illegible] বাধিত হইল না। অবশেষে [illegible] হইয়া তাঁহার [illegible] বাইবেল [illegible] লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। নিষ্ঠাব্র কুলাব এবং অন্য দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক নানা স্থান হইতে [illegible] পাথেয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

নবীন বাবু বর্দ্ধমান [illegible] একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কোন কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। তিনি [illegible] শিক্ষিত যুবক হইলেও নবীনতাপ্রিয় নহেন। প্রাচীন রীতি নীতিরই পক্ষপাতী, এবং তাঁহার সমবয়স্ক শিক্ষিত বন্ধুবর্গ তাঁহাকে 'ওল্ড ফুল' বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু তিনি সে জন্য দুঃখিত নহেন, সমালোচনা কিম্বা উপহাসের ভয়ে যাহা ভাল বুঝেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এক দিন বাড়ী হইতে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। চিকিৎসকগণ সন্দেহ বোধ বুঝিতে পারিলা তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য [illegible] করিয়াছেন। তিনি মাতৃ-দেবীর [illegible] কথা শুনিয়া বিদায়ের প্রার্থনা করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি স্বদেশে জননী-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননীর জীবনের আশা অন্তর্হিত হইয়াছে। মাতৃভক্ত নবীন বাবু তথাপি মৃত্যুকবলিকে ভাগাইয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে পরলোকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাকে ইহলোকে রাখে কে? নবীন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিতির দুই চারি দিন পরে জননী মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

মা—না মা! জুতা পায় না পরিলে কিংবা ছেঁড়া কম্বল গায় দিলেই সাধু হয় না। তবে কোন কোন ভক্ত ঈশ্বরে এত ডুবে যান যে, বেশ ভূষার দিকে বড় লক্ষ্য থাকে না। তুমি যখন খেলাতে মগ্ন হও, তখন যেমন খাবার কথাও মনে থাকে না, অনেক ভক্তের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ।

সরোজিনী—আচ্ছা মা! বিধু বাবু আবার আমাদের বাড়ি আসলে তুমি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেসা কর্বে? কেমন, কর্বে বল?

মা—আচ্ছা, তা কর্ব।

এই কথোপকথনের কিয়দ্দিন পরে বিধু বাবু বিজয় বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিজয় বাবুর পত্নী অন্যান্য কথার পর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বিধু বাবু! ওদিন সরোজিনী আমাকে এক জেরা করেছে। নবীন বাবুর মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তিনি জুতা ছেড়েছেন ও দীনবেশে চলছেন তা দেখিয়া সরোজিনী আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে 'মা তবে কি বিধুবাবুরও মা মরেছেন?' আমি তাহাকে আমার জ্ঞানে বুঝাইলাম, কিন্তু সে আপনাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বলে।"

বিধু বাবু এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন "সরোজকে এখানে ডাকুন।" বিধুবাবুর ইচ্ছাক্রমে বিজয় বাবুর পত্নী সরোজিনীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সরোজিনী উপস্থিত হইলে, পর বিধুবাবু তাহাকে কোলে টানিয়া বলিলেন "মা! সরোজ! সত্য সত্যই আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুজল গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। বাক্য বলিবার শক্তি রহিত হইল। সরোজিনী ও তাহার মা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই ভাবে কিয়ৎকাল চলিয়া গেল। যখন বিধুবাবুর শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তখন সরোজিনীর মা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিধু বাবু! আপনার শোকের কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সরোজিনীর কথায় কি আপনার মাতৃশোক পুনরায় মনে উদিত হলো? তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করুন।" বিধু বাবু অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যুতে আমার শোক হয় নাই, কারণ তিনি এক আনন্দময় ধামে গমন করিয়াছেন। পৃথিবীর জরামৃত্যুর বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি শাশ্বত শান্তিময় আবাসে [illegible] হয়েছেন, সুতরাং তাঁহার বিচ্ছেদ-স্মৃতি আমার বর্ত্তমান শোকের কারণ নহে। মনুষ্যের দেহের পতনকে আমি মৃত্যু মনে করি না, কিন্তু আত্মার অধোগতিই মৃত্যু। তাই আমার শোক।"

সরোজিনীর মা—আপনি যদি দেহের পতনকে মৃত্যু মনে না করেন, তাহা হইলে আপনার মায়ের মরণ হয়েছে, এ কথার অর্থ কি? তিনি ত স্বর্গে গিয়াছেন, তবে শোক করিছেন কেন?

কারণে রাজপুত্র খুরম (সাজাহান) এবং এমন কি, তাঁহার সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ পর্য্যন্ত রাজদ্রোহী হইলেন। কিন্তু ঐ শেষ ঘটনাটীর সময় নুরজাহানের বীর হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন মহব্বৎ কাবুলের নিকটবর্ত্তী হিডস্পিসে সম্রাটকে পাঁচ সহস্র সৈন্য সাহায্যে বন্দী করেন, তখন নুরজাহান সেরিয়ারের শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নিজে হস্তিচালনাপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার সে সাহস, সে উদ্যম বিফল হইল—সম্রাটকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরে অনন্যোপায় হইয়া স্বামিসহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দিনী হইলেন। এইটী তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের কার্য্য। এক-বৎসর পরে তিনি চাতুরী বলে স্বামীর উদ্ধার সাধন করিলেন। দীপ নির্ব্বাপিত হইবার অগ্রে একবার অত্যুজ্জল হয়, পরে নিবিয়া আইসে। নুরজাহানের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়। তাঁহার ভবিষ্য জীবন-আকাশের মেঘ ঘনীভূত হইতে লাগিল—জাহাঙ্গীর খৃঃ ১৬২৬ অব্দে পূর্ব্ব-সঞ্চিত শ্বাসরোগে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গতাসু হইলেন। তাঁহার জীবনের সহিত জগজ্জ্যোতির জ্যোতি ও প্রভুত্ব হ্রাস হইল। খুরম 'সাজাহান' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং জগজ্জ্যোতিকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। এক সময়ে যাঁহার আদেশে রাজপদ বীর খুরমের মস্তক অবনত হইয়াছিল, যাঁহার বুদ্ধিবলে বীরবর মহব্বৎও অবনত হইয়াছিলেন, যাঁহার আদেশে সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য চালিত হইয়াছিল, তিনি আজ বন্দিনী—তিনি আজ পরপ্রত্যাশী, আজ আবার অসহায়া! দুই একদিন করিয়া তাঁহার জীবন ফুরাইতে লাগিল; তিনি খৃঃ ১৬৬৪ সালে ভবধাম ত্যাগ করেন। —তাই বলি লীলাময়! তোমার লীলা অতীব বিচিত্র!!

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন আগামী ২১এ মার্চ্চ সিমলা যাত্রা করিবেন।

২। কোচবিহারের মহারাজা ইংলণ্ড যাত্রা করিয়া স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছেন।

৩। ছোট নাগপুরের দরিদ্র ভদ্র মহিলাদিগকে তুলা কাটিতে দিয়া অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। দশ হাজার টাকা একজন নিয়োজিত হইয়াছে।

৪। দিল্লী সহরে ৪০ বৎসরের এক যুবা আসিয়াছে, তাহার শরীর ৭ ফিট উচ্চ, তাহার ভগিনী নাকি তাহার অপেক্ষা দীর্ঘকায়!

তোমারি চরণে সবে, সঁপিয়া সর্ব্বস্ব, হবে
চির অনুগত চির সেবক তোমার।
তুমি দিলে স্নেহকণা তারা দিবে প্রাণ।
রাজন্ স্নেহের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

প্রজাদের যে কথা ব'লে দিয়েছ আশ্বাস,
মহারাজ! প্রভাতের পূরব আভাস,
ভবিষ্য নিশার বুকে শুকতারা সম জেগে
আঁধারে আলোক-রেখা করেছে প্রকাশ।
দেখালে যে ভালবাসা, মরমে জেগেছে
আশা,
ঘুচাবে প্রজার ব্যথা হয়েছে বিশ্বাস।
দরিদ্র প্রজার আর আছে বা কি অধিকার?
(তবু) এ জগতে ভালবাসা পায় না বিনাশ।
তারা যা আছে তাহাই দিয়ে পূজিবে
তোমায়।
ভকতি, বিশ্বাস তারা দিবে তব পায়।

যে স্নেহের স্বরে তুমি করেছ আহ্বান,
রাজন্! প্রজার এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান।
তাইত হে মহারাজ! এ আনন্দ দিনে আজ
উল্লাসেতে মাতোয়ারা সকল পরাণ।
তাইত সাহসী হয়ে, নব আশা প্রাণে লয়ে,
আসিলাম শুনাইতে হৃদয়ের গান।
যে ভাব কুসুমরাশি ফুটিয়াছে প্রাণে,
তা দিয়ে সাজায়ে ডালি দিলাম চরণে।

শ্রীবনলতা দেবী,
বরাহনগর।

কুমুদ।

হেরি তব নিশানাথে
হাসিছ কুমুদিনি!
ঝরিছে আননে তাই
অপূর্ব্ব মাধুরী।
সারা দিনমান থাকি
প্রাণেশের আশে,
এত পরে প্রাণনাথে
পাইয়াছ পাশে!
ও মিলনে কিবা সুখ,
বুঝিতে না পারি!
সহস্র যোজন দূরে
রয়েছ তাহারি।
সুদূর হইতে পূজি
হৃদয়ের ধনে,
কিবা সুখ পাও তাহে!
তোমার ও মনে?
আমরা যে নর নারী
কখন বুঝি না,
ও সুখ-কল্পনা কভু
স্মরণে আসে না!
একটু দেখিলে নাথে
সুখী হয় সই,
সহস্র দর্শনে মোরা
তৃপ্ত নাহি হই।
সকাম মোদের প্রেম,
তুমি ত নিষ্কাম,
সুদূর পূজনে তাই
পূর্ণ মনস্কাম!
মোরা—নয়নে নয়নে হেরি
হৃদয়ে হৃদয়

[illegible]

গ্রাহকগণের প্রতি।

বর্ষ শেষ হইয়া আসিল, বামাবোধিনীর দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এসময় সাবেক দেনা মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং স্মরণপূর্ব্বক ১৩০৪ সালের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মফস্বল হইতে মূল্য ১২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট সিটী কলেজে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়, ১৩০৩। ১০ই ফাল্গুন। | শ্রীকালীনারায়ণ সেন, কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

অগ্রিম।

[illegible] চক্রবর্ত্তী	ময়মনসিংহ	২।/০
গোপাল চন্দ্র মিত্র	ভবানীপুর	৩।/০
উপেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	৩৸০

ইউরোপের প্রধান প্রধান খৃষ্টান গবর্ণমেণ্ট সুলতানের সহায়। ইংরাজ সৈন্ত কাণ্ডিয়া, ফরাসী সিটিয়া ও স্পীনালঙ্গা, রুসিয় রেটিমা এবং জর্ম্মণ সৈন্ত সুদা বে ও কেনিয়া অধিকার করিয়াছে।

পঞ্জাবে সমাজসংস্কার—দেওয়ান শান্তরাম আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। এই দৃষ্টান্তে গত দুই বৎসরের মধ্যে আরও ২০ জন উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত হিন্দু আপনাদের বালবিধবা কন্যাদিগের বিবাহ দিয়াছেন।

ভূপালের দেওয়ান—মৌলবী আবদুল যব্বর এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভূপালের সৌভাগ্য।

চতুষ্পদ হংস—পারিসের পশুশালায় এক অদ্ভুত পক্ষী আছে। ইহা চারি পায়ে ভর দিয়া দুলিয়া বেড়ায়।

প্রজাবতী রমণী—ভিয়েনা নগরে এক তন্তুবায়-পত্নী ১১ বারে ৩২টী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৬টী পুত্র ও ৬টী কন্যা। স্ত্রীলোকটীর বয়স ৪০ বৎসর মাত্র।

প্রচারক হত্যা—আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত লেখরামকে এক মুসলমান হত্যা করায় পঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় ঘোর বিদ্বেষ বাড়িয়াছে। পণ্ডিতের নিরাশ্রয় পরিবার-বর্গের জন্য অনেক টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। [illegible] মোহামেডানেরা তাঁহার [illegible] [illegible] হইয়াছে। হিন্দুদিগের [illegible] [illegible] [illegible]।

মহারাণী-নির্ব্বাসন—ফরাসীরা মাডাগাস্কার অধিকার করিয়া তাঁহার রাণীকে রি-ইউনিয়ন দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

দান—রাজসাহীর কুমার কেদার প্রসন্ন লাহিড়ী অনাথবন্ধু সমিতিতে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ছোট লাটের ভাতাবৃদ্ধি—বৎসরে ৬ হাজার ছিল, ১২ হাজার হইয়াছে।

দড়ী-বাজীকরের মৃত্যু—যে বিখ্যাত ব্লণ্ডিন সাহেব কলিকাতায় দড়ী-বাজী দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন ও সন্তরণে নায়েগারা জলপ্রপাত অতিক্রম করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইবের সমাধি—আরবদেশের জিড্ডা নগরে এই সমাধিস্থান দর্শনার্থ বৎসর বৎসর ৪০।৫০ হাজার লোক সমাগত হয়। কবর দীর্ঘে ৫ হস্ত। আরবদের মতে মানবজাতির আদিমাতা ইব স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি ছিলেন।

হিন্দু স্ত্রীশিক্ষা—গত ১৯এ মার্চ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে মহাকালী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। দ্বার-ভাঙ্গার মহারাজা সভাপতির কার্য্য এবং মান্দ্রাজের [illegible] চার্লু বক্তৃতা করেন। এই বিদ্যালয়ের ইতিমধ্যে ৯টী শাখা এবং বহুসংখ্যক ছাত্রী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা মাতাজী মহারাণী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটী কথা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া বাল্যাবস্থায় পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার গুরুজনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "May-flower" বা "বসন্তের ফুল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণীর মাতা জর্ম্মাণির মধ্যে অতি সুন্দরী মহিলা বলিয়া খ্যাতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মভাবাপন্না রমণীও অতি অল্প দেখা যাইত। ইনি স্বীয় কন্যাকেও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ তৎপরা ছিলেন। তিনি যত দিন জীবিতা ছিলেন, প্রত্যহ ভিক্টোরিয়াকে ধর্ম্ম-পুস্তক (বাইবেল) অধ্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তির উদ্রেক হয়, এরূপ উপদেশ দিতেন।

যখন মহারাণীর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহাকে শীঘ্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ দেন। ভিক্টোরিয়া ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বড় গুরুতর কাজ। খুব গৌরবের কথা বটে,—কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। রাজ্যেশ্বরী পদের গৌরব আছে, কিন্তু তেমনি আবার দায়িত্বও আছে।" তৎপরে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সেই অল্পবয়স্কা বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাজ্ঞী হইয়া আমি নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিব।" মহারাণী সেই বালিকাবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সেই প্রতিজ্ঞা তিনি ৬০ বৎসর কাল সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরীরূপে, স্ত্রী রূপে, ও মাতা রূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ তৎপরা।

মহারাণী চিরকালই অতি বুদ্ধিমতী। বাল্যাবস্থায় ইনি অতি সহজেই স্বীয় পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ফরাসীস ও জর্ম্মাণ ভাষায় ইনি উত্তম রূপে কথোপকথন করিতে শিখেন এবং লাটিন ভাষায় বার্জ্জিল ও হোরেসের গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন। ভিক্টোরিয়া অল্পকাল মধ্যে গ্রীক ভাষা ও অঙ্ক বিদ্যা অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্ক বিদ্যা শিখিতে ইনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

সত্যপ্রিয়তা মহারাণীর একটী প্রধান গুণ। তাঁহার বাল্যকালে এক দিন তাঁহার মাতা তাঁহার পাঠাগারে গমন করিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গো মা, ভিক্টোরিয়া দুষ্টামি করেন না ত?" শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার দুষ্টামি করিয়াছিলেন, তাহার পর খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।" ভিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া

তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন "না, মহাশয়া, একবার নহে—দুইবার। আপনি ভুলিয়া একবার বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর ভুল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য বিক্টোরিয়ার এরূপ সত্য-পরায়ণতা দেখিয়া, তাঁহার মাতা ও শিক্ষয়িত্রী উভয়েই অতীব সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন।

যখন চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইল, তখন চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিক্টোরিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন যে, তিনি যেন রাজ্যভার লইবার জন্য প্রস্তুত হন। বিক্টোরিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" ধর্ম্ম যাজক তাঁহার অনুরোধানুসারে ভক্তিভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে, বিক্টোরিয়া যে গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বল ও সাহস প্রদান করেন। বিক্টোরিয়াও অবনতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট ঐ মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন। মহারাণী চিরকালই ধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী ও উপাসনাশীলা।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহাতে রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মতি দান আবশ্যক হইত। আমাদিগের মহারাণী রাজেশ্বরী হইবার কিছুকাল পরেই এক সৈনিক পুরুষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন মহারাণীর সম্মতি লইতে তাঁহার নিকট গমন করেন। দণ্ডাজ্ঞা-পত্র পাঠ করিয়া সজলনয়নে বিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক উত্তর করিলেন "না, এ ব্যক্তি তিনবার সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তবে কোন কোন সাক্ষী উহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী বলিলেন, "তবে ইহার দোষ মার্জ্জনীয়," এবং দণ্ডাজ্ঞা-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহা-রাণী অতীব দয়ার্দ্র-হৃদয়া, এবং কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া উপরি-উক্ত ঘটনার পর হইতে নিয়ম হইল যে, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বৈধ করিবার জন্য রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক হইবে না।

মহারাণী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণকে বড়ই ভাল বাসেন। "প্রতিবেশীকে ভাল বাস" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাণী সে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে কুত্রাপি বিস্মৃত হয়েন না। উইণ্ডসর, কেনসিংটন, বেলমোরেল প্রভৃতি যে যে স্থানে মহারাণীর আবাস আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী দুঃখী দরিদ্র পরিবারগণের প্রতি মহারাণীর অকপট স্নেহ মমতার কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তিনি সময় পাইলেই এই সকল পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদিগের যাহার যে

অভাব থাকে, তাহা মোচন করিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে গিয়া দেখিলেন হয়ত শিশুর শীত-নিবারক বস্ত্র নাই, মহারাণী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া অমনি তাহার উপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন। কাহারও ঘরে দেখিলেন, হয়ত কেহ পীড়িত, অমনি তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাহারও গৃহে দেখিলেন পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছে, অমনি তাহাদের শোক দূরীকরণে সচেষ্টা হইলেন। তাঁহার এইরূপ দয়া ও সৌজন্যের কত যে উদাহরণ আছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না।

মদীয়তা ও ত্বদীয়তা।

এই দুইটী, পুরুষ প্রকৃতির অপূর্ব্ব মনোভাব। প্রণয়িযুগল কোম্পানির যৌত মূলধন, বা জয়েণ্ট ষ্টক্। এই মূলধন অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজীবন কারবার করিয়া থাকেন। "তুমি আমার" ইহার নাম মদীয়তা এবং "আমি তোমার" ইহার নাম ত্বদীয়তা।

অনুরাগ, স্থলবিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোথাও দাস্য, কোথাও সখ্য, কোথাও বাৎসল্য, কোথাও মাধুর্য্য। অনুরাগকে প্রণয়, প্রীতি ভক্তি ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা যায়। এই সকল ভাব যখন আত্মস্বার্থস্পৃহা বিবর্জ্জিত হয়, তখনই প্রেম নাম ধারণ করে। পৃথিবীতে প্রেম বড়ই বিরল। যেখানে যে পরিমাণে [illegible] হয়, সেখানে সেই পরিমাণেই [illegible] ভাব প্রবল হয়। [illegible] যে [illegible] [illegible] থাকে, এমন নহে। [illegible] কোথাও মদীয়তা, কোথাও ত্বদীয়তা [illegible] [illegible] থাকে। কিন্তু [illegible] [illegible] মদীয়তা এবং ত্বদীয়তার অন্তরে দ্বন্দ্বীতা ভাব সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। কখন কখন এই অন্তর্ভূত ত্বদীয়তা ও মদীয়তার মধ্যেও গূঢ়তর মদীয়তা ও ত্বদীয়তা ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমরা সাধ্যানুসারে সে চেষ্টা করিব।

ত্বদীয়তা ও মদীয়তা প্রণয়সাগরের বেলা স্বরূপ। প্রণয়পয়োধিতে রাগ, দ্বেষ, অভিমান, চিন্তা, আত্মসংযম, লজ্জা, ক্রন্দন, মৌন, প্রসাধন, উদ্বেগ, জাগরণ, কলহ ইত্যাদি অসংখ্য তরঙ্গ খেলিয়া থাকে, কিন্তু কোন তরঙ্গই ঐ দুইটী বেলা অতিক্রম করে না; উহার মধ্যেই অবস্থান করে। কোন কোন গ্রন্থকার ত্বদীয়তা ও মদীয়তাকে [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এ পৃথিবীতে, [illegible] [illegible], বা [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible]। ঐ দুইটী ভাব [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

যাঁহার মদীয়তা প্রবল, তিনি আপন প্রিয়জনকে আপন বশে রাখিয়া তাঁহার সুখ সম্পাদন করেন। আপনার সুখ হউক, বা নাই হউক, সে দিকে লক্ষ্য থাকে না, প্রিয়জনের সুখই প্রধান লক্ষ্য। যাঁহার ত্বদীয়তা প্রবল, প্রিয়জনের উপর তাঁহার প্রভুত্ব নাই; সুতরাং প্রিয়জনের চেষ্টায় বাধা দিতে পারেন না। প্রিয়জন স্বকীয় ভাবের বশে অপরের সুখের জন্য হয়ত কত কষ্ট পান। ত্বদীয়তা-শীল ব্যক্তি তাহার প্রতীকার করিতে পারেন না।

হিন্দু পুরাণমতে রামের প্রতি লক্ষ্মণের ত্বদীয় ভাব, লক্ষ্মণের প্রতি রামের মদীয় ভাব। রামের উপর লক্ষ্মণের প্রভুত্ব ছিল না। রাম ইচ্ছা করিয়া কত দুঃখ পাইয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহার প্রতীকার করিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার ভক্তি খেদ ছিল। সেই কারণেই পুরাণমতে লক্ষ্মণ দ্বাপরে জ্যেষ্ঠ বলরাম হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং রামাবতার কৃষ্ণকে কনিষ্ঠরূপে কতই সেবা করিয়া সুখী করিয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব। কৃষ্ণ বলদেবের কোন চেষ্টায় বাধা দিতে পারেন নাই। বলদেব আপন ইচ্ছা-মত কৃষ্ণকে সুখী করিয়াছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের মদীয়তা ও বল-দেবের প্রতি কৃষ্ণের ত্বদীয়তা। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রণয়িযুগলের মধ্যে যাঁহার মদীয়তা প্রবল, তিনিই জয়ী। (ক্রমশঃ)

কলালাপ।

(৩৮৬ সংখ্যা – ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

বিবেচনাপূর্ব্বক সঙ সাজান না হইলে তাহাতে অনেক বিপদও আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন পল্লীগ্রামে রাসের সময় চারি পাঁচটী ইতর লোককে ভালুক সাজান হইয়াছিল। চট্, আলকাতরা, পাট, কৃষ্ণবর্ণ শণ বা কেশ ইত্যাদি পদার্থনিচয় ঐ অপূর্ব্ব সাজ সজ্জার উপাদান হইয়াছিল। কোন কাচের সামগ্রী রেলযোগে দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিতে হইলে যেমন চট্ দিয়া তাহা 'প্যাক' করিতে হয়, সেইরূপ ভালুক সাজাইবার জন্য ঐ হতভাগাদিগকে প্রথমে চট্ দ্বারা প্যাক্ করা হয়। পরে তাহার উপর আল-কাতরা মাখাইয়া তাহাতে কেশ বসাইয়া কৃষ্ণ ভল্লুক,—পাট বসাইয়া শ্বেত ভল্লুক সাজান হয়। অনন্তর কাহারও গলে, কাহারও কটিদেশে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া নাচান হইয়াছিল। এইরূপ অপূর্ব্ব আমোদ হইতে হইতে সহসা [illegible] ভালুকের লোম [illegible] [illegible] ছুটাছুটি ও পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। [illegible] ভিতর [illegible] পাকে

আছে। অগ্নি ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক কয়েকটী সাজা ভল্লুকের প্রাণ সংহার করিয়া সকল আমোদের উপসংহার করিল। "মণিভূমিকাকম্প" এরূপ সং সাজা নহে। আমরা আলেখ্য সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, শিল্পকর্ম্মী মেলার নেতৃগণ যেন তাহার স্মরণ করিয়া সংশোধন কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

৭। উদকবাদ্য,—জলতরঙ্গ নামক বাদ্য বিশেষ। অনেকে বিবিধ বাদ্য শুনিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই জলতরঙ্গ বাদ্য, বোধ হয়, অনেকে শুনেন নাই। কারণ এখন আর ঐ বাদ্যের তাদৃশ প্রচলন নাই। উহার ন্যায় শ্রুতিমধুর বাদ্য আর আছে কিনা সন্দেহ। উহা যেমন মধুর, উহার সাধনও তেমনি কঠিন। এই জন্যই বোধ হয় উহা লোপ পাইয়াছে। ১৭টী কাচের বাটী অর্দ্ধবৃত্তাকারে সম্মুখে রক্ষিত করা হয়। অনন্তর বাদ্যকর বাম হস্তে জলপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে একটী ধাতু, বা অস্থি-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শলাকা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঐ বাটীতে আঘাত করেন,—আর বাম হস্তে জল ঢালিতে থাকেন। সেতারের সপ্তটী পরদায় অঙ্গুলি স্পর্শে যেমন সপ্তবিধ সুর বাজে; তেমনি এই সপ্তটী বাটীতে সপ্তপ্রকার ধ্বনি উৎপন্ন হয়। জলের ন্যূনাধিক্যে ধ্বনির তারতম্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাটীতে আবশ্যক পরিমাণে জল ঢালিয়া সুরবদ্ধ করা হইলে, তাহাতে বিবিধ রাগরাগিণীর আলাপচারী হয় এবং গৎ ও গীত বাজান হয়। এমন মধুর বাদ্যধ্বনি শুনিতে আর নাই,—যাঁহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা জন্মে আর ভুলিতে পারেন না। কিন্তু কচ্ছপগণ, বোধ হয়, এই ধ্বনি শুনিলে স্তম্ভিত হয়। উহার অনুকরণে চারি খান কাচও বিরল ভাবে বিন্যস্ত করিয়া "জলতরঙ্গ" নামে একপ্রকার খেলনা প্রস্তুত হইয়াছিল। সে কালের উৎসবের হাটে বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যাইত। এখন নানা প্রকার বিলাতী খেলনার আমদানী হওয়াতে সে সকল দেশীয় দ্রব্য লোপ পাইয়াছে। শিল্পকর্ম্মী মেলার নেতৃগণ আবার এই মনোহর কলাটির জীবনদান করুন।

৮। উদকঘাত,—জলের দ্বারা আঘাত; পিচ্কারী। যেমন দোলের সময় কাষ্ঠরঞ্জিত লোহিত জল দ্বারা পিচ্কারী ক্রীড়া হইয়া থাকে, সরস্বতীপূজা উপলক্ষে যে উৎসব হয়, তাহাতে হরিদ্রা, কুসুম ইত্যাদি দ্বারা পীতবর্ণ জল লইয়া উদকঘাত ক্রীড়া করিতে হয়। হিন্দুসমাজে যত প্রকার আমোদ-কৌতুক আমোদ প্রমোদ প্রচলিত দেখা যাইতেছে, সকলই শাস্ত্রমূলক। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ যেরূপ সমাজহিতৈষী ও চিন্তাশীল ছিলেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকেই কিছু না কিছু উপকার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বুদ্ধিদোষে ও শিক্ষাভাবে আমরা সর্ব্বত্র সে উপকারিতা অনুভব করিতে পারি না।

৯। ঐন্দ্রজাল,—ইন্দ্রজাল বিদ্যা সম্বন্ধীয়

বস্তু, বা ব্যাপার—কুহক ক্রীড়া, ঔষধ, বাজী, ভেল্‌কি। সর্ব্বাঙ্গের তন্ত্র, শ্রীনিত্যানাথ বিরচিত সিদ্ধখণ্ড নামক তন্ত্রশাস্ত্রাদি প্রাচীন গ্রন্থে, এই ইন্দ্রজাল তত্ত্ব, কৌতুহল বিদ্যা নামে বিবৃত হইয়াছে। এই ইন্দ্রজাল তত্ত্ব, আর্য্য ঋষিগণের এক অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। ইহাতে না আছে, এমন আশ্চর্য্য ঔষধ এবং আশ্চর্য্য ব্যাপারই নাই। বাজীকরেরা এই শাস্ত্রের অন্তর্গত ২।৪টা ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়া লোকসমাজকে মুগ্ধ করে ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাতে যে কত প্রকার আমোদ, কৌতুক ও উপকারজনক ব্যাপার ও ঔষধ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সকলই দ্রব্যশক্তিমূলক। অনেকগুলির সহিত মন্ত্রশক্তিরও সংযোগ আছে। এখনকার অনেক ব্যক্তির মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ঘটনা ও ঔষধ কেবল বস্তুশক্তিমূলক, সে গুলির অনুশীলন ও অনুষ্ঠানে সমাজের বিশেষ লাভ আছে।

"যথা - [illegible] সাধকে সমুপাগতা।
তথা সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি ইন্দ্রজালক্রিয়াদিষু॥
[illegible] যথা [illegible] যথা পক্ষী।
[illegible] যথা সিন্ধু [illegible] তথা [illegible]॥
[illegible] কিং বহুনোক্তেন সর্ব্বেষাং [illegible]।
[illegible] ন [illegible]॥"

এই শাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত আছে এবং যাহা কোনক্রমেই [illegible] সম্পন্ন হয়, নিদর্শন জন্য কেবল [illegible] উল্লেখ মাত্র করিব। দ্রব্যগুণে [illegible], পারাবত, ছাগ, ময়ূর, কাক আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হইতে পারে। একপ্রকার দ্রব্য পাত্রে লেপন করিয়া স্থলের ন্যায় জলে বাস করিতে পারা যায়। একপ্রকার অঞ্জন নেত্রে ধারণ করিলে শত যোজন দূরস্থ বস্তু এবং দিবায় নক্ষত্রাদি দেখা যায়। অন্য প্রকার অঞ্জন ধারণে ঘোর অন্ধকারে গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারা যায়। মৃত ব্যক্তিকে দ্রব্য শক্তিতে এক প্রহর পর্য্যন্ত জীবিত রাখা যায়। দ্রব্যগুণে সদ্য বৃক্ষ উৎপাদন এবং তাহাকে পুষ্পিত ও ফলিত করা যায়। কোন পাত্রে বস্তুবিশেষ লিপ্ত করিয়া সেই পাত্র জলপূর্ণ করিবামাত্র জল দুগ্ধরূপে পরিণত হইবে। বস্তুবিশেষ দ্বারা অভিষিক্ত বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিলে মস্তকে অগ্নি জ্বলিবে। গাত্রে এক প্রকার তৈল মর্দ্দন করিলে এরূপ ভীষণ রাক্ষসের আকার ধারণ করা যায় যে, তদ্দর্শনে ভয়ে নর পশু পলায়ন করে। এতদ্ভিন্ন মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, সম্মোহন, বশীকরণ, দুগ্ধবতী স্ত্রীর দুগ্ধবৃদ্ধিকরণ, গর্ভধারণ, সুপ্রসব, ইত্যাদি বিষয়ে কত প্রকার যে অদ্ভুত চিকিৎসা, আশ্চর্য্য ঔষধ, অশ্রুত ও অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রক্রিয়া, ইন্দ্রজালশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উহার দুই একটী ঔষধ পরীক্ষা করিয়া [illegible] দৈনিক [illegible] পরীক্ষা [illegible] করে [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] হয়।

১৮। [illegible]—[illegible]

কোন কোন স্থলে ঐ বিবাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। তখন আর চক্ষুলজ্জা থাকে না। তখন গৃহযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন। মোকদ্দমায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপে জ্ঞাতিগণের মধ্যে বৈর সম্বন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপেই সহোদর ভ্রাতৃগণ "সহজশত্রু" হইয়া পড়িয়াছেন।

যে সহোদরের তুল্য মিত্র জগতে নাই;—যে সহোদরকে বিধাতা জন্মাবধি অমূল্য নিধি দিয়া দিয়াছেন; যে সহোদরের সহিত একত্রে পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, দেহ মন পবিত্র হয়;—সামান্য বৈষয়িক সম্বন্ধ হেতু, সেই সহোদর পরম শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন। দূরে হইতে সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিলে ক্ষতি কিছুই নাই,—বরং ইহ পরকালের পরম মঙ্গল আছে। অতএব সদ্ভাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

কুলস্ত্রীগণ, জ্ঞাতি বিরোধের মূল বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা অমূলক নহে। তাঁহাদের ঐ বিরোধ উৎপাদন করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহাদিগের ন্যায় স্বামী পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী আর কেহই নাই। তাঁহারা যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামী-পুত্রের হিত কামনা করিতে পারেন, দেবর বা দেবরপুত্রগণের হিত কামনা, কখনই সেরূপে করিতে পারেন না। জ্ঞাতিগণ বৈষয়িক সম্বন্ধে জড়িত থাকিয়া যে সকল অনিষ্ট ভোগ করেন, স্ত্রীগণ জ্ঞাতিবিরোধের সূচনা করিয়া, প্রকারান্তরে সেই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্বশুর ও স্বামী যদি পূর্ব্ব হইতেই পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের গোল মিটাইয়া রাখেন, তাহা হইলে স্ত্রীগণের ঐ বিরোধ উৎপাদনের কোনই কারণ থাকে না। তখন, বরং, তাঁহারা জ্ঞাতিগণের বিরোধিনী না হইয়া—জ্ঞাতিপালনে উন্মুখী হইবেন এবং প্রীতিভক্তির সহিত তাঁহাদিগের সমাদর করিবেন। এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, পতিপুত্রমঙ্গলকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণের প্রতি, কেহ যেন বৃথা "ঘর ভাঙ্গার" কলঙ্ক আরোপ না করেন।

আদর্শ রমণী।

জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীতে একটী গ্রাম্য উপবনে উপবিষ্ট হইয়া দুই জন মনুষ্য আলাপ করিতেছে। তাহাদের পার্শ্বে লতা-বিতানে সজ্যোৎস্না কুসুমস্তবকের মধ্যে বসন্তসমীর ক্রীড়া করিতেছে, পশ্চাৎ-দেশে বেণী কুন্তল মনোহারিণী কামিনী

সাধু—পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইলে শুদ্ধ হয় বটে। দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় ও গোমূত্র দ্বারা এই পঞ্চগব্য প্রস্তুত করা যায়। ইহা দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে যে "পঞ্চ গব্যের" প্রয়োজন হইবে, তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য। তাহাদ্বারা তোমার হৃদয় ধৌত করিতে হইবে।

অপ—সে কেমন "পঞ্চগব্য"?

সাধু—আত্মপরীক্ষা, আত্ম সংযম, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিস্মৃতি, আত্মবলিদান।

ইহা মানব-জগতে বড় দুষ্প্রাপ্য। ইহা সাধন করিতে বড় কষ্ট, তুমি এত কষ্ট কেন সহিবে? অপরাজিতে! আমার অনুমত্যানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে প্রস্তুত হও, সহজে সিদ্ধি লাভ করিবে। দেখিবে এই সকল মহামূল্য রত্নও তোমাতেই আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-ভোগে একবার তাহা নষ্ট হইলে আর পাওয়া যারপর নাই কষ্টকর, তোমার সে কষ্ট সহিবার দরকার কি?

অপরাজিতা সাধুকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সাধুই তার জ্ঞান ও ধ্যানের বস্তু, সাধুর বলেই এত দিন বাঁচিয়া আছে। সেই সাধুর মুখে আজ এমনতর নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া বাত্যা-বিক্ষুব্ধ লতার ন্যায় লুণ্ঠিত হইল না, কারণ ভগবানের কাছে তার চিরকালই উৎসাহ। অদ্ভুত সে কথা কহিল না, চোখ নিমীলিত করিয়া রহিল।

সাধু এতক্ষণ যথার্থই সাধুপুরুষ; আবেক উদ্দীপ্ত নয়নে ... মুখ ... কতক্ষণ। ... এব অপরাজিতার ভাব দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "বল বল প্রাণাধিকে! তুমি যাহ জগতে আমাকে ভুলিবে কি না? জগতের কাজ করিবে কি না?"

অপরাজিতা—অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া চাঁদের দিকে চাহিল। সাধু কহিলেন "দেখ দেখ চাঁদ কেমন প্রেমিক, চাঁদ পৃথিবীকে কেমন নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসে, এই জন্যই চাঁদের এত মহত্ব। তুমি কি উহার মত হইবে?" তথা হইতে অলকানন্দা গঙ্গার গম্ভীর কল্লোল শোনা যাইতেছিল, অপরাজিতা গঙ্গাবক্ষে চাহিল। সাধু কহিলেন "দেখ দেখ গঙ্গা কেমন নিঃস্বার্থ প্রেমিকা, সমস্ত পৃথিবীতে কেমন শান্তিপূর্ণ সজীবতা ঢালিয়া দিতেছে, তুমি কি এমন হইবে?" স্রোতস্বতী গঙ্গার বেলাভূমে জ্যোৎস্নামার্জ্জিত বালুকা খণ্ড তকতক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, অপরাজিতা তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সাধু কহিলেন "অপরাজিতে! যদি ঐ জীবপদতলস্থ বালুকা খণ্ডের ন্যায় নির্ব্বিকার হইতে পার, তবে এই মানবজগতেই স্বর্গ দেখিবে।"

অপরাজিতা ধীরে ধীরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। সাধু কহিলেন "দেখ যার পুত্র নাই, সে সকলের পুত্রকেই ভাল বাসে, আর যার সংসার নাই, সেও সকল সংসারকেই আপনার ভাবে।

... দেখ অপরাজিতে! আপনার ... পুত্রকে অতি সহজেই ভাল বাসা যায়, কিন্তু ইহা হইতে একটী গুরুতর কার্য্য

তিনি লক্ষ্মী! আর সেই নববধূ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সকলের আদর পাইতেছেন। তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হয় না, ভাল ভাল খাদ্য সকল তাঁহার মুখে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে, তিনি ননীর পুতুল হইয়া সাজ গোজে ঘর আলো করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। মনে করিতেছেন খাটুনি বুড়ীর জন্য, সুখভোগ তাঁহার জন্য। এখানে ঘুঁটে পুড়িতেছে, ও গোবর হাসিতেছে। কিন্তু গোবরকে একদিন ঘুঁটে হইয়া পুড়িতে হইবে। কনে বউ জানেন না যে, ভবিষ্যতে তিনি গৃহিণীর পদ পাইয়া তাঁহার সেই বোঝা সকল নিজের মাথায় বহিবেন এবং আপনার সুখকে উপেক্ষা করিয়া গৃহবাসী সকলের সুখের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে।

বুড়া ঠাকুরদাদার কেশ পক্ক, মাংস লোলিত, এবং দন্ত গলিত, কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি যষ্টি হস্তে হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ'র মত হইয়া চলিতেছেন। দৃষ্টি ক্ষীণ, কাণেও কম শুনিতে পান, আগকাবে জীর্ণ। এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার যুবক নাতি কতই হাসিতেছে, কতই ব্যঙ্গ করিতেছে! কিন্তু এখানেও সেই ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। নাতি জানে না যে, এক দিন আসিবে যখন তাহার যৌবনের তেজ ও স্ফূর্ত্তি কিছুই থাকিবে না। বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিয়া তাহাকেও ঠাকুর দাদার মতন সাজাইবে। তখন তাহার নাতি পুতি তাহার দশা দেখিয়া হাসিবে। যুবক বোঝে না বলিয়া হাসিতেছে, বুঝিলে কাঁদিত।

বধূ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসিয়াছে। বাপ, মা, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজনকে হারাইয়া সে কাঁদিতেছে। অল্পবয়স্কা বালিকা, চারিদিকে অপরিচিত মুখ দেখিয়া বিষাদ ও নিরাশায় ম্রিয়মাণ; কোন কাজ করিতে তাহার হাত সরিতেছে না। শাশুড়ী তাহার নিন্দা করিতেছেন, পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিয়া যাইতেছে, তাহার ছোট ননদ এই অবসরে বউয়ের কান টানিয়া হাত মোচড়াইয়া তাহার শত দোষ ব্যাখ্যা করিতেছে এবং হাস্যের রোলে ঘর ফাটাইতেছে। এখানেও ঘুঁটে পুড়িতেছে ও গোবর হাসিতেছে। ঠাকুর-ঝি ভাবিতেছেন না যে, তাঁহাকেও এক দিন শ্বশুর-বাটীতে যাইতে হইবে এবং তাঁহার ঠাকুরঝিও এইরূপ তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিবে। তখন এ হাসি কান্নায় পরিণত হইবে।

নূতন চাকরিতে বসিয়া হরিবাবুর কত স্ফূর্ত্তি! তাঁহার পুরাতন ভৃত্যের উপর চোটপাটের সীমা নাই। তেল, গামছা, পান, তামাক, যখন যাহা চাহিতেছেন, একটু বিলম্ব হইলেই চাকরকে ধমকাইয়া তুলেন। আফিস হইতে বাড়ী আসিয়াই ভৃত্যের উপর হুকুম। জুতা খুলে দে, পা ধোয়াইয়া দে, গায়ে বাতাস কর, তামাক সাজিয়া আন, একবারে ব্যস্ত সমস্ত

১০। যে কখনও দুঃখের আস্বাদ পায় নাই, সে কখনও সুখের মিষ্টতা বুঝে নাই।

১১। পাপে পড়া মানবের স্বভাব, কিন্তু পাপ হইতে উঠাতেই দেবত্ব।

১২। একটী পাপকে পরাজয় করিতে পারিলে দ্বিতীয় পাপকে জয় করা সহজ হয়।

১৩। যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বাদশ রাশির নামকরণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর সকল জাতি চন্দ্রের গতি দ্বারা ঋতু ও মাস গণনা করিত। চন্দ্রের উদয় ও অস্ত প্রতিদিন নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা জ্যোতিষ গণনার পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল যে, চন্দ্রের দ্বাদশ আবর্ত্তন সমাপনান্তে ত্রয়োদশ আবর্ত্তন আরম্ভ হইলে তবে সূর্য্যের প্রদক্ষিণ কার্য্য একবার মাত্র সমাপন হয়। এই একবার সমাপন-কালকে এক বৎসর কহে। সুতরাং একবৎসর সময়কে চন্দ্রের গতি দ্বারা ভাগ করিলে স্বভাবতঃই দ্বাদশ ভাগ হয়; এই দ্বাদশ ভাগের এক এক ভাগকে তাহারা এক এক মাস গণনা করিত। জ্যোতির্বিদেরা এক এক মাসকে এক এক রাশি কহেন। দুই মাসে এক ঋতু ও ছয় ঋতুতে এক বৎসর।

প্রাচীন কালের লোকেরা গরু, ভেড়া, ও ছাগল কোন্ ঋতুতে প্রসব হয়, তাহা দেখিত; শস্য কখন রোপণ ও কর্ত্তন করা হয়, তাহা দেখিত; এই সকল দেখিয়া তাহারা ঋতুর অনুমান করিত। ঋতুর অনুমান হইতে সূর্য্যের গতি এবং রাশি-বিশেষে অবস্থানও অনুমান করিত। তাহারা দেখিত যে, সূর্য্য ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর সীমান্তে উপস্থিত হইয়া আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে, সুতরাং যে স্থান বা রাশি হইতে সূর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সেই রাশির নাম কর্কট রাখিল, কেননা, কর্কট পশ্চাৎদিকে চলিতে সক্ষম। *

কর্কটের পরস্থ রাশির নাম সিংহ রাখিল, কেননা এই রাশিতে অবস্থান-কালে সূর্য্যের তেজঃ যেন সিংহ-বিক্রমের ন্যায় প্রচণ্ড ও অসহনীয় হয়। সিংহের পর কন্যা, কেননা ইতিপূর্ব্বেই শস্য-কর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে যে

* প্রাচীন কালে সূর্য্য কর্কটরাশিস্থ হইয়া দক্ষিণ দিকে ফিরিতেন, এখন ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় জ্যোতিষমণ্ডলে বা রাশিচক্রে নক্ষত্রপুঞ্জের স্থিতি ও আকারের সহিত কল্পনা যোগ করিয়াও রাশি সকলের নামকরণ হইয়াছে। খগোল-চিত্রে মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির আকৃতিই অঙ্কিত দেখা যায়।

অধুনিই শস্য এবং শস্যাদও আছে, তাহা অল্প পরিশ্রমেই সংগ্রহ হইতে পারে, সুতরাং কুমারীরা সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। কন্যার পরস্থ রাশির নাম তুলা রাখিলেন, কেননা সূর্য্য এই রাশিতে উপনীত হইলে দিন ও রাত্রিমান সমান হয়, সূর্য্য যেন তুলাদণ্ডে মাপিয়া দিন রাত্রি ঠিক্ করেন।

তুলা রাশির পর বৃশ্চিক। সূর্য্য বৃশ্চিক-রাশিস্থ হইলে তাঁহার পূর্ব্বকার প্রচণ্ড তেজ প্রশমিত হয়, এবং জলাশয় ও জলাভূমি হইতে বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া ব্যাধির সঞ্চার করে। সূর্য্য বৃশ্চিকের ন্যায় হুল ও বিষ সঙ্গে করিয়া এই রাশিতে অবস্থান করে বলিয়া ইহার নাম বৃশ্চিক।

বৃশ্চিকের পর ধনুরাশি, কেননা পূর্ব্বেই শস্যকর্ত্তন শেষ হইয়াছে, মাঠ এক্ষণে পরিষ্কার, কোন বাধা নাই। এই সময়ে তীর ধনু লইয়া শিকার অন্বেষণে বাহির হওয়া আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং সূর্য্যের ধনু রাশিতে অবস্থানকালে মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য হইত বলিয়া এই রাশির নাম ধনু রাখা হইল। ধনুর পর মকর। মকর রাশিকে লাটিন ভাষায় (capricorous) বলা হয়, ইহার অর্থ ছাগল। এইরূপে হেমন্ত ঋতুর অবসান হইয়া শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; মত্ত ছাগলেরা [illegible]ভূমি হইতে পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া খাদ্যের অনুসন্ধান করিতেছে। মকরের পর কুম্ভ। কুম্ভ অর্থে জলবাহক, এই সময়ে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির জল বিস্তর। কুম্ভের পরে মীন, মীন অর্থে মৎস্য। এই সময় জল শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং ধীবরেরা মৎস্য-আহরণে ব্যস্ত হয়। এইরূপে বাকী রহিল মেষ, বৃষ এবং মিথুন, এই তিন রাশির নামকরণ গৃহস্থের অত্যন্ত আবশ্যক বস্তু অনুসারেই হইয়াছে। বসন্তের শেষ এবং গ্রীষ্মের আরম্ভেই মেষ, তাহার পর গরু, তাহার পর ছাগ পর্য্যায়ক্রমে শাবক প্রসব করে। প্রাকৃতিক ঋতুভেদে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে রাশি যে মাসে সূর্য্য ভোগ করিয়া থাকে, তাহা এই—

মাস	রাশি	মাস	রাশি
বৈশাখ	মেষ	কার্ত্তিক	তুলা
জ্যৈষ্ঠ	বৃষ	অগ্রাহয়ণ	বৃশ্চিক
আষাঢ়	মিথুন	পৌষ	ধনু
শ্রাবণ	কর্কট	মাঘ	মকর
ভাদ্র	সিংহ	ফাল্গুন	কুম্ভ
আশ্বিন	কন্যা	চৈত্র	মীন

নৈসর্গিক ঘটিকাযন্ত্র।

নিম্নতলের [illegible] তারা আকাশতলে [illegible] হইতে [illegible] ক্রমশঃ [illegible] একটী পথ দেখায় [illegible] পড়ে। তাহাদের চক্ষুর [illegible]

ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে থাকে। বিড়ালের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অনায়াসে দিনের সময় ধার্য্য করা যাইতে পারে।

আমাদের বাটীতে দুই তিন খানি মৌচাক আছে। আমরা দেখিয়াছি কর্ম্মকারক মক্ষিকারা প্রত্যহ ঠিক বেলা একটার সময় চাক পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি মিনিট উড়িয়া পুনশ্চ চাকে বসে। মক্ষিকাদের এরূপ উড্ডয়ন দ্বারা বেলা ১টা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যায়।

সূর্য্যমণি পুষ্প বেলা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় প্রস্ফুটিত হয়। কৃষ্ণকেলী পুষ্প বেলা ঠিক চারিটার সময় ফুটে। বেল যুঁই সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে ফুটে। সেফালিকা রাত্রে ফুটে ও রাত্রি অবসানকালে ঝরিয়া পড়ে। পদ্ম প্রভাতে ফুটিয়া সূর্য্যাস্তে মুদিত হয়। কুমুদ সন্ধ্যার সময় বিকসিত হয় ও সূর্য্যোদয়ে মুদিত হয়। তেঁতুল বৃক্ষ, লজ্জাবতী লতা প্রভৃতির পত্র সন্ধ্যার আগমনে সঙ্কুচিত হয় ও প্রভাতে বিস্তৃত হয়। কুক্কুট রাত্রি ৪টার সময় রব করে, যামঘোষ বা কোকিল প্রতি প্রহরে এক একবার রব করে। জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সকল নৈসর্গিক ঘটিকাযন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহাদিগের দ্বারা আমরা অনায়াসে সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

কয়েকটী নীতি পদ্য।

১। সংসর্গ।

শুনিয়াছি আছে পরশ রতন,
যাহারই পরশে সে হয় হেম;
অসাধুও সাধু হয় যে তেমন,
সুজনের সনে করিলে প্রেম।
মিশিয়া যেমতি সাগর সলিলে,
লোণা হয় স্বাদু তটিনীনীর,
তেমনি খলের সংসর্গে মিশিয়া,
খলের স্বভাব ধরয় ধীর॥

সঙ্গ দোষ গুণ যাহার যেমন,
সংসারে তেমন মানুষ সেই;
তেঁই সাবধান, ভুলেও কখন,
অসতের সনে মিশিতে নেই;
না থাকুক তার ধন জন বল,
সেও সদালাপী সাধুর কাছে,
নাই বা বটের ফুল কি সুফল,
শীতল ছায়াটী তাওতো আছে?

২। সর্প ও খল।

অসুরের দুটী অরি সর্প আর খল [illegible] একই আর [illegible] বাহির;
[illegible]

প্রেত সকলের সদ্গতির জন্য গয়ায় পিণ্ড-দান করিতে হয়, শ্রাদ্ধ শান্তি ও তর্পণ করিতে হয়। উপযুক্ত পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ তর্পণে প্রেতের উদ্ধার সাধন হয়। আর সে ভূলোকে আসিয়া কোন উপদ্রব করে না, অথবা পরিতুষ্ট হইয়া জীবিত আত্মীয়ের অনিষ্ট সাধনে নিবৃত্ত হয়।

হিন্দুগণ নানা উপলক্ষে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করেন। কেহ কেহ নিত্য শ্রাদ্ধ ও নিত্য তর্পণও করিয়া থাকেন। মহালয়ার দিন সকল পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের দিন। বৎসরের শেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিবসও প্রেতগণের শ্রাদ্ধ তর্পণের এক বিশেষ দিন বলিয়া গণ্য। যাঁহারা অন্য সময়ে বিস্মৃতি বা কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তাঁহারা বৎসরের শেষে এই দিবসে সকল প্রেতের তুষ্টিসাধন করিতে পারেন। এই জন্য জলসংক্রান্তির দিন প্রেতদিগের নাম করিয়া কলস কলস জল উৎসর্গ করা হয় এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা বৎসরের কৃত কার্য্য সমাপন করিয়া নির্ভয়ে ও নিরাপদে নববর্ষে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাসের মধ্যে কুসংস্কার থাকিতে পারে, কিন্তু প্রেতের তর্পণ প্রথাটি যে অতি সুপ্রথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৎসরের শেষে যেরূপ সমুদায় ঋণ শোধ কর্ত্তব্য, পরলোকবাসীদের প্রতি কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ করিয়া ভারমুক্ত হওয়াও সেইরূপ প্রার্থনীয়। [illegible] প্রেতের ন্যায় আমাদের [illegible] সম্বন্ধ আছে। তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে এবং অনেক প্রকার যন্ত্রণার কারণ হয়। জীবনের যে মুহূর্ত্ত সকল আমরা বৃথা বা পাপকার্য্যে ক্ষয় করি, বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকি এবং তাহাদের স্মৃতি প্রেতস্বরূপ হইয়া আমাদের সঙ্গ লয়, সহজে তাহাদের হাত এড়ান যায় না। কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যাকথন চৌর্য্য হিংসা প্রভৃতি প্রত্যেক পাপের প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

হিন্দুদিগের একটী বিশ্বাস যে, আমরা যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে পাপ কার্য্য সাধন করি, পরকালে ধর্ম্মরাজের নিকট সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকে এবং তদনুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। যে চক্ষু দ্বারা কুদৃশ্য দেখি, যে কর্ণ দ্বারা কুকথা শ্রবণ করি, যে হস্ত দ্বারা কুকার্য্য সাধন করি—যে পদ দ্বারা কুপথে গমন করি এবং যে রসনা দ্বারা আমরা কুবাক্য উচ্চারণ করি—এমন কি যে মন দ্বারা আমরা কুচিন্তা, কুকল্পনা ও কুবাসনা করিয়া থাকি, ইহারা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী। হিন্দুদের এই বিশ্বাসের মূলেও মহাসত্য আছে। মৃত্যুর পরে কেন, আমরা জীবিতকালেই দেখিতে পাই যে, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে পাপ সাধন করি, সেই পাপে সেই ইন্দ্রিয় কলঙ্কিত হইয়া পাপের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের স্মৃতি আমাকে আক্রমণ করিয়া [illegible] নষ্ট করে।

মহাকবি সেক্সপিয়র বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে হস্ত দ্বারা ম্যাকবেথ সুষুপ্ত প্রভু ডঙ্কান রাজকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই হস্ত শতবার ধৌত করিয়াও তাঁহার চক্ষে রক্তাক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল—এবং তৎসংস্পর্শে শুভ্র কোন সকল রক্তবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। পাপের স্মৃতি এইরূপ মনোবিকারই উৎপাদন করিয়া থাকে।

অতএব অসংখ্য পাপের প্রেত সকল এইরূপে ক্রমাগত বৃদ্ধি ধারণ করিয়া পাপ কার্য্যের প্রতি ও যাতনার কারণ হয়; এই প্রেত সকলের শ্রাদ্ধ ও তর্পণের উপায় কি? নিজ পাপ চিন্তা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে যাঁহারা নিয়ত পাপক্ষয় করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য; যাঁহারা তাহা না করিতে পারেন, বিশেষ বিশেষ নৈমিত্তিক ঘটনা উপলক্ষে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত বিধেয়।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রেত সকলের উদ্ধার হইয়া যায়, আর তাহারা পাপকারীর সঙ্গ লইয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। আমরা অন্য সময়ে পাপ প্রেতদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে পারি না পারি, বর্ষশেষে এ কার্য্য সাধনের ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক ও শুভজনক। বর্ষশেষে কৃত পাপ সকল এক এক করিয়া স্মরণপূর্ব্বক যেন তাহাদের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা ও অশ্রুপাত করিতে পারি এবং এরূপ পাপ আর করিব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিতে পারি। মনু বলিয়াছেন যে—

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য
তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি
নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।"

পাপ করিয়া আন্তরিক সন্তাপ করিলে মনুষ্য সেই পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। 'এমন কর্ম্ম আর করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতে পিতৃপুরুষদিগের প্রেতের তর্পণ করিয়া যেমন তৃপ্তি ও নিরাপদ হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ পাপপ্রেত সকলের শ্রাদ্ধ তর্পণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তৃপ্তি ও নিরাপদ হওয়া সকলের পক্ষেই বিধেয়। পিতৃপুরুষদের প্রেতগণের জন্য কলস কলস জল উৎসর্গ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলের পাপ-প্রেতদিগের তর্পণ হউক, ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ হইবে।

নারী-চরিত।

উভয়-ভারতী।

শোণ নদের তীরে বিষ্ণুমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উভয়-ভারতী এই বিষ্ণুমিত্রের কন্যা। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিনী ছিলেন। ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত এই ষড়ঙ্গ; মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায় ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাতে ইনি সুনিপুণা ছিলেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র, এবং বেদান্ত, বৌদ্ধ সিদ্ধান্তাদিতে উভয় ভারতী সুপণ্ডিতা ছিলেন। এমন কি, তাঁহার সময়ে, এমন কোন বিদ্যাই ছিল না, যাহাতে তাঁহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল না। এই জন্য তৎসমসাময়িক ব্যক্তিগণ ইঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইতেন।

অশেষ-গুণশালিনী উভয়-ভারতী ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, মাহিষ্মতীতে বিশ্বরূপ নামে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করেন। উভয়-ভারতী ইঁহার পাণিগ্রহণে অভিলাষিণী হইয়া স্ত্রীজনোচিত লজ্জা সত্ত্বেও তাঁহার পিতার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। মহাত্মার সদ্গুণের কথা আপনি চারি দিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এদিকে বিশ্বরূপও উভয়-ভারতীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে নিরতিশয় ব্যগ্র হইলেন। শ্রীমান্ বিশ্বরূপ জনক জননীর নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। পুত্রকে সর্ব্বদা চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া পিতা হিমমিত্র একদিন বলিলেন, "বৎস, সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তাময় দেখিতেছি, দিন দিন তোমার শরীর কৃশ হইয়া যাইতেছে, তোমার বদনে কোন প্রকার স্ফূর্ত্তি দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি? তোমার শরীরে কোন প্রকার রোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইষ্ট বস্তুর বিয়োগে ও অনিষ্ট বস্তুর সংযোগে জীবের নানাপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়, আমি কিন্তু উভয়ের কোনটাই তোমাতে দেখিতেছি না। তোমার বিবাহের কালও অতিক্রান্ত হয় নাই, অন্যেও তোমাকে কোনরূপ অপমান করে নাই। কুটুম্বগণের স্নেহও তোমার উপর কমিত হয় নাই। তোমার গভীর চিন্তার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। অবিবেক, অজ্ঞানের কারণ মূঢ়ভাব তোমাতে নাই ও পরাজয় তোমাতে সংঘটিত হয় নাই। আবশ্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিবর্জ্জন করিয়া আসিতেছ, সুতরাং নরক-যন্ত্রণার কোন প্রকার শঙ্কা তোমার

নাই, তথাপি, বৎস! কেন তোমার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ম্লান দেখিতেছি।” জনকের এবম্প্রকার আগ্রহপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপ স্বীয় মনোভাব আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! শোণ নদের তীরে বিষ্ণুমিত্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার এক অশেষ-গুণশালিনী কন্যা আছে। আমি লোক-মুখে সেই কন্যার গুণের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।” পিতা হিরণমিত্র পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কন্যাদর্শন জন্য দুই জন ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুমিত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় বিষ্ণুমিত্রের ভবনে উপনীত হইলে, বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে তাঁহারা উক্ত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “শাস্ত্রজ্ঞান, প্রশস্ত কুল, চরিত্র ও ধর্ম্ম দ্বারা আপনার কন্যাকে স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের সদৃশী শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা আমাদের দুইজনকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কারণে আমরাও আপনার কন্যাকে তাঁহার পুত্রের জন্য যাচ্‌ঞা করিতে আসিয়াছি। অতএব হে বিষ্ণুমিত্র! সম্বিধান [illegible] সূত্রে আবদ্ধ হউন।” ব্রাহ্মণদ্বয়ের উক্তি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমিত্র বলিতে লাগিলেন, “হে ব্রাহ্মণদ্বয়! বিশ্বমিত্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিবেন, [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ীতে [illegible]

করিয়া তাঁহার উক্ত বাক্য প্রতিপালন করিব। কেননা, এই কন্যা-সম্প্রদান কার্য্য নিয়ত স্ত্রীলোকদিগের অধীন, যদ্যপি আমি পত্নীর অনুমতি না লই তাহা হইলে ভবিষ্যতে কন্যা যদি কোন ব্যসনপ্রবৃত্ত হয়, তখন এই সকল স্ত্রী লোকই আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিবে।” অনন্তর বিষ্ণুমিত্র ভার্য্যাকে বলিলেন, “হে কল্যাণি! তোমার যে এক পুত্রতুল্য কন্যারত্ন আছে, তাহার বরণ কামনা করিয়া রাজগৃহ হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? ইহার এক পক্ষ স্থির করিয়া বল। কারণ একবার দান করিব বলিলে ‘দিব না’ একথা বলিবার আর ক্ষমতা থাকিবে না।”

পতির এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতে লাগিলেন—“প্রথমতঃ, দূরে অব-স্থান; দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম, কুল ও চরিত্রাদি যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহারও কিছুই জানা যাইতেছে না। অত-এব আমি আপনাকে কি বলিব? যিনি ধন, কুল ও চরিত্রে সুবিখ্যাত, তাঁহাকেই কন্যা প্রদান করিবে, ইহা শাস্ত্রে ও লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে যে,

“কুলঞ্চ শীলঞ্চ বপুর্বয়শ্চ
বিদ্যা চ বিত্তঞ্চ সনাথতা চ।
এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া
কন্যা বুধৈঃ শেষমচিন্তনীয়ম্॥”

অর্থাৎ কুল, [illegible], বয়স, [illegible] [illegible] সনাথ [illegible]

বলিলেন। তাহা শুনিয়া বিশ্বরূপ নিরতিশয় সুখী হইলেন। এদিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। শুভদিনে, শুভক্ষণে, বিবাহার্থী সালঙ্কৃত বিশ্বরূপ বহুসংখ্যক সুনিপুণ ব্রাহ্মণসহ শোণনদের বিশাল তটে উপনীত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র শোণনদের তীরে বহু সমারোহে জামাতার শুভ আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। পরে বিবিধ বাদ্য ভাণ্ডের সহিত জামাতাকে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাই গেল। ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢক্কা, বেদগান ও শঙ্খধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল। চারি দিকে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হিমমিত্রের পুত্র বিশ্বরূপ বিষ্ণুমিত্রের কন্যা উভয়-ভারতীর করকমল স্বীয় করপল্লব দ্বারা শুভক্ষণে গ্রহণ করিলেন।

শুভোদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিশ্বরূপ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কন্যার পিতা মাতা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস বিশ্বরূপ! তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যেমন স্তন্যপায়িনী বালিকা কিছুই অবগত নহে, তেমনই আমার এই কন্যা কিছুই জানে না। অতএব ইহাকে নিজ কন্যার মত রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাতে দেবভাব বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কখনই রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিও না। আমার এই [illegible] কন্যার সদ্গুণটিকে রক্ষিবে [illegible] রক্ষণভার তোমারই [illegible]। এই সুন্দরী তাঁহার গচ্ছিত ধন স্বরূপ জানিবেন এবং তিনি ক্রমশঃ ইহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। বাল্যকালে বালক বালিকার শৈশব জন্য অপরাধ অতিশয় সুলভ; কিন্তু যিনি গৃহিণী, তিনি কদাপি সে অপরাধ দর্শন করিবেন না। আমরা সকলেই ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইয়া পশ্চাৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি। একবারে বিজ্ঞ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

অনন্তর বিষ্ণুমিত্র কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বৎসে! তুমি অদ্য অপূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হইলে। হে সুভগে! সেই অপূর্ব্ব দশা রক্ষণ বিষয়ে তুমি সদাই নিপুণতা দেখাইবে। কারণ তোমার শিশু-ব্যবহার যেমন আমাদের দুইজনের নিরতিশয় প্রীতিকর, সেইরূপ অপরের প্রীতিকর না হইতেও পারে। অতএব জনসমূহ যাহাতে উপহাস করিতে না পারে, তুমি এরূপ ব্যবহার করিও। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীর জনক জননী তাহার অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত, উদ্বাহের পর একমাত্র স্বামীই অধিপতি হয়েন। অতএব তুমি সেই একমাত্র স্বামীর শরণাপন্ন হইও। ইহা দ্বারা তুমি দুর্জ্জয় ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। হে সুন্দরি, পতি অভুক্ত থাকিলে কদাচ ভোজন করিও না। পতি দূরদেশে গমন করিলে বিশেষরূপে বেশভূষা করিও না। পতির সুখের জন্য স্ত্রীর আত্ম-বিসর্জ্জন—পুরাণের এবম্প্রকার [illegible] আছে [illegible] অরুন্ধতী লোপামুদ্রা প্রভৃতি

ব্যারিষ্টার হইয়াছেন. আবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল এল বি উপাধি পাইয়াছেন।

৭। ত্রিপুরাধিপতির রাজ্যাভিষেকের সময় উঁহার কন্যা শুলাউঁ প মারা গিয়াছে, হরিষে বিষাদ !!

৮। পারিসের পিলিডিউ চাসেওই নামক এক ব্যক্তি আশ্চর্য্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে যে বস্তুর যেরূপ রঙ, ঠিক্ সেইরূপ ফটোগ্রাফ উঠিবে।

৯। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলাম যে কাকিনার সুপণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বারিধি পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি হিন্দু-শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১০। ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড হামিলটন এত দিন পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, মধ্যভারতে লক্ষাধিক (১২০,০০০) লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সম্ভবতঃ দুর্ভিক্ষই তাহার কারণ।

১১। মেলাইয়ের কল ওয়ালা সিঙ্গার কোম্পানি বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। লেডি ডফরিন ফণ্ডের হাঁসপাতাল-সমূহে গত বৎসর ১৩,২৭,০০০ জন স্ত্রীলোকের চিকিৎসা হইয়াছে।

১৩। কলিকাতার রামবাগাননিবাসী বাবু বিনোদবিহারী মল্লিক লেডি ডফরিন ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহকালে ভারতবর্ষে ৩৮ হাজার গোরা এবং দেড় লক্ষ সিপাহি ছিল। এক্ষণে ৭৫ হাজার গোরা এবং দেড় লক্ষ সিপাহি আছে।

১৫। গত মাসে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় নগরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। প্রায় দেড় হাজার বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতি আন্দাজ ২ লক্ষ টাকার হইয়াছে। মান্দালয় নগরের অধিকাংশ বাড়ী সেগুণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সাধু তুকারামের জীবনচরিত—বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য।০ আনা। তুকারাম দাক্ষিণাত্যের চৈতন্য-দেব। ইঁহার জীবনে ভক্তি বিশ্বাস এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অতি আশ্চর্য্য ভাবে লক্ষিত হয়। এরূপ সাধু ব্যক্তির চরিত পাঠে সকলেই উপকৃত হইতে পারেন। তুকা-রামের চরিত্র ভূমি বা অভঙ্গ রামপ্রসাদী গানের ন্যায় দক্ষিণ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকে তাঁহার কতকগুলির [illegible]

২। বঙ্কিমচন্দ্র ৩য় ভাগ—ইহাতে বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণি, ও সীতা-রামের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ও সমালোচনা আছে। গ্রন্থকার বাবু সুলেখক এবং বঙ্কিম বাবুর এক জন অনুরাগী ভক্ত। বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত চরিত্র সকলের যেরূপ বিশ্লেষণ ও সমালোচন করিয়াছেন, তাহা অতি মনোগ্রাহী। তাঁহার পুস্তকখানি [illegible] বঙ্কিমের পাঠক [illegible] সহিত [illegible] করিয়া [illegible] নাই।

[illegible] বুঝিলে আমি,—ছিঁড়িয়ে কঠিন বাঁধ,
কে তুমি, কে তুমি বালা,
সুর-পুর-সু-উজলা!
পশিলে পশিপশি করে,
এ মোর আঁধার ঘরে,
হাসাইয়ে শত কোটি তারা, তারানাথ;
বাঁধিলে জীবন মন শ্রীচরণ সাথ। ৩

আমিত বুঝিনে দেবি! "সাধ-কি অসাধ!"
যেহেন্—বিভল পারা—একি পরমাদ!
সুখ-দুঃখ নাহি চাই,
হাসি নাই, অশ্রু নাই,
নয়ন মুদিয়ে আসে,
কোথাকার স্মৃতি ভাসে,
স্বপনের মোহে ভুলি, রয়েছিনু দিন রাত,
এ কেমন দশা মম "সাধ কি অসাধ!" ৪

অতুলন-রূপ পানে অনিমিখ চেয়ে রই;
হৃদয় শিহরি ওঠে, কি জানি কেমন হই,
জগৎ "পাগল" বলে,
আমি যে আপনা ভুলে—
প্রাণময়ি! ও চরণ—
ধেয়াই গো নিশি দিন—
কেঁদে যা কিসের তরে কেমনে বুঝাবে কই,
মরুভূমে ছোটে বাণ তোমারই পরাশে সই! ৫

তবে এস, এস দেবি! এলে যদি দয়া করে,
দাঁড়াও আরাধ্য-তমা! ভিখারী-জনি কুটীরে;
ধরাও—অতৃপ্ত—আশা
বিরহের তীব্র ভাষা,
[illegible] না পারি আর—
[illegible]

আজি এই জগৎ হিয়া, চাপি তব [illegible]-প'রে
লুকায়ে রহিবে সখি! অভাগা জনম তরে। ৬

অনন্ত ভাবের সিন্ধু, কবিগুরু আদি কবি,
যাঁহার কবিত্ব-বিন্দু, শশী-তারা-ফুল রবি;
যে কবির কাব্য পাতা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গাথা,
তাঁহারই মানস-বালা
প্রভাবতী—অতুলনা—
সেই সে সুষমা ছায়া—মুখে তব প্রাণসখি!
পাঠালেন যিনি তোমা মরহৃদি শূন্য দেখি! ৭

মহাশুষ্ক মরু এ যে মিটে না, মিটে না আশা,
কলিজা, ধমনী কাটে—অপূরিত শান্তিতৃষা,
কোমল-কোরকগুলি,
নাশে এরা পায়ে দলি,
ধনী-মানী-ভীমকায়
বুক চিরে রক্ত খায়—
অনাথ-দুর্ব্বলে আহা! স্বার্থে ভরা ভালবাসা!
আরও কত আছে ওগো! বলিতে না
পাই ভাষা! ৮

তাই তিনি প্রেমময়ি! তোমারে লো সজনি
পাঠালেন, অভাগার প্রাণের প্রতিমা খানি,
ভুলিনু বিগত ব্যথা—
ভুলিনু ধরার কথা—
অভাব—অশান্তি ঘোর—
সকলই ঘুচেছে মোর!
এবে তোমা বুকে ধরে কাটাব বিভাবরী,
[illegible] কুটীরেতে "কুটিরে! জগমাণী।" ৯

শ্রীনির্ম্মলা।

"চেয়ে আছি।"

বহুকাল হ'তে চেয়ে আছি
নির্ম্মল গগনের পানে।
থেকে থেকে রয়ে রয়ে গণি
নীলিমের ক্ষুদ্র তারাগণে॥
কত জলে মরকত প্রায়
কত যায় হইয়া বিলীন।
সংসারের মর জীবগণে
বলে যায় সম্মুখে দুর্দ্দিন॥
তবে কেন নিশি দিন ভাবি
মরতের হিংসা দলাদলি।
আসিয়াছি মরিবার তরে,
একে একে যাইব রে চলি॥
কত দিন রব আর ভবে

সন্ধ্যানিলে দীপ নিভে যাবে।
শূন্য প্রাণে যাইব চলিয়া
পঞ্চভূতে শরীর মিশাবে॥
(অতএব) ভকতি অঞ্জলি প্রদানিয়া
শ্রীচরণ পূজিব তাঁহার।
এ সংসার যাঁহার সৃজিত
যাঁর কীর্ত্তি অনন্ত অপার॥
বিভূষিয়ে নয়নযুগল
ভক্তিরূপ পবিত্র আলোকে।
পূজিতে পূজিতে সে চরণ
চলে যাব জ্যোতির্ম্ময় লোকে॥
শ্রীমতী—"জ্যোতি।"

দু দণ্ডের তরে।

অরণ্যের সুপ্ত প্রাণ যবে
জাগাইয়া, সঙ্গীত-ধারায়
দুদণ্ডের তরে গান গাহি
পাখী হায়! উড়ে চলে যায়;
দূরে শুধু প্রতিধ্বনি তার
শূন্য প্রাণে, কেঁদে হায় হায়॥ ১
বসন্তের নব আগমনে
[illegible] যৌবনে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আকুলিয়া উদাস পরাণ,
ঝিল্লিকের মৃদু ধ্বনি মাঝে,
ডুবাইয়া কল্পনা মাঝারে,
দুরাশার স্বপন সকল
দুরন্তেতে করে [illegible]॥ ৩
হৃদয়ের মৃদুল পরশে
[illegible] গোপন যতনে,
[illegible] প্রেমের কাহিনী
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কেন সিন্ধু শুনে কার বাণী—
অতীতের অনন্ত কাহিনী,
ব্যক্ত করি, গভীর ভাষায়
হৃদয়েতে শান্ত হয়ে যায়॥ ৫
হে প্রকৃতি! দু দণ্ডের তরে
কেন এই সৌন্দর্য্য অপার
জগতের নাট্যশালা পরে
রাখিয়াছ করিয়া বিস্তার?
চিরদিন এ প্রপঞ্চ কিগো!
রবে ঢাকা রহস্য আঁধারে? ৬

লজ্জাবতী বসু।

উপহার।

(কোন এক নবজাত শিশুর প্রতি)

কেরে তুই আমারে তা বল?
ছিলি কোন্ দেশে,
কেমনে আসিলি ভেসে?
তোর পরশেতে ধরা সুখে টলমল! ১
তুই কিরে স্বরগের ফুল,
তোর উঙা উঙা স্বরে,
কতই অমিয়া ঝরে,
যার বুকে স্নেহধারা বহে কুল কুল। ২
ফিরিয়া দেখেছি ত্রিভুবন,
এমন পাগল-করা,
এমন পরাণ-হরা,
অতুল মুরতি আর দেখিনি কখন। ৩
দেখিয়াছি সুনীল গগন,
তারকার শোভারাশি,
চাঁদের মধুর হাসি,
প্রাণ মন মাতানিয়া নবীন তপন। ৪
কত দিন করেছি দর্শন,
সাঁঝের কনকছটা,
নবীন মেঘের ঘটা,
উষার মধুর হাসি নয়নরঞ্জন। ৫
(কিন্তু) তারা নহে তোর তুলনায়।
তোর যে মধুর ছবি,
অমিয়-মাখান সবি,
শান্তি পারাবার তুই এক সাকারায়। ৬
শিশু! তোর সবি মনোহর।
শ্যামের মুরলীস্বন,
ভ্রমরের গুঞ্জরণ,
জগতের মধুমাখা কোন উপমান। ৭
যে হৃদয়ে অনন্ত বেদন,
তোর পরশেতে তার,
দূরে যায় দুখভার,
স্বরগেতে যায় ভাসি করিলে চুম্বন। ৮
বুঝিনাক তুমি কোন্ জন,
শুধু আমি বুঝি এই,
তোমার তুলনা নেই,
এ জগতে তুমি শুধু তোমার তুলন। ৯
শিশু! তুমি অতুলন ধন,
তুমি যারে আছ যার,
জুড়াই জীবন তার,
আমারি মতন সেই বড় অভাজন। ১০